উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সম্পাদিত

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি দুর্বলতা নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়? উপনিষদ্ বলিতেছেন—হে মানব তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল উপনিষদেই 'অভীঃ' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'—ভয়শূন্য হও।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মূল্য : ৫০ টাকা

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

চতুর্থ প্রকাশ
১৯-১১-১৯৬৫

দশম পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭
June, 2000
1M1C

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

সূচীপত্র

মধুকাণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)

প্রথমাধ্যায়

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়াধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়)

তৃতীয়াধ্যায়

পৃষ্ঠা

চতুর্থাধ্যায়

খিলকাণ্ড (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)

পঞ্চমাধ্যায়

ষষ্ঠাধ্যায়

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

ঈঃ—ঈশোপনিষৎ
ঐঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ
ঐঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক
কঃ—কঠোপনিষৎ
কেঃ—কেনোপনিষৎ
কৌঃ—কৌষীতকি উপনিষৎ
গীতা—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য
প্রঃ—প্রশ্নোপনিষৎ
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
ব্রঃ—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তসূত্র)
মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ
মাঃ—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শঃ—শতপথব্রাহ্মণ
শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ভূমিকা

কাণ্বশাখীয় শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশই আমাদের আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। মাধ্যন্দিন-শাখীয় শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণেও এই উপনিষৎ আছে। এই উভয়শাখীয় উপনিষৎ এক হইলেও স্থলবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। আচার্য ভগবান্ শঙ্কর স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে অবশ্য কাণ্বশাখীয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থেও উহাই গৃহীত হইয়াছে।

শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশে যে "আরণ্যক" রহিয়াছে, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ সেই "আরণ্যকের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহা "আরণ্যকোপনিষৎ" বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ উহা "সংহিতোপনিষৎ" নহে। "বৃহৎ" শব্দটির সার্থকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে—উপনিষৎসমূহের মধ্যে উহা আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যের বিস্তৃত উপদেশ প্রদানপূর্বক বিস্তৃতভাবে (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে) জল্প অর্থাৎ পরপক্ষ-নিরাসের জন্য খণ্ডনমূলক যুক্তি, এবং বাদ অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য বিচারসহায়ে সেই একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করায় উহার "বৃহৎ" বিশেষণের সার্থকতা রহিয়াছে।

বৃহদারণ্যকের কাণ্ডসংখ্যা তিন—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বা মুনিকাণ্ড, ও খিলকাণ্ড। আগম-প্রধান ও উপদেশাত্মক মধুকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ধারিত হইয়াছে; উহাতে উপনিষদের সমস্ত বক্তব্যই উপস্থাপিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের প্রথমে (তৃতীয় অধ্যায়ে) পক্ষ-প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ জল্পন্যায়) অবলম্বনে এবং পরে (চতুর্থ অধ্যায়ে) জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের

শিষ্যাচার্য-সম্বন্ধ-অবলম্বনে (বাদন্যায়ে) ঐ উপদেশের সত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণটি উপনিষদের নিগমন-স্থানীয়, অর্থাৎ প্রথমে প্রতিজ্ঞাত বিষয়টির নির্দেশ করিয়া তদ্বিষয়ে হেতু-প্রদর্শনপূর্বক সর্বশেষে উহার দৃঢ়ীকরণের জন্য এই অধ্যায়ে উহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশিষ্টস্থানীয় খিলকাণ্ডে উপনিষদের পূর্ববর্তী খণ্ডচতুষ্টয়ে অনুল্লিখিত বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বহু উপাসনার সমাবেশ করা হইয়াছে।

এই উপনিষদের মধুকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্বে "আরণ্যক" মধ্যে যে অধ্যায়দ্বয় আছে, উহাতে প্রবর্গ্যকর্ম বিবৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়দ্বয় এবং বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায় আরণ্যকের একই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বর্তমান উপনিষদের প্রথম অধ্যায়টি আরণ্যকের দৃষ্টিতে তৃতীয় অধ্যায়।

এখন উপনিষদের আরম্ভের পূর্বে আমরা উহার বক্তব্য বিষয়ের সহিত অতি সাধারণভাবে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে অকস্মাৎ ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সুকঠিন বলিয়া উপনিষদে ঐ উভয়ের মধ্যবর্তী সাধনরূপে উপাসনার উপদেশ দেওয়া হয়। মধুকাণ্ডের প্রথমেও এইজন্য উপাসনার উল্লেখ রহিয়াছে। এই উপাসনাই কিন্তু উহার মূল বক্তব্য নহে। মধুকাণ্ডের অধ্যায়দ্বয়ের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে "অধ্যারোপ" রীতি-অবলম্বনে ব্রহ্মে অধ্যারোপিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি, উহার সম্পূর্ণ বিস্তার, ও উহার চরম উৎকর্ষ—অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ-পদ—প্রদর্শিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও অনিত্য। যিনি শাশ্বত অদ্বিতীয় আত্মা, তিনি সংসারাতীত, তিনি "নেতি নেতি"রূপেই নির্দেশ্য (২।৩।৬)। সপ্তান্ন-প্রকরণে (১।৫।১ আশয়ে) দেখানো হইয়াছে যে, জগতের পদার্থমাত্রই পরস্পর-

সাপেক্ষ, পরস্পরের ভোগ্য, ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ; আত্মার একত্ব-প্রদর্শনের জন্য এই তথ্যই ২।৫এ বর্ণিত হইয়াছে। ১।৬ ব্রাহ্মণে দেখানো হইয়াছে যে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত সমস্ত জগৎ নাম, রূপ ও কর্মাত্মক—অতএব উহা আত্মা নহে, উহা অনাত্মা। কর্মের ফল কখনও এই অনিত্য সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ কর্মের ফল বিনাশী (১।৪।১৫)। যতক্ষণ অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণই সংসার। এই জন্যই ১।৪ ব্রাহ্মণে কর্ম ও উপাসনার চরমোৎকর্ষ, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি প্রদর্শনপূর্বক বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাবস্থায়ই দ্বৈত-বোধ থাকে, বিদ্যাবস্থায় উহা থাকে না (১।৪।৭ ও ২।৪।১৪)। এইরূপে সাধককে অনিত্য ফলে বৈরাগ্যবান্ ও বিদ্যার প্রতি আগ্রহবান্ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের শেষে বলা হইয়াছে, "আত্মেত্যেবোপাসীত" (১।৪।৭)। অধ্যারোপ-বর্ণনার শেষে ইহার অবতারণা করার উদ্দেশ্য সাধককে ইহাই দেখানো যে, কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও অনিত্য সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইহাকে বিদ্যাসূত্র বলা হয় এবং "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" (১।৪।১০) ইহাকে অবিদ্যাসূত্র বলে; কারণ এই উভয় বাক্যে যথাক্রমে বিদ্যার বিষয় ও অবিদ্যার বিষয় সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যার বিষয় আত্মা; অবিদ্যার বিষয় সংসার। অবিদ্যাসূত্রে ইহাও দেখানো হইয়াছে যে, আত্মার যথার্থ স্বরূপের আবরক অজ্ঞানই সংসারের কারণ।

মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অপবাদ" রীতি-অবলম্বনে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে উক্ত অধ্যায়ে বিদ্যা সূত্রেরই মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মে আরোপিত দুইটি রূপ, অর্থাৎ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রূপ বর্ণনা করিয়া বলা

হইয়াছে, "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (২।৩।৬)। এই অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দুন্দুভি প্রভৃতির ও সৈন্ধব-খিল্যের দৃষ্টান্ত-সহায়ে উক্ত "নেতি নেতি" দ্বারা প্রখ্যাপিত ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সর্বশেষে মধুব্রাহ্মণে (২।৫) দেখানো হইয়াছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; সুতরাং তদতিরিক্ত কোনও বস্তুর পারমার্থিক সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ জীব, জগৎ যাহা কিছু ব্যাবহারিকরূপে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সমস্তই আত্মা—ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জগৎরূপে জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই।

মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মার যথার্থ স্বরূপের, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তাঁহার অভিন্নতার, জ্ঞান হওয়া মাত্রই জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইয়া যায়। এইজন্যই বলা হইয়াছে, "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (২।৪।৫)। আত্মাকে জানিলেই সব জানা হইল; কারণ আত্মাই এই সমস্ত (২।৪।৬)। নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই এই অদ্বৈতজ্ঞানের সাধন হইলেও উক্ত জ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে উহার অঙ্গরূপে সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সন্ন্যাসই আবার ৩।৫।১ ও ৪।৪।২২-২৩এ উল্লিখিত হইয়াছে।

উপদেশের পর উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ সমগ্র যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি উপপত্তিপ্রধান। তন্মধ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে জল্পন্যায় ও চতুর্থাধ্যায়ে বাদন্যায় অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তৃতীয়াধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনকসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় ব্রহ্মিষ্ঠত্বের পরিচয় দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাত্মৈক্যের সমর্থন করিতেছেন। চতুর্থাধ্যায়ে তিনি জনকের প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দিয়া ঐ তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছেন।

ফলতঃ আগমপ্রধান মধুকাণ্ডেই উপনিষদের মূল বক্তব্যগুলি বলা হইয়া গিয়াছে। উপপত্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে বিচারপূর্বক উহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। উভয় কাণ্ডই আত্মৈকত্বের প্রকাশক, সুতরাং উভয়েই সমানার্থক। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উভয়কাণ্ডের বাক্যগত সাদৃশ্য আছে— (ক) "তিনি আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন" (১।৪।১০) ও "আপনাকেই যদি 'আমিই এই' এইরূপে জানে" (৪।৪।১২); (খ) "নেতি নেতি" (২।৩।৬) ও "নেতি নেতি" (৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫); (গ) "ইন্দ্র মায়া-অবলম্বনে বহুরূপ হন" (২।৫।১৯) ও "তিনি যেন চিন্তা করেন, যেন চলেন" (৪।৩।৭); এবং (ঘ) "অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য" (২।৫।১৯) ও "অস্থূল,……অনন্তর, অবাহ্য" (৩।৮।৮) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত "তিনি একই প্রকারে দ্রষ্টব্য" (৪।৪।২০) ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যাসূত্র ও "যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করেন" (৪।৪।১৯) এই বাক্যে অবিদ্যাসূত্র অনূদিত হইয়াছে।

মধুকাণ্ডের ব্রাহ্মণগুলির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের ব্রাহ্মণগুলির বিষয়গত সাদৃশ্যও আছে। উদ্গীথ ব্রাহ্মণে (১।৩) যজমানের আসক্তিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা বর্ণিত হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের প্রথম ব্রাহ্মণে উহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বুভুক্ষাকে মৃত্যু বলা হইয়াছে (১।২।১); যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে ঐ মৃত্যুকেই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩।২)। মধুকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই— "বিদ্যার দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেবলোক সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ" (১।৫।১৬), কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ফলও সংসারের অন্তর্ভুক্ত, "সমস্তই কামনার ফল; ইচ্ছা করিলেও (উপাসনার বা উপাসনাযুক্ত কর্মের ফলে)

ইহার অধিক পাওয়া যায় না” (১।৪।১৭) ; এই বিষয়টিই আবার যাজ্ঞবল্ক্য-কাণ্ডে বিচারিত হইয়াছে (৩।৩)। তৃতীয়াধ্যায়ের পরবর্তী ব্রাহ্মণসমূহেও “তিনি আপনাকে ‘আমি ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিয়াছিলেন, সুতরাং সর্ব হইয়াছিলেন” (১।৪।১০) মধুকাণ্ডোক্ত এই বাক্যেরই মাত্র বিস্তার সাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (২।৪ ব্রাহ্মণের ন্যায়) উহাতে সন্ন্যাসও বিহিত হইয়াছে (৩।৫।১)।

এইরূপে চতুর্থাধ্যায়েও মধুকাণ্ডেরই বিস্তার করা হইয়াছে। যে ব্রহ্মকে পূর্বে “নেতি নেতি” বলা হইয়াছে (২।৩।৬) সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকেই তৃতীয়াধ্যায়ে (৩।৯।২৬) বর্ণনা করিয়া আবার চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম দুই ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ২।১ ব্রাহ্মণের ন্যায় ৪।৩ ব্রাহ্মণে অবস্থাত্রয়-অবলম্বনে আত্মার স্বরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪।৪ ব্রাহ্মণে দেহান্তরলাভের প্রক্রিয়া বর্ণনাচ্ছলেও ঐ বিষয়ই সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চম ব্রাহ্মণটি মধুকাণ্ডস্থ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের নিগমন-স্থানীয়।

খিলকাণ্ডের “ওঁ পূর্ণমদঃ” (৫।১।১) ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহদারণ্যকের সমস্ত বক্তব্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বহু নৈতিক উপদেশ ও উপাসনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং দেখানো হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র জীবন যাপন না করিলে সৎপুত্র লাভ হয় না, এবং সৎপুত্র লাভ না হইলে তাহার দ্বারা পিতার ইহলোকজয়ও (১।৫।১৭ ও ৬।৪।১৮) হয় না।

এইরূপে সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সহজেই বোধ হয় যে, সমগ্র বৃহদারণ্যকোপনিষৎখানির মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্যসূত্র রহিয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা মনে করেন, এই উপনিষৎখানি অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ,

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদের সংগ্রহ-পুস্তক মাত্র, উহার মধ্যে কোনও ঐক্য নাই—তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফলেরই পরিচয় দেন, বুদ্ধিমত্তার নহে।

পরিশেষে নিবেদন এই—আচার্য ভগবান্ শঙ্কর যে কয়খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সেই কয়খানির আচার্যসম্মত অন্বয়, অনুবাদ, মন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদি করিয়া বাঙালী পাঠকবৃন্দের সম্মুখে স্থাপন করিবার যে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় এই গ্রন্থের প্রকাশের দ্বারা পূর্ণ হইল। এই বিষয়ে আমরা যে সুধীবর্গের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ প্রথম দুই ভাগের ন্যায় এই ভাগের পাণ্ডুলিপিও দেখিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনাদি করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ॥
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অর্থাদি ৫।১।১-এ দ্রষ্টব্য]

প্রথমাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাঽশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যং দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমান্যুদ্যন্ পূর্বার্ধো নিম্লোচঞ্ জঘনার্ধো যদ্ বিজৃম্ভতে তদ্ বিদ্যোততে যদ্ বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্ বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্॥ ১

[প্রতিমা প্রভৃতিতে যেমন বিষ্ণুত্বাদি আরোপিত হয়, তেমনি অশ্বমেধের অঙ্গভূত অশ্বে উহার সংস্কারের জন্য কালাদিস্বরূপ প্রজাপতির দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে]—মেধ্যস্য (যজ্ঞীয়) অশ্বস্য (ঘোড়ার) শিরঃ (মস্তক) উষা বৈ (প্রসিদ্ধ উষা, ব্রাহ্মমুহূর্ত) [অর্থাৎ যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তকে কালাত্মক প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ উষার দৃষ্টি আরোপ করিতে হইবে। পরেও অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গে প্রজাপতির বিভিন্ন অবয়বের আরোপের কথাই বলা হইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে]। মেধ্যস্য অশ্বস্য [এই কথাটি সর্বত্র অধ্যাহার করিতে হইবে] চক্ষুঃ সূর্যঃ; মেধ্যস্য অশ্বস্য প্রাণঃ বাতঃ (বায়ু) ; ব্যাত্তম্ (বিবৃত মুখ) বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ (বৈশ্বানর-নামক অগ্নি); আত্মা (দেহস্কন্দ, হস্ত প্রভৃতির আশ্রয়ভূত দেহমধ্যভাগ) সংবৎসরঃ (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসাত্মক বৎসর) ; পৃষ্ঠম্ (পৃষ্ঠভাগ) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) ; উদরম্ (পেট) অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) ; পাজস্যম্ (=পাদস্যম্, চরণরক্ষার স্থান, খুর, পাদাসন) পৃথিবী ; পার্শ্বে (পার্শ্বদ্বয়) দিশঃ (দিক্‌সকল) ; পর্শবঃ (পঞ্জরাস্থিসকল) অবান্তরদিশঃ (দিক্‌কোণসকল) ;

অঙ্গানি (হস্তাদি অবয়বসকল) ঋতবঃ (ঋতুসকল) ; পর্বাণি (অঙ্গসন্ধিসকল) মাসাঃ চ অর্ধমাসাঃ চ (মাস ও পক্ষ সকল) ; প্রতিষ্ঠাঃ (চরণসমূহ) অহোরাত্রাণি ([প্রজাপতি, দেববৃন্দ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের] দিন ও রাত্রিসকল) ; অস্থীনি (হাড়সকল) নক্ষত্রাণি (তারকারাজি) ; মাংসানি (মাংস) নভঃ (মেঘ [অন্তরিক্ষ ও নভঃ একার্থক হইলেও পুনরুক্তিদোষ বারণের জন্য এখানে "মেঘ" অর্থ করা হইল]) ; উবধ্যম্ (উদরস্থ অর্ধজীর্ণ খাদ্য) সিকতাঃ (বালুকাসমূহ) ; গুদাঃ (নাড়ীসকল) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ) ; যকৃৎ চ ক্লোমানঃ চ (যকৃত ও প্লীহা [ক্লোমানঃ নিত্য বহুবচন]) পর্বতাঃ (পর্বতরাজি) ; লোমানি (কেশলোমাদি) ওষধয়ঃ চ বনস্পতয়ঃ চ (ওষধিবর্গ ও বনস্পতিরাজি) ; পূর্বার্ধঃ ([নাভি হইতে] দেহের সম্মুখভাগ) উদ্যন্ ([মধ্যাহ্ন পর্যন্ত] ঊর্ধ্বগামী সূর্য) ; জঘনার্ধঃ ([নাভি হইতে] পশ্চাদ্ভাগ) নিম্লোচন্ ([মধ্যাহ্ন হইতে] অস্তগামী সূর্য) ; [অশ্ব] যৎ (যে) বিজৃম্ভতে (বিজৃম্ভণ করে, হাই তোলে), তৎ (উহা) বিদ্যোততে (বিদ্যুৎপ্রকাশ হয়) ; যৎ বিধূনুতে (গাত্রকম্পন করে), তৎ স্তনয়তি (মেঘগর্জন করে) ; যৎ মেহতি (মূত্রত্যাগ করে), তৎ বর্ষতি বৃষ্টিপাত হয়) ; অস্য (ঐ অশ্বের) বাক্ (হ্রেষা) বাক্ এব (শব্দোচ্চারণ) ।১

যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক উষা, চক্ষু সূর্য, প্রাণ বায়ু, বিবৃত আনন বৈশ্বানর অগ্নি, দেহমধ্যভাগ সম্বৎসর, পৃষ্ঠ দ্যুলোক, উদর অন্তরিক্ষ, খুর পৃথিবী, পার্শ্বদ্বয় চতুর্দিক, পঞ্জরসকল দিক্-কোণ, অঙ্গসমূহ ঋতুবর্গ, দেহসন্ধিসকল মাস ও পক্ষসমূদয়, চরণসকল দিবা ও রাত্রিসমূহ, অস্থিসকল নক্ষত্রবৃন্দ, মাংস মেঘ, অর্ধজীর্ণ খাদ্যসমূহ বালুকা, নাড়ীসকল নদীসমূহ, যকৃৎ ও প্লীহা পর্বতরাজি, কেশলোমাদি ওষধি ও বনস্পতিসকল, দেহের সম্মুখভাগ ঊর্ধ্বগামী সূর্য এবং পশ্চাদ্ভাগ নিম্নগামী সূর্য, বিজৃম্ভণ বিদ্যুৎপ্রকাশ, গাত্রকম্পন মেঘগর্জন, মূত্রত্যাগ বারিবর্ষণ, এবং হ্রেষা বাক্।[১] ১

১ এই কণ্ডিকাতে যে-সকল আরোপ বিহিত হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সর্বাত্মক প্রজাপতির বিভিন্ন অবয়বের সহিত অশ্বের অবয়বের সাদৃশ্য। যথা—অশ্বের মস্তক তাহার

শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ব্রাহ্মমুহূর্তও অতি উত্তম; মস্তকের পরেই চক্ষু, আবার উষার পরেই সূর্যোদয়, অধিকন্তু সূর্য চক্ষুর দেবতা; অগ্নি মুখের দেবতা; দেহমধ্যভাগে যেমন অঙ্গসকল সংলগ্ন, তেমনি সম্বৎসরে মাসাদি সংলগ্ন; দ্যুলোক ও পৃষ্ঠ উভয়েই উপরে অবস্থিত; অন্তরিক্ষ ও উদর উভয়ের মধ্যেই অবকাশ (ফাঁক) রহিয়াছে; পাদস্থ=পাদা অস্যন্তে যস্মিন্, যাহাতে পা রাখা হয়, এই হিসাবে খুর ও পৃথিবীতে সাদৃশ্য আছে; অশ্ব ঘুরিলে ফিরিলে তাহার পার্শ্বদ্বয়ের সহিত দিক্‌চতুষ্টয়ের সম্বন্ধ হয়; পার্শ্বের সঙ্গে অস্থির ন্যায় চতুর্দিকের সহিত আগ্নেয়াদি কোণের সম্বন্ধ আছে; দেহাবয়বসকল যেমন দেহের অংশ, ঋতুসকলও তেমনি সম্বৎসরের অংশ; সন্ধিসকল যেমন দেহের বিভিন্ন অবয়বের সংযোগস্থল, মাসাদিও তেমনি সম্বৎসরের সন্ধি; চরণ-অবলম্বনে যেমন অশ্ব প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অহোরাত্র-অবলম্বনে কালাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন; অস্থি ও নক্ষত্র উভয়েই শুক্র; মেঘ বর্ষণ করে, মাংস হইতে রক্ত ক্ষরিত হয়; বালি ও অর্ধজীর্ণ খাদ্য উভয়েই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন; নদী ও নাড়ীতে যথাক্রমে জলপ্রবাহ ও রক্তপ্রবাহ আছে; যকৃৎ ও প্লীহা পর্বতের ন্যায় পিণ্ডাকার ও কঠিন; ওষধি ক্ষুদ্রলোম-স্থানীয়, বনস্পতি কেশাদি স্থানীয়; উর্ধ্বগামী সূর্য পূর্ববর্তী, অধোগামী সূর্য পশ্চাদ্বর্তী; বিদ্যুৎ মেঘকে বিস্ফারিত করে, বিজ্‌ম্ভণে মুখব্যাদান হয়; গাত্রকম্পন ও বজ্রনিনাদে শব্দসাদৃশ্য আছে; হ্রেষা বাক্—এখানে সাদৃশ্য কল্পিত নহে। এইরূপে বিবিধ আরোপের দ্বারা অশ্বের প্রজাপতিত্ব সম্পাদিত হইল।

অশ্বমেধকর্মে রাজারাই অধিকারী। যাঁহারা ইহাতে অনধিকারী অথচ ইহার ফল পাইতে চান, তাঁহারা এই উপাসনা (বিজ্ঞান) মাত্র অবলম্বনে তাহা পাইতে পারেন। যজ্ঞকালে যজ্ঞের বিবিধ অঙ্গে এইরূপ দৃষ্টি আরোপ করিলে উহারা সংস্কৃত হয়; আর অনধিকারী ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিগণ ঐরূপ চিন্তামাত্র করিলেই অশ্বমেধের ফল লাভ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরা এইরূপ চিন্তা করিবেন—"আমি যজ্ঞীয় অশ্ব, আমার মস্তক প্রভৃতি সর্বাত্মক প্রজাপতির কালাদি অবয়ব; এইরূপে আমি প্রজাপতি।" এই ভাবনার ফলে তাঁহারা প্রজাপতিত্বই প্রাপ্ত হন।

অশ্বমেধের ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ হয় বলিয়া এই যজ্ঞটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে এই অশ্বমেধকর্মের বর্ণনার তাৎপর্য এই—অশ্বমেধকর্ম বা অশ্বমেধ-বিজ্ঞানের ফল যদিও কর্মদ্বারা লভ্য সমস্ত ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তথাপি ঐ ফল অপর সমস্ত বৈদিক কর্মের ফলেরই ন্যায় বিনাশী। সর্বশ্রেষ্ঠ এই কর্মের ফলই যখন এইরূপ অনিত্য, তখন অন্য কর্মফলের

আর কথা কি ? এইরূপে বৈরাগ্য-উৎপাদনই এই বর্ণনার উদ্দেশ্য ; কারণ বৈরাগ্যবানেরই জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয়।

অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমাঽন্বজায়ত তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমাঽন্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সংবভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্ বাজী গন্ধর্বানর্বাঽসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অশ্বের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সুবর্ণময় ও রজতময় দুইটি গ্রহ বা হবনীয় দ্রব্যের আধার স্থাপিত হয়, তাহাদের নাম মহিমা ; কারণ তাহারা উভয়ে অশ্বের মহত্ত্ব খ্যাপন করে। উক্ত গ্রহদ্বয়বিষয়ক দর্শন বিহিত হইতেছে]—অহঃ বৈ (দিবাভাগই) পুরস্তাৎ-মহিমা (সম্মুখবর্তী [সুবর্ণময়] মহিমাখ্য গ্রহ) [রূপে] অশ্বম্ অনু-অজায়ত (অশ্বকে লক্ষিত বা বিজ্ঞাপিত করিয়া জাত হইল) [অর্থাৎ সুবর্ণগ্রহে দিব্যদৃষ্টি বিধেয়, কারণ দিন ও গ্রহ উভয়ই উজ্জ্বল]; তস্য (উক্ত গ্রহের) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থল) পূর্বে সমুদ্রে (=পূর্বঃ সমুদ্রঃ) [সুবর্ণগ্রহের অবস্থানভূমিতে পূর্বসমুদ্রদৃষ্টি বিধেয়]; রাত্রিঃ (রাত্রি) পশ্চাৎ-মহিমা (পশ্চাদ্বর্তী [রজতময়] মহিমাখ্য গ্রহ) [রূপে] এনম্ অন্বজায়ত (এই অশ্বকে লক্ষিত করিয়া জাত হইল) [রজতগ্রহে রাত্রিদৃষ্টি বিধেয় ; কারণ চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রাত্রির সহিত রৌপ্যের সাদৃশ্য আছে ; রাত্রি ও রজত উভয় শব্দে "র" আছে ; এবং দিন অপেক্ষা রাত্রি ও স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্য হীনতর]; তস্য (উক্ত রজতগ্রহের) যোনিঃ অপরে সমুদ্রে (=অপরঃ সমুদ্রঃ, পশ্চিম সাগর) [রজতগ্রহের অধিষ্ঠানভূমিতে পশ্চিম সমুদ্রের দৃষ্টি বিধেয়]; এতৌ বৈ (এই দুইটি) মহিমানৌ (মহিমাখ্য গ্রহ) অশ্বম্ অভিতঃ (অশ্বের উভয় দিকে) সংবভূবতুঃ (হইল, এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দৃষ্ট হইল)—["অশ্ব এতাদৃশ মহিমাবান্ যে, তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে এইরূপ গ্রহদ্বয় স্থাপিত হয়"—এবম্প্রকারে অশ্বের স্তুতি করিয়া পুনর্বার প্রকারান্তরে তাহার স্তুতি করা হইতেছে]—হয়ঃ ভূত্বা (হয়রূপে) দেবান্ (দেববৃন্দকে) অবহৎ (বহন

করিয়াছিল), বাজী [ভূত্বা] গন্ধর্বান্ (গন্ধর্বগণকে) [অবহৎ], অর্বা [ভূত্বা] অসুরান্ (অসুরগণকে) [অবহৎ], অশ্বঃ [ভূত্বা] মনুষ্যান্ (মানবগণকে) [অবহৎ]। সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রই, পরমাত্মাই) অস্য (ইহার) বন্ধুঃ (বন্ধনস্থান, অশ্বশালা), সমুদ্রঃ যোনিঃ (উৎপত্তির কারণ)—[অশ্বের অবস্থান ও উৎপত্তির আধার উভয়ই পবিত্র]। ২

দিবা অগ্রবর্তী মহিমাখ্য গ্রহরূপে অশ্বের পরিচায়ক হইয়া অবস্থিত হইল; তাহার উৎপত্তিস্থল পূর্বসমুদ্র। রাত্রি পশ্চাদ্বর্তী মহিমাখ্য গ্রহরূপে অশ্বের পরিচায়ক হইয়া অবস্থিত হইল; তাহার উৎপত্তিস্থল পশ্চিম সমুদ্র। এই দুইটি মহিমা অশ্বের উভয় দিকে অবস্থিত রহিল। ইহা হয়রূপে দেবগণকে, বাজিরূপে গন্ধর্বগণকে, অর্ব-রূপে অসুরগণকে, এবং অশ্বরূপে মানবগণকে বহন করিয়াছিল[১]। সমুদ্রই ইহার অশ্বশালা এবং সমুদ্রই উৎপত্তিস্থল[২]।২

১ বিশিষ্ট গত্যর্থক "হি"-ধাতু হইতে "হয়"-শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে; কিংবা "হয়"-শব্দ অশ্বের বিশেষ জাতিকে বুঝাইতেছে। বাজী প্রভৃতি শব্দও অশ্বের জাতিবাচক। বহন করিয়াছিল=দেবত্বাদি প্রাপ্ত করাইয়াছিল। অশ্ব=(এখানে) প্রজাপতি; সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবত্বাদি দান করা স্বাভাবিক। অথবা বহন করিয়াছিল=বাহন হইয়াছিল; বাহনত্ব যাহার স্বাভাবিক ধর্ম তাহার পক্ষে দেবতাদির বাহন হওয়া নিন্দার্হ নহে, বরং প্রশংসনীয়।

২ সমুদ্র হইতে অশ্ব জাত হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। আবার সমুদ্র=সমুৎপদ্য ভূতানি দ্রবন্তি অস্মিন্, অর্থাৎ ভূতবর্গ উৎপন্ন হইয়া যাহাতে লীন হয়; সুতরাং ইনি পরমাত্মা। পরমাত্মাই প্রজাপতির যোনি (উৎপত্তিস্থল), বন্ধু (অবস্থিতির আধার), এবং সমুদ্র (লয়স্থান)।

প্রথমাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চন্নচরৎ তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বং কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ ॥ ১

[অতঃপর অশ্বমেধে ব্যবহার্য অগ্নিবিষয়ক দর্শন বিহিত হইবে ; এইজন্য প্রথমে অগ্নির বিশুদ্ধ জন্মের বর্ণনা করিয়া তাহার স্তুতি করা হইতেছে]—[মন প্রভৃতির উৎপত্তির] অগ্রে (পূর্বে) ইহ (এই সংসারমণ্ডলে) কিম্-চন ([নামরূপাকারে অভিব্যক্ত] কিছুই) ন এব আসীৎ (অবশ্যই ছিল না) ; ইদম্ (এই [কার্যস্বরূপ, ব্যাকৃত] জগৎ) অশনায়য়া মৃত্যুনা এব (ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যুদ্বারা, মৃত্যুশব্দ-বাচ্য হিরণ্যগর্ভের দ্বারা) আবৃতম্ (আবৃত, অব্যাকৃত) আসীৎ (ছিল) ; হি (কারণ, ইহা প্রসিদ্ধ যে), অশনায়া (বুভুক্ষা) মৃত্যুঃ (মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ) [কেন না ক্ষুধার্ত হইলে একে অপরের প্রাণবিনাশ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করে]। আত্মন্বী (আত্মবান্, অন্তঃকরণবান্, সমনস্ক) স্যাম্ (হইব) ইতি (এই উদ্দেশ্যে) [সেই মৃত্যু] তৎ (তদ্রূপ, কার্যালোচনক্ষম) মনঃ (সঙ্কল্পাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ) অকুরুত (সৃষ্টি করিলেন)। সঃ (তিনি, প্রজাপতি) [সমনস্ক হইয়া আপনাকেই] অর্চন্ (পূজা করিয়া, "আমি কৃতার্থ হইলাম" এই মনে করিয়া) অচরৎ (বিচরণ করিতে লাগিলেন)। অর্চতঃ তস্য (প্রজাপতি যখন পূজানিরত ছিলেন তখন) আপঃ ([পূজাঙ্গভূত] জল) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইল)। [যেহেতু প্রজাপতি চিন্তা করিলেন] অর্চতে মে (আমি যখন পূজানিরত ছিলাম তখন) কম্ (জল) অভূৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) ইতি (এই কথা), তৎ এব (অতএব এইরূপেই) অর্কস্য ([অশ্বমেধের উপযোগী] অগ্নির) অর্কত্বম্ (অর্কনামধেয়ত্ব) [সিদ্ধ হয়। "অর্চ" ও "ক" মিলিয়া অর্ক হয়—ইহাই অর্ক নামের

নির্বচন]। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপে) অর্কস্য (অগ্নির) এতৎ (এই) অর্কত্বম্ (অর্কত্ব) বেদ (জানেন) অস্মৈ (ইঁহার জন্য) কম্ (উদক) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (উপস্থিত হয়)। ১

পূর্বে[১] এই সংসারমণ্ডলে কিছুই ছিল না; এই জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যুরই দ্বারা আবৃত ছিল;[২] কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু।[৩] "আমি সমনস্ক হইব," এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক উৎপন্ন হইল।[৪] (প্রজাপতি যেহেতু চিন্তা করিয়াছিলেন) "আমি যখন অর্চনানিরত ছিলাম, তখন 'ক' অর্থাৎ উদক হইল", অতএব ইহাই অর্কের (অর্থাৎ অগ্নির) অর্কত্ব। যিনি এইরূপে অগ্নির এই অর্কত্ব জানেন, তাঁহার জন্য অবশ্যই জলসমাগম হয়। ১

১ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টির পূর্বে। হিরণ্যগর্ভের হেতুভূত অপঞ্চীকৃত ভূতসকল ইহার পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

২ ঘটের উৎপত্তির পূর্বে উহা যেমন স্বীয় কারণ মৃত্তিকাপিণ্ডে অব্যাকৃতরূপে অবস্থান করে, তেমনি স্থূল নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে জগৎ স্বীয় কারণ হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত ছিল।

৩ ক্ষুধা বুদ্ধিতে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভের ধর্ম; এইজন্য বুদ্ধ্যবস্থ হিরণ্যগর্ভকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। ক্ষুধাবশতঃ তিনি স্বীয় পুত্রকে ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন (১।২।৪)।

৪ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত মিলিত হইয়া ক্রমে স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সুতরাং আকাশ, বায়ু ও তেজ পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে (তৈঃ ২।৬)।

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত। সা

পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসো নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ ২

আপঃ বৈ (জলই) অর্কঃ। তৎ (উক্ত স্থলে) শরঃ [ইব] (শরের ন্যায়, জমাটবাঁধা দধির ন্যায়) অপাম্ (জলের) [উপরে] যৎ (যে মণ্ড) আসীৎ (ছিল) তৎ (ঐ মণ্ড) সমহন্যত (গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল); [এবং উহা] সা পৃথিবী (প্রসিদ্ধ পৃথিবী) অভবৎ (হইল)। তস্যাম্ (ঐ পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে) [প্রজাপতি] অশ্রাম্যৎ (ক্লান্ত হইলেন); শ্রান্তস্য (শ্রান্ত) [ও] তপ্তস্য (বিষণ্ণ, বিব্রত) তস্য (তাঁহার) তেজঃ-রসঃ (তেজোরূপ রস) নিরবর্তত (নিষ্ক্রান্ত হইল)—[উহাই] অগ্নিঃ (বিরাট্) [অর্থাৎ সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক সূত্রাত্মা হইতে স্থূলপ্রপঞ্চাত্মক বিরাট্ জাত হইলেন]। ২

জলই অর্ক।[১] উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল ;[২] এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্ট হইলে প্রজাপতি শ্রান্ত হইলেন। শ্রান্ত ও বিষণ্ণ তাঁহার (দেহ হইতে) তেজোরূপ রস নির্গত হইল ; (উহাই) অগ্নি, অর্থাৎ বিরাট্।২

১ প্রকৃতপক্ষে অর্ক=অগ্নি, জল নহে ; কারণ ইহা অগ্নিরই প্রকরণ, জলের প্রকরণ নহে। তবে অর্চনাঙ্গভূত জলকে অগ্নি বলার হেতু এই যে, শ্রুতিতে আছে, "জলের উপরে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত।" অগ্নিই যে অর্ক, ইহা পরে স্পষ্টই বলা হইবে (১।২।৭)। এইরূপে দেখানো হইল যে, পার্থিব অগ্নি জলে, অর্থাৎ ভূতান্তরসমন্বিত পঞ্চীকৃত জলে, প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার পরেই পৃথিবীসৃষ্টি দর্শিত হইতেছে।

২ এই অংশের অন্যরূপ অন্বয়ার্থও সম্ভব—তৎ (=তত্র, সেখানে) অপাম্ (জলের) যৎ (=যঃ, যে) শরঃ (শর) আসীৎ (ছিল), তৎ (=সঃ, সেই শর) সমহন্যত (গাঢ় হইল)।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ

চাসৌ চের্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়-মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক্ক চৈতি তদেব প্রতি-তিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্ ॥ ৩

[বিরাটের ধ্যানের জন্য তাঁহার অংশত্রয় বলা হইতেছে]—সঃ (সেই হিরণ্যগর্ভ) [স্বয়ং] আত্মানম্ (আপনাকে, আপনার দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকে) ত্রেধা (তিন প্রকারে) ব্যকুরুত (বিভক্ত করিলেন)—আদিত্যম্ (সূর্যকে) তৃতীয়ম্ (এক-তৃতীয়াংশ), বায়ুম্ তৃতীয়ম্ (বায়ুকে এক-তৃতীয়াংশ), [এবং অগ্নিকে এক-তৃতীয়াংশ রূপে নিজেকে বিভক্ত করিলেন]। সঃ এষঃ প্রাণঃ (সেই এই প্রাণই, হিরণ্যগর্ভই) ত্রেধা (তিন প্রকারে) বিহিতঃ (বিভক্ত হইলেন) [অর্থাৎ সর্বাত্মক হিরণ্যগর্ভ মায়াবলম্বনে আপনাকে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিনটি বিশেষ আকারে বিভক্ত করিলেও তাঁহার বিরাট-স্বরূপের বিনাশ হইল না]। [পূর্বে অশ্বসম্বন্ধে যেমন দর্শন বলা হইয়াছে, এখানে তেমনি এই প্রথমজ বিরাট বা অশ্বমেধের উপযোগী অর্কসম্বন্ধেও দর্শন বলা হইতেছে]—প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) তস্য (ঐ অগ্নির) শিরঃ (মস্তক) [কর্মাঙ্গ অগ্নির সংস্কারের জন্য চিত্য অগ্নির মস্তকে প্রাচীর দৃষ্টি আরোপিত করিবে ; পরবর্তী স্থলেও এইরূপ আরোপ বিধেয়]। অসৌ চ অসৌ চ (ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ) ঈর্মৌ (দুই বাহু) ; অথ (আর) অস্য (ইঁহার) প্রতীচী দিক্ (পশ্চিম দিক্) পুচ্ছম্ (পশ্চাদ্ভাগ) ; অসৌ চ অসৌ চ (বায়ুকোণ ও নৈঋ‍র্তকোণ) সক্থ্যৌ (পশ্চাদ্ভাগের অস্থিদ্বয়) ; দক্ষিণা চ উদীচী চ (দক্ষিণ ও উত্তর দিক্) পার্শ্বে (দেহপার্শ্বদ্বয়), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) পৃষ্ঠম্ (পৃষ্ঠ) ; অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) উদরম্ (উদর) ; ইয়ম্ (এই পৃথিবী) উরঃ (বক্ষ)। সঃ এষঃ (প্রজাপত্যাত্মক লোকাদিস্বরূপ এই অগ্নি] অপ্সু ([ভূতান্তরসমন্বিত] জলে] প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত)। এবম্ বিদ্বান্ (যিনি এই অগ্নিবিষয়ক দর্শন জানেন) [তিনি] যত্র ক্ব চ (যেখানেই) এতি (যান) তৎ এব (সেখানেই) প্রতিতিষ্ঠতি (স্থিতিলাভ করেন) ।৩

তিনি আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিলেন—আদিত্য তাঁহার এক তৃতীয়াংশ, বায়ু এক তৃতীয়াংশ, [অগ্নি তাঁহার অপর তৃতীয়াংশ]। উক্ত

এই প্রাণ ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। পূর্ব দিক্ তাঁহার[১] মস্তক, ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ তাঁহার বাহুদ্বয়, পশ্চিম দিক্ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ, বায়ুকোণ ও নৈঋ৴তকোণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের অস্থিদ্বয়, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ পার্শ্বদ্বয়, দ্যুলোক পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর ও পৃথিবী বক্ষ। উক্তমরূপে ইনি জলে প্রতিষ্ঠিত।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যেখানেই যান, সেখানেই স্থিতিলাভ করেন।[৩] ৩

১ যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নির। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নি বিরাটেরই একটি বিশেষ রূপ; সুতরাং উহাতে বিরাট্-দৃষ্টি করিয়া উহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে—ইহাই অবয়ব-বিন্যাস-ক্রমে দেখানো হইতেছে।

২ অর্থাৎ এইরূপ দৃষ্টিসহকারে অগ্নি উপাস্য।

৩ ইহা একটি অবান্তর ফল। উপাসনার মূল ফল—মৃত্যুজয় বা পুনর্জন্মরাহিত্য ও ক্রমমুক্তি—১।২।৭-এ উক্ত হইবে।

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্ যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ ॥ ৪

[জলাদির সৃষ্টির পরে হিরণ্যগর্ভ আপনাকে অণ্ডের অন্তর্বর্তী বিরাট-প্রজাপতিরূপে সৃজন করিয়াছিলেন। কামনাদি অবান্তর ব্যাপার অবলম্বনে ঐ সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে]—সঃ (সেই মৃত্যু, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—মে (আমার) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর) জায়েত (উৎপন্ন হউক) ইতি। [এই চিন্তা করিয়া] সঃ অশনায়া মৃত্যুঃ (উক্ত ক্ষুধা-শব্দ-বাচ্য মৃত্যু) মনসা (মনের সহিত)

বাচম্ (বাক্‌কে, ত্রয়ীবিদ্যাকে) মিথুনম্ সমভবৎ (মিথুনীকৃত করিলেন) [অর্থাৎ মনের দ্বারা বেদবিহিত সৃষ্টিক্রম আলোচনা করিলেন]। তৎ (=তত্র, উক্ত মিথুনে) যৎ (যে) রেতঃ (বীজ, [জন্মান্তরে অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের ফলরূপ যে বীজ বেদে প্রকাশিত ছিল এবং যাহা প্রথমশরীরী বিরাটের কারণ]) আসীৎ (ছিল) [উহা] সঃ সংবৎসরঃ অভবৎ (প্রসিদ্ধ সংবৎসর, সংবৎসরকালের নির্মাতা সংবৎসর-প্রজাপতি, হইল); ততঃ পুরা (তাঁহার, সংবৎসরপ্রজাপতির, পূর্বে) সংবৎসরঃ (সংবৎসরকাল) ন হ আস (মোটেই ছিল না)। তম্ (উক্ত সংবৎসরপ্রজাপতিকে) যাবান্ সংবৎসরঃ (এক বৎসর যতকাল স্থায়ী) এতাবন্তম্ কালম্ (এতকাল) [অণ্ডমধ্যে] অবিভঃ (ভরণ করিলেন)। এতাবতঃ কালস্য (এই কালের) পরস্তাৎ (পরে) তম্ (তাঁহাকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন) [অণ্ডটিকে বিদীর্ণ করিলেন]। জাতম্ তম্ (জাত তাঁহাকে) অভিব্যাদদাৎ (লক্ষ্য করিয়া [তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য মৃত্যু] মুখব্যাদান করিলেন)। সঃ (তিনি, ঐ শিশু) [ভয়ে] ভাণ্ ("ভাঁ" ইত্যাকার শব্দ) অকরোৎ (করিলেন);—সা এব (উহাই) বাক্ (বাক্ শব্দ) অভবৎ (হইল)।৪

তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) কামনা করিলেন, "আমার দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর হউক।" তিনি মনের সহিত বাক্যের মিথুনভাব সম্পাদন করিলেন। উক্ত মিথুনে যে রেতঃ ছিল, উহা সংবৎসরপ্রজাপতি হইল;[১] তাঁহার পূর্বে সংবৎসর কাল মোটেই ছিল না।[২] সংবৎসরের পরিমাণ যতকাল, (মৃত্যু) ততকাল উক্ত সংবৎসরপ্রজাপতিকে (অণ্ডমধ্যে) পালন করিলেন। এই সময়ের পরে মৃত্যু তাঁহাকে সৃজন করিলেন। (অণ্ড হইতে) জাত সেই শিশুর উদ্দেশ্যে (মৃত্যু) মুখব্যাদন করিলেন (তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য)। তিনি (অর্থাৎ ঐ শিশু, ভয়ে[৩]) "ভাণ্" (ইত্যাকার শব্দ) করিলেন—উহাই বাক্ হইল। ৪

১ বেদালোচনা-কালে মৃত্যু পূর্বজন্মার্জিত ও পরসৃষ্টির বীজস্থানীয় জ্ঞানকর্মরূপ যে ফল দেখিতে পাইলেন, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি ফলপ্রধান পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিলেন, এবং ঐ

এই প্রাণ ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। পূর্ব দিক্ তাঁহার[১] মস্তক, ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ তাঁহার বাহুদ্বয়, পশ্চিম দিক্ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ, বায়ুকোণ ও নৈঋর্তকোণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের অস্থিদ্বয়, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ পার্শ্বদ্বয়, দ্যুলোক পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর ও পৃথিবী বক্ষ। উক্তরূপে ইনি জলে প্রতিষ্ঠিত।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যেখানেই যান, সেখানেই স্থিতিলাভ করেন।[৩] ৩

১ যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নির। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নি বিরাটেরই একটি বিশেষ রূপ; সুতরাং উহাতে বিরাট্-দৃষ্টি করিয়া উহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে—ইহাই অবয়ব-বিন্যাস-ক্রমে দেখানো হইতেছে।

২ অর্থাৎ এইরূপ দৃষ্টিসহকারে অগ্নি উপাস্য।

৩ ইহা একটি অবান্তর ফল। উপাসনার মূল ফল—মৃত্যুজয় বা পুনর্জন্মরাহিত্য ও ক্রমমুক্তি—১।২।৭-এ উক্ত হইবে।

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্ যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ ॥ ৪

[জলাদির সৃষ্টির পরে হিরণ্যগর্ভ আপনাকে অণ্ডের অন্তর্বর্তী বিরাট-প্রজাপতিরূপে সৃজন করিয়াছিলেন। কামনাদি অবান্তর ব্যাপার অবলম্বনে ঐ সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে]—সঃ (সেই মৃত্যু, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—মে (আমার) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর) জায়েত (উৎপন্ন হউক) ইতি। [এই চিন্তা করিয়া] সঃ অশনায়া মৃত্যুঃ (উক্ত ক্ষুধা-শব্দ-বাচ্য মৃত্যু) মনসা (মনের সহিত)

বাচম্ (বাক্‌কে, ত্রয়ীবিদ্যাকে) মিথুনম্ সমভবৎ (মিথুনীকৃত করিলেন) [অর্থাৎ মনের দ্বারা বেদবিহিত সৃষ্টিক্রম আলোচনা করিলেন]। তৎ (=তত্র, উক্ত মিথুনে) যৎ (যে) রেতঃ (বীজ, [জন্মান্তরে অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের ফলরূপ যে বীজ বেদে প্রকাশিত ছিল এবং যাহা প্রথমশরীরী বিরাটের কারণ]) আসীৎ (ছিল) [উহা] সঃ সংবৎসরঃ অভবৎ (প্রসিদ্ধ সংবৎসর, সংবৎসরকালের নির্মাতা সংবৎসর-প্রজাপতি, হইল); ততঃ পুরা (তাঁহার, সংবৎসরপ্রজাপতির, পূর্বে) সংবৎসরঃ (সংবৎসরকাল) ন হ আস (মোটেই ছিল না)। তম্ (উক্ত সংবৎসরপ্রজাপতিকে) যাবান্ সংবৎসরঃ (এক বৎসর যতকাল স্থায়ী) এতাবন্তম্ কালম্ (এতকাল) [অণ্ডমধ্যে] অবিভঃ (ভরণ করিলেন)। এতাবতঃ কালস্য (এই কালের) পরস্তাৎ (পরে) তম্ (তাঁহাকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন) [অণ্ডটিকে বিদীর্ণ করিলেন]। জাতম্ তম্ (জাত তাঁহাকে) অভিব্যাদদাৎ (লক্ষ্য করিয়া [তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য মৃত্যু] মুখব্যাদান করিলেন)। সঃ (তিনি, ঐ শিশু) [ভয়ে] ভাণ্ (“ভাঁ” ইত্যাকার শব্দ) অকরোৎ (করিলেন);—সা এব (উহাই) বাক্ (বাক্ শব্দ) অভবৎ (হইল)।৪

তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) কামনা করিলেন, “আমার দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর হউক।” তিনি মনের সহিত বাক্যের মিথুনভাব সম্পাদন করিলেন। উক্ত মিথুনে যে রেতঃ ছিল, উহা সংবৎসরপ্রজাপতি হইল;[১] তাঁহার পূর্বে সংবৎসর কাল মোটেই ছিল না।[২] সংবৎসরের পরিমাণ যতকাল, (মৃত্যু) ততকাল উক্ত সংবৎসরপ্রজাপতিকে (অণ্ডমধ্যে) পালন করিলেন। এই সময়ের পরে মৃত্যু তাঁহাকে সৃজন করিলেন। (অণ্ড হইতে) জাত সেই শিশুর উদ্দেশ্যে (মৃত্যু) মুখব্যাদন করিলেন (তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য)। তিনি (অর্থাৎ ঐ শিশু, ভয়ে[৩]) “ভাণ্” (ইত্যাকার শব্দ) করিলেন—উহাই বাক্ হইল। ৪

১ বেদালোচনা-কালে মৃত্যু পূর্বজন্মার্জিত ও পরসৃষ্টির বীজস্থানীয় জ্ঞানকর্মরূপ যে ফল দেখিতে পাইলেন, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি ফলপ্রধান পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিলেন, এবং ঐ

বীজাকারে উক্ত ভূতসমূহে প্রবেশ করিয়া অণ্ডরূপে গর্ভীভূত হইলেন। এইরূপে সম্বৎসর-নির্মাতা প্রজাপতির সৃষ্টি হইল।

২ সংবৎসরপ্রজাপতি আদিত্যাত্মক। আদিত্যের পূর্বে কালের সৃষ্টি অসম্ভব।

৩ কারণ তিনি স্বাভাবিক অবিদ্যাদ্বারা গ্রস্ত ছিলেন।

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্ যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত সর্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদ-দিতেরদিতিত্বং বেদ ॥৫

[কুমারকে (=বিরাট্‌কে) এইরূপ ভীত দেখিয়া] সঃ (মৃত্যু) ঐক্ষত (আলোচনা করিলেন)—যদি বৈ (যদি কখনও) [স্বাভাবিক ক্ষুধাবশতঃ] ইমম্ (এই কুমারকে) অভিমংস্যে (হিংসা করি) [তবে] কনীয়ঃ অন্নম্ (অল্পই অন্ন) করিষ্যে (সৃজন করিব); ইতি (এই চিন্তা করিয়া) সঃ তয়া বাচা (সেই বেদাত্মিকা বাক্যের দ্বারা) [এবং] তেন আত্মনা (সেই মনের দ্বারা) [বেদালোচনারূপ মিথুনভাব সম্পাদন করিয়া] যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু), [অর্থাৎ যজ্ঞে ব্যবহার্য] ঋচঃ (ঋক্-মন্ত্রসকল) যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসকল) সামানি (সামমন্ত্রসকল) ছন্দাংসি (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসকল); [মন্ত্রসাধ্য] যজ্ঞান্ (যজ্ঞসকল); [যজ্ঞকর্তা] প্রজাঃ (মনুষ্যসকল); [যজ্ঞের সাধন] পশূন্ (পশুসকল)—ইদম্ সর্বম্ ([চরাচর] এই সমস্ত) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। সঃ যৎ যৎ এব (যাহা যাহাই, [ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধন বা ক্রিয়ার ফল]) অসৃজত, তৎ তৎ (তাহা তাহাই) অত্তুম (খাইতে) অধ্রিয়ত (সঙ্কল্প করিলেন)। বৈ (যেহেতু) সর্বম্ (সমস্ত) অত্তি (আহার করেন) ইতি, তৎ (সুতরাং) অদিতেঃ (অদিতিনামক মৃত্যুর) অদিতিত্বম্ (অদিতি-নামের প্রসিদ্ধ নির্বচন)। যঃ (যিনি) অদিতেঃ (অদিতির) এতৎ অদিতিত্বম্ (অদিতি-নামের এই নিরুক্তি) এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন), [তিনি] এতস্য সর্বস্য

([অন্নভূত] এই সমস্ত জগতের) অত্তা (ভক্ষক) ভবতি (হন), অস্য (ইঁহার পক্ষে) সর্বম্ (সমস্তই) অন্নম্ ভবতি (অন্ন হয়) ।৫

সেই মৃত্যু আলোচনা করিলেন, "এই কুমারকে যদি বা কখনও মারিয়া ফেলি, তবে আমি অল্পই অন্নসৃজনে সমর্থ হইব।"[১] এই চিন্তা করিয়া তিনি উক্ত বাক্যের দ্বারা এবং উক্ত মনের দ্বারা এই যাহা কিছু[২]—অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম,[৩] ছন্দ,[৪] যজ্ঞ, মানুষ ও পশু সকল —এই সমুদয়ের সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তাহাই খাইতে বাসনা করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্ত আহার (বা অদন) করেন, অতএব উহাই অদিতির অদিতি-নামের নির্বচন।[৫] যিনি এইরূপে অদিতির এই অদিতিত্ব জানেন, তিনি এই সমস্তের ভোক্তা (বা অত্তা) হন,[৬]—ইঁহার পক্ষে সমস্তই অন্ন হয়। ৫

১ বিরাট্ অন্নাত্মক এবং অন্নের কারণ। তাহাকে খাইয়া ফেলিলে অন্নের বীজই নষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং প্রচুর অন্ন কিরূপে হইবে?

২ বিরাটের সৃষ্টি বলাতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি বলা হইয়া গিয়াছে। এখানে জগৎসৃষ্টি বলা উদ্দেশ্য নয়—ইহাই বুঝাইবার জন্য পরে ঋগাদির উল্লেখ হইতেছে।

৩ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি বেদালোচনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন ; তবে আবার পরে ঋগাদির সৃষ্টি হয় কিরূপে? বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে বাক্যের সহিত মনের অব্যক্ত মিথুনীভাব এবং বর্তমানে পূর্বরিদ্যমান বেদসমূহেরই কর্মে প্রযোজ্যরূপে অভিব্যক্তি বলা হইতেছে।

৪ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

৫ ইহার দ্বারা উপাস্য প্রজাপতির গুণান্তর বিহিত হইল। এইরূপ গুণযুক্তভাবে তিনি উপাস্য। যথা—(ঋগ্বেদ, ১।৮৯)

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥

৬ সর্বাত্মক না হইয়া সকলের অত্তা হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি সকলের অত্তা অদিতির ন্যায় সর্বাত্মক হন।

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্যং তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥ ৬

[অধুনা অশ্ব ও অশ্বমেধ শব্দের নির্বচনের জন্য বলা হইতেছে]—সঃ (ঐ প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—ভূয়ঃ (পুনর্বার) ভূয়সা যজ্ঞেন (মহৎ যজ্ঞ, বহুদক্ষিণা-যুক্ত অশ্বমেধ, অবলম্বনে) যজেয় (আমি যজ্ঞ করি) ইতি। [এইরূপ কামনার ফলে] সঃ অশ্রাম্যৎ (শ্রান্ত হইলেন), সঃ তপঃ অতপ্যত (তপঃক্লিষ্ট হইলেন)। শ্রান্তস্য তপ্তস্য (শ্রান্ত ও বিব্রত) তস্য (তাঁহার) যশঃ বীর্যম্ (খ্যাতি ও বল) উদক্রামৎ (নির্গত হইল)। প্রাণাঃ বৈ (ইন্দ্রিয়বর্গই) যশঃ বীর্যম্ [কারণ দেহে ইন্দ্রিয় থাকিলেই মানুষ যশস্বী ও বলবান্ হইতে পারে]। প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (ইন্দ্রিয়বর্গ [শরীর হইতে] নিষ্ক্রান্ত হইলে) তৎ শরীরম্ ([প্রজাপতির] উক্ত দেহ) শ্বয়িতুম্ অধ্রিয়ত (ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল), [এবং ঐ দেহ অপবিত্র বা অযজ্ঞার্হ হইল]; [কিন্তু প্রজাপতি দেহ ছাড়িয়া গেলেও] তস্য মনঃ (মন) শরীরে এব (দেহেই) আসীৎ ([আসক্ত] রহিয়া গেল)।৬

তিনি এই কামনা করিলেন, "আমি পুনর্বার মহৎ যজ্ঞ অবলম্বনে যজ্ঞ করিব।"[১] তিনি শ্রান্ত হইলেন এবং তপঃপ্রবৃত্ত ও ক্লেশযুক্ত হইলেন। শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট তাঁহার (দেহ হইতে) যশ ও বীর্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়বৃন্দই যশ ও বীর্য। ইন্দ্রিয়বর্গ নির্গত হইলে উক্ত দেহ স্ফীত হইতে লাগিল; (কিন্তু) তাঁহার মন দেহেই (আসক্ত) রহিয়া গেল।[২] ৬

১ যজ্ঞাদি-কর্মে প্রজাপতির অধিকার নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মনে পূর্বজন্মের অশ্বমেধের যে সংস্কার ছিল, তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইলেন। পূর্বজন্মে যিনি

যজমানরূপে অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তিনিই পরে অশ্বমেধের ফলে প্রজাপতি হইয়া জন্মিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার মনে "পুনর্বার যজ্ঞ করিব", এইরূপ বাসনা সম্ভব হইল।

২ প্রবাসীর মন যেমন প্রিয় গৃহাদির প্রতি আসক্ত থাকে, তেমনি। সুতরাং দেহ হইতে নির্গত হইলেও প্রজাপতি মুক্ত হইলেন না; কারণ তখনও তাঁহার জ্ঞানলাভ হয় নাই।

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্ যদশ্বৎ তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মাঽয়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ (হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত—মে (আমার) ইদম্ (এই দেহ) মেধ্যম্ (যজ্ঞার্হ) স্যাৎ (হউক), অনেন (এই দেহ অবলম্বনে) [আমি] আত্মন্বী (দেহবান্) স্যাম্ (হই) ইতি (এই ভাবিয়া) [তিনি দেহে প্রবেশ করিলেন]। যৎ (যেহেতু) তৎ (উক্ত শরীর) অশ্বৎ (=অশ্বয়ৎ, স্ফীত হইয়াছিল), ততঃ (সুতরাং) [উহা] অশ্বঃ (অশ্ব এই নামধারী) সমভবৎ (হইয়াছিল); [এবং যেহেতু প্রজাপতির আবেশ-বশতঃ উহা] মেধ্যম্ অভূৎ (যজ্ঞীয় হইল) তৎ এব (সেই জন্যই)

৬ সর্বাত্মক না হইয়া সকলের অত্তা হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি সকলের অত্তা অদিতির ন্যায় সর্বাত্মক হন।

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্যং তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ ॥ ৬

[অধুনা অশ্ব ও অশ্বমেধ শব্দের নির্বচনের জন্য বলা হইতেছে]—সঃ (ঐ প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—ভূয়ঃ (পুনর্বার) ভূয়সা যজ্ঞেন (মহৎ যজ্ঞ, বহুদক্ষিণা-যুক্ত অশ্বমেধ, অবলম্বনে) যজেয় (আমি যজ্ঞ করি) ইতি। [এইরূপ কামনার ফলে] সঃ অশ্রাম্যৎ (শ্রান্ত হইলেন), সঃ তপঃ অতপ্যত (তপঃক্লিষ্ট হইলেন)। শ্রান্তস্য তপ্তস্য (শ্রান্ত ও বিব্রত) তস্য (তাঁহার) যশঃ বীর্যম্ (খ্যাতি ও বল) উদক্রামৎ (নির্গত হইল)। প্রাণাঃ বৈ (ইন্দ্রিয়বর্গই) যশঃ বীর্যম্ [কারণ দেহে ইন্দ্রিয় থাকিলেই মানুষ যশস্বী ও বলবান্ হইতে পারে]। প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (ইন্দ্রিয়বর্গ [শরীর হইতে] নিষ্ক্রান্ত হইলে) তৎ শরীরম্ ([প্রজাপতির] উক্ত দেহ) শ্বয়িতুম্ অধ্রিয়ত (ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল), [এবং ঐ দেহ অপবিত্র বা অযজ্ঞার্হ হইল]; [কিন্তু প্রজাপতি দেহ ছাড়িয়া গেলেও] তস্য মনঃ (মন) শরীরে এব (দেহেই) আসীৎ ([আসক্ত] রহিয়া গেল)।৬

তিনি এই কামনা করিলেন, "আমি পুনর্বার মহৎ যজ্ঞ অবলম্বনে যজ্ঞ করিব।"[১] তিনি শ্রান্ত হইলেন এবং তপঃপ্রবৃত্ত ও ক্লেশযুক্ত হইলেন। শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট তাঁহার (দেহ হইতে) যশ ও বীর্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়বৃন্দই যশ ও বীর্য। ইন্দ্রিয়বর্গ নির্গত হইলে উক্ত দেহ স্ফীত হইতে লাগিল; (কিন্তু) তাঁহার মন দেহেই (আসক্ত) রহিয়া গেল।[২] ৬

১ যজ্ঞাদি-কর্মে প্রজাপতির অধিকার নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মনে পূর্বজন্মের অশ্বমেধের যে সংস্কার ছিল, তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইলেন। পূর্বজন্মে যিনি

যজমানরূপে অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তিনিই পরে অশ্বমেধের ফলে প্রজাপতি হইয়া জন্মিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার মনে "পুনর্বার যজ্ঞ করিব", এইরূপ বাসনা সম্ভব হইল।

২ প্রবাসীর মন যেমন প্রিয় গৃহাদির প্রতি আসক্ত থাকে, তেমনি। সুতরাং দেহ হইতে নির্গত হইলেও প্রজাপতি মুক্ত হইলেন না; কারণ তখনও তাঁহার জ্ঞানলাভ হয় নাই।

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্ যদশ্বৎ তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্ত এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মাঽয়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ (হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত—মে (আমার) ইদম্ (এই দেহ) মেধ্যম্ (যজ্ঞার্হ) স্যাৎ (হউক), অনেন (এই দেহ অবলম্বনে) [আমি] আত্মন্বী (দেহবান্) স্যাম্ (হই) ইতি (এই ভাবিয়া) [তিনি দেহে প্রবেশ করিলেন]। যৎ (যেহেতু) তৎ (উক্ত শরীর) অশ্বৎ (=অশ্বয়ৎ, স্ফীত হইয়াছিল), ততঃ (সুতরাং) [উহা] অশ্বঃ (অশ্ব এই নামধারী) সমভবৎ (হইয়াছিল); [এবং যেহেতু প্রজাপতির আবেশ-বশতঃ উহা] মেধ্যম্ অভূৎ (যজ্ঞীয় হইল) তৎ এব (সেই জন্যই)

অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধের) অশ্বমেধত্বম্ (অশ্বমেধ-নাম লাভ হইল), ["অশ্ব" ও "মেধ্য" মিলিয়া অশ্বমেধ হইল]। পূর্বে [বলা হইয়াছে যে, অশ্ব প্রজাপতিস্বরূপ (১।১।১), এবং অগ্নিও তদ্রূপ (১।২।৩)। অধুনা উপাসনার জন্য অশ্ব ও অগ্নি উভয়কে একই সঙ্গে অশ্বমেধের ফল প্রজাপতিরূপে বলা হইতেছে]—যঃ (যিনি) এনম্ (প্রজাপতিরূপ অশ্ব ও অর্করূপ অগ্নিকে) এবম্ (এইরূপে, নিম্নোক্ত "তমনবরুধ্যৈব" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিতরূপে এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে অবিচ্ছিন্ন-রূপে') বেদ (জানেন), এষঃ হ বৈ (একমাত্র এইরূপ ব্যক্তিই) অশ্বমেধম্ (অশ্বমেধকে) বেদ; [সুতরাং এইরূপই অশ্বমেধকে জানিতে হইবে]। [উপাসনা-বিধিবিষয়ে প্রথমে অশ্ববিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে]—["মহাযজ্ঞ করিব" (১।২।৬) এই কামনা করিয়া প্রজাপতি আপনাকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া] তম্ (উক্ত অশ্বকে) অনবরুধ্য এব (বন্ধন না করিয়াই, উৎসর্গীকৃত পশুকে মুক্ত রাখিয়াই) [উক্ত পশুসম্বন্ধে] অমন্যত (চিন্তা করিলেন)। সংবৎসরস্য পরস্তাৎ (এক বৎসর পরে) তম্ (উক্ত পশুকে) আত্মনে (আপনার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ প্রজাপতির নিকট উৎসর্গীকৃতরূপে) আলভত (আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিলেন), [এবং অপরাপর গ্রাম্য ও আরণ্য] পশূন্ (পশুগণকে) [নিজ নিজ] দেবতাভ্যঃ (দেবগণের উদ্দেশ্যে) প্রত্যৌহৎ (প্রেরণ করিলেন)। [প্রজাপতিত্ব লাভান্তে যেহেতু প্রজাপতি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন] তস্মাৎ (সেইজন্যই) [আধুনিক যাজ্ঞিক-গণও] সর্বদেবত্যম্ (সকল দেবতার উদ্দেশে) প্রোক্ষিতম্ (মন্ত্রসংস্কৃত পশুকে) প্রাজাপত্যম্ আলভন্তে (প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্ভন করেন), [আধুনিকদের পরম্পরাগত আচরণ হইতেই প্রমাণিত হয় যে প্রজাপতিও ঐরূপ করিয়াছিলেন]। যঃ এষঃ (এই যিনি, যে সবিতাদেব) তপতি (তাপ দান করেন), এষঃ হ বৈ (ইনিই) অশ্বমেধঃ, [অশ্বমেধের ফলে যজমান এই সূর্যত্ব লাভ করিয়াছেন]। সংবৎসরঃ তস্য (তাঁহার, সবিতার) আত্মা (শরীর) [কারণ সংবৎসর তাঁহারই সৃষ্ট]। [অশ্বমেধক্রতুর ফল সূর্য এবং ক্রতু অগ্নিসাধ্য; এইজন্য সাধন ও ফলের অভেদ মানিয়া ক্রতুকে সূর্যরূপে এবং অগ্নিকে ক্রতুরূপে নির্দেশ করা হইতেছে]—অয়ম্ অগ্নিঃ (এই পার্থিব অগ্নি) অর্কঃ (যজ্ঞীয়াগ্নি)। [ক্রতুতে প্রজ্বালিত] তস্য (ঐ অর্কের) ইমে লোকাঃ (এই ত্রিলোক) আত্মানঃ (শরীরের অবয়বসমূহ), [অর্থাৎ ১।২।৩ কণ্ডিকাতে "প্রাচী দিক্" প্রভৃতির দ্বারা যে অগ্নির লোকাত্মকতা

বর্ণিত হইয়াছে, "ইমে লোকাঃ" ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারই কথা বলা হইতেছে]। এতৌ (এই যথাবিশেষিত) তৌ (উক্ত উভয়ে, অগ্নি ও আদিত্য) অর্ক-অশ্বমেধৌ (অর্ক ও অশ্বমেধ) [যথাক্রমে ক্রতু ও ক্রতুফল]। [তাহারা উভয়ে, অর্থাৎ অগ্নি ও আদিত্য] পুনঃ উ (আবার) সা একা এব দেবতা (সেই একই দেবতা) মৃত্যুঃ এব (মৃত্যুই) ভবতি (হন); [তিনি পূর্বে এক ছিলেন; পরে ক্রিয়া, সাধন ও ফলভেদে ত্রিধা হন; পুনর্বার ক্রিয়া সম্পাদনের পরে একই মৃত্যুরূপী ক্রতুফলে পরিণত হন]। [যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি (পুনর্মৃত্যু জয় করেন, একবার মরিয়া পুনর্বার মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহার ক্রমমুক্তি হয়), এনম্ (ইঁহাকে) মৃত্যুঃ (মরণ) ন আপ্নোতি (স্বায়ত্ত করেন না); [কারণ] মৃত্যুঃ অস্য (ইঁহার) আত্মা ভবতি (আত্মা হন, ইঁহার সহিত অভিন্ন হন), [ইনি উপাসনার ফলস্বরূপ মৃত্যু হইয়া] এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের সহিত) একঃ ভবতি (অভিন্ন হন)। ৭

তিনি কামনা করিলেন, "আমার এই দেহ মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) হউক, এতদবলম্বনে আমি শরীরবান্ হইব"; (এই ভাবিয়া তিনি দেহে প্রবেশ করিলেন)। যেহেতু উক্ত শরীর স্ফীত হইয়াছিল (=অশ্বৎ), সুতরাং উহা অশ্বনামধারী হইয়াছিল; (এবং যেহেতু প্রবেশানন্তর) মেধ্য হইয়াছিল, সুতরাং অশ্বমেধের অশ্বমেধ-নাম-লাভ হইল।[১] যিনি প্রজাপতিকে নিম্নোক্তরূপে জানেন, কেবল তিনিই অশ্বমেধকে জানেন[২] —(নিজ দেহকে অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া) তাহাকে মুক্ত রাখিয়াই তিনি (তদ্বিষয়ে) চিন্তা করিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে তিনি উক্ত অশ্বকে আপনার উদ্দেশে আলম্ভন করিলেন; এবং (অপর) পশুগণকে (অপর) দেবগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।[৩] সেইজন্যই আজও (যাজ্ঞিকগণ) সর্বদেবতার উদ্দেশে মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্ভন করেন। এই যে সূর্য তাপ বিকিরণ করেন, ইনিই অশ্বমেধ[৪]; সম্বৎসর তাঁহার শরীর। পার্থিব অগ্নিই অর্ক (বা

যজ্ঞাগ্নি); এই লোকসমূহ তাঁহার দেহাবয়ব। এই যথাবিশেষিত উক্ত অগ্নি ও আদিত্য (যথাক্রমে) অর্ক (বা ক্রতু) ও অশ্বমেধ ; তাঁহারা উভয়ে (অগ্নি ও আদিত্য) একই দেবতা অর্থাৎ মৃত্যু হইয়া থাকেন। যিনি এইরূপ[৫] জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। মৃত্যু ইঁহাকে কবলিত করেন না ; (কারণ) মৃত্যু ইঁহার আত্মা হন, ইনি এই দেবগণের সহিত অভিন্ন হন। ৭

১ ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধন ও ক্রিয়াফল—এই তিনটি লইয়াই ক্রতু হয়। এই পর্যন্ত দেখানো হইল যে, এই তিনটিই, অর্থাৎ সমগ্র ক্রতুই, প্রজাপতি। এইরূপে অশ্বমেধ-ক্রতুর প্রশংসা করা হইল।

২ এইরূপে অশ্বমেধ জ্ঞাতব্য! ইহাই প্রধানবিধি, গুণবিধি নহে।

৩ অর্থাৎ অপরেরাও প্রজাপতির ন্যায় নিজ দেহকে যজ্ঞাশ্ব বলিয়া মনে করিবেন, এবং এইরূপ ভাবনা করিবেন, 'যখন মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হই, তখন আমি সকল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হই ; কিন্তু আলম্ভন-কালে আমি নিজেরই নিকট উৎসর্গীকৃত হই। আমারই অবয়বভূত অপর দেবগণের উদ্দেশে অপর পশুগণ নিহত হয়।"

৪ পশুযুক্ত বা পশুবিহীন (=উপাসনাত্মক)—যেরূপ অশ্বমেধই হউক না কেন, তাহার ফলে সূর্যরূপী প্রজাপতিত্ব লাভ হয়। এই সূর্য কিন্তু সূর্যমণ্ডল নহেন ; ইনি সূর্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতা দেবতা।

৫ "আমি, মদ্রূপ অশ্ব ও অগ্নির দ্বারা লভ্য মৃত্যুপদ, এবং অশ্বমেধ একই দেবতা"—এইরূপ জানেন।

প্রথমাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্‌গীথেনাত্যয়ামেতি ॥ ১

[কর্মসহকৃত উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মতা লাভ—ইহা বলা হইয়াছে। অধুনা এই ফলের সাধনভূত কর্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, তাহা দেখানো হইতেছে]—প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ) হ [অতীতের স্মারক অব্যয়] দ্বয়াঃ বৈ (দুই প্রকার)—দেবাঃ চ অসুরাঃ চ (দেবগণ ও অসুরগণ)। ততঃ (সুতরাং, স্বভাবতই) দেবাঃ কানীয়সাঃ (=কনীয়াংসঃ] এব (অবশ্যই অল্পসংখ্যক), অসুরাঃ জ্যায়সাঃ (=জ্যায়াংসঃ, অধিকসংখ্যক)। তে (তাঁহারা) এষু লোকেষু (এই সকল লোকলাভের জন্য) অস্পর্ধন্ত (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন)। [বহুসংখ্যক অসুর কর্তৃক আপনাদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া] তে হ দেবাঃ (উক্ত দেববৃন্দ) উচুঃ (বলিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে) উদ্‌গীথেন (উদ্‌গীথ-কর্মের কর্তাকে আশ্রয় করিয়া) অসুরান্ (অসুরদিগকে) অত্যয়াম (অতিক্রম করি) ইতি। ১

প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান—দেবগণ ও অসুরগণ।[১] সুতরাং[২] দেবগণ অল্পসংখ্যক ও অসুরগণ বহুসংখ্যক। তাঁহারা এইসকল লোকে (আধিপত্যলাভের জন্য) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।[৩] উক্ত দেবগণ বলিলেন, "ভাল কথা, আমরা (এই) যজ্ঞে উদ্‌গীথের দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিব।" ১

১ বৃঃ ১।২।৬-এর ১ম টীকায় বলা হইয়াছে যে, অশ্বমেধ-কর্ম বা উপাসনার ফলে যজমান প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। মূলের "হ" অব্যয়টি বর্তমান প্রজাপতির

পূর্বজন্মের কথাই স্মরণ করাইতেছে। ঐ জন্মে যখন প্রজাপতির ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞান ও কর্মে শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত থাকিয়া দ্যুতিমান্ হইয়াছিল, তখন তাহারাই দেব-শব্দবাচ্য ছিল। ঐ ইন্দ্রিয়বর্গই আবার যখন স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা লব্ধ ও দৃষ্টপ্রয়োজন কর্ম ও জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারাই অসুরপদবাচ্য ছিল। "সুর" হইতে ভিন্ন যাহারা, কিংবা সমস্ত "অসু" বা জীবনে রমণ বা আনন্দ করে যাহারা, তাহারা অসুর। সুতরাং একই ইন্দ্রিয় উপাধিভেদে "সুর" বা "অসুর" হইতে পারে। ইহারা যজমানাবস্থ প্রজাপতির সন্তানস্থানীয়।

২ শাস্ত্রজনিত প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল হয় বলিয়া।

৩ প্রবৃত্তির উদ্ভব বা অভিভবই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যখন শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরাভূত হয়—ইহাই দেবগণের বিজয়। আবার যখন দৈবী প্রবৃত্তি আসুরী প্রবৃত্তির দ্বারা পরাভূত হয়, তখন উহাই অসুরদের জয়। দেবগণের বিজয়ে ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া প্রজাপতিত্ব পর্যন্ত লাভ হয়। অসুরদিগের বিজয়ে অধর্মের বৃদ্ধি হইয়া স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটিতে পারে। উভয় প্রবৃত্তি সমান হইলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়।

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ॥ ২

তে হ (পূর্বোক্ত দেবগণ) বাচম্ (বাগভিমানী বাগ্দেবতাকে) উচুঃ (বলিলেন) —ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদের জন্য) উদ্গায় (উদ্গীথ-গান করুন) ইতি। তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই বলিয়া] বাক্ তেভ্যঃ (তাঁহাদের জন্য) উদ্গায়ৎ (উদ্গান করিলেন)। বাচি (বাগ্ব্যাপারে, অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণের দ্বারা) [সকল দেবতার বা ইন্দ্রিয়ের] যঃ ভোগঃ (যে উত্তম ফললাভ হয়) তম্ (উক্ত ফল) দেবেভ্যঃ

(দেবগণের, শাস্ত্রমার্গানুগামী ইন্দ্রিয়বর্গের, জন্য) আগায়ৎ (গান করিলেন) [গান করিয়া ঐ ফল নিষ্পন্ন করিলেন] ; যৎ (যে) কল্যাণম্ বদতি (উত্তম বর্ণোচ্চারণ হয়) তৎ (তাহা) আত্মনে (আপনার জন্য) [নিষ্পন্ন করিলেন] তে (ঐ অসুরগণ) (বাগ্‌দেবতার এই স্বার্থপরতারূপ ছিদ্র পাইয়া) বিদুঃ (জানিতে পারিল)—অনেন বৈ উদ্‌গাত্রা (এই উদ্‌গাতারই দ্বারা) [দেবগণ] নঃ (আমাদিগকে) অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রম করিবেন) ইতি। তম্ (ঐ উদ্‌গাতা বাগ্‌দেবতার প্রতি) অভিদ্রুত্য (অগ্রসর হইয়া, আক্রমণ করিয়া) [তাঁহাকে] পাপ্মনা ([স্বার্থাভিসন্ধি-রূপ] পাপের দ্বারা) অবিধ্যন্ (বিদ্ধ করিল)। [যজমানাবস্থ প্রজাপতির বাক্‌সংলগ্ন] সঃ যঃ সঃ পাপ্মা (সেই যে সেই পাপ) সঃ এব সঃ পাপ্মা (উহাই এই পাপ) যৎ এব ইদম্ (এই যে) অপ্রতিরূপম্ (অননুরূপ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ-রূপ) বদতি ([লোকে] বাগ্‌ব্যবহার করে)। ২

তাঁহারা বাগ্‌দেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া বাগ্‌দেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন।[১] বাক্যের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগ লাভ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন ; (কিন্তু) যাহা উত্তমরূপে বর্ণোচ্চারণ (-রূপ ভোগ) তাহা আপনারই জন্য নিষ্পন্ন করিলেন।[২] অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সহায়েই (দেবগণ) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।"[৩] তাহারা বাগ্‌দেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ বাক্যোচ্চারণরূপে দৃষ্ট হয়।[৪] ২

১ পরে অপর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইবে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণই উপাসনা ও কর্মের কর্তা ও ফলের লক্ষ্য ; আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ফলভোগিত্ব নাই (৪।৩।৭)—ইহাই তাৎপর্য।

২ জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশটি স্তোত্র গীত হয়। তন্মধ্যে পবমান-নামক তিনটি স্তোত্রের দ্বারা যজমানের লভ্য ফল নিষ্পাদন-পূর্বক উদ্গাতা অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে আপনারই জন্য যথাবিহিত বিশেষ বিশেষ ফল নিষ্পাদিত করেন।

৩ শাস্ত্রানুমোদিত প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্মের প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিবেন।

৪ কার্য হইতে কারণ অনুমিত হয়; সুতরাং আধুনিক লোকের বাচনিক পাপাচরণ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, যজমানাবস্থায় প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে পাপ সংলগ্ন হইয়াছিল। প্রতিষিদ্ধ বাক্যোচ্চারণই পাপ। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়দ্ যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদম-প্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা॥ ৩

অথ হ (অনন্তর) প্রাণম্ (ঘ্রাণদেবতাকে), জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে), [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

অনন্তর (দেবগণ) ঘ্রাণদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া ঘ্রাণদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগ লাভ হয় তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন, (কিন্তু) যাহা উত্তম আঘ্রাণ (-রূপ ভোগ) তাহা তিনি নিজের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়েই (দেবতারা) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা ঘ্রাণদেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ,

তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ ঘ্রাণগ্রহণরূপে দৃষ্ট হয়। ৩

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ৎ। যচ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা॥ ৪

অনন্তর (তাঁহারা) চক্ষুর্দেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া চক্ষুর্দেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগ লাভ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন; (কিন্তু) যাহা উত্তম দর্শন (-রূপ ভোগ) তাহা আপনারই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাঁহারা চক্ষুর্দেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ বস্তুদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়। ৪

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়দ্ যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা॥ ৫

অনন্তর (তাঁহারা) শ্রবণদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া শ্রবণদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগ লাভ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন; (কিন্তু) যাহা উত্তম শ্রবণ (-রূপ ভোগ) তাহা তিনি নিজেরই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা শ্রবণদেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ শব্দশ্রবণরূপে প্রতিভাত হয়। ৫

অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়দ্ যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদম-প্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্ ॥ ৬

"অথ হ" হইতে "সঃ এব সঃ পাপ্মা" [পূর্ববৎ]। এবম্ খলু (ঠিক এইরূপেই) এতাঃ দেবতাঃ চ ([পূর্বে অনুল্লিখিত] এইসকল ত্বগাদির দেবতাবৃন্দকেও) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহের দ্বারা) উপাসৃজন্ (স্পর্শ করিল), [অর্থাৎ] এনাঃ (ইঁহাদিগকে) এবম্ (এইরূপে) পাপ্মনা অবিধ্যন্ (পাপবিদ্ধ করিল)। ৬

অনন্তর (তাঁহারা) মনোদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া মনোদেবতা তাঁহাদের

জন্য উদ্‌গান করিলেন। সঙ্কল্পের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) সম্ভোগ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য সম্পাদন করিলেন; (কিন্তু) যাহা শুভসঙ্কল্পরূপ ভোগ তাহা আপনার জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সাহায্যেই (দেবগণ) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাহারা তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, ইহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ-বিষয়ক সঙ্কল্পরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপেই অপর দেবগণকেও তাহারা পাপের দ্বারা স্পর্শ করিল, অর্থাৎ পাপবিদ্ধ করিল।৬

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ত্তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিব্যৎসন্ স যথাঽশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ। ৭

অথ (অনন্তর) হ ইমম্ (এই প্রত্যক্ষ) আসন্যম্ (আস্যে, মুখবিবরে, অবস্থিত) প্রাণম্ (প্রাণকে) ঊচুঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। তম্ অভিদ্রুত্য পাপ্মনা অবিব্যৎসন্ (বিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল)। সঃ (সেই বিষয়ে, অসুরগণের প্রাণের সংস্পর্শে আসা বিষয়ে, দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) লোষ্টঃ (লোষ্ট্র, মাটির ঢেলা) অশ্মানম্ ঋত্বা (প্রস্তরকে প্রাপ্ত হইয়া, পাথরে ঠেকিয়া) বিধ্বংসেত (বিচূর্ণ হয়) এবম্ হ এব (ঠিক তেমনি) [অসুরেরা] বিধ্বংসমানাঃ (বিশেষরূপে ধ্বংস হইয়া) বিষঞ্চঃ (নানা দিকে গতিশীল হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া) বিনেশুঃ (বিনষ্ট হইল)। ততঃ (সুতরাং) দেবাঃ ([বাগাদি] দেবগণ) অভবন্ ([বক্ষ্যমাণ স্বীয় অগ্ন্যাদিরূপ প্রাপ্ত] হইলেন [১।৩।১২-১৬ দ্রঃ]); অসুরাঃ

(অসুরগণ) পরাঃ [অভবন্] (পরাভূত হইল)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, [শাস্ত্রবিধি অনুসারে যিনি যথোক্ত প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন]) [তিনি] আত্মনা ([প্রজাপতিরূপ] নিজস্বরূপে) ভবতি (প্রতিষ্ঠিত হন), অস্য (ইঁহার) দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ (জ্ঞাতি) পরাভবতি (পরাভূত হয়)। ৭

অতঃপর দেবগণ এই মুখ্যপ্রাণকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া এই প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়ে দেবগণ আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা প্রাণের প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল ; (কিন্তু) প্রস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া লোষ্ট্র যেমন বিচূর্ণ হয়, ঠিক তেমনি তাহারা বিধ্বস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। সুতরাং[১] দেবগণ (স্বীয় দেবতাস্বরূপে) প্রতিষ্ঠিত হইলেন,[২] এবং অসুরেরা পরাভূত হইল। যিনি এইরূপ জানেন,[৩] তিনি স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন[৪] ; তাঁহার দ্বেষকারী জ্ঞাতি বিধ্বস্ত হয়।৭

১ সুতরাং=অসুরগণের বিনাশে প্রতিবন্ধকীভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়ায় এবং অনাসক্ত প্রাণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বলবান্ হওয়ায়।

২ অসুরনাশের পূর্বেও বাগাদি দেবগণ অগ্ন্যাদিস্বরূপই ছিলেন বটে ; কিন্তু তখন ঐ অগ্ন্যাদি রূপ সকল স্বাভাবিক পাপের দ্বারা আবৃত ছিল এবং দেবগণ দেহাবয়বেই আত্মাভিমান করিয়াছিলেন। এখন পিণ্ডাভিমান ত্যাগ করিয়া "আমি অগ্নি", "আমি বায়ু" ইত্যাদিরূপে অভিমানযুক্ত হইলেন।

৩ অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞাতব্য—ইহা প্রধান উপাসনাবিধি।

৪ বর্তমান প্রজাপতি পুরাকল্পে যজমানাবস্থায় এই আখ্যায়িকারূপ শাশ্বত শ্রুতি দেখিয়া এবং তদনুযায়ী বাগাদিকে পাপবিদ্ধ জানিয়া মুখ্যপ্রাণকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক বাগাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া

বিরাট্‌পিণ্ডাভিমানী বর্তমান প্রজাপতিস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আধুনিক যে-কেহ এইরূপ করিবেন, তিনিও প্রজাপতিত্ব লাভ করিবেন।

তে হোচুঃ ক্ব নু সোঽভূদ্ যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ ॥ ৮

[ফলের সহিত প্রধান উপাসনাবিধি বলিয়া অধুনা গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা বলা হইতেছে। এখানে ইহাই বলা হইবে যে, প্রাণ যেহেতু বাগাদি ও দেহাবয়বাদির আত্মা, অর্থাৎ সর্বব্যাপক, স্বতরাং এই ব্যাপক প্রাণই আত্মরূপে আশ্রয়ণীয়]—তে ([প্রজাপতির বাগাদি] ইন্দ্রিয়বৃন্দ) উচুঃ হ—যঃ (যিনি) নঃ (আমাদিগকে) ইত্থম্ (এবম্প্রকারে) অসক্ত ([স্বরূপের সহিত] সংযুক্ত করিলেন, দেবভাব প্রাপ্ত করাইলেন) সঃ (তিনি) ক্ব নু (কোথায়) অভূৎ (ছিলেন) ইতি। [এই বিচার করিয়া যেহেতু তাঁহারা স্থির করিলেন] অয়ম্ (ইনি) আস্যে অন্তঃ ইতি (আস্যমধ্যে, মুখমধ্যস্থ আকাশে, অবস্থিত), [অতএব] সঃ (ঐ প্রাণ) অয়াস্যঃ (অয়াস্য [=অয়ম্ আস্যে])। [এবং ইনি] আঙ্গিরসঃ (আঙ্গিরস) ; হি (কারণ) [ইনি] অঙ্গানাম্ (অঙ্গসকলের) রসঃ (সার, আত্মা)। ৮

দেবগণ বলিলেন, "যিনি আমাদিগকে (স্বরূপের সহিত) সংযুক্ত করিলেন, তিনি কোথায় ছিলেন?" (তাঁহারা যেহেতু সিদ্ধান্ত করিলেন), "ইনি আস্যে অবস্থিত[১]," অতএব ইহার নাম অয়াস্য। ইনিই আঙ্গিরস ; কারণ ইনি অঙ্গসকলের রস।[২] ৮

১ দেবগণ এইরূপ উপলব্ধি করিলেন, "প্রাণ কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন না করিয়া সকলের আত্মারূপে মুখবিবরস্থ আকাশে অবস্থিত আছেন।" ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই—যিনি মধ্যস্থ নহেন, তিনি সকলের সাধারণ কার্যসম্পাদনে অক্ষম ; অতএব প্রাণ মধ্যস্থরূপে আস্যাকাশে অবস্থিত।

২ প্রাণ চলিয়া গেলে অঙ্গসকল বিশুষ্ক হয়। এখানে উপাস্য প্রাণের উপাসনার জন্য শুদ্ধত্ব ও ব্যাপকত্বরূপ গুণদ্বয় বিহিত হইল। এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে, অবিশুদ্ধ

বাগাদিকে ত্যাগ করিয়া অয়াস্য ও আঙ্গিরস—অর্থাৎ সর্বসাধারণ, অনাসক্ত, বিশুদ্ধ ও বাগাদির আত্মভূত প্রাণকেই আত্মরূপে আশ্রয় করা উচিত।

সা বা এষা দেবতা দূর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ বা অস্মান্মৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯

["প্রাণ বাগাদির আত্মা হইলে, তিনি বাগাদির পাপে স্পৃষ্ট হইবেন; সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ নহেন"—এই আশঙ্কা নিবারিত হইতেছে]—সা বৈ এষা দেবতা ([যে প্রাণদেবতার স্পর্শে আসিয়া অসুরেরা ধ্বংস হইয়াছিল, বর্তমান যজমানের দেহস্থ] সেই এই দেবতা) দূঃ-নাম (দূর নামে বিখ্যাত); হি (কারণ) অস্যাঃ (এই দেবতার নিকট হইতে) মৃত্যুঃ (মরণ, আসক্তিরূপ পাপ) দূরম্ (দূরে থাকে), [সুতরাং ইনি বিশুদ্ধ]। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, বিশুদ্ধিগুণবান্ প্রাণকে উপাসনা করেন) অস্মাৎ (ইঁহার নিকট হইতে) মৃত্যুঃ (মরণ) দূরম্ হ বৈ ভবতি (অবশ্যই দূর হয়)। ৯

সেই এই দেবতা 'দূর্' বলিয়া বিখ্যাত; কারণ ইঁহার নিকট হইতে মৃত্যু দূর হয়।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার নিকট হইতে মৃত্যু দূর হয়। ৯

১ প্রাণোপাসনার দ্বিবিধ ফল—পাপহানি ও দেবতাভাব-প্রাপ্তি। তন্মধ্যে এখানে পাপহানির উল্লেখ হইয়াছে।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্ গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাৎ তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি ॥১০

[প্রাণাত্মবিদের নিকট হইতে কিরূপে পাপ বিদূরিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—সা বৈ এষা দেবতা এতাসাং দেবতানাম্ (এই [বাগাদি] দেবগণের) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ (পাপরূপ মৃত্যুকে) অপহত্য ([দেবগণ হইতে] অপহরণ করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া) যত্র

(যেখানে) আসাম্ দিশাম্ (এই দিক্‌সকলের) অন্তঃ (সীমা) তৎ (সেখানে) গময়াঞ্চকার (লইয়া গেলেন), তৎ (সেখানে) আসাম্ পাপ্মনঃ (ইঁহাদের পাপসকলকে) বিন্যদধাৎ (বিবিধ ন্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ ঘৃণিতভাবে, আধান বা স্থাপন করিলেন)। তস্মাৎ (সুতরাং) নেৎ ([ভয়সূচক অব্যয়] পাছে) পাপ্মানম্ মৃত্যুম্ (পাপরূপ মৃত্যুকে) অনু-অব-অয়ানি ([আমি] প্রাপ্ত হই) ইতি (এই ভয়ে) [তদ্দেশ-বাসী] জনম্ ন ইয়াৎ (ব্যক্তির নিকট যাইবে না), [কিংবা] অন্তম্ ন ইয়াৎ ([সে] দিগন্তে যাইবে না)। ১০

উক্ত এই প্রাণদেবতা এই (বাগাদি) দেববৃন্দের পাপরূপ মৃত্যুকে (তাঁহাদের হইতে) বিচ্ছিন্ন করিয়া[১] যেখানে এই দিক্‌সকল শেষ হইয়াছে[২], সেখানে লইয়া গেলেন।[৩] সেখানে ইঁহাদের পাপরাশিকে বিবিধপ্রকার ঘৃণিতরূপে স্থাপন করিলেন। সুতরাং "পাছে আমি পাপরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হই", এই ভয়ে (তদ্দেশবাসী) ব্যক্তির নিকট যাইবে না, কিংবা সেই দিগন্তেও যাইবে না। ১০

১ প্রাণাত্মাভিমানীর পক্ষে ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ পাপ অসম্ভব ; কারণ বাগাদি পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে অভিমান ও স্বাভাবিক অজ্ঞান হইতেই পাপের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রজনিত প্রাণাত্মাভিমানের সহিত এবম্প্রকার পরিচ্ছিন্ন অভিমানের বিরোধ আছে বলিয়া উভয়ে একত্র থাকিতে পারে না।

২ দিক্ অনন্ত ; সুতরাং তাহার শেষ নাই। কিন্তু এখানে দিক্ বলিতে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত দেশকে বুঝাইতেছে। অতএব দিগন্ত বলিতে বেদাচার-বহির্ভূত দেশ বুঝিতে হইবে।

৩ প্রাণে আত্মাভিমান করিলে পাপ নিকটেও আসিতে পারে না—ইহাই "লইয়া গেলেন" শব্দদ্বয়ে বুঝাইতেছে। বস্তুতঃ সেখানে দূরে লইয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যু-মপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ ॥১১

[প্রাণোপাসনার ফলে পাপহানি হয়, ইহা বলা হইয়াছে ; এখন দ্বিতীয় ফল (১।৩।৯ টীকা) দেবতাভাব-প্রাপ্তি বলা হইতেছে]—সা বৈ এষা [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। অথ

(অনন্তর) এনাঃ (ইঁহাদিগকে) মৃত্যুম্ অতি-অবহৎ (মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া লইয়া গেলেন, [নিজ নিজ অগ্ন্যাদি-দেবতাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন])। ১১

উক্ত এই (প্রাণ) দেবতা এই দেবগণের পাপরূপ মৃত্যুকে তাঁহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অতঃপর ইঁহাদিগকে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া গেলেন।[১] ১১

১ প্রাণাত্মভাবের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হয় ; অতএব প্রাণই মৃত্যুজয়ী। এইরূপ মৃত্যুজয়কেই মৃত্যু অতিক্রম করানো বলা হইয়াছে।

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে॥ ১২

সঃ বৈ (সেই প্রাণ) [প্রথমতঃ] প্রথমাম্ (প্রধানা) বাচম্ এব (বাক্‌কেই) অত্যবহৎ ([মৃত্যুর পারে] বহন করিলেন, লইয়া গেলেন) সা (সেই বাক্) যদা (যখন) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অত্যমুচ্যত (অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন) [তখন, তিনি] সঃ অগ্নিঃ (সেই অগ্নিদেবতা) অভবৎ (হইলেন)। সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ (উক্ত এই অগ্নি) [মৃত্যুম্] অতিক্রান্তঃ (মরণাতীত হইয়া) পরেণ মৃত্যুম্ (মৃত্যুর অতীতরূপে) দীপ্যতে (বিরাজমান হন)। ১২

তিনি (প্রথমে) প্রধানেন্দ্রিয়[১] বাক্‌কে বহন করিলেন। উক্ত বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবতা হইলেন। উক্ত এই অগ্নি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন[২]।১২

১ উদ্‌গীথ-কর্মে অপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাকেরই অধিক প্রয়োজন।

২ বাক্ পূর্বেও অগ্নিদেবতাস্বরূপ ছিলেন ; মৃত্যুবিহীন হইয়া স্বয়ং আবার তাহাই হইলেন। কিন্তু বিশেষ এই যে, এখন তিনি মরণাতীত ও অধিকতর উজ্জ্বল হইলেন। পরের কণ্ডিকাগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে॥ ১৩

প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে), পবতে (প্রবাহিত হন)। ১৩

অনন্তর তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বহন করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ বায়ুদেবতা হইলেন। উক্ত এই বায়ু মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে প্রবহমান রহিয়াছেন। ১৩

অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যোঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি॥ ১৪

অনন্তর (তিনি) চক্ষুকে বহন করিলেন। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ আদিত্য হইলেন। উক্ত এই আদিত্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে তাপদান করেন। ১৪

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত দিশোঽভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ॥ ১৫

অনন্তর (তিনি) শ্রবণেন্দ্রিয়কে বহন করিলেন। উক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। উক্ত এই দিক্‌সকল মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে (বিদ্যমান)। ১৫

অথ মনোঽত্যবহৎ তদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ

সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ ॥ ১৬

["অথ" হইতে "ভাতি"—পূর্ববৎ। অতঃপর উপাসনার ফল বলা হইতেছে]—যঃ (যে যজমান) এবম্ বেদ ([বাগাদিসমন্বিত প্রাণকে] এইরূপে [মৃত্যু হইতে উদ্ধারকারী বলিয়া] জানেন) এনম্ (ইঁহাকে) এষা দেবতা (এই প্রাণদেবতা) এবম্ হ বৈ ([পূর্বযজমানকে যেমন মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছিলেন] ঠিক তেমনি) মৃত্যুম্ অতিবহতি (মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান)। ১৬

অনন্তর (তিনি) মনকে বহন করিলেন। মন যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন। উক্ত এই চন্দ্রমা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে এই দেবতা ঠিক এইরূপেই মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান। ১৬

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্ যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭

[উপাস্য প্রাণের দেহেন্দ্রিয়-ধারণ-রূপ গুণান্তরবিধানের জন্য বলা হইতেছে]—অথ (অনন্তর) [প্রাণ] আত্মনে (আপনার জন্য) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন) আগায়ৎ (গান করিলেন) [গান করিয়া অন্ন-সম্পাদন করিলেন]; হি (কারণ) যৎ কিম চ অন্নম্ (যাহা কিছু অন্ন) [প্রাণিগণ কর্তৃক] অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), তৎ (উহা) অনেন এব (অন-শব্দ-বাচ্য প্রাণেরই দ্বারা) অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), [এবং প্রাণ] ইহ ([শরীরাকারে পরিণত] এই ভক্ষিত অন্নে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। ১৭

অনন্তর প্রাণ গান করিয়া আপনার জন্য ভক্ষণীয় অন্ন সম্পাদন করিলেন;[১] কারণ[২] যে-কোন অন্নই ভক্ষিত হউক না কেন, তাহা প্রাণেরই দ্বারা ভক্ষিত হয়, এবং প্রাণ উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[৩] ১৭

১ প্রথমে তিনটি পবমান স্তোত্র গান করিয়া প্রজাপতিত্বলাভরূপ সাধারণ ফল নিষ্পন্ন করিলেন ; পরে অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্য অন্ন-সম্পাদন করিলেন (১।৩।২-এর ২য় টীকা)।

২ প্রাণ আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ এই—(১) অনের (=প্রাণের) দ্বারা অন্ন ভক্ষিত হয় ; (২) প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত।

৩ গান করিয়া আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াও প্রাণ পাপবিদ্ধ হইলেন না; কারণ অন্ন না থাকিলে প্রাণের অবস্থান অসম্ভব এবং তাহার ফলে বাগাদির অবস্থানও অসম্ভব।

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি তে বৈ মাঽভিসংবিশতেতি তথেতি তং সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত। তস্মাদ্ যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবং হ বা এনং স্বা অভিসংবিশন্তি ভর্তা স্বানাং শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উ হৈবংবিদং স্বেষু প্রতি প্রতির্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনু ভার্যান্ বুভূর্ষতি স হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবতি॥ ১৮

[উপাস্য প্রাণের পক্ষে অপর ইন্দ্রিয়ের ভর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও পুরোগামিত্ব ইত্যাদি গুণবিধানের জন্য বলা হইতেছে ; কিন্তু নূতন কোনও উপাসনা বিহিত হইতেছে না]—তে দেবাঃ (উক্ত বাগাদি দেবগণ) অব্রুবন্ (বলিলেন)—ইদম্ যৎ অন্নম্ (এই যাহা কিছু [প্রাণিগণের ভক্ষ্য] অন্ন) সর্বম্ (তৎসমস্তই) এতাবৎ বৈ (এই পরিমাণ মাত্র, ইহার অধিক নহে)—তৎ (তাহা) আত্মনে (আপনার জন্য) আগাসীঃ (গান করিয়াছেন, গান করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন); অনু (অতঃপর, এখন) নঃ (আমাদিগকে) [আপনার আত্মসাৎকৃত] অস্মিন্ অন্নে (এই অন্নে) আভজস্ব (=আভজয়স্ব, ভাগী করুন) ইতি। তে বৈ (তাদৃশ [অন্নার্থী] তোমরা) মা অভিসংবিশত (আমার দিকে মুখ করিয়া উপবেশন কর) ইতি। তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই বলিয়া) [দেবগণ]

তম্ পরিসমন্তম্ (তাঁহাকে ঘিরিয়া) ন্যবিশন্ত (নিশ্চিতরূপে উপবেশন করিলেন)। তস্মাৎ (এই জন্যই) অনেন (প্রাণের দ্বারা) [লোকে] যৎ অন্নম্ (যে অন্ন) অত্তি (আহার করে) তেন (সেই অন্নের দ্বারা) এতাঃ (এই বাগাদি দেবগণ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হন)। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ, "প্রাণ বাগাদির আশ্রয়, এবং বাগাদি যে প্রাণে আশ্রিত সেই প্রাণ আমি"— ইহা) বেদ (জানেন), এনম্ (এইরূপ ব্যক্তিকে) এবম্ হ বৈ (ঠিক এইরূপে, প্রাণকে ঘিরিয়া বাগাদির ন্যায়) স্বাঃ (আত্মীয়গণ) অভিসংবিশন্তি (মুখাপেক্ষী হইয়া উপবেশন করেন), [তিনি] স্বানাম্ (আত্মীয়গণের) ভর্তা (আশ্রয়), শ্রেষ্ঠঃ, পুরঃ এতা (পুরোগামী), অন্নাদঃ (প্রচুর অন্নভোজী) অধিপতিঃ (স্বতন্ত্র পরিপালক) ভবতি (হন)। স্বেষু (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) যঃ উ (যে কেহ) এবং-বিদম্ প্রতি (এইরূপ প্রাণবিদের প্রতি) প্রতিঃ বুভূষতি (প্রতিকূল, প্রতিদ্বন্দ্বী, হইতে চান) [তিনি) ভার্যেভ্যঃ অলম্ ([স্বীয়] পোষ্যবর্গের পালনে সক্ষম) ন হ এব ভবতি (অবশ্যই হন না) ; অথ (পরন্তু) [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] যঃ এব (যিনিই) এতম্ অনুভবতি (ইঁহার অনুগত হন) বা (অথবা) যঃ (যিনি) এতম্ অনু (ইঁহার অধীনে থাকিয়া) ভার্যান্ ([স্বীয়] পোষ্যবর্গকে) বুভূর্ষতি (ভরণ করিতে—পালন করিতে ইচ্ছা করেন), সঃ হ এব (কেবল তিনিই) ভার্যেভ্যঃ অলম্ ভবতি। ১৮

সেই দেবগণ বলিলেন, "এই যাহা কিছু অন্ন আছে, সেই সমস্তের পরিমাণ এই পর্যন্তই, এবং আপনি গান করিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন ; এখন আমাদিগকে ঐ অন্নে ভাগী করুন।" (প্রাণ বলিলেন)—"তাদৃশ (অন্নার্থী) তোমরা আমার দিকে মুখ করিয়া উপবেশন কর।" "তাহাই হউক", এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া উপবেশন করিলেন। এইজন্য লোকে প্রাণের সহায়ে যে অন্ন আহার করে, তাহার দ্বারা ইহারা তৃপ্ত হন।[১] যিনি এইরূপ জানেন, জ্ঞাতিগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া ঠিক এমনি অবস্থান করে। তিনি জ্ঞাতিগণের ভর্তা, শ্রেষ্ঠ, পুরোগামী, ও অধিপতি হন এবং প্রচুর অন্নভোজী হন। জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে-কেহ এতাদৃশ বিদ্বানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চান, তিনি মোটেই স্বীয়

পোষ্যবর্গের পালনে সমর্থ হন না ; পরন্তু যিনিই ইহার অনুগত হন কিংবা অনুবর্তী হইয়া পোষ্যবর্গকে পালন করিতে চান, কেবল তিনিই পোষ্য-বর্গের পালনে সক্ষম হন। ১৮

১ বাগাদি-দেবতা স্বতন্ত্রভাবে অন্ন-গ্রহণ করেন না—ইহার প্রমাণ এই যে, প্রাণ দেহত্যাগ করিলে বাগাদিকেও তাহাই করিতে হয়।

সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ প্রাণো বা অঙ্গানাং রসঃ প্রাণো হি বা অঙ্গানাং রসস্তস্মাদ্ যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব তচ্ছুষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গানাং রসঃ ॥ ১৯

[পূর্বে ১।৩।৮-এ বলা হইয়াছে যে, প্রাণ আঙ্গিরস এবং পরে বলা হইয়াছে যে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন (১।৩।১৮)। এখন এই উভয়বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে]—সঃ অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ অঙ্গানাম্ হি রসঃ (১।৩।৮)। প্রাণঃ বৈ (প্রাণই) অঙ্গানাম্ রসঃ (অবয়বসকলের সার), প্রাণঃ হি [প্রসিদ্ধার্থক অব্যয়] বৈ অঙ্গানাম্ রসঃ। যস্মাৎ কস্মাৎ চ (যে-কোনও) অঙ্গাৎ (অবয়ব হইতে) প্রাণঃ উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করেন, চলিয়া যান) তৎ (সেই অঙ্গ) তৎ এব (সেই স্থলেই) শুষ্যতি (শুকাইয়া যায়), তস্মাৎ (সুতরাং) এষঃ হি বৈ (এই প্রাণই) অঙ্গানাম্ রসঃ। [ছাঃ, ১।২।১০]। ১৯

ইহার নাম অয়াস্য ; ইনিই আঙ্গিরস, কারণ ইনি অঙ্গসকলের রস। প্রাণই অঙ্গসকলের রস। প্রাণ যে অঙ্গসকলের রস, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। যে-কোনও অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করেন, সেই অঙ্গ সেই স্থলেই শুকাইয়া যায় ; অতএব ইনিই অঙ্গসমূহের রস। ১৯

এষ উ এব বৃহস্পতির্বাগ্বৈ বৃহতী তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু বৃহস্পতিঃ ॥ ২০

[পূর্বে দেখানো হইয়াছে যে, রূপাত্মক দেহ ও ক্রিয়াত্মক ইন্দ্রিয়ের রস বা আত্মা প্রাণ। অধুনা কণ্ডিকাচতুষ্টয়ে দেখানো হইতেছে যে, তিনি ঋক্ প্রভৃতি নামসমূহেরও আত্মা। এইরূপে সর্বাত্মক প্রাণের মহিমা খ্যাপন করিয়া শ্রুতি তাঁহার উপাস্যত্ব প্রমাণ করিতেছেন]— এষঃ উ এব (এই প্রাণই আবার) বৃহস্পতিঃ (বৃহতী-ছন্দের দ্বারা উপলক্ষিত ঋক্সমূহের পতি) ; বাক্ বৈ (বাক্ অবশ্যই) বৃহতী (বৃহতী-ছন্দ, অর্থাৎ ঋক্), এষঃ (ইনি) তস্যাঃ (ঐ বাগাত্মিকা বৃহতীর বা ঋকের) পতিঃ (সম্পাদক বা পালক) ; তস্মাৎ উ (এই কারণেও, পালক বলিয়াও) [ইনি] বৃহস্পতিঃ। [ছাঃ, ১।২।১১]। ২০

ইনিই আবার বৃহস্পতি। বাক্ অবশ্যই বৃহতী (ছন্দ), ইনি তাঁহার পতি ;[১] এই কারণেও ইনি বৃহস্পতি।[২] ২০

১ শ্রুতিতে আছে "বাক্ অবশ্যই অনুষ্টুপ্", (তৈঃ সং, ৫।১।৩।৫)। এই অনুষ্টুপ্ ছন্দে বত্রিশ অক্ষর থাকে ; কিন্তু বৃহতীর অক্ষরসংখ্যা ছত্রিশ। অল্পসংখ্যা মহাসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া অনুষ্টুপ্ বৃহতীর অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং অনুষ্টুপ্ বাক্স্বরূপা বলিয়া বৃহতীও বাক্স্বরূপা বলিয়া প্রমাণিত হয়। আবার অপর শ্রুতিতে আছে "বৃহতী প্রাণস্বরূপা," (ঐঃ আঃ, ২।১।৬), "ঋক্সমূহকে প্রাণ বলিয়া জানিবে," (ঐঃ আঃ, ২।২।২)। সুতরাং বৃহতীকে প্রাণ বলায় প্রাণরূপ সমস্ত ঋক্ বৃহতীতে অন্তর্ভুক্ত হইল। প্রাণ বৃহতীর পতি হওয়ায় সমস্ত ঋকেরই পতি হইলেন।

ঋক্সমূহ বাগাত্মক বলিয়াও প্রাণের অন্তর্ভুক্ত হয় ; কারণ বাক্ প্রাণের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। কেন না জাঠরাগ্নিদ্বারা প্রেরিত বায়ু ঊর্ধ্বগামী হইয়া যখন কণ্ঠাদিদ্বারা অভিহিত হয়, তখন উহা বর্ণাকারে পরিণত হয়। বাক্ বর্ণাত্মিকা। এইরূপে বাক্ প্রাণের অন্তর্ভুক্ত হয়। অথবা বাক্ প্রাণের দ্বারা পালিত হয়। অর্থাৎ প্রাণ না থাকিলে বাক্যোচ্চারণ হয় না—এই কারণেও প্রাণ বাগাত্মিকা ঋকের পতি বা আত্মা।

২ অর্থাৎ বৃহস্পতিত্ব-গুণ-বিশিষ্ট-রূপে প্রাণ উপাস্য।

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতির্বাগ্বৈ ব্রহ্ম তস্যা এষ পতিস্তস্মাদু ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২১

[প্রাণ যেমন ঋকের আত্মা তেমনি যজুঃরও আত্মা] এষঃ উ এব ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মের, যজুর্মন্ত্রের, পতি)। বাক্ বৈ ব্রহ্ম (যজুঃ), তস্যাঃ (সেই যজুঃরূপী বাকের) এষঃ পতিঃ। তস্মাৎ উ ব্রহ্মণস্পতিঃ। ২১

ইনিই আবার ব্রহ্মণস্পতি। বাক্ অবশ্যই ব্রহ্ম (বা যজুঃ)[১], ইনি তাঁহার পতি ; এই কারণেও ইনি ব্রহ্মণস্পতি।[২] ২১

১ এখানে ব্রহ্মশব্দে যজুঃ ও পূর্বে বৃহতীশব্দে ঋক্ গৃহীত হইয়াছে ; কারণ পরে বাক্‌রূপ সামের ও উদ্‌গীথের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় অন্যত্র প্রসিদ্ধ ক্রম অনুসারে বাকের অপর দুইটি রূপ—ঋক্ ও যজুঃ—পর পর গৃহীত হইল। অন্যরূপ অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

২ পূর্বের (১৷৩৷২০-এর ১ টীকার) ন্যায় এখানেও প্রাণের পালয়িতৃত্ব ও যজুঃসম্পাদকত্ব গুণ আছে—বুঝিতে হইবে।

এষ উ এব সাম বাগ্বৈ সাঽমৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২২

এষঃ উ এব সাম ; বাক্ বৈ সা (বাক্ অবশ্যই "সা"), এষঃ (এই প্রাণ) অম ; [যেহেতু লোকপ্রসিদ্ধ স্বরাদিসংযুক্ত গীতিবাচক সাম] সা চ অমঃ চ ("সা" ও "অমের" বাচ্য বাক্ ও প্রাণস্বরূপ) ইতি, তৎ (অতএব) সাম্নঃ সামত্বম্ (সামের সামশব্দাভিধেয়ত্ব)। [উপাসনার জন্য প্রকারান্তরেও প্রাণের সামশব্দবাচ্যত্ব দেখানো যাইতে পারে]—উ (আবার) যৎ এব (যেহেতু) [এই প্রাণ] প্লুষিণা (পুত্তিকাশরীরের, উই-এর দেহের, সহিত) সমঃ (সমান), মশকেন (মশকদেহের সহিত) সমঃ, নাগেন (হস্তিদেহের সহিত) সমঃ, এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ (এই তিন লোকের সহিত, বিরাট্‌দেহের সহিত) সমঃ, অনেন সর্বেণ (এই সমস্ত বিশ্বের সহিত, হিরণ্যগর্ভদেহের সহিত) সমঃ, তস্মাৎ উ এব (সেই জন্যও) [ইনি] সাম। যঃ (যিনি) এতৎ সাম (এই প্রাণকে) এবম্ ("সমত্বহেতু প্রাণ সামনামধেয়," এইরূপ)

বেদ (জানেন, [প্রাণের সহিত আপনার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপে উপাসনা বা ভাবনা করেন]) [তিনি স্বীয় ভাবনার বিশেষত্বানুযায়ী] সাম্নঃ (সামাখ্য প্রাণের) সাযুজ্যম্ (সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানিত্ব) সলোকতাম্ (সমানলোকত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) । ২২

ইনিই আবার সাম। বাক্ অবশ্যই সা, এবং ইনি (অর্থাৎ প্রাণ) অম। যেহেতু "সাম" (মন্ত্র) সা (বা বাক্) ও অম (বা প্রাণ) (শব্দের বাচ্য প্রাণস্বরূপ), অতএব উহা সামশব্দের বাচ্য।[১] যেহেতু আবার এই প্রাণ পুত্তিকার (উই-এর দেহের) সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই ত্রিলোকের সমান, এই নিখিল বিশ্বের সমান,[২] এই জন্যও ইনি সাম। যিনি এইরূপে এই সামকে (বা প্রাণকে) জানেন, তিনি সামের (বা প্রাণের) সাযুজ্য অথবা সালোক্য প্রাপ্ত হন। ২২

১ "সা"-শব্দে স্ত্রীবাচক শব্দের অভিধেয় এবং "অম"-শব্দে পুংবাচক শব্দের অভিধেয় নিখিল পদার্থকে বুঝায়। শ্রুতিতে অছে—" 'আমার পুংনামসকলকে কিসের দ্বারা পাইবে?' (তিনি) উত্তর দিবেন, 'প্রাণের দ্বারা।' 'আমার স্ত্রীনামসকলকে কিসের দ্বারা পাইবে?' 'বাকের দ্বারা।' " (কৌঃ, ১৷৭)। অতএব সাম-শব্দে বাক্-প্রাণকে বুঝাইতেছে। সামশব্দে সাধারণতঃ প্রাণকে না বুঝাইয়া সামমন্ত্রকেই বুঝায়; কিন্তু এই সামগীতি প্রাণের দ্বারা সম্পাদ্য স্বরাদির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সামের মুখ্য অর্থ প্রাণ এবং গৌণ অর্থ সামমন্ত্র। বাক্ ও প্রাণ ব্যতীত সামগানের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নাই।

২ প্রাণ সর্বব্যাপক; অতএব আকাশ যেমন সর্বব্যাপক হইয়াও ঘট ও প্রাসাদাদিতে সেই সেই আকারে বর্তমান থাকে, তেমনি প্রাণও পুত্তিকাদির শরীরে থাকিতে পারেন। প্রাণ কেবল এইসকল শরীরেরই সমান, এইরূপ অর্থ করিলে চলিবে না; কারণ ইনি সর্বব্যাপী ও নিরাকার। আর সমত্বের অর্থ এইরূপ নহে যে ইনি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া কেবল ঐসকল বিভিন্ন দেহেরই সমান হইয়া আছেন; কারণ পরেই আছে, "ইহারা

সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত,' (১।৫।১৩) পরন্তু "গোত্ব" জাতি যে অর্থে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক গোব্যক্তিতে সমন্বিত থাকে, প্রাণও সেই অর্থে সকল শরীরে ব্যাপ্ত।

এষ উ বা উদ্‌গীথঃ প্রাণো বা উৎ প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্‌ধং বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্‌গীথঃ ॥ ২৩

এষঃ উ বৈ উদ্‌গীথঃ (সামাবয়ব উদ্‌গীথভক্তি)। প্রাণঃ বৈ উৎ (প্রাণই "উৎ"); হি (কারণ) প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) উত্তব্‌ধম্ (উর্ধ্বে স্তম্ভিত বা বিধৃত আছে) [এবং] বাক্ এব (বাক্‌ই) গীথা। উৎ চ গীথা চ ইতি ("উৎ" ও [প্রাণের দ্বারা নিষ্পাদ্য বাগাত্মিকা] "গীথা"স্বরূপ বলিয়া) সঃ (প্রাণ) উদ্‌গীথঃ। ২৩

ইনিই আবার উদ্‌গীথ।[১] প্রাণই "উৎ", কারণ প্রাণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উত্তম্ভিত রহিয়াছে; এবং বাক্‌ই "গীথা"।[২] "উৎ" ও "গীথা"-স্বরূপ বলিয়া তিনি উদ্‌গীথ। ২৩

১ উদ্‌গীথ-শব্দে প্রস্তাব, নিধন প্রভৃতি সামাবয়বের বা সামভক্তির (ছাঃ, ২।২।১) অন্যতম অবয়ববিশেষকে বুঝায়; আবার উদ্‌গান বা সামগানকেও বুঝায়। এখানে প্রথম অর্থই গ্রাহ্য।

২ "গীথা" শব্দটি গানার্থক গৈ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং উহা বাগাত্মক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্‌গীথভক্তিও শব্দাতিরিক্ত নহে; অতএব বাক্ "গীথা"।

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যে-নোদগায়দিতি বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥ ২৪

তৎ (["প্রাণই উদ্‌গীথদেবতা" এই বিষয়ে) হ অপি ([এই আখ্যায়িকা] শ্রুত হয়) —চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানের পৌত্রাদি) ব্রহ্মদত্তঃ [যজ্ঞে] রাজানম্ (সোম) ভক্ষয়ন্ (খাইতে খাইতে, পান করিতে করিতে) উবাচ (বলিয়াছিলেন, এই শপথ করিয়াছিলেন)

—যৎ (যদি) ইতঃ অন্যেন (এই [বাক্‌সংযুক্ত] প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও দেবতার সহায়ে) অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ (মুখ্য প্রাণ [অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা পূর্বর্ষিদিগের সত্রের উদ্‌গাতা]) উদগায়ৎ (গান করিয়া থাকেন), [তবে] রাজা (সোম) ত্যস্য (=তস্য, তাদৃশ আমার, "প্রাণের সহায়ে উদ্‌গান করিয়াছিলেন" এইরূপ মিথ্যাবাদী আমার) মূর্ধানম্ (মস্তক) বিপাতয়তাৎ (বিপাতিত করুন [বি-পৎ-ণিচ্-তু স্থলে তাৎ]) ইতি। [প্রাণপ্রধানা] বাচা চ এব (বাকেরই দ্বারা) চ (এবং) [আত্মভূত] প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা) সঃ (তিনি, উদ্‌গাতা) হি (অবশ্যই) উদগায়ৎ (উদ্‌গান করিয়াছিলেন) ইতি। ২৪

উক্ত বিষয়ে এইরূপ শ্রুত হয়—চিকিতানের পৌত্র ব্রহ্মদত্ত সোম পান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "যদি ইনি ভিন্ন অপরের সহায়ে অয়াস্য আঙ্গিরস উদ্‌গান করিয়া থাকেন, তবে সোম এতাদৃশ (মিথ্যাবাদী) আমার মস্তক নিপাতিত করুন।" বাক্‌এর দ্বারা এবং প্রাণের দ্বারাই তিনি উদ্‌গান করিয়াছিলেন।[১] ২৪

১ শ্রুতির শেষ বাক্যের তাৎপর্য এই—আধ্যাত্মিকাস্থ শপথের দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, প্রাণই উদ্‌গীথদেবতা।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্যাৎ তস্মাদ্ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব। অথো যস্য স্বং ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ২৫

[প্রাণ উদ্‌গীথের দেবতা, ইহা স্থির করিয়া অধুনা প্রাণের স্ব, সুবর্ণ ও প্রতিষ্ঠা এই গুণত্রয় বিধানের জন্য কণ্ডিকাত্রয় আরম্ভ হইতেছে]—যঃ হঃ (যিনি) তস্য (ঐ, প্রাগুক্ত) এতস্য (এই, প্রত্যক্ষ] সাম্নঃ (সামের, সামশব্দবাচ্য প্রাণের) স্বম্ (ধন, সম্পত্তি) বেদ (জানেন), অস্য (ইঁহার) স্বম্ ভবতি হ (হয়)। স্বরঃ এব (কণ্ঠমাধুর্যই) তস্য বৈ (ঐ সামের বা প্রাণের) স্বম্ (ভূষণ) ; তস্মাৎ (সুতরাং) আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিকের কর্ম উদ্‌গান)

করিষ্যন্ (করিতে উদ্যত ব্যক্তি) বাচি (বাগ্‌বিষয়ে) স্বরম্ (সুস্বর) ইচ্ছেত (বাঞ্ছা করিবেন); স্বরসম্পন্নয়া (স্বর-সৌষ্ঠব-যুক্ত) তয়া বাচা (তাদৃশ বাক্যের দ্বারা) [তিনি] আর্ত্বিজ্যম্ কুর্যাৎ (ঋত্বিক কর্ম করিবেন)। [স্বর যেহেতু সামের ভূষণ] তস্মাৎ (এই জন্য) যস্য (যাঁহার) স্বম্ ভবতি (সম্পদ্ হয়) অথো ([তাঁহাকে] ও) [যেমন (দিদৃক্ষন্তে এব—লোকে দেখিতে অভিলাষী হয়) তেমনি] যজ্ঞে স্বরবন্তম্ (সুস্বর ব্যক্তিকে) দিদৃক্ষন্তে এব। এবম্ (["আমি প্রাণ; গীতিভাব-প্রাপ্ত আমারই এই কণ্ঠমাধুর্যরূপ ভূষণ"] এবম্প্রকারে) যঃ সাম্নঃ (সামের) এতৎ (এই) স্বম্ বেদ, অস্য স্বম্ ভবতি হ। ২৫

যিনি প্রাগুক্ত এই সামের (বা প্রাণের) সম্পদ্ জানেন, তাঁহার সম্পদ্ হয়। স্বরই সামের সম্পদ্। সুতরাং যিনি ঋত্বিক্‌কর্ম করিতে অভিলাষী, তিনি বাক্যে সুস্বর কামনা করিবেন, এবং তিনি তাদৃশ স্বরমাধুর্যযুক্ত বাক্যের দ্বারা ঋত্বিক্‌কর্ম (অর্থাৎ উদগান) করিবেন। সেই জন্যই কাহারও সম্পদ্ হইলে যেমন লোকে তাহাকে দেখিতে চায়, তেমনি যজ্ঞেও মধুরকণ্ঠ ব্যক্তিকে লোকে দেখিতে চায়। যিনি এই প্রকারে সামের এই সম্পদ্ জানেন, তাঁহার সম্পদ্ হইয়া থাকে। ২৫

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ ॥ ২৬

[সামের অর্থাৎ প্রাণের গুণান্তর বলা হইতেছে]—তস্য হ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] সু-বর্ণম্ (["ইহা কণ্ঠ্য বর্ণ, ইহা দন্ত্য বর্ণ" ইত্যাদি লক্ষণ-জ্ঞানপূর্বক] সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) বেদ (["সামশব্দোক্ত প্রাণের সহিত একাত্মভূত আমারই এই শুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ" এইরূপে] জানেন) অস্য সুবর্ণম্ (স্বর্ণ, হিরণ্য) ভবতি হ। ২৬

যিনি প্রাগুক্ত এই সামের সু-বর্ণ (=সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) জানেন, তাঁহার সুবর্ণলাভ হয়।[১] স্বরই তাঁহার সুষ্ঠু বার্ণোচ্চারণ। যিনি এইরূপে সামের এই সু-বর্ণ জানেন, তাঁহার সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ২৬

১ কারণ সু-বর্ণ (=সুষ্ঠ বর্ণোচ্চারণ) ও সুবর্ণ (=স্বর্ণ) শব্দের সাদৃশ্য আছে।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ২৭

[অতঃপর প্রাণের প্রতিষ্ঠাগুণ বিহিত হইতেছে]— তস্য [ইত্যাদি পূর্ববৎ] প্রতিষ্ঠাম্ (যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা, আশ্রয়) বেদ (["বাক্ বা অন্ন প্রাণাশ্রভূত আমার আশ্রয়" এইরূপ] জানেন) [তিনি] প্রতিতিষ্ঠতি হ (আশ্রয় লাভ করেন)। বৈ বাক্ এব (বাক্ই ; অর্থাৎ জিহ্বামূল, বক্ষ, শির, কণ্ঠ, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা ও তালু এই আটটি উচ্চারণস্থানই) তস্য (সামের, প্রাণের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), হি (কারণ) বাচি খলু (জিহ্বামূলাদি স্থানেই) এষঃ প্রাণঃ (এই প্রাণ) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া) এতৎ গীয়তে (এই প্রকারে গানস্বরূপতা প্রাপ্ত হন)। একে হ (কেহ কেহ) অন্নে (অন্নের পরিণামভূত দেহে) [প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ গানস্বরূপতা প্রাপ্ত হন] ইতি উ আহুঃ (এই কথাও বলেন)। ২৭

যিনি প্রাগুক্ত এই সামের আশ্রয়কে জানেন, তিনি আশ্রয় লাভ করেন।[২] বাক্ই প্রাণের আশ্রয় ; কারণ এই প্রাণ বাকে আশ্রিত থাকিয়াই এই গানরূপে পরিণত হন। কেহ কেহ আবার বলেন, "অন্নে (আশ্রিত থাকিয়াই প্রাণ এইরূপ হন)[৩]।" ২৭

২ শ্রুতিতে আছে—"তাঁহাকে যেমন যেমন উপাসনা করেন, উপাসক তাহাই হইয়া থাকেন।" শঃ ব্রাঃ, ১০।৫।২।২০

৩ উভয় মতই প্রশংসনীয়। উপাসক ইচ্ছানুসারে বাকে প্রতিষ্ঠিত বা অন্নে প্রতিষ্ঠিত প্রাণের উপাসনা করিবেন।

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি।

স যদাহাসতো মা সদ্‌গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্‌গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাঽস্তি য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ (অতঃপর [যে প্রাণোপাসনার দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রজপে অধিকার জন্মে, সেই উপাসনার পরে]) অতঃ (সুতরাং [বক্ষ্যমান মন্ত্রজপ দেবভাব-প্রাপ্তির কারণ হয় বলিয়া]) পবমানানাম্ (পবমানাখ্য স্তোত্রসকলের [১।৩।২ টীকা ২]) অভি-আরোহঃ এব (দেবত্ব-সম্পাদক জপমাত্র [যে জপকর্মের দ্বারা এবংবিদ্ স্বীয় দেবভাবের অভিমুখে আরোহণ করেন, কেবল তাহাই]) [বিহিত হইতেছে]। সঃ বৈ খলু প্রস্তোতা (যিনি প্রস্তোতা-নামক ঋত্বিক্, তিনি) সাম প্রস্তৌতি (সামের প্রস্তাব করেন, গান করেন) ; সঃ (তিনি) যত্র (যখন) প্রস্তুয়াৎ (প্রস্তাব করিবেন) তৎ (তখন) [যজমান] এতানি (এইসকল, এই তিনটি যজুর্মন্ত্র) জপেৎ (জপ করিবেন)—অসতঃ (অসৎ, স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান, হইতে) মা (আমাকে) সৎ (সত্তে, শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞানে) গময় (লইয়া যান) ; তমসঃ (অন্ধকার, অজ্ঞান হইতে) মা জ্যোতিঃ (আলোকে, দেবভাবে) গময় ; মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মা অমৃতম্ (অমৃতে) গময় ইতি। সঃ (উক্ত মন্ত্র) যৎ (যখন) আহ (বলিলেন),

"অসতঃ মা সৎ গময়" ইতি, [তন্মধ্যে] মৃত্যুঃ বৈ অসৎ (মৃত্যুই, স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানই —অসৎ), সৎ অমৃতম্ (সৎ, শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞান অমৃত), [সুতরাং] [তৎ (তখন) "মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়" [অর্থাৎ] "মা অমৃতম্ কুরু (আমাকে অমৃত করুন)" ইতি এব (এই কথাই) এতৎ (এইরূপে) আহ। "তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়" ইতি (এই কথা) [যখন বলিলেন], [তন্মধ্যে] মৃত্যুঃ বৈ (মৃত্যুই, অজ্ঞানই) তমঃ, জ্যোতিঃ (আলোক, দেবতাত্মভাব) অমৃতম্, [সুতরাং তখন] "মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়" [অর্থাৎ] "অমৃতম্ মা কুরু" ইতি এব এতৎ আহ। "মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়" ইতি অত্র (এই মন্ত্রে) তিরোহিতম্ ইব (লুক্কায়িত প্রায় [অর্থ]) ন অস্তি (নাই)। অথ (অনন্তর [তিনটি পবমান-স্তোত্রে যজমানের জন্য ফলবিধানের (১।৩।২ টীকা ২) পরে]) যানি ইতরাণি স্তোত্রাণি (অপর যে-সকল স্তোত্র আছে) তেষু [প্রযুজ্যমানেষু] (সেই সকলের প্রয়োগকালে) [উদ্গাতা] আত্মনে (আপনার জন্য) অন্ন-অদ্যম্ আগায়েৎ (ভক্ষ্য অন্ন গান করিবেন, গান করিয়া অন্নবিধান করিবেন)। [যেহেতু] সঃ এষঃ এবংবিৎ উদ্গাতা (এবম্প্রকার জ্ঞানবান্ উক্ত এই উদ্গাতা) আত্মনে বা যজমানায় বা (আপনার জন্য হউক বা যজমানেরই জন্য হউক) যম্ কামম্ (যে কাম্য বস্তু) কাময়তে (কামনা করেন) তম্ আগায়তি (গান করিয়া তাহাই সম্পাদন করেন), তস্মাৎ উ (সুতরাং) তেষু (উক্ত স্তোত্রসকল যখন গীত হয়, তখন) [যজমান] যম্ কামম্ কাময়েত (কামনা করিবেন) তম্ বরম্ (সেই বর) বৃণীত (প্রার্থনা করিবেন)। তৎ হ এতৎ (উক্ত এই উপাসনা) [কর্মবিযুক্ত হইলেও] লোকজিৎ এব (অবশ্যই [হিরণ্যগর্ভ] লোকের প্রাপক হয়)। যঃ (যিনি) এবম্ (["প্রাগুক্ত গুণরাজি-সমন্বিত সামরূপী প্রাণ আমি"] এবম্প্রকার) এতৎ সাম (এই সামকে, প্রাণকে) বেদ (উপাসনা করেন) [তাঁহার পক্ষে] আলোক্যতায়াঃ আশা (পাছে লোকলাভ না হয় এই ভয়ে প্রার্থনা) ন হ এব অস্তি (মোটেই নাই)। ২৮

সুতরাং অধুনা মাত্র পবমানস্তোত্র সকলেরই অভ্যারোহ বিহিত হইতেছে। প্রস্তোতা-নামক প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্ সামের প্রস্তাব করিবেন। তিনি যখন প্রস্তাব করিবেন, তখন যজমান এইসকল (যজুর্মন্ত্র) জপ করিবেন—"অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যান"; "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যান"; "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া

যান।" মন্ত্র যে বলিলেন, "অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যান", তন্মধ্যে অসতের অর্থ মৃত্যু, এবং সতের অর্থ অমৃত; সুতরাং মন্ত্র এই কথাই বলিলেন যে, "মৃত্যু হইতে আমায় অমৃতে লইয়া যান।" "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যান", এই যে কথা বলিলেন, তন্মধ্যে অন্ধকারের অর্থ মৃত্যু এবং আলোকের অর্থ অমৃত; "সুতরাং আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যান", এই কথাই তিনি বলিলেন। "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যান", ইহাতে লুক্কায়িতপ্রায় কোনও অর্থ নাই।[১] অতঃপর অবশিষ্ট যে-সকল স্তোত্র আছে, সেই সকল গান করিয়া উদ্গাতা আপনার জন্য ভক্ষ্য অন্ন সম্পাদন করিবেন। যেহেতু এবম্প্রকার জ্ঞানবান্ উক্ত উদ্গাতা আপনার জন্য বা যজমানের জন্য যে যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, গানের দ্বারা তাহাই সম্পাদন করেন, অতএব উক্ত (পবমান) স্তোত্রসকল যখন গীত হইতে থাকে, তখন যজমান যে কাম্যবস্তু পাইতে চান তাহা প্রার্থনা করিবেন। উক্ত এই উপাসনা অবশ্যই (হিরণ্যগর্ভ) লোক জয় করিয়া থাকে। যিনি যথোক্ত প্রকারে এই সামকে (বা প্রাণকে) জানেন, তাঁহার পক্ষে "পাছে লোকলাভ না হয়" এই ভয়ে প্রার্থনার (আবশ্যক) মোটেই নাই।[২] ২৮

১ এখানে তিনটি যজুর্মন্ত্রের একইরূপ অর্থ করায় মনে হইতে পারে যে, পুনরুক্তিদোষ হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান অধঃপাতের কারণ বলিয়া মৃত্যু-পদবাচ্য, এবং শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞান অমরণের হেতু বলিয়া অমৃতপদবাচ্য। সুতরাং প্রথম মন্ত্রে বলা হইল, "অসাধনভূত মার্গে অভিমান নাশ করিয়া আমায় সাধনমার্গে অভিমানবান্ করুন।" দ্বিতীয় মন্ত্রের "অন্ধকার"-এর অর্থ অজ্ঞান; সাধকভাবও ফলের তুলনায় অজ্ঞানই বটে। অতএব দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইল, "আমাকে সাধকভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিয়া সাধ্যভাবে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মভাবে, প্রতিষ্ঠিত করুন।" তৃতীয় মন্ত্রে প্রথম দুই মন্ত্রের অর্থ সমুচ্চিত হইয়াছে।

২ তিনি হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় প্রার্থনা অনাবশ্যক।

প্রথমাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততোঽহংনামাঽভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাঽথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

[প্রথম ব্রাহ্মণে কর্ম ও উপাসনার একত্র আচরণে প্রজাপতিত্বলাভ ও তৃতীয় ব্রাহ্মণে কেবল উপাসনার দ্বারা ঐ ফললাভ হয়—ইহা বলা হইয়াছে। বর্তমান ব্রাহ্মণের প্রথম হইতে সপ্তম কণ্ডিকা পর্যন্ত উক্ত প্রজাপতির-স্বাতন্ত্র্য, সর্বাত্মকত্ব, প্রভৃতি বিভূতি প্রদর্শিত হইবে, এবং দেখানো হইবে যে, কর্ম ও জ্ঞানের ফলভূত এই সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও অনিত্য ; সুতরাং ঐসকল বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না]—অগ্রে ([শরীরান্তরের সৃষ্টির] পূর্বে) ইদম্ ([বিভিন্ন দেহসমষ্টিরূপ] এই জগৎ) পুরুষবিধঃ ([হস্তপদাদিযুক্ত] পুরুষাকার) আত্মা এব ([প্রথমজ] বিরাট্-রূপেই) আসীৎ (ছিল) [অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দেহে আত্মাভিমানী প্রাণিবর্গ তখনও সৃষ্ট হয় নাই]। সঃ (সেই বিরাট্-প্রজাপতি) অনুবীক্ষ্য (["আমি কে ও কিংস্বরূপ"? ইত্যাদি] আলোচনা করিয়া) আত্মনঃ অন্যৎ ([দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি-রূপ] আপনা হইতে ভিন্ন কিছু) ন অপশ্যৎ (দেখিলেন না)। [তিনি] অহম্ (আমি) অস্মি (হই) সঃ (সেই)—["পূর্বজন্মে যজমানাবস্থায় বৈদিক উপাসনার ফলে যে আমি নিজেকে 'আমি প্রজাপতি' বলিয়া জানিয়াছিলাম, সেই আমি এখন ফলাবস্থায় সর্বাত্মক বিরাট্ হইয়াছি"]—ইতি (এই কথা) অগ্রে (প্রথমে) ব্যাহরৎ (উচ্চারণ করিলেন)। [যেহেতু তিনি পূর্বসংস্কারানুযায়ী আপনাকে "আমি" বলিয়া নির্দেশ করিলেন] ততঃ (সেইজন্য) [তিনি] অহং-নামা

("আমি" এই নামধারী) অভবৎ (হইলেন)। [যেহেতু সর্বকারণ প্রজাপতির পক্ষে এইরূপ হইয়াছিল] তস্মাৎ (সুতরাং) [কার্যভূত প্রাণিবৃন্দের মধ্যে] এতর্হি অপি (এখনও) আমন্ত্রিতঃ (["তুমি কে ?" এইরূপে] সম্বোধিত ব্যক্তি) অহম্ অয়ম্ (এই আমি) ইতি এব (এই কথাই, এই সর্বসাধারণ নামই) অগ্রে (প্রথমে) উক্ত্বা (বলিয়া) অথ (পরে) অন্যৎ নাম ([দেবদত্তাদি] অপর [বিশেষ] নাম) যৎ (যাহা) অস্য (উহার) ভবতি (আছে) [তাহা] প্রব্রূতে (বলে)। যৎ (যেহেতু) অস্মাৎ সর্বস্মাৎ (তদানীন্তন যাঁহারা প্রজাপতিত্বলাভে সমুৎসুক, তাঁহাদের সকলের) পূর্বঃ [সন্] (পূর্ববর্তী হইয়া) [পূর্বজন্মে যজমানাবস্থায় সহানুষ্ঠিত কর্ম ও উপাসনা অবলম্বনে] সর্বান্ পাপ্মনঃ (সকল পাপকে [প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকীভূত আসক্তিরূপ অজ্ঞানকে]) ঔষৎ (দগ্ধ করিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেইজন্য) সঃ (সেই প্রজাপতি) পুরুষঃ (পুরুষপদের বাচ্য)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ ("আমি পুরুষত্ব-গুণবান্ প্রজাপতি" এইরূপে জানেন) সঃ তম্ (সেই ব্যক্তিকে) ওষতি হ বৈ (অবশ্যই দগ্ধ করেন), যঃ অস্মাৎ (এই বিদ্বানের) পূর্বঃ (পূর্ববর্তী হইয়া) বুভূষতি (প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন)। ১

প্রথমতঃ এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট্)-রূপেই ছিল। তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই দেখিলেন না। তিনি প্রথমে "আমি সেই" এই কথা উচ্চারণ করিলেন। অতএব তিনি "আমি" এই নামধারী হইলেন। এই জন্যই আজও কেহ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমে "এই আমি", এই কথা বলিয়া পরে উহার অপর যে নাম আছে, তাহা বলে।[১] তিনি যেহেতু পুরোবর্তী হইয়া এইসকল (সাধক) -এর পূর্বে অখিল পাপকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি "পুরুষ"। যে-কেহ এতাদৃশ বিদ্বানের পূর্বে প্রজাপতি[২] হইতে ইচ্ছা করেন, যিনি এইরূপ জানেন, তিনি তাঁহাকে দগ্ধ করেন।[৩] ১

১ "আমি" এই নামটি নির্বিশেষভাবে সকলেই ব্যবহার করে; সুতরাং অনুমিত হয় যে, উহাই সকলের কারণস্বরূপ বিরাটের নাম। সর্বসাধারণ "আমি"র পরে বিশেষ

নামের উল্লেখ হয় ; সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ নামগুলি "আমি"-নামের পরে সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রজাপতি "আমি"-রূপে উপাস্য (৫।৫।৪ দ্রঃ)।

২ সূক্ষ্ম সমষ্টিতে অভিমানী যাঁহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়, স্থূল সমষ্টিতে অভিমানী তাঁহাকেই 'বিরাট্' বলা হয়। এই উভয়ের সাধারণ নাম 'প্রজাপতি'।

৩ অর্থাৎ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক, তিনিই প্রথমে প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। অপরে পরে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহা সাধারণ অর্থে দহন নহে।

সোঽবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ২

[কর্ম ও জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রজাপতিত্বলাভও সংসারাতীত নহে—ইহা দেখানো হইতেছে]— সঃ (সেই প্রজাপতি) অবিভেৎ (ভীত হইয়াছিলেন), তস্মাৎ (সেইজন্য) [এখনও] একাকী (সঙ্গিহীন [অবস্থায়]) [লোকে] বিভেতি (ভীত হয়)। সঃ হ অয়ম্ (এতাদৃশ ঐ প্রজাপতি) ঈক্ষাম্ চক্রে (চিন্তা করিলেন)—যৎ (যেহেতু) মৎ-অন্যৎ (আমা হইতে ভিন্ন কেহ) ন অস্তি (নাই) [সুতরাং] কস্মাৎ নু (কোন্ ভয়কারণ হইতে) বিভেমি (ভীত হইতেছি) ইতি। ততঃ এব (তাহা হইতেই, ঐ একত্বজ্ঞান হইতেই) অস্য (ইঁহার) ভয়ম্ (ভয়) বীয়ায় (চলিয়া গেল) [ঈঃ, ৭] ; হি (কারণ) কস্মাৎ (কাহা হইতে) [তিনি] অভেষ্যৎ (ভয় পাইয়াছিলেন) [ভয়ের এমন কোন্ কারণ ছিল]? দ্বিতীয়াৎ বৈ ([আপনা হইতে ভিন্ন] পদার্থান্তর হইতেই) ভয়ম্ ভবতি। ২

তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়।[১] সেই বিরাট্ চিন্তা করিলেন, "আমা হইতে ভিন্ন কেহ যখন নাই, তখন কাহা হইতে ভয় পাইতেছি" ? তাহারই ফলে তাঁহার ভয় দূর হইল ;[২] কারণ কাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন ? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই ভয় হইতে পারে।[৩] ২

১ আধুনিক জীবের ভয় হইতে অনুমিত হয় যে, তাহাদের কারণ হিরণ্যগর্ভের মধ্যেই ভয় ছিল। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ সংসারাতীত নহেন।

২ জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক বলিয়া জ্ঞানোদয়ে আমাদের ভ্রমজনিত ভয়াদি যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ বিরাটেরও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি আমাদেরই ন্যায় সংসারান্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বিতীয় যুক্তি।

৩ এই কণ্ডিকার প্রথম অর্থ এই—অদ্বৈত জ্ঞান লব্ধ হওয়ায় প্রজাপতির ভয় দূর হইল। দ্বিতীয় অর্থ—অদ্বৈতজ্ঞান না হইলেও, তিনি একক মাত্র, এই দর্শনের ফলেই তাঁহার ভয় দূর হইল। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, হিরণ্যগর্ভ সংসারান্তর্গত হইলেও আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে। আমরা হিরণ্যগর্ভের ন্যায় স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও আমাদের উপাধি অত্যন্ত মলিন। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের উপাধি অতি বিশুদ্ধ। সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের উপাস্য।

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩

[প্রজাপতি সংসারের অন্তর্ভুক্ত—এই বিষয়ে হেতু দেখানো হইতেছে]—সঃ বৈ (তিনি) ন এব রেমে (মোটেই রতি, আনন্দ, লাভ করিলেন না)। তস্মাৎ (সেইজন্য) [আজও লোকে] একাকী (একক অবস্থায়) ন রমতে (সুখী হয় না)। [সেই নিরানন্দ দূর করার জন্য] সঃ দ্বিতীয়ম্ (সঙ্গী, স্ত্রী) ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করিলেন)। [সঙ্গকামী হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, তিনি স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া আছেন ; নিজের সেই সত্য-সঙ্কল্পতাবশতঃ] সম্পরিষ্বক্তৌ (পরস্পর আলিঙ্গিত) স্ত্রীপুমাংসৌ (স্বামী ও স্ত্রী) যথা (যেরূপ, যে পরিমাণ হয়) সঃ হ (তিনিও) এতাবান্ (সেই পরিমাণবিশিষ্ট) আস (হইলেন)। সঃ (সেই বিরাট্) ইমম্ এব আত্মানম্ (সেই পরিমাণবিশিষ্ট এই দেহকেই) [মনু ও শতরূপা রূপ] দ্বেধা (দুই ভাগে) অপাতয়ৎ (পাতন, ভাগ করিলেন) ; ততঃ

(ঐ পাতন বা বিভাগ হইতে) পতিঃ চ পত্নী চ (দম্পতি) অভবতাম্ (হইলেন)। [যেহেতু পত্নী গৃহস্থের নিজেরই দেহার্ধরূপিণী] তস্মাৎ (অতএব) [পত্নীগ্রহণের পূর্বে] স্বঃ ইদম্ (আত্মভূত এই নিজদেহ) অর্ধবৃগলম্ ইব ([দ্বিদল বীজের] অর্ধবিদল-সদৃশ) ইতি (এই কথা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্যের, অর্থাৎ যজ্ঞবক্তার পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য বা দৈবরাতি; অথবা হিরণ্যগর্ভ) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)। [যেহেতু বিবাহের পূর্বে আকাশস্থানীয় পুরুষার্ধ অসম্পূর্ণ থাকে] তস্মাৎ (সেইজন্য) অয়ম্ আকাশঃ ([এই শূন্যপ্রায়] আকাশস্থানীয় পুরুষ) [বিবাহের পর] স্ত্রিয়া (সহধর্মিণী [-রূপ অপরাংশের] দ্বারা) পূর্যতে এব (পূর্ণ হয়)। [মনুনামধেয় সেই প্রজাপতি] তাম্ সমভবৎ ([শতরূপা-নামধারিণী ও কন্যা-স্থানীয়া] তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন)। ততঃ (সেই সঙ্গম হইতে) মনুষ্যাঃ (মানুষগণ) অজায়ন্ত (জাত হইল)।৩

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য (আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না।[১] তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন।[২] তিনি সেই দেহকেই দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন। "এই জন্যই (পত্নী গ্রহণের পূর্বে) নিজদেহ অর্ধ বিদলের ন্যায় (থাকে)", এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই জন্যই (পুরুষের অসম্পূর্ণ দেহরূপ) এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। তিনি তাঁহাতে উপগত হইলেন। তাহার ফলে মনুষ্যগণ জাত হইল। ৩

১ প্রজাপতির নিরানন্দ হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি সংসারকে অতিক্রম করেন না। তাঁহার নিরানন্দ সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, তাঁহা হইতে উৎপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে অনুরূপ নিরানন্দ দৃষ্ট হয়—কার্যগুণ কারণগুণেরই অনুসরণ করে।

২ দুধ যেরূপ স্বরূপকে পরিবর্তন করিয়া দধি হয়, বিরাট্ আপনাকে সেইরূপে পরিবর্তিত করিয়া যুগলরূপ হইলেন না; পরন্তু তিনি নিজস্বরূপে থাকিয়াও অমোঘ সঙ্কল্পের দ্বারা ঐ যুগলরূপ শরীরান্তরের সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ তদ্রূপ হইলেন (৫ম কণ্ডিকা দ্রঃ)।

সো হেয়মীক্ষাং চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাঽভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাঽভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমসৃজত ॥৪

সা উ হ ইয়ম্ (সেই এই শতরূপাও) [পূর্বজন্মে সংস্কারানুযায়ী স্মার্ত নিষেধ স্মরণ করিয়া] ঈক্ষাম্ চক্রে (আলোচনা করিলেন)—মা (আমাকে) আত্মনঃ এব (আপনা হইতেই) জনয়িত্বা (উৎপন্ন করিয়া) কথম্ নু (কি প্রকারে) [আমার সহিত] সংভবতি (মিলিত হইতেছেন) ? হন্ত (ভাল কথা), [আমি] তিরঃ অসানি (অন্তর্হিতা হই, [জাত্যন্তর গ্রহণ করিয়া আপনাকে লুকাই]) ইতি। সা (সেই শতরূপা) গৌঃ (গাভী) অভবৎ (হইলেন) ; ইতরঃ (অপরে, মনু) ঋষভঃ (বৃষ) [হইলেন], [এবং] তাম্ সমভবৎ [১।৪।৩] এব। ততঃ (সেই মিলন হইতে) গাবঃ (গরুসকল) অজায়ন্ত। ইতরা (তাঁহাদের একজন, শতরূপা) বড়বা (ঘোটকী) অভবৎ, ইতরঃ অশ্ববৃষঃ (ঘোটক) ; ইতরা গর্দভী, ইতরঃ গর্দভঃ ; [তাম্] তাম্ (সেই [ঘোটকীর ও] গর্দভীর সহিত) সমভবৎ এব ; ততঃ একশফম্ (একখুর জন্তু, [ঘোড়া, খচ্চর, গাধা]) অজায়ত। ইতরা অজা (ছাগী) অভবৎ, ইতরঃ বস্তঃ (ছাগ) ; ইতরা অবিঃ (মেষী), ইতরঃ মেষঃ ; [তাম্] তাম্ (সেই [ছাগী ও] মেষীর সহিত) সমভবৎ এব ; ততঃ অজ-অবয়ঃ (ছাগ ও মেষসকল) অজায়ন্ত। এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্যন্ত) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু) মিথুনম্ (স্ত্রীপুরুষযুগল) [আছে] তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) [তিনি] অসৃজত (সৃজন করিলেন)। ৪

তিনিও (অর্থাৎ শতরূপাও) আলোচনা করিলেন, "আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া ইনি কিরূপে আমাতে উপগত হইতেছেন ? ভাল কথা, আমি তিরোভূতা হই।" তিনি গাভী হইলেন, অপরে

(অর্থাৎ মনু) বৃষ হইলেন,[১] এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহার ফলে গরুসকল জাত হইল। একজন ঘোটকী, অপরে ঘোটক হইলেন ; একজন গর্দভী ও অপরে গর্দভ হইলেন এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতে একখুর জন্তুগণ জাত হইল। একজন ছাগী, অপরে ছাগ হইলেন ; একজন মেষী, অপরে মেষ হইলেন এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতে ছাগ ও মেষসকল জাত হইল। ঠিক এইরূপেই তিনি পিপীলিকা পর্যন্ত এই যাহা কিছু স্ত্রীপুরুষযুগল আছে তৎসমস্ত সৃজন করিলেন। ৪

১ উৎপাদ্য প্রাণিগণের কর্মফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শতরূপা যেমন যেমন রূপ ধরিলেন, মনুও তদনুসারে প্রাণীর কর্মফলানুযায়ী আপনাকে পরিবর্তিত করিলেন।

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টির-ভবৎ সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

[এইরূপে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া] সঃ (সেই প্রজাপতি) অবেৎ (জানিলেন)— অহম্ বাব (আমিই) সৃষ্টিঃ (জগৎ [সৃজ্যতে যৎ]) অস্মি (হই) ; হি (কারণ) অহম্ ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) অসৃক্ষি (সৃজন করিয়াছি) ইতি। [যেহেতু তিনি সৃষ্টিশব্দে আপনাকে নির্দেশ করিলেন] ততঃ (সেই জন্য) [তিনি] সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামধারী) অভবৎ (হইলেন)। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ [প্রজাপতির ন্যায় জগৎকে আপনা হইতে অভিন্ন]) বেদ (জানেন) [তিনি] অস্য (প্রজাপতির) এতস্যাম্ সৃষ্ট্যাম্ (এই সৃষ্টিতে) [প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা] ভবতি হ। ৫

তিনি অবগত হইলেই, "আমিই সৃষ্টিরূপে বিদ্যমান ; কারণ আমিই এই সমস্ত সৃজন করিয়াছি।" সেই জন্য তাঁহার নাম হইল 'সৃষ্টি'। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি ইহার এই সৃষ্টিতে (স্রষ্টা হন)। ৫

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাং চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ। অথ যৎ কিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদং সর্বমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬

অথ (অনন্তর) [তিনি] ইতি (এই প্রকারে) অভ্যমন্থৎ (অগ্র ও পশ্চাতে [হস্ত-সঞ্চালন-পূর্বক] মন্থন করিলেন)। সঃ (তিনি) [অগ্নির] যোনেঃ (উৎপত্তিস্থান হইতে [অর্থাৎ] মুখাৎ চ হস্তাভ্যাম্ চ (মুখ ও হস্তদ্বয় [রূপ যোনি] হইতে) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। [যেহেতু লোমাদির দাহক অগ্নি মুখ ও হস্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন] তস্মাৎ (সেই জন্য) এতৎ উভয়ম্ (এই উভয়ে, মুখ ও হস্ত) অন্তরতঃ (ভিতর দিকে) অলোমকম্ (লোমশূন্য)। [যোনির সহিত মুখ ও হস্তরূপ উৎপত্তিস্থানদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাহাদিগকে যোনি বলা হইল]; হি (কারণ) যোনিঃ অন্তরতঃ অলোমকা। তৎ (তৎস্থলে, যাগকালে) [যাজ্ঞিকগণ নানারূপাদিগত পার্থক্যবশতঃ অগ্ন্যাদি দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করিয়া] অমুম্ যজ (এই দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর) অমুম্ যজ ইতি ইদম্ যৎ (এইরূপে যে) একৈকম্ দেবম্ (পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সম্বন্ধে) আহুঃ (বলেন), [তাহা ঠিক নহে; কারণ] এতস্য এব (এই প্রজাপতিরই) সা বিসৃষ্টিঃ (এই বিবিধ সৃষ্টি বা দেবভেদ), হি এষঃ উ এব (ইনিই) সর্বে দেবাঃ (সকল দেবতা)। [প্রজাপতির সৃষ্ট ও প্রজাপতির সহিত অভিন্ন জগৎকে অগ্নি ও সোম এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইতেছে; কারণ সাধক এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বনে সর্বদোষশূন্য হন]—অথ (সম্প্রতি) যৎ কিম্ চ ইদম্ (এই যাহা কিছু) আর্দ্রম্ (জলীয়, দ্রব) তৎ (তাহা) রেতসঃ (নিজের রেতঃ হইতে) [তিনি] অসৃজত; তৎ উ (উহাই) সোমঃ (সোম)। ইদম্

সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) এতাবৎ বৈ এব (এইরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, এতদতিরিক্ত নহে)— [উহা] অন্নম্ চ অন্নাদঃ চ (ভক্ষ্য ও ভক্ষক)। সোমঃ এব অন্নম্ (সোমই, চন্দ্রই অন্ন), অগ্নিঃ অন্নাদঃ (অগ্নি অন্নভোজী)। সা এষা (উক্ত ইহাই) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টিঃ (আপনা হইতে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি) যৎ (যে) [তিনি সাধক অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, তদপেক্ষা] শ্রেয়সঃ (উৎকৃষ্টতর) দেবান্ (দেবগণকে) [প্রজাপতিত্ব-লাভের পর] অসৃজত। অথ (আবার) যৎ (যেহেতু) মর্ত্যঃ সন্ ([যজমানাবস্থায় যিনি] মরণধর্মী হইয়াও) [হিরণ্যগর্ভাবস্থায়] অমৃতান্ (অমরগণকে) অসৃজত, তস্মাৎ (সুতরাং) [উহা] অতিসৃষ্টিঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম ও জ্ঞানের ফলভূতসৃষ্টি)। যঃ এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন, [দেবাদির স্রষ্টা প্রজাপতির সহিত তাদাত্ম্যবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক] উপাসনা করেন) [তিনি] অস্য এতস্যাম্ অতিসৃষ্ট্যাম্ (ইঁহার এই অতিসৃষ্টির মধ্যে) [প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা] ভবতি হ। ৬

অনন্তর তিনি এইরূপে অভিমন্থন করিলেন, এবং অগ্নিকে (অগ্নির) উৎপত্তিস্থান মুখ ও হস্তদ্বয় হইতে উৎপাদন করিলেন।[১] এই জন্য এই উভয়ই অন্তর্ভাগে লোমশূন্য ; কারণ—। লোকে যখন বিভিন্ন দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলে, "অমুক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর", "অমুক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর", (তাহা ঠিক নহে ; কারণ) ইঁহারা ইঁহারই সৃষ্টি ; অতএব ইনিই এই সকল দেবতা। যাহা কিছু দ্রবপদার্থ, তাহা তিনি নিজ রেতঃ হইতে সৃজন করিলেন ; উহাই সোম। এই সমস্ত জগৎ অন্ন ও অন্নাদ হইতে অতিরিক্ত নহে। সোমই অন্ন এবং অগ্নি অন্নাদ।[২] ইহাই প্রজাপতির অতিসৃষ্টি যে তিনি আপনা হইতেও উৎকৃষ্টতর দেবগণকে সৃজন করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি মর হইয়াও অমরগণকে সৃজন করিয়াছিলেন, অতএব উহা অতিসৃষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি ইঁহার এই অতিসৃষ্টিতে (প্রজাপতিরূপ স্রষ্টা) হন। ৬

১ পুরুষসূক্তানুসারে ব্রাহ্মণও বিরাটের মুখ হইতে সৃষ্ট। অগ্নি ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রাহক। অগ্নির সৃষ্টি অপরাপর দেবসৃষ্টির উপলক্ষণ ; অর্থাৎ প্রজাপতি স্বীয় বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়দিগের

নিয়ন্তা ইন্দ্রাদিকে, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যদিগের নিয়ন্তা বসু প্রভৃতিকে, এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণের নিয়ন্তা পৃথিবীদেবতা পূষাকে সৃজন করিলেন (১।৪।১১-১৩ দ্রঃ)।

২ অর্থাৎ যত ভক্ষক আছে, সকলেই অগ্নিপদবাচ্য ; এবং যত ভোজ্য আছে, সকলেই সোমপদবাচ্য। সুতরাং নিখিল জগৎ অগ্নীষোমপদবাচ্য।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মাঽনেন হ্যেতৎ সর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৭

[উপাসনা ও কর্মরূপ সমুদয় বৈদিক সাধন অবিদ্যামূলক সংসারের অন্তর্ভুক্ত। এই সংসারবৃক্ষের সমূলে উচ্ছেদের সহায়ক হইবে বলিয়া অধুনা প্রথমে উহার মূল দেখানো হইতেছে (গীতা ১৫।১ ; কঃ, ২।৩।১) ; কারণ সমূল সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদই পুরুষার্থ]—তর্হি (তখন [নামরূপাকারে ব্যাকৃত হওয়ার পূর্বে বীজাবস্থায়]) ইদম্ (ইহা [ব্যক্ত, প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত, এই জগৎ]) তৎ হ (সেই [পরোক্ষরূপে, অব্যক্তরূপে, অবস্থিত]) অব্যাকৃতম্ ([নামরূপাকারে] অনভিব্যক্ত) আসীৎ (ছিল)। তৎ (ঐ [অনভিব্যক্ত] জগৎ) অয়ম্ (ইহা) অসৌনামা ([যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি কোনও বিশেষ নামের দ্বারা নির্দেশ্য না

হইয়া] অমুক নামধারী] [অসৌ শব্দ শ্রৌত অব্যয়]) ইদংরূপঃ ([শুক্লাদি কোনও বিশেষ রূপে নির্দেশ্য না হইয়া] এই রূপ বিশিষ্ট) ইতি (এইরূপে) নামরূপাভ্যাম্ এব (কেবল নামরূপাকারে [ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া]) [স্বয়ং] ব্যাক্রিয়ত (অভিব্যক্ত হইল [কর্ম-কর্তৃবাচ্য])। তৎ ইদম্ (উক্ত এই অব্যাকৃত জগৎ) এতর্হি অপি (এখনও) অসৌনামা অয়ম্ ইদংরূপঃ ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (অভিব্যাপ্তিত হইয়া থাকে)। যথা (যেমন) ক্ষুর-ধানে (ক্ষুরাধারে) ক্ষুরঃ (ক্ষুর) অবহিতঃ স্যাৎ (প্রবেশিত থাকে) বা (অথবা) [যেমন] বিশ্বম্ভরঃ (বিশ্বের ভরণকারী বা পালক অগ্নি) বিশ্বম্ভরকুলায়ে (অগ্নির নীড়ে, অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে [প্রবিষ্ট থাকে]) [তেমনি] সঃ এষঃ (সেই এই আত্মা [যে আত্মার উপদেশের জন্য শাস্ত্রারম্ভ, তিনি]) [আত্মভূত নামরূপকে অভিব্যক্ত করিয়া] ইহ ([হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্যন্ত] নিখিল দেহে) আনখাগ্রেভ্যঃ (নখাগ্র পর্যন্ত) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়াছেন), তম্ (সেই প্রবিষ্ট আত্মাকে) [অবিদ্বানেরা] ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না, উপলব্ধি করিতে পায় না) ; হি (কারণ) [যখন কেবল প্রাণক্রিয়াদি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়ার কর্তারূপে তাঁহাকে দেখা যায় তখন] সঃ (তিনি) অকৃৎস্নঃ (অসমস্ত, অসমগ্র)। [তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন হইলেও কেন পূর্ণদর্শন হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—প্রাণন্ এব (যখন কেবল নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া করেন, তখন) প্রাণঃ নাম ([কেবল] "প্রাণ" এই নামে অভিহিত) ভবতি (হন) ; বদন্ (বাক্যোচ্চারণ করিয়া) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়, অর্থাৎ বক্তা) [নাম ভবতি] ; পশ্যন (দর্শন করিয়া) চক্ষুঃ (চক্ষু, অর্থাৎ দ্রষ্টা), শৃণ্বন্ (শ্রবণক্রিয়া করিয়া) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়, অর্থাৎ শ্রোতা), মন্বানঃ (মননক্রিয়া করিয়া) মনঃ (মন, অর্থাৎ মননকারী) [নাম ভবতি]। তানি এতানি (উক্ত এই প্রাণাদি নামসকল) অস্য (ইঁহার) কর্মনামানি এব (কেবল কর্মজনিত নাম) ; [অতএব উহারা পূর্ণ আত্মার অবদ্যোতক নহে]। সঃ যঃ (যে কেহ) অতঃ (এই প্রাণক্রিয়াদি ক্রিয়াসমুদয় হইতে) এক-একম্ ([অপর ক্রিয়াত্মক রূপের সহিত অসম্বদ্ধ-ভাবে প্রাণ, চক্ষু প্রভৃতি বিশিষ্ট রূপকে] পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) উপাস্তে (["ইহাই আত্মা" এইরূপ] চিন্তা করেন, জানেন), সঃ (তিনি) ন বেদ (জানেন না) ; হি (কারণ) এষঃ (এই আত্মা) একৈকেন ([প্রাণ-ক্রিয়াদি] এক একটি [বিশিষ্ট] রূপে) অতঃ (এই [প্রাণক্রিয়াদি ক্রিয়া] সমুদয় হইতে) [প্রবিভক্ত হইয়া, এক একটি বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া] (অকৃৎস্নঃ অসম্পূর্ণ) ভবতি। আত্মা ([যিনি আপনার উপাধিভূত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ারূপ বিশেষণগুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আত্ম-শব্দে কথিত হন, সেই বস্তুমাত্র-স্বরূপকে] "আত্মা") ইতি এব

(এইরূপেই) উপাসীত (উপাসনা করিবে ; জানিবে); হি (কারণ) অত্র (এই [নিরুপাধিক] আত্মাতে) এতে সর্বে (এই সমস্ত [উপাধিভূত প্রাণাদি বিশেষসমূহ, যাহারা কর্মজনিত নামসমূহের দ্বারা অভিহিত হয়]) একম্ (অভিন্ন) ভবন্তি (হয়) [আত্মাই জ্ঞাতব্য ; তাঁহার জ্ঞান হইলে অপর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না—ইহা দেখানো হইতেছে]—অস্য সর্বস্য (এই সমুদয়ের মধ্যে) তৎ এতৎ (প্রকরণীভূত এই বস্তুটিই)—[অর্থাৎ] যৎ অয়ম্ আত্মা (এই যে আত্মতত্ত্বটি উহাই)—পদনীয়ম্ (জ্ঞাতব্য) ; হি (কারণ) যথা হ বৈ (ঠিক যেমন) পদেন (পদচিহ্নের দ্বারা) [হারানো পশুকে] অনুবিন্দেৎ (খুঁজিয়া পায়) এবম্ (এইরূপ) অনেন (এই আত্মার [জ্ঞানের] দ্বারা) এতৎ সর্বম্ (এই সমস্ত) বেদ (জানে)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) কীর্তিম্ শ্লোকম্ (খ্যাতি ও আত্মীয়সহ মিলন) বিন্দতে (লাভ করেন)। ৭

সেই এই[১] জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল। উহা "ইহার অমুক নাম," "ইহার এইরূপ" ইত্যাদি প্রকারে কেবল নামরূপাকারে ব্যাকৃত হইল।[২] উক্ত এই জগৎ এখনও "ইহার অমুক নাম", "ইহার এইরূপ" ইত্যাদি প্রকারে কেবল নামরূপাকারে অভিব্যঞ্জিত হইয়া থাকে।[৩] ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থানে থাকে,[৪] তেমনি উক্ত এই আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।[৫] লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; কারণ (তাহারা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে দেখে বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট) অসমগ্র। তিনি যখন কেবল (নিঃশ্বাসাদি) প্রাণক্রিয়া করেন তখন প্রাণ-নামে,[৬] যখন বাক্যোচ্চারণ করেন তখন বাগিন্দ্রিয় (অর্থাৎ বক্তা) নামে,[৭] যখন দর্শন করেন তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ দ্রষ্টা) নামে, যখন শ্রবণ করেন তখন শ্রবণেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শ্রোতা) নামে, যখন মনন করেন তখন মন (অর্থাৎ মন্তা) নামে পরিচিত হন।[৮] উক্ত এইসকল ইহার কর্মজনিত নাম মাত্র। এই বিশেষবর্গের মধ্যে যিনি কেবল এক একটিকে (আত্মরূপে) চিন্তা করেন,[৯] তিনি জানেন না ; কারণ এই আত্মা (যখন)

এক একটি বিশেষরূপে (জ্ঞাত হন, তখন তিনি) উক্ত সমষ্টি হইতে (পৃথক্ হইয়া) অপূর্ণ হইয়া থাকেন। (ইনি বস্তুমাত্র-স্বরূপে ইহাদের সকলের ব্যাপক বলিয়া "আত্মা" শব্দে উক্ত হন ; অতএব) "আত্মা" এইরূপেই জানিবে ;[১০] কারণ ইঁহাতেই এই সমস্ত অভিন্নতা লাভ করে।[১১] এই যে আত্মা, (প্রকরণোক্ত) এই আত্মাই জ্ঞাতব্য ; কারণ পদচিহ্ন পাইলে লোকে যেমন (হারানো গরু প্রভৃতিকে) খুঁজিয়া পায়, ঠিক তেমনি ইঁহাকে জানিতে পারিলে এই সমস্তকে জানা যায়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি খ্যাতি ও মিলন লাভ করেন।[১৩] ৭

১ "সেই" ও "এই" শব্দের সামানাধিকরণের দ্বারা বুঝানো হইতেছে যে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগৎ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

২ অব্যাকৃতাবস্থ জগৎকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিয়ন্তা আত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিলেন (তৈঃ, ২।৭।১)। এই ব্যাকৃত জগৎ যেমন নিয়ন্তা প্রভৃতি অনেক কারকবিশিষ্ট, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ। এইরূপে অভিব্যক্তিটি কর্তৃসাপেক্ষ হইলেও উক্ত অভিব্যক্তি অনায়াসসাধ্য ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, জগৎ (স্বয়ং) ব্যাকৃত হইল। নামের ব্যাকৃতির অর্থ—দেবদত্তাদি বিশেষ বিশেষ নামের সহিত নামসামান্যকে, অর্থাৎ নামত্বজাতিকে, সংযোজিত করিয়া সামান্যবিশেষবান্ করা। রূপের ব্যাকৃতির অর্থ—শুক্লাদি বিশেষ রূপের সহিত রূপসামান্যকে, অর্থাৎ রূপত্বজাতিকে, সংযোজিত করা।

৩ অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হয়, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া হইল। সুপ্ত ব্যক্তি যেরূপ জাগরিত হয়, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ নামরূপাকারে ব্যাকৃত হয়।

৪ ক্ষুর ক্ষুরাধারের একদেশে এবং অগ্নি অগ্ন্যাধারের সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। এই বিশেষবৃত্তি ও সামান্যবৃত্তি বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। সুষুপ্তিতে জীবের সামান্যবৃত্তি (সাধারণভাবে সর্বত্র স্থিতি) থাকে ; কিন্তু স্বপ্ন ও জাগরণে (সর্বদেহে) সামান্য ও (ইন্দ্রিয়াদিতে) বিশেষ, এই উভয় বৃত্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেহমধ্যে উপলব্ধ হওয়ায় আত্মা দেহে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া কথিত হন।

৫ ইহা সাধারণ অর্থে প্রবেশ নহে ; প্রত্যুত জলে সূর্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেরূপ প্রতিবিম্বাকারে তাহার প্রবেশ কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মার পক্ষেও জগৎসৃষ্টির পরে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে অবিদ্যাবশতঃ প্রবেশ-কল্পনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে সর্বব্যাপী আত্মার প্রবেশ অসম্ভব (তৈঃ, ২।৬।১ ; ঐঃ, ১।৩।১২ ; ছাঃ, ৬।৩।২)। বস্তুতঃ সৃষ্টি, আত্মার প্রবেশ, জগতের স্থিতি ও লয় প্রভৃতি বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের স্বার্থে তাৎপর্য নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য আত্মার যাথাত্ম্য-উপলব্ধি করানো। সৃষ্ট্যাদি বাক্যে ভেদদর্শনের নিন্দাদ্বারা একত্বদর্শন উপপাদিত হয়। সুতরাং "ব্রহ্ম জগতে উপলব্ধ হন", ইহাই বুঝাইবার জন্য "প্রবেশ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে (বৃঃ ২।৫।১৯)।

৬ যিনি পাক করেন বা ছেদন করেন তিনি সময়ান্তরে অন্য কার্য করিলেও তাঁহাকে যেমন শুধু পাচক বা ছেদক বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তেমনি আত্মা যখন নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া প্রভৃতি করেন তখন তাঁহাকে শুধু প্রাণাদি-নামেই উল্লেখ করা হয় (৩।৪।১-২)।

৭ নিখিল ক্রিয়া প্রাণে আশ্রিত থাকিয়া নামরূপের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়। এইরূপে এখানে প্রাণ, বাক্ প্রভৃতি উপাধিদ্বারা আত্মাতে ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তিই বলা হইল। বাক্-শব্দ যাবতীয় কর্মেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিবিষয়ে বাগাদি করণস্থানীয় হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।

৮ এখানে চক্ষুরাদি উপাধি অবলম্বনে আত্মাতে জ্ঞানশক্তির উৎপত্তি বলা হইল। চক্ষু ও শ্রোত্র অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও উপলক্ষণ। মনঃশব্দে জ্ঞানশক্তিবিকাশের সর্বসাধারণ করণকে বুঝায়। মনকে আশ্রয় করিয়াই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল নামরূপাত্মক বিজ্ঞেয় বস্তুসকলকে প্রকাশ করে। পুরুষ কর্তা হইলেও তিনি মনন করেন বলিয়া তাঁহাকে মন বলা হইয়াছে।

আত্মাতে জ্ঞানশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহা বলার দ্বারা ফলতঃ ইহাই উক্ত হইল যে, সমস্ত জগৎ প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত।

৯ যিনি আপনাকে "আমি দেখিতেছি," "আমি শুনিতেছি" ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট-রূপে জানেন, তিনি পূর্ণ আত্মাকে জানেন না।

১০ ইহা বিদ্যাসূত্র, অর্থাৎ এই বাক্যে উপনিষৎসমূহের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

১১ সূর্য-প্রতিবিম্বসমূহ যেমন সূর্যে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

১২ আত্মলাভ ও আত্মজ্ঞান সমানার্থক বলিয়া জ্ঞানের দৃষ্টান্ত না দিয়া লাভের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান হয় (ছাঃ, ৬।১।৩) ; কারণ অনাত্মভূত নিখিল বস্তু আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় তাহাদের আত্মাতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই।

১৩ এখানে জ্ঞানের প্রশংসামাত্র করা উদ্দেশ্য, জ্ঞানীর কীর্তি প্রভৃতি লাভের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কারণ জ্ঞানী এই সমস্তের প্রার্থী নহেন। "যিনি এইরূপ জানেন"— অর্থাৎ যিনি জানেন যে, আত্মা নামরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মরূপে "খ্যাতি" লাভ করিয়াছেন এবং প্রাণাদির সহিত সংহত হওয়া রূপ "শ্লোক" লাভ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ কীর্তিলাভ ও আত্মীয়বর্গের সহিত সংহতি লাভ করেন। অথবা "কীর্তি"=মুমুক্ষুদিগের আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যজ্ঞান এবং "শ্লোক"=জ্ঞানের ফল মুক্তি। যিনি ঐক্যজ্ঞান লাভ করেন, তিনি মুক্ত হন।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৮

[আত্মা অজ্ঞাত বলিয়া তাঁহাকে জানা আবশ্যক, ইহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে। এখন বলা হইতেছে, তিনি নিরতিশয় প্রিয় বলিয়াও জ্ঞাতব্য]—তৎ এতৎ (প্রাগুক্ত এই আত্মতত্ত্ব) পুত্রাৎ (পুত্র হইতে) প্রেয়ঃ (প্রিয়তর), বিত্তাৎ (সম্পদ্ হইতে) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ (অপর সকল [প্রিয়] বস্তু হইতে) প্রেয়ঃ, [কারণ] যৎ অয়ম্ আত্মা (এই যে আত্মতত্ত্ব, ইনি) অন্তরতরম্ ([বাহ্য পুত্রাদি হইতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার নিকটতর ; তাহাদের হইতেও] অন্তরতম বা নিকটতম) [নিরতিশয় প্রিয় বলিয়া যত্নপূর্বক লব্ধব্য]। [আত্মারূপ প্রিয়বস্তু গ্রহণীয় ও অনাত্মরূপ প্রিয় বস্তু পরিত্যাজ্য ; কারণ] সঃ যঃ ([যিনি আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া জানেন সেইরূপ] যে কেহ) [যদি] আত্মনঃ অন্যম্ (আত্মাতিরিক্ত অপর [পুত্রাদি] বস্তুকে) প্রিয়ম্ ব্রুবাণম্ ([আত্মা হইতে] প্রিয়তর বলিয়া উল্লেখকারীকে) ব্রূয়াৎ (বলেন)—[তোমার] প্রিয়ম্ (প্রেমাস্পদ) রোৎস্যতি (প্রাণনিরোধ, মরণ, প্রাপ্ত

হইবে) ইতি [তবে] তথা এব (ঠিক তদ্রূপই) স্যাৎ (হইবে) ; [কারণ যথাভূতবাদী তিনি] ঈশ্বরঃ হ ([ঐরূপ বলিতে] সত্যই সক্ষম)। [সুতরাং অপর প্রিয়বস্তু ত্যাগ করিয়া] আত্মানম্ এব (কেবল আত্মাকেই) প্রিয়ম্ (প্রিয় বলিয়া) উপাসীত (ভাবনা করিবে)। সঃ যঃ (যে কেহ) [অন্য লৌকিক বস্তু প্রিয় হইলেও অপ্রিয়রূপে জানিয়া] আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে (চিন্তা করেন) অস্য (ইঁহার) প্রিয়ম্ (প্রেমাস্পদ) প্রমায়ুকম্ (মরণশীল) ন হ ভবতি (অবশ্যই হয় না)। ৮

এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম। কেহ যখন অপর বস্তুকে প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে তখন (যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানেন, এইরূপ) কেহ যদি বলেন, "তোমার প্রেমাস্পদ মরিয়া যাইবে," তবে ঠিক তাহাই হইবে ; কারণ তাঁহার (ঐরূপ সত্যকথা বলার) যোগ্যতা আছে। কেবল আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া ভাবনা করিবে। যে কেহ আত্মাকে প্রিয় বলিয়া ভাবনা করেন, তাঁহার প্রেমাস্পদের অবশ্যই মরণ হয় না।[১] ৮

১ আত্মজ্ঞানীর পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ; সুতরাং প্রিয়বিচ্ছেদও নাই। তথাপি লৌকিক দৃষ্টি-অবলম্বনে জ্ঞানীর পক্ষেও প্রিয়বিচ্ছেদ নাই, ইহা বলা হইল। অথবা ইহা আত্মাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করার প্রশংসা মাত্র। কিংবা যিনি অল্পাত্মদর্শী তাঁহার এই ফললাভ হয়। মরণ হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হয়।

তদাহুর্যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাৎ সর্বমভবদিতি ॥ ৯

[১।৪।৭-এ "আত্মা ইতি এব উপাসীত" এই বাক্যে সমগ্র উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ইহার প্রয়োজন [(সর্বাত্মভাবপ্রাপ্তি—১।৪।১০) প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রুতি ভূমিকা করিতেছেন]—[ব্রহ্মবিবিদিষুগণ]তৎ আহুঃ (নিম্নোক্ত-

রূপে বলেন)—মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) যৎ (যে) মন্যন্তে (মনে করেন) [আমরা] ব্রহ্মবিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যা-সহায়ে) সর্বম্ (সর্বস্বরূপ, অনন্ত) ভবিষ্যন্তঃ (হইব) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) কিম্ উ (এমন কি) অবেৎ (জানিয়াছিলেন) যস্মাৎ (যাহার ফলে) [তিনি] সর্বম্ (সর্ব) অভবৎ (হইয়াছিলেন) ইতি। ৯

ব্রহ্মবিবিদিষুগণ এইরূপ বলেন, "মানুষেরা[১] যে মনে করেন, 'আমরা ব্রহ্মবিদ্যা-সহায়ে সর্বস্বরূপ হইব', সেই ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন,[২] যাহাতে তিনি সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন ?" ৯

১ দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বটে, কিন্তু মানুষেরাই মোক্ষ ও অভ্যুদয়ের সাধনে বিশেষ অধিকারী। এইজন্য কেবল মানুষেরই উল্লেখ হইল।

২ প্রশ্ন এই—ব্রহ্ম কীদৃশ? অর্থাৎ তিনি পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন? ব্রহ্ম কিছু জানিয়া পরিচ্ছিন্নভাব ত্যাগপূর্বক অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, অথবা না জানিয়াই সর্বাত্মক হইয়াছেন? না জানিয়া সর্বাত্মক হইয়া থাকিলে জ্ঞান অনাবশ্যক। অতএব জ্ঞানের সার্থকতার জন্য বলিতে হইবে, তিনি জানিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন এই—তিনি নিজেকে বা অপরকে জানিয়াছিলেন? জ্ঞানের ফলে সর্বাত্মকতা হইয়া থাকিলে উহা কর্মফলেরই ন্যায় অনিত্য হইবে। আবার অপর কাহাকেও জানিয়া তিনি সর্বাত্মক হইয়া থাকিলে সেই অপরের সর্বাত্মকতা কিরূপে হইল?—এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। প্রশ্নে এইসকল সন্দেহ উঠানোই উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি অথ যোঽন্যাং

দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ॥ ১০

[ব্রহ্ম কোন্ জ্ঞানের ফলে সর্বাত্মক হইলেন ? এই প্রশ্নের সর্বদোষবর্জিত উত্তর এই]—ইদম্ (ইনি [দেহমধ্যে যে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া (১।৪।৭) জীবরূপে অনুভূত হইতেছেন, ত্বংপদের বাচ্য সেই জীব]) অগ্রে ([জ্ঞানোদয়ের] পূর্বেও) [সর্বস্বরূপ] ব্রহ্ম বৈ আসীৎ (ব্রহ্মই ছিলেন)। তৎ ([যিনি অবিদ্যাবশতঃ আপনাকে অব্রহ্ম ও অসর্ব মনে করিয়াছিলেন] তিনি) [আচার্য কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া] আত্মানম্ এব ([অবিদ্যার দ্বারা অধ্যারোপিত-বিশেষ-বর্জিত] কেবল আপনাকেই, [নিত্য চৈতন্য ও অবিষয়] আপনার স্বাভাবিক স্বরূপকেই) অহম (আমি) অস্মি (হই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [৩।৫।১] ইতি (এইরূপে) অবেৎ (জানিলেন) [তিনি অন্য কোনও জ্ঞানের অপেক্ষা করেন নাই, অবিদ্যাবিনাশই তাঁহার জ্ঞান]। তস্মাৎ (সুতরাং) [ঐ জ্ঞানের ফলে, অব্রহ্মত্ব-অধ্যারোপ দূরীভূত হওয়ার ফলে, অসর্বত্ব নিবৃত্ত হওয়ায়] তৎ (তিনি) সর্বম্ অভবৎ (সর্বস্বরূপ হইলেন)। [অগ্নিহোত্রাদি-কর্মে জাত্যভিমান ও ফলকামনাদির অপেক্ষা থাকিলেও জ্ঞানে তাহা নাই—ইহা দেখানো হইতেছে]—তৎ (উক্ত বিষয়ে [আরও দ্রষ্টব্য এই যে]), দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) যঃ যঃ (যে কেহ) প্রত্যবুধ্যত ([তাহা] অবগত হইয়াছিলেন) সঃ এব (তিনিই) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) অভবৎ (হইয়াছিলেন); ঋষীণাম্ (ঋষিগণের মধ্যে) তথা (তদ্রূপ) মনুষ্যাণাম্ (মানুষদিগের মধ্যে) তথা [যে কেহ উক্ত তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়াছিলেন], [অর্থাৎ ব্রহ্মই উপাধিবশে দেবাদি হন, আবার তিনিই জ্ঞানলাভের পর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন]। এতৎ (এই আত্মাকে, আপনাকে) তৎ (উক্ত ব্রহ্মরূপে) ["ব্রহ্মই আমি" এইরূপে] পশ্যন্ (দেখিয়া) বামদেবঃ ঋষিঃ (বামদেব-নামক ঋষি) প্রতিপেদে হ (জানিয়াছিলেন) [এই ব্রহ্মাত্মদর্শনে অবস্থানকালে এই মন্ত্রসকল দর্শন করিয়াছিলেন]—অহম্ (আমি) মনুঃ সূর্যঃ চ (মনু এবং সূর্য) অভবম্ (হইয়াছিলাম) [ইত্যাদি], [অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সর্বাত্মক হইয়াছি"] ইতি। তৎ ইদম্ (উক্ত এই ব্রহ্মকে) এতর্হি

অপি (বর্তমানকালেও) যঃ (যিনি) "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি" ইতি এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত বিশ্ব) ভবতি [মহাবীর্য বামদেবাদি বা আধুনিক হীনবীর্য মনুষ্যাদিতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্য নাই]। দেবাঃ চন (এমন কি দেবগণও) তস্য (তাঁহার, ব্রহ্মজ্ঞানীর) অভূত্যৈ ([ব্রহ্মরূপ সর্ব] না হওয়া বিষয়ে) ন ঈশতে হ (অবশ্যই সমর্থ হন না) [জ্ঞানীর সর্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে বাধা দিতে পারেন না], হি (কারণ) সঃ এষাম্ (এই দেবগণের) আত্মা ভবতি (আত্মা হন, তাঁহাদের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হন) [সুতরাং দেবগণ আত্মার প্রতিকূলে সচেষ্ট হন না]। অথ (পক্ষান্তরে) [অব্রহ্মবিদ্] যঃ (যে কেহ) অন্যঃ অসৌ ([আমার উপাস্য] ইনি [আমা হইতে] পৃথক্) অহম্ অন্যঃ অস্মি (আমি [ইঁহা হইতে] পৃথক্) ইতি (এই মনে করিয়া) অন্যাম্ দেবতাম্ (আত্মাতিরিক্ত দেবতাকে [স্তুতি, নমস্কার, যাগ, বলি, উপহার, একাগ্রতা, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা] উপাস্তে (উপাসনা করেন) সঃ ন বেদ (তত্ত্ব জানেন না) [কঃ, ২।১।১০ ; বৃঃ, ৪।৪।১৯] [তিনি যে কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত তাহাই নহে ; মানুষের পক্ষে] যথা পশুঃ (পশু যেরূপ) সঃ দেবানাম্ (দেবগণের পক্ষে) এবম্ (সেইরূপ)। যথা হ বৈ (ঠিক যেমন) বহবঃ পশবঃ (বহু পশু) মনুষ্যম্ ([স্বামিস্থানীয়] ব্যক্তিবিশেষকে) ভুঞ্জ্যুঃ (পালন করে) এবম্ (তেমনি) [বহু-পশুস্থানীয়] এক-একঃ পুরুষঃ (প্রত্যেক পুরুষ) দেবান্ (দেবগণকে) ভুনক্তি (পালন করে)। একস্মিন্ এব পশৌ আদীয়মানে (একটি মাত্র পশুও [ব্যাঘ্রাদিকর্তৃক] অপহৃত হইলে) [গৃহস্বামীর] অপ্রিয়ম্ (দুঃখ) ভবতি, বহুষু (বহু [পশু অপহৃত হইলে]) [যে দুঃখ হইবে, তাহা] কিম্ উ (কি আর বলা আবশ্যক)? তস্মাৎ (সুতরাং) এষাম্ (ইঁহাদের, এই দেবগণের), তৎ (উহা) ন প্রিয়ম্ (বাঞ্ছিত নহে) যৎ (যে), মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) বিদ্যুঃ (অবগত হয়)। ১০

(বিদ্যোদয়ের) পূর্বে ইনি (অর্থাৎ জীব) ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকারে জানিলেন। ইহার ফলে তিনি সর্বাত্মক হইলেন। উক্ত বিষয়ে ইহাও দ্রষ্টব্য—দেবগণের মধ্যে যে কেহই জ্ঞানলাভ করিলেন, তিনিই উক্ত ব্রহ্ম হইলেন ; ঋষিগণের মধ্যেও তদ্রূপ, মনুষ্যগণের মধ্যেও তদ্রূপ হইলেন। এই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে

প্রত্যক্ষ করিয়া বামদেব (এই মন্ত্রসকল)[১] অবগত হইয়াছিলেন[২]— "আমি মনু এবং সূর্য হইয়াছিলাম।" আজও উক্ত ব্রহ্মকে যিনি "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকারে জানেন, তিনিও এই সমস্ত হন। এমন কি দেবগণও তাঁহার সর্বাত্মভাব-প্রাপ্তি-বিষয়ে বাধাদানে সমর্থ হন না ; কারণ ইনি ইঁহাদের আত্মস্বরূপ হন। পক্ষান্তরে যে কেহ "আমি ভিন্ন এবং আমার (উপাস্য) ইনি ভিন্ন" এই মনে করিয়া (আপনা হইতে) পৃথগ্‌ভূত দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি অবিদ্যাবান্ ; দেবগণের নিকট তিনি যেন পশুরই সদৃশ।[৩] ঠিক যেমন বহু পশু ব্যক্তিবিশেষকে পালন করে, তেমনি প্রতি ব্যক্তি দেবগণকে পালন করে। একটি মাত্র পশু অপহৃত হইলেও যখন উহা (তাহার স্বামীর) দুঃখের কারণ হয়, তখন বহু পশু অপহৃত হইলে যে দুঃখের কারণ হইবে, ইহাতে আর কথা কি ? সুতরাং দেবগণের ইহা বাঞ্ছিত নহে যে, মনুষ্যগণ তত্ত্বজ্ঞানী হয়।[৪] ১০

১ এই মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি বামদেব ও বক্তা ইন্দ্র (ঋগ্বেদ, ৪।৩।২৬)—
অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং নৃঞ্জেহহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥
অহং ভূমিমদদামার্যয়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবা যো অনুকেতমায়ন্ ॥

২ প্রত্যক্ষ করিয়া অবগত হইলেন, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন। জ্ঞান ও সর্বাত্মতালাভের মধ্যে কোনও কালবিলম্ব নাই। "ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন" বলিলে যেমন ভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তি বুঝায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের সমকালেই সর্বাত্মতা, অর্থাৎ মুক্তি, হয়।

৩ ইহা অবিদ্যাসূত্র, অর্থাৎ এই বাক্যে অবিদ্যার স্বরূপ ও তাহার ফল সংসারপ্রাপ্তি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে (১।৪।৭ টীকা দ্রঃ)।

৪ মানুষ যেমন নিজের পশুকে ছাড়িতে চায় না, তেমনি দেবগণও যজ্ঞাদিকর্মের দ্বারা আপনাদের তৃপ্তিসাধক মানুষকে ছাড়িয়া দিতে চান না। দেবগণ কেবল অবিদ্যাবান্

মনুষ্যগণের প্রতিই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। অবিদ্যাধীন যাঁহাদিগকে তাঁহারা মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাদিযুক্ত করেন, অন্যদিগকে অশ্রদ্ধাদি-যুক্ত করেন। অতএব বিদ্যালাভের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে দেবগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য দেব-আরাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

এখানে দ্রষ্টব্য এই—দেবগণ অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ হইলেও এই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ মানবের অতীত কর্মের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। আবার দৈব, কাল, ও ঈশ্বরের সহকারিতা ব্যতিরেকে কর্ম ফলদানে সমর্থ হয় না; কেন না ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম যে, একই কার্য বহু কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপে কর্মের প্রাধান্য ও দৈবাদির সহকারিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় মানুষের পক্ষে কর্মতৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গেল। কর্মের প্রাধান্য শ্রুতিস্মৃতিতে স্বীকৃত হয় (বৃঃ, ৩।২।১৩)। কর্মের মূলে আছে বাসনা। সুতরাং বাসনাই প্রবৃত্তির কারণ; দেবগণ প্রবৃত্তির কারণ নহে (১।৪।১৭)।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্ যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্‌ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনিমৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা ॥ ১১

[১।৪।১০-এর অবিদ্যাসূত্রে দেখানো হইয়াছে যে, অবিদ্যাই সংসারপ্রাপ্তির কারণ। অবিদ্বান্ আপনাকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণী বলিয়া মনে করেন এবং পশুর ন্যায় দেবতাদির জন্য কর্ম করেন। অবিদ্যাসম্ভূত বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতিতে অভিমান-বশতই তাঁহারা ঐসকল কর্মে নিরত হন। এই জন্য এই প্রকরণে বর্ণসমূহ দেখানো হইতেছে এবং বর্ণসমূহের নিয়ন্তা দেবগণেরও উৎপত্তি দেখানো হইতেছে। অগ্নির উৎপত্তির সমকালেই

(১।৪।৬) ইন্দ্রাদির উৎপত্তি বলা যুক্তিযুক্ত হইলেও অবিশ্বাসভূত বর্ণের সহিত নিকট সম্বন্ধ থাকায় উহা এখানে বলা হইতেছে]—অগ্রে ([ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎপত্তির] পূর্বে) ইদম্ (এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি) ব্রহ্ম বৈ (ব্রাহ্মণই) একম্ এব (একমাত্র জাতি) আসীৎ (ছিল)। তৎ (সেই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণাভিমানী প্রজাপতি) একম্ সৎ (একক, পরিপালক ক্ষত্রিয়াদির সহায়বিহীন, হওয়ায়) ন ব্যভবৎ ([ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে] সমর্থ হইলেন না, বিভূতি লাভ করিলেন না)। তৎ (ঐ ব্রহ্ম) শ্রেয়ঃ-রূপম্ (উত্তমরূপ) ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়জাতি) —[অর্থাৎ] ইন্দ্রঃ (দেবরাজ), বরুণঃ (জলাধিপতি), সোমঃ (ব্রাহ্মণাধিপতি), রুদ্রঃ (পশুপতি), পর্জন্যঃ (বিদ্যুদাদির অধিপতি), যমঃ (পিতৃগণের অধিপতি), মৃত্যুঃ (রোগাদির অধিপতি), ঈশানঃ (জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অধিপতি), ইতি (এই) যানি (যাঁহারা) দেবত্রা ক্ষত্রাণি (দেবগণমধ্যে ক্ষত্রিয়বর্ণ) এতানি (ইঁহাদিগকে) অত্যসৃজত। তস্মাৎ (সুতরাং [ব্রহ্মকর্তৃক শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্ট হওয়ায়]) ক্ষত্রাৎ (ক্ষত্রিয়জাতি হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি (নাই) ; [কারণ ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগেরও নিয়ন্তা]। তস্মাৎ রাজসূয়ে (রাজসূয় যজ্ঞকালে) ব্রাহ্মণঃ অধস্তাৎ (নিম্নতর স্থানে অবস্থিত থাকিয়া) ক্ষত্রিয়ম্ (ক্ষত্রিয়কে) উপাস্তে (পূজা করেন); [তিনি] ক্ষত্রে এব (ক্ষত্রিয়ের মধ্যে) তৎ যশঃ (আপনার ব্রাহ্মণত্বরূপ খ্যাতি) দধাতি (স্থাপন করেন)। যৎ ব্রহ্ম (যাহা ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণজাতি) সা এষা (উহাই) ক্ষত্রস্য যোনিঃ (ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল)। তস্মাৎ যদ্যপি (যদিও) [রাজসূয়কালে] রাজা পরমতাম্ (শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) [তথাপি] অন্ততঃ (যজ্ঞাবশেষে) স্বাম্ যোনিম্ (স্বীয় উৎপত্তিস্থান) ব্রহ্ম এব (ব্রাহ্মণজাতিকেই) উপনিশ্রয়তি (আশ্রয় করেন) [পুরোহিতকে অগ্রে স্থাপন করেন]। যঃ উ (যিনি কিন্তু) এনম্ (এই ব্রাহ্মণকে) হিনস্তি (অবজ্ঞা করেন) সঃ স্বাম্ যোনিম্ ঋচ্ছতি (আঘাত করেন)। শ্রেয়াংসম্ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে) হিংসিত্বা (হিংসা করিয়া) [লোকে] যথা, (যেমন) [অধিকতর পাপী হয়, তেমনি] সঃ পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি। ১১

পূর্বে ক্ষত্রিয়াদি জাতিবর্গ কেবল ব্রাহ্মণরূপ একটি মাত্র জাতিরূপে ছিল। (ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী)[১] প্রজাপতি একক ছিলেন বলিয়া কর্মসম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। ঐ প্রজাপতি শ্রেষ্ঠরূপী ক্ষত্রিয়জাতির— অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এইসকল যাঁহারা

দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের সৃষ্টি করিলেন।[২] সুতরাং ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। এইজন্য রাজসূয়ে ব্রাহ্মণ নিম্নে অবস্থিত থাকিয়া রাজাকে উপাসনা করেন; তিনি ক্ষত্রিয়েতেই আপনার ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ করেন।[৩] ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল। সুতরাং যদিও রাজা (রাজসূয়ে) শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তথাপি অবশেষে স্বীয় উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যিনি এই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেন, তিনি স্বীয় উৎপত্তিস্থলকেই আহত করেন; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করিলে যেমন হয়, তিনি তেমনি অধিকতর পাপী হন।[৪] ১১

১ অগ্নির স্রষ্টা অগ্নিরূপাপন্ন প্রজাপতি ব্রাহ্মণজাত্যভিমান-বশতঃ এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

২ অতঃপর দেবক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত মনুষ্যক্ষত্রিয়জাতিও সৃষ্ট হইল—ইহা বুঝিতে হইবে।

৩ রাজসূয়ে অভিষিক্ত রাজা আসন্দীতে (=রাজাসনে, মঞ্চোপরি) সমাসীন থাকিয়া ঋত্বিক্‌কে "ব্রহ্মন্" বলিয়া আহ্বান করিলে তিনি বলেন, "হে রাজন্, আপনিই ব্রহ্ম।" ইহাই ক্ষত্রিয়েতে ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ।

৪ ক্ষত্রিয়গণ ক্রূরস্বভাববশতঃ এমনি পাপী; আবার ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া পাপীয়ান্ হয়।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ ১২

সঃ (সেই ব্রাহ্মণত্বাভিমানী প্রজাপতি) [বিত্তোপার্জনক্ষম বৈশ্যের অভাব] ন এব ব্যভবৎ; সঃ বিশম্ (বৈশ্যজাতিকে), [অর্থাৎ] যানি দেবজাতানি (দেবজাতিসকল) বসবঃ (বসুগণ), রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ), আদিত্যাঃ (আদিত্যগণ), বিশ্বেদেবাঃ (বিশ্বদেবগণ),

মরুতঃ (মরুদ্‌গণ) ইতি (এইরূপে) গণশঃ (গণভেদে, সমষ্টিবদ্ধরূপে) আখ্যায়ন্তে (কথিত হন) এতানি (ইঁহাদিগকে) অসৃজত ।১২

তিনি (ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির পরেও) কার্যক্ষম হইলেন না। তিনি বৈশ্যজাতিকে—অর্থাৎ এই যে সকল দেবসঙ্ঘ বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, এইরূপ গণভেদে উল্লিখিত হন[১]—তাঁহাদিগকে সৃজন করিলেন। ১২

১ বৈশ্যগণ প্রায়ই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের দেবতারাও অনুরূপ।

অষ্টবসু—ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টাবিতি স্মৃতাঃ॥

একাদশ রুদ্র—অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ॥

দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা মিত্রোঽর্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ॥
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।

বিশ্বদেব—বসুঃ সত্যঃ ক্রতুর্দক্ষঃ কালঃ কামো ধৃতিঃ কুরুঃ।
পুরূরবা মাদ্রবশ্চ বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

[অভিধানে এই দশজনের নাম পাওয়া যায় ; কিন্তু আচার্য ইঁহাদের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন ত্রয়োদশ। ইঁহারা বিশ্বার পুত্র। আচার্যের মতে এই শব্দের অপর অর্থ নিখিল দেবতা।]

উনপঞ্চাশ বায়ু—ইঁহারা সাতটি গণে বিভক্ত।

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ॥ ১৩

[পরিচারকের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সৃজন করিয়াও] সঃ ন এব ব্যভবৎ। সঃ শৌদ্রম্ (=শূদ্রম, শূদ্র) বর্ণম্ (জাতিকে), [অর্থাৎ] পূষণম্ ([পোষণকারী]

পূষাদেবতাকে) অসৃজত। ইয়ম্ বৈ (এই পৃথিবীই) পূষা ; হি (কারণ) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তকে) ইয়ম্ (এই পৃথিবী) পুষ্যতি (পোষণ করেন) ।১৩

তিনি তখনও কর্মক্ষম হইলেন না। তিনি শূদ্রজাতিকে, অর্থাৎ পূষাকে, সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই পূষা ; কারণ জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকে ইনি পোষণ করেন। ১৩

স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্মস্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ১৪

[চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা-নিবন্ধন] সঃ ন এব ব্যভবৎ। তৎ (তিনি) শ্রেয়োরূপম্ (শ্রেয়ঃস্বরূপ, সকলের কল্যাণকর) ধর্মম্ (ধর্মকে) অত্যসৃজত (সৃজন করিলেন)। এতৎ (এই সৃষ্ট বস্তুটি) যৎ (=যঃ, যাহা) ধর্মঃ, তৎ (উহা) ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়, নিয়ন্তা)। তস্মাৎ (সুতরাং, ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা বলিয়া) ধর্মাৎ (ধর্ম হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ কিছু) ন অস্তি (নাই)। অথো (এইরূপেই) রাজ্ঞা যথা (রাজার সহায়ে যেরূপ) [কেহ অপরকে জয় করে] এবম্ (সেইরূপ) অবলীয়ান্ (দুর্বলতর ব্যক্তি) বলীয়াংসম্ (অধিক বলবান্ ব্যক্তিকে) ধর্মেণ (ধর্মসহায়ে) আশংসতে (জয় করিতে ইচ্ছা করে)। যঃ বৈ সঃ ধর্মঃ (যাহা উক্ত ধর্ম বা লোকব্যবহার নামে খ্যাত) তৎ বৈ (উহাই) সত্যম্ (সত্য, যথাশাস্ত্র ব্যবহার) [অর্থাৎ একই আচার অনুষ্ঠীয়মানরূপে জ্ঞাত হইলে ধর্মনামধেয়, এবং শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞাত হইলে সত্যনামধেয়]। তস্মাৎ (এইরূপ [প্রসিদ্ধি আছে] বলিয়াই) [অপরের সহিত ব্যবহারকালে] সত্যম্ বদন্তম্ (যিনি সত্য বলেন, যথাশাস্ত্র বাক্য ব্যবহার করেন, তাঁহার সম্বন্ধে) [সত্য ও ধর্মের বিবেকজ্ঞ ব্যক্তিরা] আহু (বলেন)—ধর্মম্ বদতি (ইনি ধর্ম, প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য, বলিতেছেন) ইতি ; বা (অথবা)

ধর্মম্ বদন্তম্ (যিনি ধর্ম বলেন, তাঁহার সম্বন্ধে) [তাঁহারা বলেন]—সত্যম্ বদতি (ইনি সত্য বলিতেছেন) ইতি। হি (কারণ) এতৎ (এই ধর্ম) এতৎ উভয়ম্ এব ([জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠীয়মান] উক্ত [সত্য ও ধর্ম] উভয়) ভবতি (হয়) ।১৪

তিনি তথনও সক্ষম হইলেন না। তিনি কল্যাণকর ধর্মকে সৃজন করিলেন। এই যে ধর্ম, উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়। সুতরাং ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। রাজার সহায়ে যেমন (কেহ অপরকে জয় করে) তেমনি ধর্মের সহায়ে দুর্বল ব্যক্তি সকলকে জয় করার বাঞ্ছা করে। সেই যে ধর্ম, উহাই সত্য। এইজন্যই কেহ সত্য বলিলে জ্ঞানীরা বলেন, "ইনি ধর্ম বলিতেছেন।" আবার ধর্ম বলিলে বলেন, "ইনি সত্য বলিতেছেন।" কারণ ধর্মই এই উভয় হইয়া থাকে।[১] ১৪

১ শাস্ত্রার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে শিষ্টাচার-দর্শনে ধর্ম-নির্ণয় করিতে হয়। আবার লোকব্যবহারে সংশয় হইলে সত্যনির্ধারণের জন্য শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে সত্য ও ধর্মের মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ থাকায় উভয়ে এক। ধর্ম এইরূপে শাস্ত্রজ্ঞ ও অপর সকলেরই নিয়ন্তা। অতএব অবিদ্যাগ্রস্ত ধর্মাভিমানী ব্যক্তি বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণে অভিমান করেন। অনাদিকাল হইতেই এই বর্ণসমূহের দ্বারা কর্মাধিকার নিয়মিত হইতেছে।

তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ। অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বাঽননূক্তোঽন্যদ্বা কর্মাকৃতং যদিহ বা অপ্যনেবংবিন্মহৎ পুণ্যং কর্ম করোতি তদ্ধাস্যান্ততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসতী

স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম ক্ষীয়তে।
অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্ যৎ কাময়তে তৎ তৎ সৃজতে॥ ১৫

ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়), বিট্ (বৈশ্য), শূদ্রঃ—তৎ এতৎ ([দেবগণের মধ্যে] উক্ত এই চাতুর্বর্ণ্য) সৃষ্ট হইল]। [চারিবর্ণ—অর্থাৎ কর্মকর্তা, পালক, ধনসংগ্রাহক ও সেবক—ভিন্ন বৈদিক কর্ম সম্ভব নহে বলিয়া অতঃপর মনুষ্যমধ্যে বর্ণবিভাগ দর্শিত হইতেছে] —তৎ (উক্ত প্রজাপতি) অগ্নিনা এব (অগ্নিরূপেই) দেবেষু (দেবগণমধ্যে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ জাতি) অভবৎ (হইলেন), মনুষ্যেষু (মানুষগণের মধ্যে) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্বরূপে) [ব্রাহ্মণ হইলেন]। ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ঃ [ইন্দ্রাদি দেবক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত [মানুষ] ক্ষত্রিয়জাতি), বৈশ্যেন বৈশ্যঃ (বসু প্রভৃতি দেববৈশ্যদের দ্বারা অধিষ্ঠিত [মানুষ] বৈশ্যজাতি), শূদ্রেণ শূদ্রঃ (পূষাদেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত [মানুষ] শূদ্রজাতি) [হইলেন]। [যেহেতু ক্ষত্রিয়াদিরূপে বিকারভাবাপন্ন হওয়ার পূর্বে ব্রহ্ম অগ্ন্যাদিরূপে অবিকৃত ছিলেন] তস্মাৎ (অতএব) দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) অগ্নৌ এব (অগ্নিতেই কর্ম করিয়া) [এবং] মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) [কর্মিগণ] ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণত্ব লাভের ফলে ব্রাহ্মণ-জাতি-প্রযুক্ত কর্ম করিয়া) লোকম্ ইচ্ছন্তে (কর্মফল লাভের ইচ্ছা করেন); হি (কারণ) ব্রহ্ম (প্রজাপতি) এতাভ্যাম্ রূপাভ্যাম্ ([অগ্নি ও ব্রাহ্মণ] এই উভয়রূপে) অভবৎ (আপনাকে সৃজন করিয়াছিলেন)। [কর্মদ্বারা মুক্তি হয় না] অথ (পরন্তু) যথা (যেমন) অননূক্তঃ (অনধীত [কর্মাদির অবরোধক-রূপে অজ্ঞাত]) বেদঃ (বেদ) বা (অথবা) অকৃতম্ (অননুষ্ঠিত) অন্যৎ কর্ম বা (অপর [কৃষ্যাদি লৌকিক] কর্ম) [কাহাকেও পালন করে না, আপনার বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় আপনার পালক হয় না], [তেমনি] যঃ হ বৈ (যে কোনও ব্যক্তি) স্বম্ লোকম্ (আত্মাখ্য স্বীয় স্বরূপকে) অদৃষ্ট্বা (["আমি ব্রহ্ম" এইরূপে] না দেখিয়া, অনুভব না করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই সংসার হইতে) প্রৈতি (গমন করেন, মরেন) অবিদিতঃ সঃ (অননুভূত, আপনার স্বরূপ বলিয়া অগৃহীত, সেই আত্মা) এনম্ (ইঁহাকে, এই অবিদ্বান্‌কে) ন ভুনক্তি (পালন করেন না [তাঁহার শোকমোহাদি দূরীকরণের কারণ হন না])। [একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, কর্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না ; কেননা] অনেবংবিৎ (যথোক্তরূপে যিনি আত্মাকে জানেন না, তিনি) ইহ (এই সংসারে) যৎ অপি বৈ (যদিও বা) মহৎ (বহু) পুণ্যম্ (পুণ্যফলপ্রদ [অশ্বমেধাদি]) কর্ম (কর্ম) করোতি (করেন) অস্য

(ইঁহার) তৎ হ (ঐ কর্ম) অন্ততঃ (ফলভোগান্তে) ক্ষীয়তে এব (অবশ্যই ক্ষীণ হয়)। আত্মানম্ এব লোকম্ (কেবল আত্মরূপ [স্বীয়] লোককে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে [৪।৪।২২]) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। সঃ যঃ (যে কেহ) আত্মানম্ এব লোকম্ (কেবল আত্মরূপ লোককে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য হ কর্ম (ইঁহার কর্ম) ন ক্ষীয়তে (ক্ষীণ হয় না) ; হি [তিনি] যৎ যৎ (যাহা যাহা) কাময়তে (কামনা করেন), অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) সৃজতে (সৃজন করেন)।১৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—উক্ত এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল। উক্ত প্রজাপতি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে ব্রাহ্মণ হইলেন। তিনি (দেব) ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মনুষ্য) ক্ষত্রিয়, (দেব) বৈশ্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মনুষ্য) বৈশ্য, ও (দেব) শূদ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মনুষ্য) শূদ্রজাতি (রূপে পরিণত) হইলেন। এইজন্য দেবগণমধ্যে অগ্নিতেই কর্ম করিয়া[১] এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেতে কর্ম করিয়া (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি-প্রাপ্তির দ্বারা) কর্মিগণ পুরুষার্থ-প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন।[২] কারণ প্রজাপতি এই উভয়রূপই ধারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু অনধীত বেদ বা অননুষ্ঠিত অপর কর্ম যেমন (কাহাকেও পালন করে না), তেমনি কেহ যদি আপন আত্মাখ্য লোককে দর্শন না করিয়া এই সংসার হইতে গমন করেন, তবে অবিদিত সেই আত্মা তাঁহাকে পালন করেন না।[৩] যিনি এইরূপ জানেন না, তিনি যদিও ইহলোকে বহু পুণ্যকর্ম করেন তথাপি তাঁহার সেই কর্ম অবশ্যই ভোগান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কেবল আত্মরূপ লোককেই উপাসনা করিবে।[৪] যে কেহ কেবল আত্মরূপ লোককে উপাসনা করেন, তাঁহার কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ;[৫] কারণ তিনি যাহা যাহা কামনা করেন, তাহা তাহাই এই আত্মা হইতে সৃজন করেন।[৬] ১৫

১ অগ্নিসম্বন্ধ যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া যাহাতে কর্মিগণ ফললাভ করিতে পারেন, এইজন্যই প্রজাপতি কর্মাধিকরণ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইলেন।

২ মানুষসুলভ কর্মফল লাভের জন্য অগ্নিসম্বন্ধ কর্মের প্রয়োজন নাই। কেবল যে স্থলে পুরুষার্থসিদ্ধি দেবাধীন, সেখানেই অগ্নিসম্বন্ধ ক্রিয়ার অপেক্ষা আছে। ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু—ইহা স্মৃতিসিদ্ধ—

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥—মনু, ২।৮৭

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ অগ্নিসম্বদ্ধ কর্ম করুন বা না করুন, তিনি জপ ও জাতিমাত্রপ্রযুক্ত অন্য কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি সর্বভূতে অভয় দান করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। পরিব্রজ্যা-অবলম্বনে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকও লাভ করেন।

৩ পরমাত্মা সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যাবশতঃ মুক্তি হয় না।

৪ আত্মা উপাসনাক্রিয়ার বা কোন ক্রিয়ারই কর্ম নহেন; সুতরাং এখানে আত্মার উপাসনা বিহিত হয় নাই; পরন্তু অপর বিষয়ে কামনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "লোক" শব্দের অর্থ যাহা "ফলরূপে দৃষ্ট হয়"। অবিদ্বান্ অপর বহু "লোকের" (=কর্মফলের) কামনা করেন। এইজন্য অপর ফল হইতে মনকে উঠাইয়া পরমাত্মার প্রতি একাগ্র করাইবার উদ্দেশ্যেই আত্মাকে "লোক" বলা হইয়াছে। "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (১।৪।৭)।

৫ কারণ বস্তুতঃ তাঁহার কর্মই নাই। অবিদ্বানের কর্মক্ষয়জনিত সংসারদুঃখ আছে, বিদ্বানের তাহা নাই।

৬ "আত্মার উপাসক"-এর পরমাত্মত্বই লাভ হয়। এখানে যে অবান্তর ফলের উল্লেখ হইয়াছে, উহা ঐ "আত্মলোকের" উপাসনার স্তুতিমাত্র (ছাঃ, ৭।২৬।১)। অথবা এখানে ইহাই বলা হইল যে, উক্ত উপাসক সর্বাত্মক হন (১।৪।১০)।

অথো অয়ং বা আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্ যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৄণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন

মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যা পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকো যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি তদ্বা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্॥ ১৬

[পূর্বে বলা হইয়াছে—বর্ণাশ্রমাভিমানী অবিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া দেবকর্মাদিকে নিজ কর্তব্যরূপে গ্রহণপূর্বক পশুবৎ পরতন্ত্র হন। অধুনা উক্ত কর্মসকল ও দেবসকলের নির্দেশ করা হইতেছে]—অথো ([বাক্যোপন্যাসক অব্যয়] সম্প্রতি) অয়ম্ আত্মা বৈ (এই [কর্মাধিকারী অবিদ্বান্] গৃহীই) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ ([দেবগণ হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত] সকল প্রাণীর) লোকঃ (ভোগ্য, উপকারক)। সঃ (সেই গৃহী) যৎ জুহোতি (যে [অগ্নিতে আহুতিপ্রদানরূপ] হোম করেন), যৎ যজতে ([দেবোদ্দেশে স্বত্বপরিত্যাগ বা উৎসর্গ করা রূপ] যে যজ্ঞ করেন) তেন (তদ্দ্বারা) দেবানাম্ (দেবগণের) লোকঃ। অথ (আবার) যৎ অনুব্রূতে (বেদাধ্যয়ন করেন) তেন ঋষীণাম্ (ঋষিদিগের); অথ যৎ পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণকে) নিপৃণাতি ([পিণ্ডোদকাদি] দান করেন), যৎ প্রজাম্ ইচ্ছতে (সন্তান-কামনা করেন, [সন্তানলাভের জন্য উদ্যম করেন ও সন্তানোৎপাদন করেন]) তেন পিতৄণাম্ (পিতৃগণের) [পাঠান্তর—পিতৃণাম্] ; অথ যৎ [ভূমি ও উদকাদি দান করিয়া] মনুষ্যান্ (মানবগণকে) [গৃহে] বাসয়তে (বাস করান), [এবং অর্থী ও অনর্থী নির্বিশেষে] যৎ এভ্যঃ (ইঁহাদিগকে) অশনম্ (আহার্য) দদাতি (দেন) তেন মনুষ্যাণাম্ (মানবগণের) ; অথ যৎ পশুভ্যঃ (পশুগণকে) তৃণোদকম্ (ঘাস ও জল) বিন্দতি =বেদয়তি, প্রাপ্ত করান) তেন পশূনাম্ (পশুবৃন্দের); অস্য (ইঁহার) গৃহেষু (গৃহসকলে) যৎ আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্যন্ত, পিপীলিকার সহিত) শ্বাপদাঃ ([শৃগালাদি] পশুগণ) বয়াংসি ([কাকাদি] পক্ষিগণ) [তাঁহার প্রদত্ত ভূতবলি ও ভাণ্ডপ্রক্ষালিত অন্নাদি] উপজীবন্তি (ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে) তেন তেষাম্ (তাহাদের) লোকঃ [হন]। যথা হ বৈ (ঠিক যেমন) স্বায় লোকায় (নিজের দেহের জন্য) [লোকে] অরিষ্টিম্ (অবিনাশ, নির্বিঘ্নতা) ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করে, [বিনাশভয়ে অন্নপানাদি দ্বারা দেহের পুষ্টি ও রক্ষা করে]) এবম্ হ (তেমনি) এবং-বিদে (এতাদৃশ

জ্ঞানীর, [যিনি মনে করেন, "আমি সর্বজীবের ভোগ্য, ঋণীবৎ ইহাদের উপকার করা আমার কর্তব্য", তাঁহার জন্য]) সর্বাণি ভূতানি (নিখিল প্রাণী) অরিষ্টিম্ (অবিনাশ) ইচ্ছন্তি (প্রার্থনা করে) [তাঁহাকে রক্ষা করে]। তৎ এতৎ (উক্ত [যথোক্ত কর্মসকল ঋণবৎ কর্তব্য] এই বিষয়টি) বৈ (অবশ্যই) [পঞ্চ মহাযজ্ঞ-প্রকরণে—শঃ ব্রাঃ, ১৷৭৷২৷৬] বিদিতম্ (জ্ঞাত আছে) [এবং অবদান-প্রকরণে—শঃ ব্রাঃ, ১৷৭৷২৷১—কর্তব্যরূপে] মীমাংসিতম্ (বিচারিত হইয়াছে) । ১৬

অধিকন্তু এই (শরীরাভিমানী গৃহিরূপী) আত্মাই সর্বপ্রাণীর ভোগ্য। তিনি যে হোম করেন ও যজ্ঞ করেন, তদ্দ্বারা দেবগণের ভোগ্য হন। আবার যে বেদাধ্যয়ন করেন, তদ্দ্বারা ঋষিগণের ; এবং পিতৃগণকে যে (পিণ্ডাদি) দান করেন ও সন্তান কামনা করেন, তদ্দ্বারা পিতৃগণের ; এবং মানবগণকে যে আশ্রয় দান করেন এবং ইহাদিগকে ভোজ্য দান করেন, তদ্দ্বারা মানবগণের ; পুনশ্চ পশুগণকে যে তৃণোদক দান করেন, তদ্দ্বারা পশুগণের ; অধিকন্তু ইহার গৃহে যে পিপীলিকাগণের সহিত শ্বাপদ ও পক্ষিগণ ভোজ্যলাভ করে, তদ্দ্বারা তিনি তাহাদের ভোগ্য হন। ঠিক যেমন লোকে স্বদেহের জন্য অরিষ্টি কামনা করে, তেমনি এতাদৃশ জ্ঞানীর জন্য নিখিল প্রাণী অরিষ্টি প্রার্থনা করে।[১] উক্ত এই বিষয়টি (শাস্ত্রে) বিদিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। ১৬

১ কর্মাধিকারী গৃহস্থকে দেবগণ কর্মেই ব্যাপৃত রাখিতে চান ; কারণ তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান দেবগণের অভিপ্রেত নহে (১।৪।১০)।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েতি স

যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্ বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণো-ত্যাত্মৈবাস্য কর্মাত্মনা হি কর্ম করোতি স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদং সর্বং যদিদং কিঞ্চ তদিদং সর্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[এখন প্রশ্ন এই, নিবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া লোকে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবৃত্ত হয় কেন? দেবগণ তাঁহাদের প্রবৃত্তির কারণ নহেন ; কেননা গৃহস্থাভিমান বশতঃ যাঁহাদের গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্মে স্বামিত্ববোধ আছে, কেবল তাঁহাদিগকেই দেবগণ পশুবৎ রক্ষা করেন, অপরকে নহে। অবিদ্যাও প্রবৃত্তির হেতু নহে ; উহা বস্তুস্বরূপকে আবৃত করে, পুরুষকে প্রবৃত্ত করে না। সুতরাং বর্তমানে দেখানো হইবে যে, কামই প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ ; অবিদ্যা উক্ত কারণেরও কারণ]—ইদম্ (এই [জায়াদি] কাম্যসমূহ) অগ্রে (দারপরিগ্রহের পূর্বে) আত্মা এব (কেবল আত্মরূপে, দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানী স্বাভাবিক অবিদ্বান্ মাত্র রূপে)—একঃ এব ([আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত কাম্য জায়াদিরূপে] দ্বিতীয় বস্তু-শূন্যরূপে) —আসীৎ (বিদ্যমান ছিল)। সঃ (সেই অবিদ্বান্) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—মে (আমার) জায়া ([কর্মাধিকারের হেতুভূত] স্ত্রী) স্যাৎ (হউক), অথ (যাহাতে) প্রজায়েয় ([আমি পুত্ররূপে] জাত হইতে পারি), অথ (আরও) মে বিত্তম্ (সম্পত্তি) স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্বীয় (করিতে পারি) ইতি। কামঃ ([স্ত্রী, পুত্র, মানুষবিত্ত ও দৈববিত্ত এবং কর্মাত্মক-সাধন-বিষয়ক এষণা এবং তৎফলভূত ইহলোক, পিতৃলোক, ও দেবলোক, এই ত্রিলোকরূপ সাধ্যবিষয়ক এষণা—এই উভয়রূপ] কামনা) এতাবান্ বৈ (এই মাত্রই, এতদতিরিক্ত নহে), [কারণ] ইচ্ছন্ চন (ইচ্ছা করিলেও) ইতঃ (ইহা [এই সাধন ও ফল] হইতে] ভূয়ঃ (অধিক কিছু) [কেহ] ন বিন্দেৎ (লাভ করিবে না)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এতর্হি অপি (বর্তমান কালেও) একাকী (অকৃতদার ব্যক্তি) কাময়তে

(কমনা করেন)—মে জায়া [ইত্যাদি পূর্ববৎ] ইতি। সঃ (তিনি) যাবৎ (যতক্ষণ) এতেষাম্ (এই সকলের) এক-একম্ অপি (কোনও একটিকেও) ন প্রাপ্নোতি (প্রাপ্ত না হন) [এই সকলের একটিও অপ্রাপ্ত থাকে], তাবৎ (ততক্ষণ) [আপনাকে] অকৃৎস্নঃ এব (অসম্পূর্ণই) মন্যতে (মনে করেন)। [অন্য প্রকারে সম্পূর্ণতা-সম্পাদন না হইলে] তস্য (তাঁহার, এই অপূর্ণতাভিমানীর) কৃৎস্নতা (সম্পূর্ণতা) [এইরূপে] উ (ও) [হয়]—মনঃ এব (মনই) অস্য (ইঁহার [অকৃতদার ব্যক্তির]) আত্মা ; বাক্ (বাক্য) জায়া (পত্নী) ; প্রাণঃ প্রজা (সন্তান) ; চক্ষুঃ মানুষম্ বিত্তম্ (নরলোকসুলভ সম্পত্তি)—হি (কারণ) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) তৎ (গবাদি মানুষবিত্ত) বিন্দতে ([লোকে] লাভ করে) ; শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) দৈবম্ ([উপাসনারূপ] দৈববিত্ত)—হি শ্রোত্রেণ তৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ দৈববিত্ত, বিজ্ঞান) শৃণোতি (শ্রবণ করে) ; অস্য আত্মা এব (শরীরই) কর্ম—হি আত্মনা (শরীরের দ্বারা) কর্ম করোতি (করে)। [অতএব বাহ্য জায়াদি যেরূপ সম্পূর্ণতা সম্পাদন করে, এই কল্পিত জায়াদিও সেইরূপ করে]। সঃ এষঃ পাঙ্‌ক্তঃ (উক্ত এই পঞ্চসাধন-সাধ্য [অকর্মীর মানস] ব্যাপারটি) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), [বাহ্য যজ্ঞেরই অনুরূপ] ; [কারণ বাহ্য যজ্ঞের সাধন] পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ ([মন প্রভৃতি] পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট), পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তঃ, [কর্মের সাধন ও ফল] যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) পাঙ্‌ক্তম্। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন) [সাধ্য ও সাধন-রূপ পাঙ্‌ক্তকে সূত্রাত্মরূপে জানিয়া যিনি আপনার সহিত অভিন্ন রূপে তাঁহার অহংগ্রহ-উপাসনা করেন], [তিনি] তৎ ইদম্ সর্বম্ (উক্ত এই নিখিল জগৎকে) [আত্মরূপে] আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)।১৭

পূর্বে ইহা ভেদশূন্য কেবল এক আত্মরূপে বিদ্যমান ছিল।[১] তিনি কামনা করিলেন, "আমার পত্নী হউক, যাহাতে আমি (পুত্ররূপে) জাত হইতে পারি।" কামের পরিমাণ এই পর্যন্তই, ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহা হইতে অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না।[২] সেইজন্য বর্তমান কালেও (অকৃতদার) একক ব্যক্তি কামনা করেন,[৩] "আমার পত্নী হউক, যাহাতে আমি জাত হইতে পারি ; এবং আমার বিত্ত হউক, যাহাতে আমি কর্ম

করিতে পারি।” ইহাদের কোনও একটিও যতক্ষণ তাঁহার নিকট অলব্ধ থাকে, ততক্ষণ তিনি (আপনাকে) অসম্পূর্ণ মনে করেন। তাঁহার সম্পূর্ণতা (এইরূপে)ও (হইতে পারে)—মনই ইহার আত্মা; বাক্ পত্নী; প্রাণ পুত্র;[৪] চক্ষু মানুষবিত্ত, কারণ চক্ষুর সহায়েই লোকে উহা লাভ করে; শ্রবণেন্দ্রিয় দৈববিত্ত, কারণ শ্রবণের দ্বারাই লোকে উহা শ্রবণ করে; ইহার শরীরই কর্ম, কারণ শরীরের দ্বারা লোকে কর্ম করে। (এইরূপে) পঞ্চসাধনসাধ্য উক্ত এই (উপাসনারূপ) ব্যাপারটি যজ্ঞই বটে; (কারণ) পশু পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট, পুরুষ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট, এই যাহা কিছু সমস্তই পঞ্চাত্মক।[৫] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্তকেই প্রাপ্ত হন। ১৭

১ দারপরিগ্রহের পূর্বে কেবল অকৃতদার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত কামা জায়াদি কিছুই ছিল না।

২ এষণা দুই প্রকার—সাধনের জন্য এষণা ও সাধ্য বা ফলের জন্য এষণা (৩।৫।১, ৪।৪।২২)। এই উভয় এষণাই গ্রাহ্য। লব্ধব্য বিষয়েই এষণা হয়, অলব্ধব্য বিষয়ে নহে। এখানে ইহাই বলা হইল যে অবিদ্বানের এষণাদ্বয়রূপ কাম আছে, বিদ্বান্ এষণাহীন।

৩ প্রাচীনকালে কোনও অবিদ্বান্ এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন; পূর্ববর্তী অবিদ্বান্‌গণ, এমন কি প্রজাপতিও ঐরূপ করিয়াছিলেন (১।৪।৩)। প্রজাপতির সৃষ্টির মূলে এতাদৃশ কামনা থাকায় এখনও লোকে ঐরূপ করে।

৪ বাহ্য যজ্ঞে যেমন জায়াদি-চতুষ্টয় যজমানের (অর্থাৎ গৃহপতির) অনুবর্তী এবং সেই জন্য তিনি তাহাদের আত্মস্থানীয়, তেমনি অধ্যাত্ম যজ্ঞেও অন্য দেহেন্দ্রিয়সমূহ মনের অনুবর্তী বলিয়া মন যজমানরূপে কল্পিত হয়। মন যেন তাহাদের আত্মা। মূলের “বাক্” শব্দের অর্থ বিধিপ্রতিষেধ-মূলক শব্দরাশি—যাহাকে মন কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করে এবং অর্থবোধপূর্বক কর্মে প্রয়োগ করে। বাক্ এইরূপে মনের অধীন হওয়ায় বাক্ যেন মনের জায়া। জায়া-পতি-স্থানীয় বাক্ ও মন সম্মিলিত হইয়া কর্মসম্পাদনার্থ প্রাণকে প্রসব করে, অর্থাৎ প্রাণসাধ্য ক্রিয়ার উদ্বোধক হয়; অতএব প্রাণ সন্তান।

৫ বাহ্য যজ্ঞে যে পশু ও পুরুষ প্রভৃতি সাধন আছে, তাহারা পঞ্চাত্মক (তৈ, ১।৭); অন্তর্যজ্ঞের সাধনাদিও তদ্রূপ। অতএব উহাও যজ্ঞ।

প্রথমাধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা।
একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ ॥
ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ।
তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন ॥
কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদা।
যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন।
স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ ॥ ১

[পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অবিদ্বান্ গৃহী ও এই জগৎ-এর মধ্যে স্ব স্ব কর্মানুসারে পরস্পরের উপকারকত্ব-রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদিও প্রজাপতিই জগতের স্রষ্টা, তথাপি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনা ও কর্মের অনুষ্ঠাতা পূর্বকল্পীয় জীবসকলকেই এখানে পরবর্তী কল্পের ভোগ্যসৃষ্টির পিতৃরূপে বলা হইয়াছে (৩।২।১৩ টীকা ৪ দ্রঃ)। সুতরাং প্রত্যেক জীবই যেমন একদিকে অপর সকলের কারণ ও ভোক্তা, তেমনি অন্যদিকে সে অপর সকলের কার্য এবং ভোগ্যও বটে। আত্মার একত্বদর্শনের উপায়রূপে এই তথ্যই বিবৃত হইবে (২।৫ দ্রঃ)। প্রতি ব্যক্তি আপনার কর্ম ও উপাসনার ফলানুসারে ভোগ্য-জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি উহার পিতা এবং জগৎ তাঁহার অন্নস্থানীয়। এই অন্নকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়া ধ্যানের জন্য বলা হইতেছে]—পিতা যৎ (যে) মেধয়া (উপাসনাদ্বারা) [এবং] তপসা (কর্মদ্বারা) সপ্তান্নানি (সাত প্রকার অন্ন) অজনয়ৎ (উৎপন্ন করিলেন) [তাহা প্রকাশিত হইতেছে]—একম্ (একটি অন্ন) অস্য (এই জগতের, খাদকবর্গের) সাধারণম্ (সকলের ভোগ্য), দেবান্ (দেবগণকে) দ্বে (দুইটি) অভাজয়ৎ (নির্দেশ করিয়া দিলেন), আত্মনে (নিজের জন্য) ত্রীণি (তিনটি) অকুরুত (নির্দেশ করিলেন), একম্ পশুভ্যঃ (পশুবৃন্দকে, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে) প্রাযচ্ছৎ (দিলেন)। যৎ চ প্রাণিতি

(যাহা কিছু প্রাণবান্) যৎ চ ন (এবং যাহা কিছু প্রাণবান্ নহে)—সর্বম্ (সমস্ত) তস্মিন্ ([উক্ত পশুর] সেই [দুগ্ধরূপ] অন্নে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। সর্বদা অদ্যমানানি (ভক্ষ্যমাণ) [হইয়াও] কস্মাৎ (কি কারণে) তানি (সেই অন্নসকল) ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষীণ হয় না) ? যঃ বৈ (যিনিই) এতাম্ অক্ষিতিম্ (এই অক্ষয়ের কারণটি) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) প্রতীকেন (মুখের দ্বারা, অর্থাৎ মুখ্যরূপে) অন্নম্ (অন্ন) অত্তি (আহার করেন); সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি (দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন), সঃ উর্জম্ (অমৃত) উপজীবতি (ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন)—ইতি (এইগুলি) শ্লোকাঃ ([উক্ত অন্নসকলের সংক্ষেপতঃ অর্থপ্রকাশক সূত্রভূত] মন্ত্র) ।১

পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সহায়ে সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিলেন, (তাহা বলা হইতেছে)—একটি অন্ন ভোক্তৃবর্গের সার্বজনীন ; দেবগণের জন্য তিনি দুইটি নির্দেশ করিলেন ; আপনার জন্য তিনটি স্থির করিলেন ; পশুগণকে একটি প্রদান করিলেন। যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াবান্ এবং যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াহীন, সমস্তই সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সর্বদা ভক্ষ্যমাণ হইয়াও কি কারণে সেইসকল অন্নের ক্ষয় হয় না ? যে কেহ এই অক্ষয়ের কারণটি জানেন, তিনি প্রতীকের দ্বারা (অর্থাৎ মুখ্যরূপে) অন্ন আহার করেন, তিনি দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি অমৃত ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন। এইগুলি শ্লোক। ১

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতেতি মেধয়া হি তপসাঽজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ। দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতং চ প্রহুতং চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দর্শপূর্ণ-মাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ। পশুভ্য একং প্রাযচ্ছদিতি

তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বানুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি। তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি পয়সি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। তদ্ যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্ যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপজয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্বং হি দেবেভ্যোঽন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি। কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জনয়তে। যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ। স দেবানপিগচ্ছতি স উর্জমুপজীবতীতি প্রশংসা ॥ ২

[মন্ত্রের অর্থ তিরোহিত থাকায় সাধারণতঃ দুর্বিজ্ঞেয় ; এই জন্য ব্রাহ্মণাংশে উহা বিবৃত হইতেছে]—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসা অজনয়ৎ পিতা [ইত্যাদি পূর্বকণ্ডিকা দ্রঃ] ইতি (এই মন্ত্রাংশের অর্থ এই)—পিতা মেধয়া [এবং] তপসা হি (ই) অজনয়ৎ। একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি (এই অংশের অর্থ)—যৎ ইদম্ (এই যাহা কিছু) [প্রাণিবৃন্দের দ্বারা প্রত্যহ] অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), ইদম্ এব (ইহাই) অস্য (নিখিল ভোক্তার) তৎ (সেই) সাধারণম্ অন্নম্ (সার্বজনীন অন্ন)। সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ উপাস্তে (এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করেন, উহাতে তৎপর হন, অর্থাৎ সর্বসাধারণ অন্নকে অসাধারণরূপে আত্মসাৎ করেন) সঃ (তিনি) পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) ন ব্যাবর্ততে (নিবৃত্ত, বিমুক্ত হন না) [গীতা, ৩।১২ ; মনু, ৮।৩৭ ; মহাভারত, ১২।১৪৯।৫], হি (কারণ) এতৎ

(এই অন্ন) মিশ্রম্ (সর্বভোজ্য) [ঐ অন্নে সকলের স্বত্ব মিশ্রিত রহিয়াছে]। দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ ইতি—হুতম্ চ (অগ্নিতে আহুতি-প্রদান) চ (এবং) প্রহুতম্ ([দেবোদ্দেশে অন্যপ্রকারে] বলিপ্রদান, অর্থাৎ দ্রব্যোৎসর্গ করা); তস্মাৎ (সেই জন্য) [আজিও গৃহিগণ] দেবেভ্যঃ (দেবগণের উদ্দেশে) জুহ্বতি চ প্রজুহ্বতি চ (আহুতি-প্রদান করেন এবং [হোমান্তে] দ্রব্যোৎসর্গ করেন)। অথো (পরন্তু) [অপরেরা] আহুঃ (বলেন) দর্শপূর্ণমাসৌ (দর্শ [অমাবস্যায় কর্তব্য যজ্ঞ] এবং পূর্ণমাস [পূর্ণিমায় কর্তব্য যজ্ঞ]) [উক্ত দুই অন্ন] ইতি। [দেবগণের জন্য দর্শপূর্ণমাস নির্দিষ্ট হইয়াছে] তস্মাৎ ইষ্টিযাজুকঃ ([স্বর্গাদির সাধক] কাম্যেষ্টিযাগাদিতে [প্রধানতঃ] তৎপর) ন স্যাৎ (হইবে না)। পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ ইতি—তৎ (উক্ত অন্ন) পয়ঃ (দুগ্ধ), (কারণ) মনুষ্যঃ চ পশবঃ চ (মানুষ ও পশুগণ) অগ্রে (প্রথমে) পয়ঃ এব উপজীবন্তি (দুগ্ধ পান করিয়াই জীবনধারণ করে); তস্মাৎ [মানুষের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত যে, ত্রৈবর্ণিকেরা] জাতম্ কুমারম্ (জাত সন্তানকে) [জাতকর্মকালে] অগ্রে (প্রথমে) ঘৃতম্ বা এব ([স্বর্ণসংযুক্ত] ঘৃত) প্রতিলেহয়ন্তি (লেহন করান) বা (অথবা, অর্থাৎ পরে) স্তনম্ (স্তন) অনুধাপয়ন্তি (পান করান), [অপর বর্ণেরা যথাসম্ভব আচরণ করেন ; পশুসন্তানকে কেবল স্তন্যপানই করানো হয়]। অথ (এবং) জাতম্ বৎসম্ আহুঃ (নবজাত বৎস সম্বন্ধে [লোকেরা] বলে) [উহা] অতৃণাদঃ (এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, দুগ্ধপায়ী) ইতি। তস্মিন্ সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্ যৎ চ প্রাণিতি যৎ চ ন ইতি—যৎ চ প্রাণিতি (যাহা কিছু সজীব), যৎ চ ন (এবং যাহা নির্জীব) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) হি (অবশ্যই) পয়সি (দুগ্ধে) প্রতিষ্ঠিতং (প্রতিষ্ঠিত)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) [ব্রাহ্মণান্তরে] ইদম্ যৎ আহুঃ (এই যে কথা বলা হয়)—পয়সা (দুগ্ধের দ্বারা) সংবৎসরম্ (এক বৎসর) জুহ্বৎ (হোম করিয়া) পুনর্মৃত্যুম্ (পুনর্মরণ) অপজয়তি (জয় করেন) ইতি—তথা (উক্ত প্রকারে) ন বিদ্যাৎ (জ্ঞাতব্য নহে, চিন্তনীয় নহে)। এবম্ বিদ্বান্ (যিনি পূর্বোক্তরূপে জানেন, তিনি) যৎ অহঃ এব (যে দিবসেই) জুহোতি (হোম করেন) তৎ অহঃ (সেই দিনই) [সেই এক অহোরাত্রি হোমের দ্বারাই] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি [অর্থাৎ জগদাত্মত্ব, প্রজাপতিত্ব, লাভ করেন] হি (কারণ) [তিনি] দেবেভ্যঃ (সকল দেবতাকে) সর্বম্ (সমস্ত) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষ্যান্ন) [সায়ং-প্রাতঃ আহুতিপ্রদান দ্বারা] প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন)। কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্বদা ইতি—পুরুষঃ বৈ ([অন্নসমূহের ভোক্তা] জীবই) অক্ষিতিঃ (অক্ষয়ের কারণ) ; হি সঃ ইদম্ অন্নম্ (এই অন্নকে) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) জনয়তে (উৎপন্ন

করেন)। যঃ বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ ইতি—পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ; হি সঃ ইদম্ অন্নম্ (কার্যকারণরূপ, ক্রিয়াফলাত্মক, ভুজ্যমান, সপ্তবিধ অন্ন) ধিয়া ধিয়া (যথাকালভাবী প্রজ্ঞা, অর্থাৎ উপাসনা) [এবং] কর্মভিঃ ([বাক্, মন ও শরীরের যথাকালভাবী চেষ্টাদিরূপ] কর্মসমূহের দ্বারা) জনয়তে; [তিনি] যৎ হ (যদিই বা) এতৎ ন কুর্যাৎ (ইহা না করেন, উপাসনা ও কর্মসহায়ে সপ্তান্ন উৎপাদন না করেন) [তবে] ক্ষীয়েত হ ([ঐ অন্ন] অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে)। সঃ অন্নম্ অত্তি প্রতীকেন ইতি—প্রতীকম্ মুখম্ (প্রতীকের অর্থ মুখ বা মুখ্যত্ব, প্রাধান্য), মুখেন ইতি এতৎ ([অতএব ইহার অর্থ] মুখ্য বা প্রধান রূপে)। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ উর্জম্ উপজীবতি ইতি (ইহা) প্রশংসা [অর্থাৎ এখানে নূতন কোনও অর্থ নাই]। ২

"পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সহায়ে সপ্ত প্রকার অন্ন[১] উৎপাদন করিলেন", ইহার অর্থ—পিতা উপাসনা ও কর্মের সহায়ে অবশ্যই উৎপাদন করিয়াছিলেন।[২] "একটি অন্ন ভোক্তৃবর্গের সার্বজনীন", ইহার অর্থ—এই যাহা কিছু ভক্ষিত হয়,ইহাই নিখিল ভোক্তার সেই সর্বসাধারণ অন্ন। যে কেহ এই অন্নকে পূজা করেন, অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন, তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হন না; কারণ এই অন্ন সকলের ভোজ্য। "দেবগণের জন্য তিনি দুইটি করিলেন", ইহার অর্থ—অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং (অন্যপ্রকারে দেবোদ্দেশে) দ্রব্যোৎসর্গ করা; এই জন্যই দেবগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা হয় এবং দ্রব্যোৎসর্গ করা হয়। অপরেরা কিন্তু বলেন, দর্শ ও পূর্ণমাসই এই দুই অন্ন;[৩] অতএব কাম্য ইষ্টিযোগ প্রভৃতিতে তৎপর হইবে না।[৪] "পশুগণকে একটি অন্ন প্রদান করিলেন", ইহার অর্থ—উক্ত অন্ন দুগ্ধ; কারণ মানুষ ও পশু প্রথমে দুগ্ধপান করিয়াই জীবনধারণ করে। সেইজন্য নবজাত সন্তানকে (জাতকর্মকালে) প্রথমে ঘৃতই[৫] লেহন করানো হয় এবং পরে স্তনপান করানো হয়। এবং

নবজাত বৎস সম্বন্ধে লোকে বলে, "উহা এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না।" "যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াবান্ এবং যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াহীন সমস্তই সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত", ইহার অর্থ যাহা কিছু সজীব এবং যাহা কিছু নির্জীব, এই সমস্ত অবশ্যই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত।[৬] উক্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তর এই যে কথা বলিয়া থাকেন, "দুগ্ধের দ্বারা এক বৎসরকাল হোম করিয়া লোকে পুনর্মৃত্যু জয় করে",[৭] উহা তদ্রূপে গ্রহণীয় নহে। যিনি পূর্বকথিতরূপে জানেন, তিনি যে দিবস হোম করেন, সেই দিবসই[৮] পুনর্মৃত্যু জয় করেন ; কারণ তিনি সকল দেবতাকে সমস্ত ভক্ষ্য অন্ন প্রদান করেন।[৯] "সর্বদা ভক্ষ্যমাণ হইয়াও কি কারণে সে-সকল অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না?" ইহার অর্থ—ভোক্তা জীবই অক্ষয়ের হেতু,[১০] কেননা তিনি এই অন্নকে বারংবার উৎপাদন করেন। "যিনি এই অক্ষয়ের কারণটি জানেন", ইহার অর্থ—জীবই অক্ষয়ের কারণ ; কেননা তিনিই তৎকালভাবী কর্ম ও উপাসনার দ্বারা অন্নসমূহ উৎপাদন করেন। তিনি যদিই বা এই কার্য না করেন, তবে ঐ অন্ন অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। "তিনি প্রতীকের দ্বারা অন্ন আহার করেন", ইহার অর্থ—প্রতীক অর্থাৎ প্রাধান্য, অর্থাৎ তিনি প্রধানরূপে আহার করেন।[১১] "তিনি দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি অমৃত ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন",—ইহা প্রশংসা। ২

১ এই অন্ন দুই প্রকার। (১) সাধনভূত অন্ন—সাধারণ অন্ন, কর্ম (দর্শ ও পূর্ণমাস), ও দুগ্ধ। এবং (২) ফলভূত অন্ন, ১।৫।৩ টীকা ১ দ্রঃ।

২ এখানে যদিও বলা হইল যে, শাস্ত্রীয় কর্ম ও উপাসনার ফলে জগৎসৃষ্টি হয়, তথাপি অশাস্ত্রীয় কর্ম এবং উপাসনারও অনুরূপ ফল আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অশাস্ত্রীয় কর্ম ও চিন্তার ফলেই তির্যগাদি হীনদশা লাভ হয়। তথাপি এখানে শাস্ত্রীয় কর্ম ও চিন্তাই বিবক্ষিত ; কারণ অবিদ্যার বিষয় সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয় ;

এইজন্ম সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই এই প্রকরণে দেখানো হইতেছে যে, শাস্ত্রীয় সাধ্য ও সাধন উচ্চগতির কারণ হইলেও সাধ্যসাধনরূপ ব্যক্তাব্যক্ত এই সংসার সাধ্যসাধনের অতীত নহে; অতএব উহা অনিত্য।

৩ উক্ত দ্বিতীয় মতই গ্রাহ্য; কারণ উহা নিরপেক্ষ-শ্রুতি-মূলক। প্রথম মত সাপেক্ষ-স্মৃতি-মূলক বলিয়া দুর্বল।

৪ অর্থাৎ কাম্য ইষ্টিযাগকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। এইরূপ বলাতে কাম্যেষ্টি-যাগ নিষিদ্ধ হইল না; পরন্তু দর্শপূর্ণমাস অবশ্য কর্তব্য, ইহাই স্থির হইল। শাস্ত্রে কোনও শাস্ত্রীয় বিধির নিন্দা দৃষ্ট হইলেও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য নিন্দা নহে, পরন্তু বিহিত বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদন।

৫ ঘৃত দুগ্ধেরই বিকারবিশেষ, অতএব উহা পয়ঃস্থানীয়। ১।৫।১ কণ্ডিকায় পশুর অন্ন দুগ্ধ সর্বশেষে উল্লিখিত হইলেও এখানে সাধ্যভূত তিনটি অন্নের পূর্বেই ইহা নির্দিষ্ট হইল; কারণ ইহা সাধনবর্গের অন্তর্ভুক্ত, কেন না দুগ্ধদ্বারা অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলে লোকলাভ হয়।

৬ অগ্নিহোত্রাদিতে প্রদত্ত আহুতির পরিণামস্বরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥—মনু

৭ কেবল কর্মদ্বারা মৃত্যুজয় হয় না, পরন্তু নিম্নলিখিত দর্শনের সহিত কর্মদ্বারা হয়। অগ্নিহোত্রে সায়ংকালে একটি ও প্রাতঃকালে একটি—এই দুইটি আহুতি প্রত্যহ প্রদত্ত হয়। দুইটিকে একত্র একটি বলিয়া ধরিলে সম্বৎসরে ৩৬০ আহুতি হইল। অগ্নিহোত্র-বেদীর জন্য যাজুষ্মতী-নামক যেসকল ইষ্টকা ব্যবহৃত হয়, তাহার সংখ্যাও ৩৫০; অতএব প্রত্যহ প্রদত্ত আহুতিদ্বয়ে এক একটি ইষ্টকা-দৃষ্টি আরোপণীয় এবং চিত্য অগ্নিতে সম্বৎসর-প্রজাপতির দৃষ্টি আরোপণীয়; কারণ সম্বৎসরের অহোরাত্রির সংখ্যা ৩৬০ এবং অগ্নির অবয়বভূত ইষ্টকার সংখ্যা ৩৬০। দেহস্থ নাড়ীর সংখ্যাও ৩৬০ বলিয়া তাহাতেও সম্বৎসর-প্রজাপতির অবয়ব অহোরাত্রির দৃষ্টি আরোপণীয়। এইরূপে আহুতি, ইষ্টকা ও নাড়ীসমূহকে অহোরাত্র-সমূহরূপে ভাবিয়া নাড়ী, অহোরাত্র ও যাজুষ্মতী অবলম্বনে পুরুষ, সম্বৎসর ও অগ্নির সমত্ব সম্পাদনপূর্বক "আমি অগ্নি সম্বৎসরাত্মক প্রজাপতি" এইরূপ ধ্যান করিয়া এক বৎসর কাল অগ্নিহোত্র করিলে প্রজাপতিত্ব-লাভ ও মৃত্যুজয় হয়—ইহাই ব্রাহ্মণান্তরের তাৎপর্য।

এই সমস্ত জগৎ দুগ্ধাহুতির পরিণাম; সুতরাং এই সমস্তই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যিনি

ইহা জানেন, তিনি এক অহোরাত্র হোম করিয়া এই ধ্যানের বলে সর্বাত্মতা, অর্থাৎ প্রজাপতিত্ব, লাভ করেন।

৯ তিনি নিজেকে আহুতিময় ও সর্বদেবতার অন্ন ভাবিয়া সর্বদেবতার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হন ; সুতরাং তাঁহার পুনর্মৃত্যু নাই, তিনি ক্রমমুক্তি প্রাপ্ত হন। শতপথব্রাহ্মণে আছে (১৩।৭।১।১)—"স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তি) কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, 'কর্মের ফল অবশ্যই অনন্ত হইতে পারে না। ভাল কথা, আমি আপনাকে সর্বভূতে আহুতি প্রদান করি।' এইরূপে সর্বভূতে আপনাকে এবং সর্বভূতকে আপনাতে আহুতি দিয়া (অর্থাৎ ঐরূপ উপাসনা করিয়া) তিনি সর্বভূতের শ্রেষ্ঠতা ও আধিপত্য লাভ করিলেন।"

১০ ভোগকালেও ভোক্তৃবর্গের পক্ষে নূতনভাবে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনা ও কর্ম করা সম্ভবপর ; সুতরাং প্রবাহাকারে অন্ন অক্ষয়—ইহাই অর্থ।

১১ তিনি অন্নসমূহের আত্মভূত ভোক্তাই হন ; তিনি আর ভোজ্য অন্ন হন না। বক্ষ্যমাণ পরবর্তী তিনটি অন্নও এই অবসরে ব্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া এখানে তাহাদের যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানের ফলের উপসংহার হইল।

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতাঽন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা। এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৩

[প্রজাপতির সাধনভূত চারিটি অন্নের (১।৫।২, টীকা ১) ব্যাখ্যার পরে অধুনা সাধ্যভূত,

অর্থাৎ পাঙ্‌ক্তকর্মের ফলভূত, তিনটি অন্ন এই ব্রাহ্মণের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইতেছে]— ত্রীণি আত্মনে অকুরুত ইতি— মনঃ (মনকে), বাচম্ (বাক্‌কে), প্রাণম্ (প্রাণকে)। তানি (উক্ত তিনটিকে) [তিনি, পিতা] আত্মনে (আপনার জন্য) অকুরুত ([পূর্বে] নির্দেশ করিলেন)। [শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ মনের, অর্থাৎ অন্তঃকরণের, অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ এই যে]—[আমি] অন্যত্রমনাঃ (আনমনা) অভূবম্ (হইয়াছিলাম) [আমার মন ভিন্ন বিষয়ে আসক্ত ছিল], [এই জন্য] ন অদর্শম্ (দেখি নাই) ; অন্যত্রমনাঃ অভূবম্, ন অশ্রৌষম্ (শুনি নাই) ইতি (এইরূপ কথা) [লোকে বলিয়া থাকে] ; [অতএব] মনসা হি এব (মনের দ্বারা) পশ্যতি ([লোকে] দেখে), মনসা শৃণোতি (শোনে)। কামঃ (কাম, স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ) সঙ্কল্পঃ ([সমুপস্থিত কোনও বস্তু শুক্ল বা নীল ইত্যাদি] বিবেচনা), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞান), শ্রদ্ধা ([অদৃষ্টফল কর্মে ও দেবতাদিতে] আস্তিক্যবুদ্ধি), অশ্রদ্ধা, ধৃতিঃ ([দেহাদি অবসন্ন হইলেও] দৃঢ়তাবলম্বন), অধৃতিঃ, হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ (প্রজ্ঞা), ভীঃ (ভয়), ইতি এতৎ (ইত্যাদি) সর্বম্ এব (সমস্তই) মনঃ [ইহারা মনেরই বিবিধ রূপ] ; তস্মাৎ (এই জন্য) পৃষ্ঠতঃ অপি (পশ্চাৎ দিকেও) [কাহারও দ্বারা কেহ] উপস্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট হইলে) মনসা (মনের দ্বারা) বিজানাতি (বিবেক-পূর্বক জানিতে পারে) ; [সুতরাং মন আছে]। যঃ কঃ চ শব্দঃ (যাহা কিছু ধ্বনি) সা বাক্ এব (উহা অবশ্যই বাক্), [বর্ণাদিরূপ ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিরূপ সমস্ত শব্দ বাক্‌স্বরূপ] ; [বাক্‌ই সমস্ত অভিধেয় বস্তুর প্রকাশক] হি (কারণ) এষা (এই বাক্) অন্তম্ আয়ত্তা (অভিধেয় বস্তুর নির্ণয়ে বা প্রকাশে অনুগত, অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশক), এষা হি ন ([কিন্তু] ইহা নিজে কখনও [অভিধেয়ের ন্যায়] প্রকাশ্য নহে)। প্রাণঃ (মুখ ও নাসিকায় সঞ্চারী ও হৃদয়সম্বদ্ধ যে বায়ুবৃত্তি সম্মুখদিকে নিঃসৃত হয়), অপানঃ (হৃদয়ের অধোদেশে, অর্থাৎ হৃদয় হইতে নাভি পর্যন্ত, বিদ্যমান যে বায়ুবৃত্তি মূত্র-পুরীষাদি অপনয়নের কারণ), ব্যানঃ (যে বায়ুবৃত্তি প্রাণ ও অপানের নিয়ামক এবং শক্তিসাধ্য কর্মের হেতু), উদানঃ (যে বায়ুবৃত্তি দেহপুষ্টির সাধক, উত্থান ও উৎক্রমণের কারণ, এবং আপাদতলমস্তকে বিদ্যমান) সমানঃ (যে বায়ুবৃত্তি কোষ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া পীত ও ভুক্ত বস্তুর সমতা সম্পাদন করে, অর্থাৎ অন্নপাক করে), অনঃ (যে বায়ুবৃত্তি এইসকল বৃত্তিবিশেষের সর্বসাধারণ রূপ ও যাহা সকল দেহচেষ্টার সহিত অন্বিত)—ইতি এতৎ সর্বম্ এব (এই সমস্ত বৃত্তিই) প্রাণঃ [প্রাণই সাধারণ ও বিশেষ আকারে অবস্থিত]। অয়ম্ (এই) আত্মা ([আত্মরূপে গৃহীত] দেহপিণ্ড) বৈ (অবশ্যই)

এতৎ-ময়ঃ (ইহাদের বিকার [প্রাজাপত্য বাক্, মন, ও প্রাণের দ্বারা নির্মিত])—[উহা] বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ ।৩

"আপনার জন্য তিনটি অন্ন স্থির করিলেন", ইহার অর্থ মন, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটিকে[১] তিনি আপনার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। লোকে এইরূপ বলে, "আমি আনমনা ছিলাম, স্থতরাং দেখি নাই; আমি আনমনা ছিলাম, স্থতরাং শুনি নাই;[২]" (অতএব) মনেরই দ্বারা লোকে দর্শন করে এবং মনেরই দ্বারা শ্রবণ করে। কাম[৩], সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। মন আছে বলিয়াই পশ্চাদ্দিক্ হইতে স্পৃষ্ট হইলেও লোকে মনের সহায়ে বিবেকপূর্বক উহা জানিতে পারে।[৪] যাহা কিছু ধ্বনি, তাহা সমস্তই বাক্; কারণ বাক্ বস্তুনির্ণয়ে সমর্থ, কিন্তু স্বয়ং অপরের প্রকাশ্য নহে।[৫] প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ও অন—এই সমস্তই প্রাণ। এই দেহপিণ্ড ইহাদেরই বিকার—ইহা বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। ৩

১ পূর্বোক্ত অন্নচতুষ্টয় হইতে উৎকৃষ্ট ও তাহাদের ফলভূত এই অন্নত্রয় অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব এই তিন রূপে ব্যাখ্যাত হইবে। তন্মধ্যে বর্তমান কণ্ডিকায় ইহাদের আধ্যাত্মিক আকার বলা হইতেছে।

২ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সান্নিধ্য এবং আত্মার উপস্থিতি থাকিলেও রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হয় না; স্থতরাং ইন্দ্রিয় ও আত্মা হইতে পৃথক্ মন আছে।

৩ অশ্রদ্ধাদির ন্যায় অকামাদিও মনেরই রূপ। এখানে মন ও বুদ্ধিকে এক ধরা হইয়াছে।

৪ ত্বকের দ্বারা শুধু স্পর্শবোধ হয়; কিন্তু মন বুঝিতে পারে—ইহা হাতের স্পর্শ, ইহা জানুর স্পর্শ ইত্যাদি। এই বিবেকের জন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

৫ ধ্বনির প্রকাশক শক্তিরূপে বাকের অস্তিত্ব স্বীকার্য। প্রদীপ প্রদীপের প্রকাশক হয় না; তেমনি বাকের সজাতীয় কিছু বাকের প্রকাশক নহে।

ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৪

[প্রাজাপত্য অন্নের আধ্যাত্মিক বিভূতিবর্ণনার পরে আধিভৌতিক বিভূতি দেখানো হইতেছে]—এতে এব (এই বাক্, মন ও প্রাণই) ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—এই তিন লোক) ; বাক্ এব (বাক্ই) অয়ম্ লোকঃ (ইহলোক, পৃথিবী), মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ (ভুবঃ), প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (দ্যুলোক, স্বর্গ) ।৪

ইহারাই তিন লোক—বাক্ই ইহলোক, মন অন্তরিক্ষলোক এবং প্রাণ দ্যুলোক । ৪

ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৫

এতে এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (তিন বেদ) । বাক্ এব ঋগ্বেদঃ [ইত্যাদি] ।৫

ইহারাই তিন বেদ—বাক্ই ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ ও প্রাণ সামবেদ । ৫

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬

ইহারাই দেববৃন্দ, পিতৃগণ ও মনুষ্যসমূহ—বাক্ই দেববৃন্দ, মন পিতৃগণ ও প্রাণ মনুষ্যসমূহ । ৬

পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ ৭

ইহারাই পিতা, মাতা, ও সন্তান—মনই পিতা, বাক্ মাতা ও প্রাণ সন্তান । ৭

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্ ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ৮

এতে এব বিজ্ঞাতম্ (বিস্পষ্ট জ্ঞাত), বিজিজ্ঞাস্যম্, অবিজ্ঞাতম্। যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) বিজ্ঞাতম্, তৎ (তাহা) বাচঃ (বাকের) রূপম্ (আকার); হি (কারণ) বাক্ বিজ্ঞাতা। [যিনি বাকের যথোক্ত বিভূতি জানেন], বাক্ তৎ (উক্ত বিজ্ঞাত বস্তু) ভূত্বা (হইয়া) এনম্ (ইঁহাকে) অবতি (রক্ষা করে) [বিজ্ঞাত পদার্থরূপে বাক্ তাঁহার অন্নত্ব, অর্থাৎ ভোজ্যত্ব, প্রাপ্ত হয়] ৮

ইহারাই বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য ও অবিজ্ঞাত (সমস্ত পদার্থ)। যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তাহা বাকের রূপ ; কারণ বাক্ বিজ্ঞাতা।[১] (যিনি বাকের এই প্রকার ভেদ জানেন,) বাক্ উক্ত বিজ্ঞাত বস্তু হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। ৮

১ অপরের প্রকাশক বাক্ অবিজ্ঞাতা হইতে পারে না (৪।১।২)।

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ৯

যাহা কিছু বিস্পষ্ট জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা মনের রূপ ; কারণ মন বিজিজ্ঞাস্য।[১] (যিনি মনের এতাদৃশ বিভূতি জানেন,) মন উক্ত বিজিজ্ঞাস্য পদার্থ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করে।[২] ৯

১ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন সন্দিহ্যমানাকার হইয়া থাকে।

২ বিজিজ্ঞাস্য স্বরূপে তাঁহার অন্নত্ব প্রাপ্ত বা ভোগ্য হয়।

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ১০

যাহা কিছু অবিজ্ঞাত[১] তাহা প্রাণের রূপ; কারণ প্রাণ অবিজ্ঞাত। (যিনি প্রাণের এতাদৃশ বিভূতি জানেন,) প্রাণ উক্ত অবিজ্ঞাত পদার্থ হইয়া তাঁহাকে পালন করে।[২] ১০

১ যাহা বিজ্ঞানের অগোচর অথচ সন্দিহ্যমান নহে। শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলা হইয়াছে (ছাঃ, ২।২২।১)।

২ সন্দিহ্যমান বা অবিজ্ঞাতরূপেও যেমন গুরু ও পিতা প্রভৃতি শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির উপকারক হইতে পারেন, তেমনি বিজিজ্ঞাস্য মন (১।৫।৯) এবং অবিজ্ঞাত প্রাণ অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া উপকারক হয়।

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্ যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ১১

[অধুনা বাক্, মন ও প্রাণের আধিদৈবিক রূপ বিস্তারিত হইতেছে]—পৃথিবী তস্যৈ (=তস্যাঃ, [প্রজাপতির অন্নরূপে আখ্যাত] উক্ত) বাচঃ (বাকের) শরীরম্ (দেহ, বাহ্য আধার), [এবং] অয়ম্ অগ্নিঃ (এই [পার্থিব] অগ্নি) জ্যোতিঃরূপম্ (প্রকাশাত্মক করণ, আধেয়)। তৎ (উক্ত স্থলে) বাক্ যাবতী এব (যে পরিমাণ) পৃথিবী তাবতী (ততদূর বিস্তৃত), অয়ম্ অগ্নিঃ তাবান্ (সেই পরিমাণ)।১১

পৃথিবী উক্ত বাকের শরীর এবং এই অগ্নি তাহার প্রকাশাত্মক কারণ।[১] বাক্ যতদূর বিস্তৃত পৃথিবী ততদূর বিস্তৃত, এই অগ্নিও তাবৎ-পরিমাণ।[২] ১১

১ প্রজাপতি বাক্ দুই রূপে বিভক্ত—(১) কার্য, আধার, ও অপ্রকাশ পৃথিবী; (২) করণ, আধেয় ও প্রকাশরূপ অগ্নি।

২ আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ভিন্ন হইয়া বাক্ যাবৎপরিমাণ হয়, আধারভূতা পৃথিবীও তাবৎপরিমাণ এবং পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট, আধেয় ও করণভূত অগ্নিও তাবৎ-পরিমাণ। অর্থাৎ বাক্যের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ও আকারদ্বয়ের সহিত তাহার

আধিদৈবিক আকারের অংশাশী রূপ তাদাত্ম্য আছে। পরবর্তী কণ্ডিকাদ্বয়ে মন ও প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্ যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২

অথ এতস্য মনসঃ ([প্রজাপতির অন্নরূপে কথিত] এই মনের) শরীরম্ দ্যৌঃ (দ্যুলোক), অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতিঃ-রূপম্। তৎ মনঃ যাবৎ এব, দ্যৌঃ তাবতী এব, অসৌ আদিত্যঃ তাবান্। তৌ ([মাতা ও পিতা স্থানীয় এবং বাক্ ও মনের আধিদৈবিক প্রকাশস্বরূপ] সেই অগ্নি ও আদিত্য) মিথুনম্ সমৈতাম্ (পরস্পরের সহিত সঙ্গত হইলেন)। ততঃ (তাঁহাদের সেই মিলন হইতে) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) [পরিস্পন্দনের জন্য] অজায়ত (জাত হইলেন) ; সঃ (সেই প্রাণ) ইন্দ্রঃ (পরম প্রভু)। সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) অসপত্নঃ (প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য)—দ্বিতীয়ঃ বৈ (যিনি প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হন, তিনিই) সপত্নঃ (প্রতিদ্বন্দ্বী)। যঃ এবম্ বেদ, অস্য (ইঁহার) সপত্নঃ ন ভবতি (হয় না)।১২

অনন্তর—দ্যুলোক এই মনের শরীর, ঐ আদিত্য তাহার জ্যোতির্ময় করণ। মন যতদূর বিস্তৃত দ্যুলোকও সেই পরিমাণ এবং ঐ আদিত্যও ততদূর বিস্তৃত। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলেন।[১] সেই মিলন হইতে প্রাণ জাত হইলেন। সেই প্রাণ পরম প্রভু। উক্ত ইনি প্রতিপক্ষ-বিহীন ;[২] (কারণ) দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই প্রতিপক্ষ হইতে পারে। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ থাকে না। ১২

১ শরীরাধিকারে (১।৪।১৭) ও ভূতাধিকারে (১।৫।৭) যেমন মন পিতা, বাক্ মাতা ও প্রাণ সন্তান, দেবাধিকারেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে, পিতৃস্থানীয় সূর্য শস্যাদি-বীজকে পক্ক করেন, এবং মাতৃস্থানীয় পার্থিব উত্তাপ অঙ্কুরপ্রকাশের কারণ হয়।

সুতরাং দ্যুলোক ও ভূলোকরূপ ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যস্থলে গর্ভদানের জন্য ও সন্তানপ্রসবের জন্য সূর্য ও পার্থিব অগ্নি মিলিত হইলেন।

২ অর্থাৎ বায়ুতে ইন্দ্রত্ব ও প্রতিপক্ষশূন্যত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। মাতা ও পিতা কাহারও প্রতিপক্ষ হন না; সুতরাং বাক্ ও মন থাকিলেও প্রাণ প্রতিপক্ষহীন।

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্ যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব এব সমাঃ সর্বেঽনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি॥ ১৩

অথ এতস্য প্রাণস্য ([প্রজাপতির অন্নরূপে বর্ণিত] এই প্রাণের) আপঃ (জল) শরীরম্, অসৌ চন্দ্রঃ জ্যোতীরূপম্। তৎ যাবান্ এব প্রাণঃ তাবত্যঃ (সেই পরিমাণ) আপঃ, অসৌ চন্দ্রঃ তাবান্। তে এতে (উক্ত এই বাক্, মন ও প্রাণ) সর্বে এব (সকলেই) সমাঃ (সমান ব্যাপ্তিমান্, [অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত]) : [সুতরাং] সর্বে অনন্তাঃ (অন্তহীন, [যতকাল সংসার, ততকাল স্থায়ী])। সঃ যঃ হ (যে কেহই) অন্তবতঃ এতান্ ([অধ্যাত্ম বা অধিভূতরূপে] পরিচ্ছিন্ন ইঁহাদিগকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) [উপাসনানুরূপ] অন্তবন্তম্ (সসীম) লোকম্ (লোক) জয়তি (জয় করেন), [পরিচ্ছিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন]। অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ অনন্তান্ (সর্বাত্মক, সর্বপ্রাণীর আত্মভূত ও অপরিচ্ছিন্ন) এতান্ উপাস্তে, সঃ অনন্তম্ লোকম্ জয়তি [অর্থাৎ ইঁহাদের আত্মভূত হন]।১৩

অনন্তর—জল এই প্রাণের শরীর, এই চন্দ্র তাঁহার জ্যোতির্ময় করণ। প্রাণ যতদূর বিস্তৃত জলও ততদূর বিস্তৃত এবং ঐ চন্দ্রও সেই পরিমাণ।[১] উক্ত ইঁহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত। যে কেহ ইঁহাদিগকে পরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন, তিনি সসীম লোক জয় করেন; প্রত্যুত

যিনি অনন্তরূপে ইঁহাদিগকে উপাসনা করেন, তিনি অনন্তলোক জয় করেন। ১৩

১ পিতা (অর্থাৎ যিনি সাধনকালে কেবল উপাসক, অথবা কর্মী ও উপাসক ছিলেন, এবং ফলকালে প্রজাপতি হইয়াছেন, তিনি) পাঙ্‌ক্ত কর্মের দ্বারা যে তিনটি অন্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই তিনটি অন্নের (অর্থাৎ বাক্, মন ও প্রাণের) দ্বারা অধিভূত ও অধ্যাত্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। এতদ্ভিন্ন কার্যাত্মক বা করণাত্মক কিছুই নাই। ইহাদের সমষ্টিই প্রজাপতি।

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশ কলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে সোঽমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ ॥ ১৪

[বাক্, মন, প্রাণরূপ অন্নত্রয় পাঙ্‌ক্ত কর্মের ফল ; কারণ উহারাও বিত্ত ও কর্মের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চাত্মকতা (পাঙ্‌ক্তত্ব) প্রাপ্ত হয়। বিত্ত ও কর্ম কিরূপে অন্নত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা কণ্ডিকাদ্বয়ে দেখানো হইতেছে]—সঃ এষঃ (উক্ত এই অন্নত্রয়াত্মা) প্রজাপতিঃ সংবৎসরঃ (সম্বৎসরপদবাচ্য, কালাত্মা) [এবং] ষোড়শকলঃ (ষোলটি অবয়বযুক্ত)। রাত্রয়ঃ এব ([পঞ্চদশ দিবারাত্রাত্মক] তিথিসকলই) তস্য (তাঁহার) পঞ্চদশ (পনর) কলাঃ, ধ্রুবা এব (যেটি অপরিবর্তিতরূপে অবস্থিত সেটি) অস্য (ইঁহার) ষোড়শীকলা। সঃ (চন্দ্রাত্মা প্রজাপতি) রাত্রিভিঃ এব ([পনর] তিথির দ্বারাই) আপূর্যতে চ অপক্ষীয়তে চ ([কলার বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষে] বর্ধিত হন এবং [কলার ক্ষয়ানুসারে কৃষ্ণপক্ষে] ক্ষীণ হন) [শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলরূপে অবস্থিত হন, এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হইয়া অমাবস্যার ধ্রুবকলারূপে স্থিত হন]। সঃ (সেই কালাত্মা প্রজাপতি) অমাবাস্যাম্ (অমাবস্যা) রাত্রিম্ (=রাত্রৌ, রাত্রিতে) এতয়া (এই) ষোড়শ্যা কলয়া (ষোড়শী

ধ্রুবকলাদ্বারা) ইদম্ সর্বম্ প্রাণভৃৎ (এই সমস্ত প্রাণিবর্গে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া) [সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থানপূর্বক] ততঃ প্রাতঃ (পরদিন প্রতিপদে প্রাতঃকালে) জায়তে ([দ্বিতীয়া কলার সহিত যুক্ত হইয়া] জাত হন) তস্মাৎ (সেইজন্য) এতস্যাঃ দেবতায়াঃ এব (এই চন্দ্রদেবতারই) অপচিত্যৈ (পূজার জন্য) [বিধি এই]—এতাম্ রাত্রিম্ (=এতস্যাম্ রাত্রৌ, এই অমাবস্যা রাত্রিতে) প্রাণভৃতঃ (প্রাণীর) প্রাণম্ (জীবন)—অপি কৃকলাসস্য (এমন কি কৃকলাসেরও জীবন)—ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (হরণ করিবে না।১৪

উক্ত এই সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতির ষোলটি কলা আছে। তিথিসকলই ইঁহার পনর কলা, এবং ইঁহার ষোড়শী কলা ধ্রুবা। তিনি ঐ তিথিসকলের দ্বারা বর্ধিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হন। তিনি এই ষোড়শী কলার সাহায্যে অমাবস্যা-তিথিতে এইসমস্ত প্রাণিবৃন্দকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন এবং পরদিন উত্থিত হন।[১] সুতরাং এই (চন্দ্র-প্রজাপতি) দেবতার সম্মানার্থে (এই বিধি)—এই অমাবস্যা রাত্রিতে কোনও প্রাণীর, এমন কি কৃকলাসেরও, প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিবে না।[২] ১৪

১ প্রাণীরা যাহা কিছু পান বা আহার করে, অমাবস্যা-তিথিতে প্রজাপতি ধ্রুবকলা অবলম্বনে সেইসমস্ত জল ও ওষধির আকারে পরিণত হইয়া সর্বব্যাপিরূপে অবস্থান করেন। ১।৪।১৭-এ বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতিত্বলাভে ইচ্ছুক কোনও যজমান ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি পিতা (যজমান), মাতা যজমানপত্নী, সন্তান, বিত্ত ও কর্মসহায়ে প্রজাপতিত্ব লাভ করিবেন। সেই ইচ্ছানুযায়ী তিনি পাঙ্‌ক্ত-কর্মের ফলরূপে, অর্থাৎ পঞ্চাত্মক সর্বস্বরূপ প্রজাপতিরূপে জন্মলাভ করিলেন—ইহাই এই ব্রাহ্মণে দর্শিত হইল। যথা—দ্যুলোক, আদিত্য ও মন পিতা ; পৃথিবী, অগ্নি ও বাক্ জায়া (মাতা) ; প্রাণ প্রজা ; তিথিসকল বিত্ত, কারণ বিত্তের ন্যায় উহাদের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে ; কালের অবয়বভূত ঐ কলাসকলের দ্বারা জগতের পরিণাম হওয়াই কর্ম।

২ ছাঃ, ৮।১৫।১-এ আছে যে, শাস্ত্রবিহিত স্থান ভিন্ন অন্যত্র প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ। অমাবস্যাতে প্রাণিহিংসা করিবে না—এই নিষেধের অর্থ ইহা নহে যে,অন্য সময়ে হিংসা করা

চলে ; প্রত্যুত চন্দ্রদেবতার সম্মান রক্ষার জন্য অমাবস্থায় প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ—ইহাই নিষেধের সার্থকতা।

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব স যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্ যদ্যপি সর্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাঽগাদিত্যেবাহুঃ ॥ ১৫

যঃ বৈ (যিনিই) সঃ সংবৎসরঃ ষোড়শকলঃ প্রজাপতিঃ, সঃ অয়ম্ এব (ইনিই) যঃ (যিনি) অয়ম্ এবং-বিৎ (এতাদৃশ এই জ্ঞানবান্) পুরুষঃ। তস্য (উক্ত উপাসকের) বিত্তম্ এব (সম্পত্তিই) পঞ্চদশ কলাঃ [পূর্বকণ্ডিকা, টীকা ১] ; আত্মা এব (দেহপিণ্ডই) অস্য ষোড়শী কলা, [কারণ চন্দ্রের ধ্রুবকলা যেরূপ বর্ধিত বা ক্ষীণ হয়, সেইরূপ] সঃ (উক্ত শরীর) বিত্তেন এব (সম্পত্তিরই দ্বারা) আপূর্যতে চ অপক্ষীয়তে চ। অয়ম্ যৎ আত্মা (এই যে দেহপিণ্ড) তৎ এতৎ (উক্ত পিণ্ডই) নভ্যম্ ([রথচক্রের] নাভিস্থানীয়), বিত্তম্ ([পরিবারাদি বাহ্য] সম্পত্তি) প্রধিঃ (চক্রের শলাকা ও নেমিস্থানীয়)। তস্মাৎ (অতএব) যদ্যপি (যদিও) [কেহ] সর্বজ্যানিম্ জীয়তে (সর্বস্বাপহরণরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হয়) [তথাপি] চেৎ (যদি) আত্মনা জীবতি ([নাভিস্থানীয়] দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকে) [তবে লোকে] প্রধিনা অগাৎ ([এই ব্যক্তি কেবল] চক্রশলাকা ও চক্রনেমী [স্থানীয় পরিবারাদি] হইতে বিচ্যুত হইয়াছে) [অর্থাৎ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই ; নাভিতে শলাকাদির সংযোগের ন্যায় আবার তাহার বিত্তাদিসংযোগ হইতে পারে] ইতি এব আহুঃ (ইহাই বলে) ।১৫

যিনি এতাদৃশ জ্ঞানবান্ পুরুষ,[১] তিনিই প্রাগুক্ত ঐ সম্বৎসরাখ্য ষোড়শকল প্রজাপতি। বিত্তই তাঁহার পনর কলা এবং দেহ তাঁহার ষোড়শ কলা ; বিত্তদ্বারাই উক্ত দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই যে দেহপিণ্ড উহা চক্রনাভিসদৃশ। সেইজন্য কেহ সর্বস্ববিনাশরূপ হীনদশাগ্রস্ত

হইলেও যদি সে সশরীরে বাঁচিয়া থাকে, তবে লোকে বলে, "ইনি কেবল চক্রশলাকাদিহীন হইয়াছেন।" ১৫

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্ বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ১৬

[দৈববিত্তের অর্থাৎ উপাসনার সহিত আচরিত কর্মের দ্বারা প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, ইহা বলা হইয়াছে ; এবং ইহাও সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, পুত্রাদির সহিত লোকপ্রাপ্তির সম্বন্ধ আছে। এখন বিশেষভাবে সাধনভূত ঐ পুত্র, কর্ম ও উপাসনার সহিত সাধ্যভূত ত্রিলোকের সম্বন্ধ প্রকটিত হইতেছে]—অথ (সম্প্রতি) ত্রয়ঃ বাব (তিনটি মাত্রই) লোকাঃ (লোক) [আছে]—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকঃ দেবলোকঃ ইতি। সঃ অয়ম্ (উক্ত এই) মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব (কেবল পুত্রেরই দ্বারা) জয্যঃ (জেতব্য, সাধ্য), অন্যেন (অন্য কিছুর দ্বারা) [অর্থাৎ] কর্মণা (কর্মের দ্বারা) [বা বিদ্যাদ্বারা] ন (নহে), পিতৃলোকঃ কর্মণা [এব] ([কেবল অগ্নিহোত্রাদি] কর্মের দ্বারা), দেবলোকঃ বিদ্যয়া [এব] ([কেবল] উপাসনার দ্বারা) [জেতব্য]। লোকানাম্ (তিন লোকের মধ্যে) দেবলোকঃ বৈ (দেবলোকই) শ্রেষ্ঠঃ (সর্বোত্তম) ; তস্মাৎ (শ্রেষ্ঠ লোকের সাধন বলিয়া) [জ্ঞানীরা] বিদ্যাম্ (উপাসনাকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করেন) ।১৬

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক—এই তিনটি লোক আছে। উক্ত এই মনুষ্যলোক একমাত্র পুত্রের দ্বারা জয় করিতে পারা যায়, অপরের দ্বারা, (অর্থাৎ) কর্মের দ্বারা নহে ; পিতৃলোক (কেবল) কর্মের দ্বারা এবং দেবলোক (কেবল) বিদ্যাদ্বারা জয় করিতে হয়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই সর্বোত্তম ; সেইজন্য বিদ্যার প্রশংসা করা হয়।[১] ১৬

১ এইরূপে সাধনত্রয়ের দ্বারা লভ্য সাধ্য ত্রিলোকের কথা বলা হইল। পুত্রলাভের জন্য পত্নীগ্রহণ এবং কর্মসম্পাদনের জন্য বিত্তসঞ্চয় হয়, অতএব উহারা লোকলাভের স্বতন্ত্র কারণ নহে বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ নিরর্থক।

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং সর্বেষাং যজ্ঞ ইত্যেকতা যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সর্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্বমেতন্মা সর্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষয়াঽকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈনমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি ॥ ১৭

[পুত্র, কর্ম ও উপাসনা—এই সাধনত্রয়ের মধ্যে কেবল শেষ দুইটির আচরণের ফলেই সমুচিত লোকলাভ হয়। অতএব উহাদের লোকজয়হেতুতা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পুত্রলাভের দ্বারা কিরূপে মনুষ্যলোক জয় হয়, ইহা সহসা বুদ্ধিগম্য হয় না]—অতঃ (সুতরাং) অথ (অতঃপর) সম্প্রত্তিঃ (সম্প্রদান, পিতা যে প্রকারে পুত্রকে কর্তব্যভার অর্পণ করেন, সেই ক্রিয়াবিশেষ) [বলা হইতেছে]। (পিতা) যদা (যখন) প্রৈষ্যন্ মন্যতে ([অরিষ্টাদি দর্শন করিয়া] "আমি মরিব" এইরূপ মনে করেন) অথ (তখন) পুত্রম্ আহ (পুত্রকে বলেন)—ত্বম্ (তুমি) ব্রহ্ম, ত্বম্ যজ্ঞঃ ত্বম লোকঃ ইতি। সঃ পুত্রঃ ([উক্ত প্রকারে উক্ত হইয়া] সেই পুত্র) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তর দেন)—অহম্ (আমি) ব্রহ্ম, অহম্ যজ্ঞঃ, অহম্ লোকঃ ইতি। [শ্রুতি নিজেই ইহার অর্থ বলিতেছেন] [অধীতব্য] যৎ বৈ

কিম্ চ (যাহা কিছু) অনু-উক্তম্ (স্বাধ্যায়) [অধীত ও অনধীত আছে] তস্য সর্বস্য (সেই সমস্তের) ব্রহ্ম ইতি একতা (ব্রহ্ম এই শব্দে একীভাব হইল) [এতাবৎকাল যে বেদাধ্যয়ন আমার কর্তব্য ছিল, তাহা অতঃপর তোমার কর্তব্য হউক ; কারণ তুমি ব্রহ্ম]। [আমার অনুষ্ঠেয়] যে বৈ কে চ (যাহা কিছু) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) [অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত আছে] তেষাম্ সর্বেষাম্ (সেই সকলের) যজ্ঞঃ ইতি একতা—[আমার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ অতঃপর তোমার কর্তব্য হউক, কারণ তুমি যজ্ঞ]। [আমার দ্বারা জেতব্য] যে বৈ কে চ লোকাঃ (লোকসমূহ) [বিজিত বা অবিজিত রহিয়াছে] তেষাম্ সর্বেষাম্ লোকঃ ইতি একতা—[আমার জেতব্য লোকসকল তোমার জেতব্য হউক, কারণ তুমি লোক]। ইদম্ সর্বম্ (গৃহীর কর্তব্য এই সমস্ত) এতাবৎ বৈ (এই পর্যন্তই) এতৎ সর্বম্ (এই সমস্ত) সন্ (হইয়া) [আমার ভার নিজের উপর লইয়া] অয়ম্ (এই পুত্র) মা (আমাকে) ইতঃ (এই সংসার-বন্ধন হইতে) অভুনজৎ (=ভোক্ষ্যতি, পালন করিবে) ইতি। [যেহেতু পিতাকে কর্তব্য-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে] তস্মাৎ (অতএব) অনুশিষ্টম্ পুত্রম্ ([উপযুক্তরূপে] উপদিষ্ট পুত্রকে, শিক্ষিত পুত্রকে) [লোকে] লোক্যম্ (লোকলাভের উপায়) আহুঃ (বলে)। তস্মাৎ এনম্ (এই পুত্রকে) [পিতা] অনুশাসতি (শিক্ষা দেন) এবং-বিৎ (উক্ত প্রকার জ্ঞানবান্, যে পিতা স্বীয় কর্তব্যবিষয়ক সঙ্কল্প পুত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনি) যদা অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রৈতি (গমন করেন, মরেন) অথ (তখন) সঃ (তিনি) এভিঃ এব প্রাণৈঃ সহ (এইসকল বাক্, মন ও প্রাণেরই সহিত) পুত্রম্ আবিশতি (পুত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন, পুত্রকে ব্যাপ্ত করেন)। [পুত্র শব্দের নির্বচন এই]—যদি [কখনও] অনেন (এই পিতার দ্বারা) অক্ষ্ণয়া (কোনও ছিদ্র, ত্রুটি বশতঃ) কিম্‌চিৎ (কোনও কিছু) অকৃতম্ ভবতি (অননুষ্ঠিত থাকে) [তবে] সঃ পুত্রঃ (ঐ পুত্র) [লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক] তস্মাৎ সর্বস্মাৎ (সেই সমস্ত [অকৃত কর্তব্য] হইতে) এনম্ (এই পিতাকে) মুঞ্চতি (মুক্ত করে [স্বয়ং উহা অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ণ করে]) ; [যেহেতু পিতৃচ্ছিদ্র "পূর্ণ" করিয়া "ত্রাণ" করে] তস্মাৎ পুত্রঃ নাম (পুত্র নাম হইয়াছে)। সঃ (সেই পিতা) পুত্রেণ এব (পুত্রদ্বারাই) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন) [মরিয়াও এই লোকে অমর হন, অর্থাৎ মনুষ্যলোক জয় করেন]। অথ (অনন্তর, সম্প্রত্তিকর্ম সম্পাদনের পর) এতে (এই সকল) অমৃতাঃ (অমর) [ও] দৈবাঃ (প্রাজাপত্য) প্রাণাঃ (বাক্ মন, ও প্রাণ) এনম্ (এই [কৃতসম্প্রত্তিক] পিতাকে) আবিশন্তি (ব্যাপ্ত করে) [তিনি প্রজাপতিত্ব লাভ করেন]। ১৭

সুতরাং অতঃপর সম্প্রত্তি (বলা হইতেছে)—পিতা যখন মনে করেন যে তিনি মরিবেন, তখন পুত্রকে (আহ্বান করিয়া) বলেন, "তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক।" সেই পুত্র প্রত্যুত্তর দেন, "আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক।" (অর্থাৎ পিতার বক্তব্য এই)—"আমার (অধীতব্য) যাহা কিছু বেদাধ্যয়ন ছিল, তাহা ব্রহ্ম এই শব্দে সংগৃহীত হইল; আমার (অনুষ্ঠেয়) যত কিছু যজ্ঞ ছিল, তাহা যজ্ঞ এই শব্দে সংগৃহীত হইল; আমার (জেতব্য) যত কিছু লোক ছিল, তাহা লোক এই শব্দে সংগৃহীত হইল। (গৃহীর কর্তব্য) এই (যাহা কিছু আছে) সমস্তই এতাবৎপরিমাণ। এই সমস্ত হইয়া এই পুত্র আমাকে ইহলোক হইতে রক্ষা করিবে।" এইজন্য যথোপদিষ্ট পুত্রকে (লোকে) লোক-লাভের হেতু বলিয়া থাকে। সুতরাং এই পুত্রকে (পিতা) শিক্ষা দিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার (কৃতসম্প্রত্তিক) ব্যক্তি যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বাক্, মন ও প্রাণ অবলম্বনে পুত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন।[১] যদি (কখনও) কোনও ত্রুটিরূপ ছিদ্রবশতঃ পিতার কোনও কর্ম অননুষ্ঠিত থাকিয়া যায়, তবে এই পুত্র তাহা হইতে পিতাকে মোচন করেন—এইজন্যই পুত্র নাম হইয়াছে। উক্ত পিতা পুত্রকে অবলম্বন করিয়াই এই লোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অনন্তর অমর ও দৈব ঐসকল বাক্, মন ও প্রাণ পিতাকে ব্যাপ্ত করে। ১৭

১ ঘট ভগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থ আলোক যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তেমনি দেহাবরণ বিনষ্ট হওয়ায় পিতার বাক্, মন ও প্রাণ স্বীয় আধিদৈবিক স্বরূপে (পৃথিবী-দ্যুলোক, জল-অগ্নি ও আদিত্য-চন্দ্ররূপে) সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়। কারণ, "আমি অধ্যাত্মাদি বিবিধরূপে অবস্থিত অনন্ত বাক্, মন ও প্রাণ" এইরূপ উপাসনা করিয়া পিতা তাহাদের সহিত অভিন্ন ও পুত্রাদি সকলেরই আত্মস্বরূপ হইয়াছেন। পুত্র উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে পিতার কর্তব্য স্বীকার করিয়া

লন, এবং পিতা পুত্ররূপে ইহলোকেই বর্তমান থাকেন ; তাঁহাকে মৃত মনে করা অনুচিত।— ঐ:, ২।১।৪

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগ্‌ যয়া যদ্ যদেব বদতি তত্তদ্ ভবতি ॥ ১৮

[হিরণ্যগর্ভের বাগাদি কিরূপে পিতাকে ব্যাপ্ত করে তাহা কণ্ডিকাত্রয়ে বলা হইতেছে] —পৃথিব্যৈ [=পৃথিব্যাঃ] (পৃথিবী হইতে) চ অগ্নেঃ চ (এবং অগ্নি হইতে) দৈবী (আধিদৈবাত্মিকা, প্রাজাপত্য) বাক্ এনম্ আবিশতি (ইঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়)। সা বৈ দৈবী বাক্ (উহাই [মিথ্যাদিদোষশূন্য বিশুদ্ধা] দৈবী বাক্) যয়া (যাহার দ্বারা) যৎ যৎ এব (যাহা যাহাই) [বিদ্বান্] বদতি (বলেন) তৎ তৎ (তাহা তাহাই) ভবতি (হয়)। ১৮

পৃথিবী ও অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়।[১] উহাই দৈবী বাক্ যদ্দ্বারা তিনি যাহা যাহা বলেন তাহাই হইয়া থাকে। ১৮

১ পৃথিবী ও অগ্নিরূপিণী দৈবী বাক্ই (১।৫।১১) নিখিল প্রাণীর বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান। কিন্তু শরীরাদিতে আসক্তিবশতঃ উহার স্বরূপ আবৃত থাকে। বিদ্বানের সেই দোষ অপসারিত হইলে প্রদীপপ্রকাশের ন্যায় উক্ত বাক্ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়; ইহাই দৈবী বাকের অনুপ্রবেশ (পূর্বকণ্ডিকার টীকা); পরে দৈব মন ও প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৯

দিবঃ চ (দ্যুলোক হইতে) আদিত্যাৎ চ (এবং সূর্য হইতে) দৈবম্ মনঃ [১।৫।১২] এনম্ আবিশতি। তৎ বৈ (উহাই) দৈবম্ মনঃ যেন (যদ্দ্বারা) [তিনি] আনন্দী এব

(কেবল সুখীই) ভবতি, অথো (অধিকন্তু) ন শোচতি (শোক করেন না) [কারণ তখন শোকের কোনও কারণ বর্তমান থাকে না] । ১৯

দ্যুলোক ও আদিত্য হইতে দৈব মন তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। উহাই দৈব মন, যদ্দ্বারা তিনি কেবল সুখীই হইয়া থাকেন, অধিকন্তু শোক করেন না। ১৯

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণঃ আবিশতি স বৈ দৈবঃ প্রাণো য সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎ সর্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতান্যবন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ॥ ২০

অদ্ভ্যঃ চ (জল হইতে) চন্দ্রমসঃ চ (এবং চন্দ্রমা হইতে) দৈবঃ প্রাণঃ [১।৪।১৩] এনম্ আবিশতি। সঃ বৈ (উহাই) দৈবঃ প্রাণঃ যঃ (যাহা) সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ ([ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে কিংবা জঙ্গম ও স্থাবররূপে] সঞ্চারিত ও অসঞ্চারিত হইয়া) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না, দুঃখের কারণভূত ভয়ে বিহ্বল হয় না), অথো (আরও) ন রিষ্যতি (বিনষ্ট হয় না)। এবং বিৎ সঃ (যিনি অন্নত্রয়ে আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন তিনি) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সকল প্রাণীর) আত্মা (বাক, মন ও প্রাণ) ভবতি (হন) [অর্থাৎ সর্বভূতের আত্মরূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ হন]। এষা দেবতা যথা (এই হিরণ্যগর্ভ-দেবতা যেরূপ সর্বজ্ঞ সর্বকৃৎ) এবম্ সঃ (তিনিও সেইরূপ হন)। সর্বাণি ভূতানি (নিখিল প্রাণী) যথা (যেমন) এতাম্ দেবতাম (এই হিরণ্যগর্ভকে) [যজ্ঞাদিদ্বারা) অবন্তি (পালন করে, পূজা করে) এবম্ হ (ঠিক তেমনি) এবং-বিদম্ (এতাদৃশ জ্ঞানীকে) সর্বাণি ভূতানি অবন্তি। ইমাঃ প্রজাঃ (এইসকল প্রাণী) যৎ উ কিম্ চ (যেকোনও প্রকারেই) শোচন্তি (শোক করে), আসাম্ তৎ (ইহাদের সেই শোক) [তাভিঃ] অমা এব (তাহাদেরই সহিত) [সংযুক্ত] ভবতি (হন)।

পুণ্যম্ এব (কেবল পুণ্যই, শুভফলই) অমুম্ গচ্ছতি (ইঁহার নিকট যায়) ; পাপম্ (পাপ, পাপফল, দুঃখ) দেবান্ (দেবগণের নিকট) ন হ বৈ গচ্ছতি (মোটেই যায় না)। [ছাঃ, ১।৪।৪, ৩।৬।১]। ২০

জল হইতে এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাহা সঞ্চারিত বা অসঞ্চারিত হইয়া ব্যথিত হয় না এবং বিনষ্ট হয় না, উহাই দৈব প্রাণ। এতাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্বভূতের আত্মা হন। এই হিরণ্যগর্ভ-দেবতা যেরূপ ইনিও সেইরূপ। নিখিল প্রাণী যেমন এই (হিরণ্যগর্ভ) দেবতাকে পূজা করে, ঠিক তেমনি সর্বভূত এতাদৃশ জ্ঞানীকে পূজা করে। এইসকল প্রাণী যে কোনও প্রকারেই শোক করুক না কেন, তাহাদের সেই শোক তাহাদেরই সহিত যুক্ত থাকে। কেবল পুণ্যই ইঁহার নিকট যায় ;[১] পাপ দেবগণকে মোটেই স্পর্শ করে না। ২০

১ তিনি সকলের আত্মা হন, ইহা বলিলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তিনি সকল প্রাণীর কার্যকারণাত্মক হইয়া সকলের দুঃখে দুঃখী হইবেন। কিন্তু তাহা হয় না। যেখানে পরিচ্ছিন্ন আত্মবোধ, অর্থাৎ "আমার তোমার" ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত সম্বন্ধবোধ আছে সেখানেই দুঃখের সংযোগ সম্ভব। হিরণ্যগর্ভরূপী বিদ্বান্ পরিচ্ছিন্ন আত্মাভিমানী নহেন : সুতরাং তাঁহার দুঃখসংযোগও নাই। পরন্তু যজমানাবস্থায় তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হিরণ্যগর্ভাবস্থায় সেই পুণ্যরাশি তাঁহাতে সমন্বিত হয়।

অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজাপতির্হ কর্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্‌ দধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্মাণি যথাকর্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোৎ তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুদ্ধ তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং

দধ্রিরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎ কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ২১

[১।৫।১৩ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে—"বাক্, মন ও প্রাণ সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত। এখন প্রশ্ন এই—সকলকে কি সমান ভাবিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, কিংবা বিচার করিলে উক্ত উপাসনাবিষয়ে কোনও ইতরবিশেষ অবধারিত হয় ?] অস্তঃ (সুতরাং, জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য) অথ (অনন্তর) ব্রতমীমাংসা (অবশ্যানুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিষয়ে আলোচনা; অর্থাৎ বাক্ মন ও প্রাণের উপাসনাকালে তাহাদের কর্মসম্বন্ধে যেরূপ ভাবনা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা) [আরম্ভ হইতেছে]—প্রজাপতি হ [প্রজাসৃষ্টির পরে কর্মের সাধনভূত] কর্মাণি (কর্মশব্দবাচ্য বাগাদি করণসকল ইন্দ্রিয়বর্গ) সসৃজে (সৃজন করিলেন)। তানি (সেই কারণসকল) সৃষ্টানি (সৃষ্ট হইয়া) অন্যোন্যেন (পরস্পরের সহিত) অস্পর্ধন্ত (স্পর্ধা, সংঘর্ষ, করিয়াছিলেন)। অহম্ (আমি) বদিষ্যামি এব (বলিতেই থাকিব, স্বব্যাপার হইতে বিরত হইব না) ইতি (এইরূপ ব্রত) বাক্ দধ্রে (ধারণ করিলেন) [অর্থাৎ অপর কেহ যদি অবিরাম স্বব্যাপার-সাধনে সমর্থ থাকেন, তবে তিনিও স্বসামর্থ্যের পরীক্ষা প্রদান করুন—এই অভিপ্রায়ে স্বকার্যে রত হইলেন]। অহম্ দ্রক্ষ্যামি (দর্শন করিতে থাকিব) ইতি চক্ষুঃ, অহম্ শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিতে থাকিব) ইতি শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়), এবম্ (এইরূপে) অন্যানি কর্মাণি (অপর ইন্দ্রিয়বৃন্দ) যথাকর্ম (যাঁহার যেরূপ কর্ম তদনুরূপ) [ব্রত ধারণ করিলেন]। মৃত্যুঃ (মরণ) শ্রমঃ ভূত্বা (শ্রমরূপ ধারণ করিয়া) তানি (সেই ইন্দ্রিয়গণকে); উপযেমে (স্বায়ত্ত করিলেন)—[অর্থাৎ] মৃত্যুঃ তানি আপ্নোৎ (তাঁহাদিগকে পাইলেন, তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন), তানি আপ্ত্বা (সন্নিহিত হইয়া) অবারুন্ধ (অবরুদ্ধ করিলেন) [স্ব স্ব কর্ম হইতে বিচ্যুত করিলেন]। তস্মাৎ (সেইজন্য) বাক্ শ্রাম্যতি এব (অবশ্যই শ্রান্ত হন), চক্ষুঃ শ্রাম্যতি, শ্রোত্রম্ শ্রাম্যতি। অথ (কিন্তু) যঃ অয়ম্ (এই

যিনি) মধ্যমঃ প্রাণঃ (দেহমধ্যস্থ প্রাণ) ইমম্ এব (কেবল ইঁহাকেই) [মৃত্যু] ন আপ্নোৎ (পাইলেন না)। তানি ([অপর] ইন্দ্রিয়গণ) [সেই প্রাণকে] জ্ঞাতুম্ দধ্রিরে (জানিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন)। যঃ সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ ন ব্যথতে অথো ন রিষ্যতি [১।৫।২০], অয়ম্ বৈ (ইনিই) নঃ (আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ। হন্ত (ভাল কথা), [আমরা] সর্বে (সকলে) অস্য এব (ইঁহারই) রূপম্ অসাম (রূপ প্রাপ্ত হই, প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করি) ইতি (এইরূপ) [তাঁহারা চিন্তা করিলেন]। তে (তাঁহারা) সর্বে এতস্য এব (ইঁহারই) রূপম্ অভবন্ (রূপ ধারণ করিলেন, প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করিলেন)। তস্মাৎ এতে (এই ইন্দ্রিয়সকল) এতেন (ইঁহার নামে) প্রাণাঃ (প্রাণবৃন্দ) ইতি (এইরূপে) আখ্যায়ন্তে (আখ্যাত হন)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপে বাগাদির প্রাণাত্মতা জানেন) [তিনি] যস্মিন কুলে (যে কুলে) ভবতি (জাত হন) তৎ কুলম্ (সেই কুলকে) [লোকে] তেন হ বাব (অবশ্যই তাঁহারই নামে) আচক্ষতে (বলে)। যঃ উ হ (যে কেহ) এবংবিদা (এইরূপ প্রাণাত্মদর্শীর সহিত) স্পর্ধতে (স্পর্ধা করে, তাঁহার প্রতিপক্ষ হয়) [সে এই শরীরেই] অনুশুষ্যতি (শুষ্ক হইয়া যায়), অনুশুষ্য (শুষ্ক হইয়া) অন্ততঃ (অবশেষে) ম্রিয়তে হ এব (অবশ্যই মরে)। ইতি অধ্যাত্মম্ (এইরূপে অধ্যাত্ম প্রাণদর্শন বলা হইল)।২১

স্নতরাং অতঃপর ব্রতের[১] (অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য কর্মের) মীমাংসা (বলা হইতেছে)—প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সৃজন করিলেন। তাঁহারা সৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত স্পর্ধা করিতে লাগিলেন। বাক্ সঙ্কল্প করিলেন, "আমি বলিতেই থাকিব।" চক্ষু সঙ্কল্প করিলেন, "আমি দেখিতেই থাকিব।" কর্ণ সঙ্কল্প করিলেন, "আমি শুনিতেই থাকিব।" অপর ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব কর্মানুযায়ী সঙ্কল্প করিলেন। মৃত্যু শ্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বায়ত্ত করিলেন—মৃত্যু তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন। সেইজন্য

১ ১।৫।১৩-এ উক্ত উপাসনার অঙ্গরূপে প্রাণব্রত অবশ্য ধারণীয়।

বাক্ অবশ্যই শ্রান্ত হন, চক্ষু শ্রান্ত হন, কর্ণ শ্রান্ত হন।[২] কিন্তু এই যিনি দেহমধ্যস্থ প্রাণ, কেবল ইঁহাকেই মৃত্যু আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। অপর ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে জানিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন—"যিনি সঞ্চারিত কিংবা অসঞ্চারিত থাকিয়াও ব্যথিত হন না বা বিনষ্ট হন না, তিনিই আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। ভাল কথা, আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি।" তাঁহারা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করিলেন। সেইজন্য ইঁহারা ইঁহারই নামে অর্থাৎ "প্রাণবৃন্দ" এই নামে, আখ্যাত হন।[৩] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যে কুলে জাত হন, সেই কুল তাঁহারই নামে আখ্যাত হয়। যে কেহ এইরূপ জ্ঞানীর প্রতি স্পর্ধা করে, সে শীর্ণ হয় এবং বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে অবশ্যই মরে। এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন বলা হইল।২১

২ আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ শ্রান্ত হয়; অতএব অনুমান করা চলে—পূর্বে প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গ্রামও শ্রান্ত হইয়াছিল; কেন না কারণগুণই কার্যে আসে।

৩ ইন্দ্রিয়-দেবতাগণের দ্বিবিধ রূপ—তাঁহারা প্রকাশাত্মক ও চলনাত্মক। প্রাণব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অসম্ভব। প্রাণব্যাপারেরই অনুগমন করিয়া তাঁহারা স্বব্যাপারে রত হন। এইজন্য তাঁহারাও প্রাণ-শব্দবাচ্য।

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ২২

অথ (অতঃপর) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক দর্শন) [বলা হইতেছে; অর্থাৎ কোন দেবতাবিশেষের ব্রত ধারণীয়, তাহা দেখানো হইতেছে]—অহম্ জ্বলিষ্যামি এব (কেবল জ্বলিতেই থাকিব) ইতি অগ্নিঃ দধ্রে; অহম্ তপ্স্যামি (তাপ দিতে থাকিব) ইতি আদিত্যঃ,

অহম্ ভাস্যামি (কিরণ বিকীরণ করিতে থাকিবে) ইতি চন্দ্রমাঃ, এবম্ (এইরূপে) [বিদ্যুদাদি] অন্যাঃ দেবতাঃ (অপর দেবগণ) যথা-দৈবতম্ (নিজ নিজ দৈবব্যাপার অনুযায়ী) [ব্রত ধারণ করিলেন]। এষাম্ প্রাণানাম্ (এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) সঃ মধ্যমঃ প্রাণঃ (সেই দেহমধ্যস্থ প্রাণ) যথা (যেরূপ [অভগ্নব্রত—১।৫।২১]) এবম্ (এইরূপ) এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের মধ্যে) বায়ুঃ [স্বীয় কার্যের অভগ্নব্রত]। হি (কারণ) অন্যাঃ দেবতাঃ ম্লোচন্তি (অস্তগমন করেন, স্বকর্ম হইতে বিরত হন), [কিন্তু] বায়ুঃ ন ([বিরত] হন না)। যৎ (=যঃ, যিনি) বায়ু, সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) অনস্তমিতা (অস্তমিত হন না) ।২২

অতঃপর অধিদৈবত দর্শন বলা হইতেছে—অগ্নি সঙ্কল্প করিলেন, "আমি জ্বলিতেই থাকিব।" "আমি তাপ দিতে থাকিব", আদিত্য এই সঙ্কল্প করিলেন, "আমি কিরণ দিতে থাকিব", চন্দ্র এই সঙ্কল্প করিলেন। অপর দেবতারাও নিজ নিজ দৈবক্রিয়া অনুযায়ী সঙ্কল্প করিলেন। পূর্বোক্ত দেহমধ্যস্থ প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে প্রকার, বায়ুও দেবগণের মধ্যে সেই প্রকার।[১] কারণ অপর দেবগণ অস্তগমন করেন, বায়ু অস্তগমন করেন না। এই যে বায়ুদেবতা, ইনি অস্তবিহীন।[২] ২২

১ মৃত্যু প্রাণের ন্যায় বায়ুকেও স্বকর্মচ্যুত করিতে পারেন নাই।

২ এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব মীমাংসার দ্বারা স্থির হইল যে, প্রাণ ও বায়ুতে আত্মাভিমানীর ব্রত অভগ্ন হয়।

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্বন্তি। তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেন্মা

পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেৎ তেন এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ২৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ [পূর্বোক্ত বিষয়ের প্রকাশক] এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্র) ভবতি (আছে)—[শ্লোকটি এই—"যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন" ২।১।৯] যতঃ (যে বায়ু হইতে) সূর্যঃ উদেতি চ (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন) তম্ ধর্মম্ (সেই বায়ুর ব্রত) দেবাঃ (দেবগণ) চক্রিরে ([ধারণ] করিয়াছিলেন) ; সঃ এব (সেই ধর্মই) অদ্য (আজও, বর্তমান কালেও) সঃ উ (উহাই) শ্বঃ (কালও, ভবিষ্যতেও) [দেবগণকর্তৃক অনুসৃত হইতেছে ও হইবে] ইতি। প্রাণাৎ বৈ (প্রাণ হইতেই) এষঃ (ইনি, সূর্য্য) উদেতি, প্রাণে অস্তম্ এতি (অস্তগমন করেন) ; এতে (এই দেবগণ) যৎ বৈ (যে ব্রতটি) অমুর্হি (সেই সময়ে) অধ্রিয়ন্ত (ধারণ করিয়াছিলেন) তৎ এব (তাহাই) অদ্য অপি (এখনও) কুর্বন্তি (করিয়া থাকেন)। [যেহেতু বায়ু ও প্রাণের এই অবিরাম পরিস্পন্দনরূপ অভগ্ন ব্রতটি অগ্ন্যাদি ও চক্ষুরাদি দেবগণকর্তৃক অনুসৃত হয়] তস্মাৎ (সুতরাং) "নেৎ (পাছে) মা (আমাকে) পাপ্মা মৃত্যুঃ (পাপরূপী, শ্রমরূপী মৃত্যু) আপ্নুবৎ (প্রাপ্ত হয়, ধরিয়া ফেলে)" ইতি (এইরূপ [ভয়ে]) [অপর ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া] একম্ এব (একটি মাত্র) ব্রতম্ চরেৎ (ব্রত আচরণ করিবে)—[তাহা এই]—প্রাণ্যাৎ চ এব অপান্যাৎ চ (কেবল প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া করিবে)। যদি উ (যদি বা কদাচিৎ) [কেহ প্রাণব্রত] চরেৎ (আরম্ভ করেন) [তবে তিনি উহা] সমাপিপয়িষেৎ (সমাপ্ত করিতে ইচ্ছুক, যত্নবান্), [কারণ তাহা না হইলে প্রাণ দেবগণ অপমানিত হইবেন]। তেন উ (এই ব্রতের ফলে) এতস্যৈ দেবতায়ৈ (=এতস্যাঃ দেবতায়াঃ, এই প্রাণদেবতার) সাযুজ্যম্ (একাত্মতা) [কিংবা] সলোকতাম্ (সমানলোকতা, একস্থানত্ব) জয়তি (জয় করেন, প্রাপ্ত হন) ।২৩

(এই বিষয়ে) এই শ্লোক আছে—"যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তমিত হন, দেবগণ তাঁহারই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ; সেই ব্রত আজও (অনুষ্ঠিত হইতেছে) এবং কালও (হইবে)।" প্রাণ

হইতেই ইনি উদিত হন এবং প্রাণেই অস্তমিত হন। উক্ত দেবগণ তৎকালে যে ব্রতটি ধারণ করিয়াছিলেন আজও তাহাই করেন।[১] সুতরাং "পাছে আমায় পাপরূপী মৃত্যু ধরিয়া ফেলে", এই ভয়ে একটি মাত্র ব্রতই আচরণ করিবে, (অর্থাৎ) কেবল প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া করিবে। কেহ যদি কখনও (এই ব্রত) আরম্ভ করেন, তবে উহা সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই ব্রতের ফলে তিনি এই দেবতার সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন।[২]

১ পরিস্পন্দাত্মক একই বায়ু অধিদৈব বায়ু ও অধ্যাত্ম প্রাণরূপে অবস্থিত। অধিদৈব সূর্য বায়ু হইতে উদিত ও বায়ুতে অস্তমিত, এবং অধ্যাত্ম চক্ষুর্দেবতা প্রাণ হইতে উদিত ও প্রাণে অস্তমিত হন। শতপথব্রাহ্মণে আছে (১০।৩।৩।৬-৮), "মানুষ যখন ঘুমায়, তখন বাক্ প্রাণে, মন প্রাণে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে লীন হন ; যখন সে জাগে তখন প্রাণ হইতেই ইঁহারা পুনর্বার জাত হন ; ইহা অধ্যাত্ম (সিদ্ধান্ত)। অতঃপর অধিদৈবত (সিদ্ধান্ত) এই —আগুন নিভিলে বায়ুতে লীন হন, সূর্য অস্তমিত হইলে বায়ুতে প্রবেশ করেন, চন্দ্রও ঐরূপ করেন, দিক্‌সকলও বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত ; এবং তাঁহারা পুনর্বার বায়ু হইতে উঠেন।" বায়ু ও প্রাণের পরিস্পন্দনই অগ্ন্যাদি ও চক্ষুরাদি দেবগণের মধ্যে দেখা যায় ; এই স্পন্দন ছাড়িয়া তাঁহারা থাকেন না—ইহাই তাঁহাদের ব্রত।

২ প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া জীবিত ব্যক্তির পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এই বিধির তাৎপর্য এই—এবম্প্রকার ব্রতী অপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আমরণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। মনে রাখিতে হইবে—প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত মিলিয়া দুইটি ব্রত নহে, একটি মাত্র। ব্রতটি এইরূপ উপাসনাত্মক—"সর্বভূতে অবস্থিত বাগাদি ও অগ্ন্যাদি আমার সহিত অভিন্ন ; আমি সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার কর্তা ও প্রাণরূপী আত্মা।" এই উপাসনার ফলে সাধক প্রাণদেবতার সহিত অভেদ লাভ করেন, কিংবা উপাসনায় সমুচিত উৎকর্ষ না হইলে প্রাণের সালোক্য লাভ করেন।

প্রথমাধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষামুক্‌থমতো হি সর্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্তি॥ ১

ইদম্ বৈ (এই সমস্ত জগৎ অবশ্যই) নাম রূপম্ কর্ম ত্রয়ম্ (নাম, রূপ ও কর্ম—এই তিন পদার্থস্বরূপ)। বাক্ ইতি এতৎ (শব্দসামান্যরূপ যে বাক্ উহা) তেষাম্ (এষাম্) নাম্নান্ (উক্ত এই নামসকলের) উক্‌থম্ (কারণ, উপাদান); হি (কেন না) অতঃ (এই শব্দসামান্য হইতে) সর্বাণি নামানি (যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত ইত্যাদি [বাকের বিভিন্ন বিভাগস্থানীয় বিশেষ] নামসকল) উত্তিষ্ঠন্তি (উৎপন্ন হয়, [সামান্যাকার বাক্ হইতে বিশেষাকারে বিভক্ত হয়])। এতৎ (এই শব্দসামান্য) এষান্ (এই নামবিশেষসকলে) সাম (সামান্য); হি এতৎ সর্বৈঃ নামভিঃ সমম্ (সকল নামবিশেষের পক্ষে সমান)। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম (আত্মা) [নামসামান্য ব্যতীত নামবিশেষের অস্তিত্ব নাই]; হি এতৎ সর্বাণি নামানি বিভর্তি ([স্বরূপ-প্রদানপূর্বক] ধারণ করে)।১

এই সমস্ত জগতই নাম, রূপ ও কর্ম এই তিন পদার্থস্বরূপ।[১] বাক্‌নামক এই যে শব্দসামান্য, উহাই এই নামবিশেষসকলের উপাদান; কেন না উহা হইতে নিখিল নামবিশেষ উৎপন্ন হয়। এই শব্দসামান্য ইহাদের সাম; কেননা ইহা নিখিল শব্দের পক্ষে সর্বাসাধারণ। উহা ইহাদের আত্মা; কেননা এই শব্দসামান্য অখিল নামকে ধারণ করে।[২] ১

১ (ক) অবিদ্যার বিষয় এবং সাধ্য ও সাধনরূপে বিভক্ত এই ব্যাকৃত জগৎ, (খ) প্রাণের (=হিরণ্যগর্ভের) সহিত অভিন্নতালাভ-রূপ জ্ঞান ও কর্মের চরমোৎকৃষ্ট ফল, এবং

(গ) জগতের অব্যাকৃতাবস্থা—এই সমস্তই নাম, রূপ ও কর্ম। অতএব ইহারা অনাত্মা, সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে পরিত্যাজ্য। ইহাই বর্তমান অধ্যায়ের বক্তব্য। কারণ অনাত্মা হইতে চিত্ত নিবৃত্ত না হইলে আত্মলোকের উপাসনায়, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ উপাসনায়, বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয় না।

২ এখানে বাক্ (=শব্দসামান্য) ও নামের (=শব্দবিশেষের অভেদ তিন প্রকারে দেখানো হইল—(১) কার্য-কারণ অবলম্বনে, (২) সামান্য-বিশেষ অবলম্বনে, (৩) স্বরূপসমর্পণ অবলম্বনে। (১) সৈন্ধবাচল হইতে যেমন লবণকণাসমূহের উৎপত্তি হয়, তেমনি নামসামান্য হইতে নামবিশেষ উৎপন্ন হয়; কার্য ও কারণ অভিন্ন। বিশেষ সামান্যে অন্তর্ভুক্ত হয়; নামবিশেষগুলি নামসামান্যেরই বিবিধ রূপ। (৩) মৃত্তিকা হইতে ঘটের আত্মলাভ হয় এবং মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটের অবস্থান অসম্ভব, তেমনি নামসামান্যকে ছাড়িয়া নামবিশেষের আত্মলাভ বা অবস্থান অসম্ভব। পরবর্তী কণ্ডিকাদ্বয়ে রূপ ও কর্ম সম্বন্ধেও এই যুক্তি অবলম্বনীয়।

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি রূপাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি রূপাণি বিভর্তি ॥ ২

অথ (অতঃপর) চক্ষুঃ (চক্ষুর বিষয়-সামান্য, রূপসামান্য, প্রকাশ্য বিষয়মাত্র) রূপাণাম্ (শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণবিশেষসকলের), রূপাণি (রূপবিশেষসকল); সর্বৈঃ রূপৈঃ (সকল রূপবিশেষের পক্ষে) [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]।২

অতঃপর—অক্ষির বিষয়সামান্য, অর্থাৎ রূপসামান্যই, এই সমস্ত রূপবিশেষের উপাদান; কেন না উহা হইতেই নিখিল রূপবিশেষ উৎপন্ন হয়। এই রূপসামান্য রূপবিশেষসকলের সাম; কেন না উহা সকল রূপবিশেষের পক্ষেই সর্বসাধারণ; এই রূপসামান্য ইহাদের আত্মা; কেন না এই রূপসামান্য (সত্তাপ্রদানপূর্বক) অখিল রূপকে ধারণ করে।২

অথ কর্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি কর্মাণ্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ কর্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়মাত্মাত্মো একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন চ্ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ আত্মা ইতি এতৎ (শরীর, [কর্ম শরীরনিষ্পাদ্য, শরীরাবলম্বনে অভিব্যক্ত, ও শরীরে অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া শরীর=] কর্মসামান্য) এষাম্ কর্মণাম্ (এইসকল মননাত্মক, দর্শনাত্মক, চলনাত্মক কর্মবিশেষসকলের) উক্থম্ ; হি অতঃ সর্বাণি কর্মাণি (কর্মবিশেষসকল) উত্তিষ্ঠন্তি। এতৎ এষাম্ সাম ; হি এতৎ সর্বৈঃ কর্মভিঃ (সকল কর্মবিশেষের পক্ষে) সমম্। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম, হি এতৎ সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি। তৎ এতৎ (উক্ত এই নাম, রূপ ও কর্ম) ত্রয়ম্ সৎ (তিন হইয়াও) একম্ (এক)—[উহারা] অয়ম্ আত্মা (কার্যকরণ [দেহেন্দ্রিয়] সমষ্টিরূপ আত্মা), উ (আবার) আত্মা (দেহ) একঃ সন্ (এক হইয়াও) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটি)। তৎ এতৎ (বক্ষ্যমাণ এই) অমৃতম্ (অমৃত) সত্যেন (সত্যের, দৃশ্য ও অদৃশ্য ভূতপঞ্চকের, দ্বারা) ছন্নম্ (আবৃত)—প্রাণঃ বৈ ([আত্মার উপাধিভূত এবং করণস্থানীয় যে ক্রিয়াত্মক প্রাণ অন্তরে থাকিয়া শরীরকে ধারণ করে সেই] প্রাণই) অমৃতম্ (অবিনাশী, দেহের আত্মস্বরূপ) [প্রাণ অবিনাশী, কারণ স্থূল দেহের নাশ হইলেও মোক্ষের পূর্বে প্রাণ নষ্ট হয় না] ; [কিন্তু বিনাশী] নামরূপে ([কার্যরূপী ও শরীরাবস্থ] নাম ও রূপ) সৎ-ত্যম্ (সৎ ও তৎ, অদৃশ্য বায়ু ও আকাশ, এবং দৃশ্য অগ্নি, জল, ও পৃথিবী ; ভূতপঞ্চক) ; তাভ্যাম্ ([শরীরাত্মক] সেই নাম ও রূপের দ্বারা) অয়ম্ প্রাণঃ (এই প্রাণ) ছন্নঃ (আবৃত) ।৩

অতঃপর—দেহনামক এই যে কর্মসামান্য, উহাই নিখিল কর্মবিশেষের কারণ ; কেন না উহা হইতেই সমস্ত কর্মবিশেষ উৎপন্ন হয়। এই কর্ম-

সামান্য এই কর্মবিশেষসকলের সাম ; কেন না উহা সকল কর্মবিশেষের পক্ষেই সমান। এই কর্মসামান্য ইহাদের আত্মা ; কেন না কর্মসামান্য সমস্ত কর্মবিশেষকে ধারণ করে। উক্ত এই নাম, রূপ ও কর্ম—তিন হইয়াও একমাত্র এই দেহস্বরূপ ; আবার দেহ এক হইয়াও এই তিন। বক্ষ্যমাণ এই অমৃতটি সত্যের দ্বারা আবৃত—প্রাণই অমৃত ; নাম ও রূপ সত্য ; তাহাদের দ্বারা এই প্রাণ আবৃত[১]। ৩

১ তিনটি লাঠি যেমন পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া খাড়া হইয়া থাকে, তেমনি নাম', রূপ ও কর্ম পরস্পরের সাহায্যে বর্তমান আছে। উহারা সকলেই পরস্পরের আশ্রয়, পরস্পরের অভিব্যক্তির কারণ ও পরস্পরের লয়স্থান ; এই তিনটির মধ্যে কোনও একটিকে ছাড়িয়া অপর দুইটি থাকিতে পারে না। ১।৫।৩-এ বলা হইয়াছে যে, দেহ এই তিনটির সহিত, অর্থাৎ বাক্, মন ও প্রাণরূপী জগতের (নাম, রূপ ও কর্মের) সহিত অভিন্ন। এই দেহ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ভেদে বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত। 'সত্য' শব্দে বিরাট্‌দেহকে বুঝাইতেছে—উহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে নির্মিত। এই দেহ সূত্রাখ্য সমষ্টিপ্রাণের আয়তন ও আবরণ। এখানে ইহাই বলা হইল যে, স্থূলদেহের দ্বারা আবৃত লিঙ্গদেহ অনাত্মা হইলেও যখন দুর্বিজ্ঞেয়, তখন লিঙ্গদেহের দ্বারা আবৃত প্রত্যগাত্মা যে আরো দুর্বিজ্ঞেয় ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব প্রত্যগাত্মার জ্ঞানবিষয়ে অত্যন্ত অবহিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি॥ ১

[পূর্বে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় বিভক্ত করা হইয়াছে (মুঃ, ২।১।৪)। সূর্যাদি বিভিন্ন করণসংযুক্ত একটি সর্বসাধারণ ও সমষ্টিরূপ শরীরে অদ্বিতীয় প্রাণদেবতা অবস্থিত আছেন; ঐ বাহ্য শরীরটি বিরাট্, বৈশ্বানর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি, ক, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়। আবার এই প্রাণ ব্যষ্টিরূপে বিভিন্ন জীবদেহেও অবস্থিত আছেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অবস্থিত, চেতনাবান্ কর্তা ও ভোক্তৃরূপী এই প্রাণাখ্য অপরব্রহ্ম অবিদ্যারই বিষয়। বক্তা গার্গ্য এই অমুখ্য ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানিয়াছিলেন। শ্রোতা অজাতশত্রু কিন্তু মুখ্যব্রহ্মকেই আত্মরূপে জানিতেন। ইঁহাদের উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে আত্মার পরব্রহ্মস্বরূপ নির্ধারিত হইতেছে]—হ (একদা) গার্গ্য (গর্গগোত্রোদ্ভূত) দৃপ্তবালাকিঃ (বলাকার পুত্র [অসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে] গর্বিত) অনূচানঃ (বক্তা) [এক ব্রাহ্মণ] আস (ছিলেন)। সঃ (তিনি) কাশ্যম্ অজাতশত্রুম্ (কাশীরাজ অজাতশত্রুকে) উবাচ হ (বলিলেন)—[আমি] তে (আপনাকে) ব্রহ্ম ব্রবাণি (ব্রহ্ম বলিব, উপদেশ দিব) ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্যাম্ বাচি (এই কথার উপরে) সহস্রম্ ([গো] সহস্র) দদ্মঃ ([আপনাকে] দান করিতেছি); জনকঃ (জনক) [দাতা] জনকঃ [শ্রোতা] ইতি [এই বলিতে বলিতে] জনাঃ (লোকেরা) ধাবন্তি বৈ (অবশ্যই [জনকের প্রতি] ধাবিত হয়) ইতি।১

একদা গর্গগোত্রোদ্ভব দৃপ্তবালাকি-নামক এক বাগ্মী (ব্রাহ্মণ) ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন, “আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব।” অজাতশত্রু বলিলেন, “এই কথার উপরই আমি

হাজার গরু দান করিতেছি। ইহা প্রসিদ্ধ যে, লোকে 'জনক জনক' বলিয়া ধাবিত হয়।[১]" ১

১ "লোকে জনকের দান ও শ্রবণেচ্ছা দেখিয়া তাঁহার যশ কীর্তন করে এবং তাঁহার নিকট যায়। আমাতেও ঐরূপ গুণ আছে, ইহা প্রদর্শনের সৌভাগ্য উপস্থিত করিলেন বলিয়া আমি ব্রহ্মবিষয়ে শুনিবার পূর্বেই আপনাকে গোসহস্র দান করিলাম"—ইহাই রাজার অভিপ্রায়। আত্মনির্ণয় করিতে গিয়া এই গল্পের অবতারণার উদ্দেশ্য—(১) পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বিষয়টি সহজে বুদ্ধিস্থ করানো; (২) শ্রদ্ধা ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম সাধন, ইহা দেখানো; এবং (৩) কেবল তর্কবুদ্ধির নিষেধ করা।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজা ভবতি ॥ ২

সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) যঃ এব অসৌ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ [অধিষ্ঠিত আছেন]) এতম্ এব (ইহাকেই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম উপাসে (ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি) ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (এই ব্রহ্মবিষয়ে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (মোটেই সংবাদ করিবেন না) [নিষেধের আধিক্য বুঝাইবার জন্য দুইবার মা শব্দের প্রয়োগ]; অতিষ্ঠাঃ (অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া স্থিত, সর্বাতীত), সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (নিখিল ভূতের) মূর্ধা (মস্তক), রাজা (জ্যোতিষ্মান্) ইতি (এই [তিন গুণ-বিশিষ্ট] রূপে) অহম্ এতম্ বৈ (ইঁহাকেই), উপাসে ইতি। সঃ যঃ (যে কেহ) এতম্ (ইঁহাকে) এবম্ (এইরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তিনি উপাসনানুযায়ী] অতিষ্ঠাঃ, সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মূর্ধা, রাজা ভবতি (হন)। ২

গার্গ্য বলিলেন, "আদিত্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।[১]" অজাতশত্রু বলিলেন,

"এই ব্রহ্মবিষয়ে মোটেই কথা উত্থাপন করিবেন না; ইঁহাকে আমি সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন[২], তিনি সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক ও জ্যোতিষ্মান্ হন[৩]।" ২

১ "যিনি আদিত্যে অবস্থিত তিনিই চক্ষুর্দ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি প্রকারে অহংকর্তারূপে অবস্থিত আছেন, আমি ইঁহাকেই এই কার্যকরণসঙ্ঘাতে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করি ও নিজের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া (অহংগ্রহ) উপাসনা করি। আপনিও তাহাই করুন।"

২ "এই ব্রহ্ম আমার অজ্ঞাত নহেন; সুতরাং ইঁহার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া আমায় অজ্ঞ প্রতিপন্ন করিবেন না। এই ব্রহ্মের সম্বন্ধে আমার যে শুধু সাধারণ জ্ঞানই আছে তাহা নহে, আমি ইঁহার বিশেষণত্রয় এবং উপাসনার ফলও জানি।"

৩ "তাঁহাকে যেরূপ উপাসনা করে, উপাসক তাহাই হয়।" শঃ ব্রাঃ, ১০।৫।২।২০

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে ॥ ৩

সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ মা মা সংবদিষ্ঠাঃ; এতম্ বৈ অহম্ বৃহন্ ([সূর্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল দ্বিগুণ—এই প্রসিদ্ধি থাকায়] মহান্) পাণ্ডরবাসাঃ (শুক্লাম্বর), রাজা, সোমঃ (ষোড়শকল চন্দ্র [এবং সোমলতা]) ইতি উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে [তাঁহার] [প্রকৃতিযজ্ঞে] অহরহঃ (প্রতিদিন) সুতঃ ([সোমরস] নিষ্কাশিত) [ও বিকৃতিযজ্ঞে] প্রসুতঃ (প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাশিত)—ভবতি হ (হইয়া থাকে) [অর্থাৎ যথোক্ত উপাসক প্রকৃতি ও বিকৃতি যাগসকল অনায়াসে অনুষ্ঠান করেন]; [এবং] অস্য

(এই উপাসকের) অন্নম্ (অন্ন) ন ক্ষীয়তে (হ্রাস হয় না) [কেন না তিনি অন্নস্থানায় সোমের উপাসনা করিয়া অন্নের সহিত অভিন্ন হন]। ৩

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।[১]" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ করিবেন না। আমি ইঁহাকে মহান্, শুক্লাম্বর ও জ্যোতিষ্মান্ সোম বলিয়া উপাসনা করি।[২] যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার (প্রকৃতি ও বিকৃতি যাগসকলে) সোমরস সুত ও প্রসুত হইয়া থাকে, এবং তাঁহার অন্নের হ্রাস হয় না।" ৩

১ "যে প্রাণ চন্দ্রে এবং মনে ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত, তাহাকে আমি অহংগ্রহ-উপাসনা করি। আপনিও ঐরূপ করুন।"

২ "একই প্রাণ চন্দ্রে, মনে ও বুদ্ধিতে এবং অন্নস্থানীয় সোমে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রুতিতে জলকে প্রাণের বস্ত্ররূপে দর্শন করা হয়। জলের রূপ শুভ্র, অতএব প্রাণ শুক্লাম্বর। যে পুরুষ চন্দ্র, মন বুদ্ধি ও সোমে অভিন্নরূপে বিদ্যমান, তাঁহাকে আমি অহংগ্রহ-উপাসনা করি।"

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাস্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বী হ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি॥ ৪

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত আছেন,[১] আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গোত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্তানও তেজস্বী হন।[২]" ৪

১ "যে একই দেবতা বিদ্যুৎ, ত্বক্ ও হৃদয়ে অবস্থিত, আমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অহংগ্রহ-উপাসনা করি।"

২ বিদ্যুৎ বহু বলিয়া উপাসনার ফলবাহুল্য হয়, এবং ঐ ফল উপাসক ও তাঁহার সন্তানেও প্রতিফলিত হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে পূর্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ততে ॥ ৫

অপ্রবর্তী (অবিচল বা অবিলুপ্তস্বভাব); প্রজয়া (সন্তানসন্ততি দ্বারা) পশুভিঃ (পশুবৃন্দের দ্বারা) পূর্যতে (পূর্ণ হন); অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রজা (বংশ) ন উদ্বর্ততে (বিলুপ্ত হয় না)। ৫

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে একই পুরুষ (বাহ্য) আকাশে (এবং হৃদয়াকাশে) অবস্থিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে পূর্ণ ও অবিলুপ্তস্বভাব বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সন্তান-সন্ততি ও পশুবৃন্দে পূর্ণ হন, এবং তাঁহার বংশ ইহলোক হইতে বিলুপ্ত হয় না।" ৫

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী ॥ ৬

বায়ৌ (বায়ুতে) [এবং অধ্যাত্ম প্রাণে ও হৃদয়ে যিনি অধিষ্ঠিত]; ইন্দ্রঃ (সর্বাধীশ), বৈকুণ্ঠঃ (অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অদম্য), অপরাজিতা সেনা (অবিজিত সৈন্য) [মরুদ্গণ বহু বলিয়া সেনা-শব্দে বিশেষিত হইলেন]। জিষ্ণুঃ (জয়শীল) অপরা জিষ্ণুঃ (অপরাজেয়), অন্যতস্ত্যজায়ী (অন্যতস্ত্যদের, শত্রুদের জয়কারী) ভবতি হ। ৬

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ বায়ুতে (প্রাণে ও হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে সর্বাধীশ, অদম্য ও অবিজিত-সৈন্য-রূপে উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিজয়ী, অপরাজেয় ও শত্রুদমন হন।" ৬

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি॥ ৭

অগ্নৌ (অগ্নিতে) [এবং বাগিন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে]; বিষাসহিঃ (পরের ত্রুটি প্রভৃতি সহিষ্ণু) [যে হবিঃ অগ্নিতে 'বিষ্যতে', ক্ষিপ্ত হয়, অগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া 'সহ্য' করেন, অতএব অগ্নির নাম বিষাসহি]। ৭

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ অগ্নিতে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে পরসহিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি পরসহিষ্ণু হন, এবং তাঁহার বংশও পরসহিষ্ণু হয়[১]।" ৭

অগ্নি বহু বলিয়া ফলও বহুবিস্তৃত হয়। (২।১।৪ টীকা দ্রঃ)। অগ্নিরূপে ব্রহ্মোপাসনার ফলে ইঁহারা দীপ্তাগ্নি (বহুভোজী)ও হন।

স হোবাচ গার্গ্যো এবায়মপ্সু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে ॥ ৮

অপ্সু (জলে) [এবং শুক্রে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে]। প্রতিরূপঃ (অনুরূপ)। প্রতিরূপম্ এব ([শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানের] অনুরূপ বস্তুবর্গ) এনম্ হ উপগচ্ছতি (ইঁহার সকাশে আগমন করে), অপ্রতিরূপম্ (প্রতিকূল কিছু) ন (আসে না); অথো (অধিকন্তু) অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) প্রতিরূপঃ (অনুরূপ সন্তান) জায়তে (জাত হয়)। ৮

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ জলে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি ইঁহার সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে অনুরূপ বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট অনুরূপ বস্তুসমূহ উপস্থিত হয়, অননুরূপ বস্তু উপস্থিত হয় না; অধিকন্তু ইঁহা হইতে অনুরূপ সন্তান জাত হয়।" ৮

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্বাংস্তানতিরোচতে ॥ ৯

আদর্শে (দর্পণে) [এবং দর্পণসদৃশ উজ্জ্বল খড়্গাদিতে ও সত্ত্বশুদ্ধিস্বভাব বুদ্ধিতে অভিন্নরূপে যিনি অবস্থিত]। রোচিষ্ণুঃ (উজ্জ্বলস্বভাব)। অথো (আরও) যৈঃ সন্নিগচ্ছতি (যাহাদের সংস্পর্শে আসেন) তান্ সর্বান্ (তাহাদের সকলকে) অতিরোচতে (অতিক্রম করিয়া সমুজ্জ্বল হন)। ৯

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ দর্পণে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি ইঁহার সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে দীপ্তি-স্বভাব বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দীপ্তিস্বভাব হন, তাঁহার বংশ দীপ্তিস্বভাব হয়,[১] এবং তিনি যাহাদের সংস্পর্শে আসেন, তাহাদের সকলকে দীপ্তিতে ,অতিক্রম করেন।" ৯

১ দীপ্তির আধার বহু, অতএব উপাসনার ফল সন্তানমধ্যেও দৃষ্ট হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেত্যে-তমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি॥ ১০

যন্তম্ পশ্চাৎ (গমনকারী ব্যক্তির পশ্চাতে) শব্দঃ (শব্দ) অনু-উদেতি (গমনানুযায়ী উত্থিত হয়) [এবং শরীরে জীবনের হেতুভূত প্রাণ, এই উভয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত]। অসুঃ ([জীবনহেতু] প্রাণ) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) সর্বম্ হ এব আয়ুঃ এতি (পূর্ণায়ু, কর্মফলানুযায়ী জীবন, প্রাপ্ত হন), কালাৎ পুরা (যথাকালের পূর্বে) [রোগাদি বশতঃ] প্রাণঃ (প্রাণ) এনম্ (ইঁহাকে) ন জহাতি (ত্যাগ করে না)। ১০

গার্গ্য বলিলেন, "চলমান প্রাণীর পশ্চাতে উত্থিত শব্দমধ্যে এই যে পুরুষ অবস্থিত, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইহাকে জীবনকারণ প্রাণ বলিয়া উপাসনা করি।[১] যে কেহ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। যথাকালের পূর্বে ইহার প্রাণত্যাগ হয় না।" ১০

১ বৃত্তিবিশেষ-সহায়ে প্রাণই শরীরের কতিপয় অবয়বকে সঞ্চালিত করিয়া ধাবমান ব্যক্তির পশ্চাতের শব্দের উৎপাদক হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি নাস্মাদ্ গণশ্ছিদ্যতে ॥ ১১

দিক্ষু (দিকসকলে) [এবং কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে অবিযুক্তস্বভাব এক দেবতা অশ্বিনীযুগল অবস্থিত]। দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়), অনপগঃ (অবিযুক্তস্বভাব) ইতি (এই বলিয়া) [অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, দিক্‌সকলও বিচ্ছিন্ন নহে; এবং ইঁহাদের দ্বিতীয়বস্তুগুণও আছে]। দ্বিতীয়বান্ ([উত্তম] ভৃত্যাদির দ্বারা পরিবৃত) ভবতি; অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) [ইঁহার] গণঃ (পরিজনবর্গ) ন ছিদ্যতে (বিচ্ছিন্ন হয় না)। ১১

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ দিক্‌সকলে অবস্থিত, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইহাকে দ্বিতীয় ও অবিযুক্ত বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়বান্ হন, এবং তাঁহার পরিজনগণ তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না।" ১১

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি ॥ ১২

ছায়াময়ঃ ([বাহ্য অন্ধকারে এবং অধ্যাত্ম অজ্ঞানান্ধকারে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত] ছায়াময়)। ১২

গার্গ্য বলিলেন, "ছায়াতে এই যে পুরুষ, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন; যথাকালের পূর্বে মৃত্যু ইহার নিকট আসে না।[১]" ১২

১ এই ফল ২।১।১০-এর অনুরূপ। বিশেষ এই যে, বর্তমান উপাসনার ফলে উপাসক রোগযন্ত্রণার অধীন হন না।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ আত্মন্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে আত্মন্বী হ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ ॥ ১৩

[এই পর্যন্ত ব্যষ্টিব্রহ্মসকলের উপদেশ দিয়া অধুনা সমষ্টিব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে] —আত্মনি (আত্মাতে, প্রজাপতিতে) [এবং বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত]। আত্মন্বী (সংযতাত্মা, সংযতবুদ্ধি)। সঃ হ গার্গ্যঃ তূষ্ণীম্ আস (নীরব হইলেন)। ১৩

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ প্রজাপতিতে অবস্থিত, ইহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইহাকে সংযতবুদ্ধি বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সংযতাত্মা হন। ইহার বংশও সংযতবুদ্ধি হয়।[১]" গার্গ্য নীরব হইলেন। ১৩

১ বুদ্ধি বহু ; সুতরাং উপাসনাফল বহুসন্তানে প্রতিফলিত।

স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু ৩ ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি ॥ ১৪

সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—[আপনার ব্রহ্মজ্ঞান] এতাবৎ নু (এই পর্যন্তই কি) ? [বিচারার্থে 'নু' শব্দের প্লুতি হইয়াছে] ইতি। [গার্গ্য]—এতাবৎ হি (এই পর্যন্তই বটে) ইতি। [অজাতশত্রু]—এতাবতা (এইটুকু জ্ঞানের দ্বারা) [ব্রহ্ম] বিদিতম্ (জ্ঞাত) ন ভবতি (হয় না)। স গার্গ্যঃ উবাচ হ—ত্বা উপযানি ([আমি শিষ্যরূপে] আপনার সান্নিধ্য যাচ্ঞা করি) ইতি। ১৪

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই পর্যন্তই কি ?" "এই পর্যন্তই বটে।" "এইটুকু জানিলেই (ব্রহ্মকে) জানা যায় না।[১]" গার্গ্য বলিলেন, "আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাই।[২]" ১৪

১ এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত উপাসনাগুলি নিষিদ্ধ হইতেছে না। উপযুক্ত অধিকারী নিষ্কামভাবে ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে মুখ্যব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন। অমুখ্য-ব্রহ্মবিদ্ গার্গ্য মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ দিতে গিয়া এইসকল অবিদ্যাবিষয়ের অন্তর্গত অমুখ্য-ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়ায় মুখ্যব্রহ্মবিদ্ অজাতশত্রু তাঁহার ভুল দেখাইবার জন্য এইরূপ বলিলেন।

২ শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে গুরু ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেন না, এই আচারবিধি জানিতেন

বলিয়া গার্গ্য ব্রাহ্মণ হইলেও যথাবিধি ক্ষত্রিয় রাজার শিষ্যত্বগ্রহণে অগ্রসর হইলেন ; কারণ আপৎকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরূপ করা বিধিবহির্ভূত নহে—

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥
নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ॥

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্তমেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি স নোত্তস্থৌ তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার স হোত্তস্থৌ॥ ১৫

স অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতৎ চ (ইহা) প্রতিলোমম্ (বিপরীত) যৎ (যে), মে (আমাকে) ব্রহ্ম বক্ষ্যতি (ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন) ইতি (এই মনে করিয়া) [উত্তমবর্ণ] ব্রাহ্মণঃ [অধমবর্ণ] ক্ষত্রিয়ম্ উপেয়াৎ (ক্ষত্রিয়ের সন্নিধানে যাইবেন) ; ত্বা (আপনাকে) [শিষ্য না করিয়াই] বিজ্ঞপয়িষ্যামি এব ([মুখ্যব্রহ্ম] অবশ্যই বিজ্ঞাপিত করিব) ইতি। [ব্রাহ্মণকে সলজ্জ দেখিয়া অজাতশত্রু] তম্ (তাঁহাকে) পাণৌ আদায় (হস্তে ধারণ করিয়া) উত্তস্থৌ (উঠিলেন)। তৌ হ (তাঁহারা দুইজনে) সুপ্তম্ পুরুষম্ আজগ্মতুঃ (কোনও নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট আসিলেন)। [অজাতশত্রু] তম্ (তাহাকে) এতৈঃ নামভিঃ (এইসকল নামে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (ডাকিলেন)—[হে] বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন্ ইতি [২।১।৩ দ্রঃ]। সঃ (সেই সুপ্তব্যক্তি) ন উত্তস্থৌ (উঠিল না) তম্ পাণিনা (হাতের দ্বারা) আপেষম্ (পেষণ করিয়া, বার বার ধাক্কা দিয়া) বোধয়াঞ্চকার (জাগাইলেন)। সঃ হ উত্তস্থৌ। ১৫

অজাতশত্রু বলিলেন, "ইহা অননুরূপ যে, 'আমায় ইনি ব্রহ্মোপদেশ দিবেন', এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়সমীপে উপনীত হইবেন। আমি আপনাকে এমনি বুঝাইয়া দিব।" (রাজা) তাঁহাকে হস্তে

ধরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট আসিলেন। (রাজা) তাহাকে এইসকল নামে ডাকিলেন, "হে মহান্, হে শুক্লাম্বর, হে জ্যোতিষ্মান্, হে সোম!" সে ব্যক্তি উঠিল না।[১] তাহাকে হাত দিয়া বার বার ঠেলিয়া জাগাইলেন। তখন সে উঠিল।[২] ১৫

১ আশঙ্কা হইতে পারে—স্বমত-প্রতিপাদনের জন্য রাজা জাগ্রত পুরুষের নিকট না গিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট গেলেন কেন? ইহার উত্তর এই—গার্গ্য ও অজাতশত্রুর অভিপ্রেত আত্মা দুইটি—অর্থাৎ যথাক্রমে প্রাণ ও জীব—উভয়েই জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়সমূহের সন্নিহিত। সুতরাং ঐ সময়ে প্রাণ শ্রবণাদি করেন, অথবা জীব করেন—ইহা নিশ্চয় করা যায় না। সুষুপ্তিকালে প্রাণ জাগরিত, কিন্তু জীব নিদ্রিত (২।১।১৯ টীকা ১)। অথচ 'বৃহৎ' ইত্যাদি প্রাণের নিজের নামে ডাকিলেও যখন জাগ্রত প্রাণ সাড়া দিলেন না, তখন প্রমাণিত হইল যে, তিনি চেতন নহেন। প্রাণের অধিদৈব রূপ চন্দ্রদেবতার 'বৃহৎ' ইত্যাদি নামে ডাকার উদ্দেশ্য ইহা দেখানো যে, চন্দ্রদেবতাও এই শরীরে ভোক্তা নহেন। ইহা বলা চলে না যে, চন্দ্রদেবতার নামে ডাকাতেই প্রাণ সাড়া দেন নাই; কারণ অধ্যাত্ম প্রাণেও চন্দ্রদেবতার আত্মাভিমান আছে। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, গার্গ্যের অভিপ্রেত আদিত্যাদি দেবতারাও ভোক্তা নহেন; কেননা তাঁহারা প্রাণ হইতে অতিরিক্ত নহেন—প্রাণই একমাত্র দেবতা (১।৪।৬, ৩।৯।৯)। ইন্দ্রিয়গণও আত্মা নহে; কারণ তাহা হইলে, "যে আমি রূপ দেখিয়াছি, সেই আমিই শব্দ শুনিতেছি", এইরূপ প্রতিসন্ধান অসম্ভব হয়।

২ প্রাণ ও দেহের সমষ্টিকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না; কারণ এই সমষ্টি জাগরণ ও সুষুপ্তিতে একইরূপে বর্তমান থাকায়, ধাক্কা দিলে জাগরণ বা অজাগরণ সম্বন্ধে কোনও ইতরবিশেষ হইতে পারে না। কিন্তু এই সমষ্টির অতিরিক্ত চেতন আত্মা আছেন স্বীকার করিলে উক্ত সমষ্টির সহিত সেই আত্মার স্বকর্মজনিত বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ ঘটিবে এবং ধাক্কা দেওয়া বা না দেওয়াতে ইন্দ্রিয়ের আত্মপ্রসার বা সঙ্কোচজনিত জ্ঞানের পার্থক্য হইবে; ফলতঃ জীবকে ধাক্কা দিলে তিনি জাগিতে পারেন, এবং না দিলে না জাগিতে পারেন। ইহাতে দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির অতিরিক্ত আত্মারই চৈতন্য, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অধিকন্তু, সংহত অচেতন গৃহাদি বস্তু যেরূপ তদতিরিক্ত চেতন গৃহস্বামী প্রভৃতির ভোগের জন্যই সংহত

হয়, সেইরূপ সংহত অচেতন প্রাণও (১।৫।১৫, ৫।১৩।১-৪ ; প্রঃ ২।৬, ৬।৬) তদতিরিক্ত চেতন আত্মারই জন্য। তবে অচেতন প্রাণকে চেতন দেবতা বলার কারণ এই যে, আত্মাতে প্রাণাদিরূপ উপাধি আরোপিত হওয়ায়, প্রাণাদিকে চেতন বলিয়া মনে হয়। আত্মা পরমার্থতঃ নিরুপাধিক ও নির্বিশেষ ; এবং তাঁহার এই রূপই সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাঽভূৎ কুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬

[এইরূপে দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনপূর্বক] সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এষঃ (এই) যঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ (যিনি বুদ্ধিতে অনুভূত, বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ, এবং বুদ্ধি-অবলম্বনে উপলব্ধ হন, সেই পুরুষ), এষঃ (ইনি) যত্র (যখন, ধাক্কা দিয়া জাগাইবার পূর্বে) এতৎ (এইভাবে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) অভূৎ (ছিলেন), এষঃ (ইনি) ক্ব (কোথায়) তদা (তখন) অভূৎ ? কুতঃ (কোথা হইতে) এতৎ আগাৎ (আসিলেন) ? ইতি। গার্গ্যঃ তৎ উ হ (তাহাও, আত্মা যেখানে ছিলেন এবং যেখান হইতে আসিলেন এতদুভয়) [বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার মত] ন মেনে (জানিতেন না)। ১৬

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি যখন এইভাবে ঘুমাইতেছিলেন, ইনি তখন কোথায় ছিলেন ?-[১] কোথা হইতে ইনি এইরূপে আসিলেন ?[২]" গার্গ্য তাহা জানিতেন না। ১৬

১ এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, আত্মাকে ক্রিয়া, কারক. ও ফলের বিপরীতস্বভাব বলিয়া দেখানো। জাগরণের পূর্বে কর্মাদির ফলভূত সুখাদি কিছুই অনুভূত হয় না ; সুতরাং তখন জানা যায় যে, আত্মা ক্রিয়াকারকফলের অতীত, সচ্চিদানন্দ।

২ এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, আত্মা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বভাব-বিলক্ষণ সংসারী হইয়াছেন, ইহা দেখানো। প্রশ্ন দুইটি গার্গ্যেরই করা উচিত ছিল ; কিন্তু তিনি বিষয়টি ধারণা করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া রাজা নিজেই তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠাইতেছেন ; কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিব।"

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাগ্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ১৭

[কূটস্থ চিদ্‌ঘন আত্মাতে বস্তুতঃ ক্রিয়া কারক ও ফলের ব্যবহার নাই, ইহা দেখানো
হইতেছে]—সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, এষঃ যত্র এতৎ সুপ্তঃ
অভূৎ, তৎ (তখন) বিজ্ঞানেন (চিদাভাসের দ্বারা) এষাম্ প্রাণানাম্ (এই [বাগাদি]
ইন্দ্রিয়বৃন্দের) বিজ্ঞানম্ (স্ব স্ব বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য) আদায় (গ্রহণ করিয়া) এষঃ যঃ
(এই যে) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) আকাশঃ (আকাশ-শব্দবাচ্য পরমাত্মা) তস্মিন্ (তাঁহাতে,
সেই স্বীয় স্বরূপে) শেতে (শয়ন করেন [স্বরূপে অবস্থিত হন—ছাঃ, ৬।৮।১])।
[সুষুপ্তিতে জীব স্বরূপে অবস্থান করেন, ইহা নিদ্রিত ব্যক্তির 'স্বপিতি' এই নাম হইতেও
প্রমাণিত হয়]—যদা (যখন) তানি (সেই ইন্দ্রিয়বর্গকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করেন) অথ
(তখন) এতৎ পুরুষঃ (=অস্য পুরুষস্য, এই পুরুষের) স্বপিতি নাম (স্বপিতি [এই
গুণানুযায়ী গৌণ] নাম) [হয়]। [আত্মা স্বরূপতঃ সংসারধর্মবিবর্জিত, ইহা যুক্তিসিদ্ধও
বটে]—তৎ (তখন, সুষুপ্তিকালে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) গৃহীতঃ ভবতি (গৃহীত, স্বীয়
জাগরিতস্থানসকল হইতে প্রতিনিবৃত্ত, হইয়া থাকে), বাক্ গৃহীতা [ভবতি], চক্ষুঃ গৃহীতম্
[ভবতি], শ্রোত্রম্ গৃহীতম্ [ভবতি], মনঃ গৃহীতম্ [ভবতি] এব ; [সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম
গৃহীত, অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত বা ক্রিয়ারহিত হওয়ায় আত্মা স্বরূপে অবস্থিত
থাকেন]। ১৭

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি যখন
এইভাবে নিদ্রিত হন, তখন তিনি বিজ্ঞানের দ্বারা[১] এই ইন্দ্রিয়সকলের
বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া এই যে হৃদয়মধ্যস্থ (পরমাত্মরূপ) আকাশ,
তাঁহাতে অবস্থান করেন।[২] যখন তিনি সেই ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ

করেন, তখন এই পুরুষের 'স্বপিতি'[৩] এই নাম হয়। তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংগৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষু গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মন গৃহীত হয়। ১৭

১ অন্তঃকরণ আত্মার উপাধি ; অজ্ঞান ঐ অন্তঃকরণের উপাদান। এই অজ্ঞানসম্ভূত অন্তঃকরণে অখণ্ডচৈতন্য আত্মার যে চিদাভাসরূপ বিশেষ-বিজ্ঞান হয়, তাহাই এখানে বিজ্ঞান-শব্দের তাৎপর্য। চিদাভাস=বিশেষ জ্ঞান; কারণ অন্তঃকরণে চিদাভাস না হইলে বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না।

২ লিঙ্গশরীররূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মার যে বিশেষ রূপ (জীবরূপ) হয় তাহা ত্যাগ করিয়া স্বরূপে স্থিত হন (২।১।১৬ টীকা ১)। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুষুপ্তিতে যে স্বরূপপ্রাপ্তি হয় তাহা মুক্তি নহে ; কারণ তখন যদিও অবিদ্যার কার্য থাকে না, তথাপি জীবের সহিত অবিদ্যা মিশ্রিত থাকে।

৩ স্বম্=আত্মাকে, অপিতি=প্রাপ্ত হন ; এই অর্থে স্বপিতি।

স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাস্তদুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাব্রাহ্মণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্তে-তৈবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে॥ ১৮

[আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিশেষ—ইহার প্রমাণের জন্য পূর্বে অন্বয়মুখে দেখানো হইয়াছে যে, জাগরণকালে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মাকে কর্তা ও ভোক্তারূপে দেখা যায়। আবার ব্যতিরেকমুখে দেখানো হইয়াছে যে, সুষুপ্তিতে দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হওয়ায় আত্মা ঐরূপে প্রতিভাত হন না, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়ের ধর্মগুলি আত্মার নিজস্ব নহে। এখন আশঙ্কা এই—স্বপ্নে আত্মার সহিত দেহেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলেও সুখদুঃখাদির অনুভব হয়; অতএব সুখ-দুঃখাদি আত্মারই ধর্ম নহে কি? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—ঐ ধর্মগুলি

রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া আত্মা তদ্দারা ধর্মবান্ হন না]—সঃ (আত্মা) যত্র (যেখানে) স্বপ্ন্যয়া ([অনুভব লক্ষণ] স্বপ্নবৃত্তি অবলম্বনে) এতৎ চরতি (এই ভাবে বর্তমান থাকেন) [তখন] তে হ (এইগুলি) অস্য (ইঁহার) লোকাঃ (কর্মফল)—তৎ (তখন) [ইনি] উত মহারাজঃ ইব (যেন মহারাজের ন্যায়) ভবতি (হন) উত (অথবা) মহাব্রাহ্মণঃ ইব (সদ্‌ব্রাহ্মণসদৃশ) [ভবতি], উত উচ্চ-অবচম্ (দেবাদির উচ্চ ও পশুপতঙ্গাদির নিম্ন অবস্থা) নিগচ্ছতি ইব (যেন প্রাপ্ত হন)। [জাগরণকালে] সঃ মহারাজঃ (কোনও মহারাজ) যথা (যেমন) জানপদান্ (জনপদবাসীদিগকে, রাজভৃত্যাদিকে) গৃহীত্বা (লইয়া) স্বে জনপদে (নিজ রাজ্যে) যথাকামম্ (ইচ্ছানুসারে) পরিবর্তেত (পরিভ্রমণ করেন), এবম্ এব (ঠিক তেমনি) এষঃ (এই আত্মা) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়সকলকে) গৃহীত্বা (লইয়া, তাহাদিগকে জাগরণাবস্থার বিষয়সকল হইতে বিচ্যুত করিয়া) [৪।৩।৯] স্বে শরীরে (নিজের দেহে) [কিন্তু বাহিরে নহে] যথাকামম্ এতৎ (এইরূপে) পরিবর্ততে ; [অর্থাৎ কাম ও কর্মের দ্বারা উদ্ভাসিত পূর্বানুভূত বস্তুসদৃশ কামনা-সমূহ অনুভব করেন]। ১৮

"ঐ আত্মা যখন স্বপ্নবৃত্তি-অবলম্বনে এইরূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন এইগুলি তাঁহার কর্মফল—তখন তিনি যেন মহারাজ হন, যেন কুলীন ব্রাহ্মণ হন, অথবা যেন উচ্চ বা নীচ জীবের অবস্থা প্রাপ্ত হন।[১] কোনও রাজা যেমন অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যে স্বেচ্ছানুযায়ী পরিভ্রমণ করেন, তেমনি এই আত্মাও (স্বপ্নকালে) ইন্দ্রিয়-গণকে সঙ্গে লইয়া নিজের শরীরে এইরূপে যথেচ্ছ ভ্রমণ করেন।[২] ১৮

১ মূলে "ইব" (=যেন) শব্দ থাকায় বুঝাইতেছে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা। জাগরণকালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অনুবৃত্তি হয় না বলিয়াও উহা মিথ্যা। প্রশ্ন হইতে পারে—জাগরণকালে জাগরণের বস্তু যেমন সত্য, স্বপ্নকালে স্বাপ্নিক বস্তু তেমনি সত্য হইবে না কেন? ইহার উত্তরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাণক্রিয়াদি মিথ্যা (২।১।১৫ টীকা ১-২), অতএব উহারা আত্মাতে অধ্যারোপিত ; অধিকন্তু যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা দ্রষ্টা আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং উহা মিথ্যা। জাগরণের মিথ্যাত্ব ৪।৩।৭-এ "ইব" শব্দে দেখানো হইবে।

২ স্বতন্ত্র যুক্তিতেও স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। রাজা যখন পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

আবার এত বড় রাজত্ব এবং এত লোকজনই বা কিরূপে ক্ষুদ্র দেহে স্থান পাইবে? এইসব অসামঞ্জস্যহেতু স্বপ্ন মিথ্যা। অতএব "বিজ্ঞানময়" দ্রষ্টা স্বপ্ন ও জাগরণের দৃশ্যাবলি হইতে ভিন্ন, ক্রিয়াকারকফলশূন্য ও বিশুদ্ধ।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাঽতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে॥ ১৯

[আত্মা বিশুদ্ধ (২।১।১৮ টীকা ২) হইলেও স্বপ্নে যথাকাম ভ্রমণ করেন; অতএব দৃশ্য বস্তুর ও কামের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে কি? উত্তরে স্বপ্নাবস্থায় আত্মার বিশুদ্ধি প্রমাণিত হইতেছে]—অথ (আবার) যদা (যখন) সুষুপ্তঃ ভবতি (সুষুপ্ত হন) [অর্থাৎ] যদা কস্য চন (=কিম্ চন, কিছুই) ন বেদ (জানেন না) [তখন বিশেষ বিজ্ঞানাভাবে সুষুপ্ত হন], [সুষুপ্তির ক্রম এই]—হৃদয়াৎ (হৃদয়পদ্ম হইতে) [যে] দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি (বাহাত্তর হাজার) হিতা নাম নাড্যঃ (হিতানামক শিরাসকল) পুরীততম্ অভি-প্রতিষ্ঠন্তে (হৃদয়-বেষ্টনীর দিকে, সর্বশরীরে, পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) তাভিঃ (সেই শিরাসকল অবলম্বনে) [বিষয়ভোগ হইতে] প্রত্যবসৃপ্য (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) পুরীততি (শরীরে) শেতে (অবস্থান করেন)। সঃ (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) কুমারঃ বা (কোনও শিশু) মহারাজঃ বা, মহাব্রাহ্মণঃ বা আনন্দস্য (আনন্দের) অতীঘ্নীম্ (অতিশয় দুঃখঘাতক অবস্থা, পরাকাষ্ঠা) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) শয়ীত (অবস্থান করেন) এবম্ এব (তেমনি) এষঃ (এই আত্মা) এতৎ শেতে (এতাদৃশরূপে [গভীর নিদ্রায়] নিদ্রিত হন)। ১৯

"আবার তিনি যখন সুষুপ্ত হন—যখন কিছুই জানেন না—তখন হৃদয় হইতে যে বাহাত্তর হাজার হিতা-নামক নাড়ী বাহির হইয়া সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই নাড়ীসকল অবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি

শরীরে অবস্থান করেন।[১] এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন শিশু, বা মহারাজ, বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অবস্থান করেন[২], তেমনি ইনিও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হন।[৩] ১৯

১ হৃদয়পুণ্ডরীক বুদ্ধির আবাসস্থান। সেখানে থাকিয়া বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বর্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য বুদ্ধি আবার জীবের কর্মফলের অধীন। জাগরণকালে বুদ্ধি ঐ কর্মবশে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে নাড়ীপথে কর্ণচ্ছিদ্রাদি পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করে। জীবাত্মা আপনাতে অভিব্যক্ত চৈতন্যের আভাসের দ্বারা ঐ বুদ্ধিকে পরিব্যাপ্ত করেন, এবং বুদ্ধি যখন সঙ্কুচিত হয় তখন জীবও সঙ্কুচিত হন। ইহাই জীবের নিদ্রা। জাগরণকালে জীব বুদ্ধির বিকাশ অনুভব করেন—উহাই জীবের ভোগ। কারণ জলাদির অনুযায়ী যেমন চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে, জীবাত্মাও তেমনি সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকিলেও স্বীয় উপাধি বুদ্ধি প্রভৃতির অনুসরণ করেন। এইরূপে জীব স্বভাবতঃ স্বাত্মায় বর্তমান থাকিলে কর্মানুগামী বুদ্ধির অনুসরণ করেন বলিয়া "তিনি শরীরে অবস্থান করেন" এইরূপ বর্ণনা করা হইল। বস্তুতঃ সুষুপ্তিকালে শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, কারণ তিনি "তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক অতিক্রম করেন" (৪।৩।২২)। কিন্তু দেহ ছাড়িয়া অপর কোথাও যান না; প্রদীপ যেমন এক স্থানে থাকিয়া সর্বত্র আলোক বিকিরণ করে, আত্মাও তেমনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্বশরীরে চৈতন্যব্যাপ্ত করিয়া রাখেন।

২ সংসারগন্ধলেশশূন্য শিশু, বলশালী রাজা ও বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় সুখী বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের জাগরণাবস্থার আনন্দকে আত্মার সুষুপ্ত্যবস্থার আনন্দের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইল। মূলে ইঁহাদের সম্বন্ধে "শয়ীত" (=শয়ন করেন) এই শব্দ থাকিলেও উহার আক্ষরিক অর্থ অগ্রাহ্য।

৩ "ইনি তখন—(সুষুপ্তিকালে) কোথায় ছিলেন?" (২।১।১৬) এই প্রশ্নের এই মীমাংসা হইল—"তিনি সংসারধর্মাতীত স্বাত্মাতেই ছিলেন (ছাঃ, ৬।৮।১; বৃঃ, ৪।৩।২১); তাঁহার থাকার জন্য তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কোনও স্থান নাই, তাঁহাতে কোনও আধার-আধেয় বিভাগও নাই।"

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর "কোথা হইতে ইনি এইরূপে আসিলেন ?" এই দ্বিতীয় প্রশ্নের (২।১।১৬) মীমাংসা এই—আত্মা অন্যত্র ছিলেন না, তাঁহার আগমনও নাই ; কারণ সর্বব্যাপী আত্মার পক্ষে উহা অসম্ভব। প্রশ্ন—আত্মা ভিন্ন অপর বস্তু, যথা ইন্দ্রিয়াদি, তো আছে ? উত্তর —না ; কারণ আত্মা হইতেই উহারা নিষ্পন্ন হয়]—সঃ (দৃষ্টান্ত এই) উর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) যথা (যেমন) তন্তুনা (সূতা অবলম্বনে) উচ্চরেৎ (বিচরণ করে), অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) যথা ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্র অগ্নিকণাসকল) বি-উচ্চরন্তি (বহু সংখ্যায় বা বিবিধ দিকে নির্গত হয়), এবম্ এব (ঠিক তেমনি) অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়), সর্বে লোকাঃ ([কর্মফলভূত ভূরাদি] সকল লোক), সর্বে দেবাঃ ([ইন্দ্রিয় ও লোকসকলের অধিষ্ঠাতা] দেবগণ) সর্বাণি ভূতানি ([আব্রহ্মস্তম্ব] প্রাণিবৃন্দ) ব্যুচ্চরন্তি। তস্য (সেই আত্মার) উপনিষৎ ([যাহা উপ, অর্থাৎ সমীপে, লইয়া যায়, সেই রহস্য] নাম)—সত্যস্য (সত্যের) সত্যম্ (সত্য) ইতি, প্রাণাঃ বৈ সত্যম্ (ইন্দ্রিয়গণ সত্য), এষঃ (ইনি) তেষাম্ (তাহাদের) সত্যম্। ২০

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মাকড়সা যেমন (স্বশরীরোৎপন্ন) তন্তু-অবলম্বনে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়[১], ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল প্রাণী বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ "সত্যের সত্য" ; ইন্দ্রিয়বৃন্দই সত্য, ইনি তাহাদের সত্য।[২] ২০

১ মাকড়সা যেমন আপনা হইতে অভিন্ন জাল অবলম্বন করিয়া চলে, কোন কারকান্তরের অপেক্ষা করে না, অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গগুলি স্বতই বাহির হয়, কারকান্তরের অপেক্ষা করে না, স্বরূপাবস্থ এক আত্মা হইতেও তেমনি কারকান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণাদির নির্গমন হয়। পূর্বোক্ত উভয় প্রকার প্রবৃত্তির পূর্বে মাকড়সা ও অগ্নি যেরূপ নিজ অদ্বিতীয়স্বরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ কূটস্থ আত্মাও নিজ অদ্বিতীয়-স্বরূপে অবস্থিত হইলেও মায়িক সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন (মুঃ, ১।১।৭, ২।১।১)। এখানে দ্রষ্টব্য এই—জীব হইতে জগৎসৃষ্টি হয়, ইহা বলা হয় নাই : পরন্ত যে ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে আকাশ বলা হইয়াছে (২।১।১৭), এবং জীব যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হয়। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব-প্রতিপাদনের জন্যই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অবতারণা হয়; নতুবা ঐ-সকল প্রসঙ্গের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই। অজাতশত্রু ব্রহ্মোপদেশ দিবেন বলিয়াছিলেন। এই পর্যন্ত তিনি দেখাইলেন, যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন, যাঁহাতে অবস্থিত থাকে এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

২ পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয়ে ইহার ব্যাখ্যা হইবে। জগৎ পঞ্চভূতাত্মক, ভূতসমূহ নামরূপাত্মক; নামরূপ সত্য। ব্রহ্ম এই পঞ্চভূতাত্মক সত্যের সত্য। মূর্তামূর্ত ব্রাহ্মণে (২।৩) দেখানো হইবে যে, পঞ্চভূত সত্য; মূর্তামূর্ত-ভূতাত্মক বলিয়া কার্যকরণাত্মক ভূতসমূহও (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহও) সত্য। পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয়ে এই কার্যকরণাত্মক ভূতসমূহের তত্ত্ব নির্ধারিত হইবে; কারণ ঐ তত্ত্বের অবধারণের দ্বারা সত্যের সত্য ব্রহ্ম অবধারিত হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি। অয়ং বাব শিশুর্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণাঽন্নং দাম॥ ১

[অধুনা এই ব্রাহ্মণে পূর্বব্রাহ্মণোক্ত ব্রহ্মোপনিষৎ-ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে প্রাণ কয়টি ও প্রাণের রহস্যনাম কি কি, ইত্যাদি বলা হইতেছে]—যঃ হ বৈ (যে কেহ) স-আধানম্ (বাসস্থানের সহিত), স-প্রত্যাধানম্ (বিশেষাধিষ্ঠানের সহিত), স-স্থূণম্ ([বাঁধিবার] খুঁটার সহিত), স-দামম্ (দড়ির সহিত) শিশুম্ ([গো] বৎসকে) বেদ (জানেন), [তিনি] সপ্ত (সাতজন) দ্বিষতঃ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যান্ (জ্ঞাতিগণকে) অবরুণদ্ধি হ (অবরুদ্ধ করেন, বিনাশ করেন)। যঃ অয়ম্ (এই যিনি) মধ্যমঃ প্রাণঃ (দেহমধ্যস্থ প্রাণ, লিঙ্গাত্মা) অয়ম্ বাব (ইনিই) শিশুঃ (বৎস); ইদম্ এব (এই দেহই) তস্য (তাঁহার) আধানম্, ইদম্ (এই মস্তক) প্রত্যাধানম্; প্রাণঃ ([অন্নপানজনিত] শক্তি, বল), স্থূণা; অন্নম্ (অন্ন) দাম। ১

যে-কেহ বাসস্থান, প্রত্যাধান, গোঁজ ও দড়ির সহিত বৎসকে জানেন, তিনি সাতজন বিদ্বেষকারী জ্ঞাতিকে[১] বিনাশ করেন। এই দেহমধ্যস্থ প্রাণই বৎস[২]; এই দেহ তাঁহার বাসস্থান[৩], এই মস্তক প্রত্যাধান[৪], শক্তি তাঁহার গোঁজ[৫], এবং অন্ন তাঁহার বন্ধনরজ্জু[৬]। ১

১ জ্ঞাতিবর্গ বিদ্বেষী ও অবিদ্বেষী, দুইই হইতে পারে। এখানে মস্তকস্থ বিষয়োপলব্ধির সাতটি দ্বারকে (দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকাচ্ছিদ্র ও মুখকে), অর্থাৎ ঐ দ্বারসম্ভূত বিষয়াসক্তিকে জীবের বিদ্বেষী বলা হইয়াছে; কারণ উহারা জীবকে পরমাত্মার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে (কঃ, ২।১।১)। আবার উহারা জীবের জ্ঞাতি; কারণ উহারা জীবের সঙ্গেই জাত হয়।

২ পঞ্চপ্রাণরূপে এবং "মহান্, শুক্লাম্বর, সোম ও রাজা" এইসকল নাম ধারণ করিয়া প্রাণ (=লিঙ্গাত্মা) স্থূলদেহে বিদ্যমান আছেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ইঁহাতেই অবস্থিত। ইনি অপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়গ্রহণে সক্ষম নহেন বলিয়া "শিশু"।

৩ কেবল প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপলব্ধির দ্বার হইতে পারে না; কিন্তু স্থূলদেহাধিষ্ঠিত প্রাণে অবস্থিত থাকিয়া হইতে পারে।

৪ প্রতি=দিকে দিকে; আধান=স্থিতি; অর্থাৎ মাথার দিকে দিকে প্রাণের অবস্থান আছে (১ম টীকা) বলিয়া মস্তক প্রত্যাধান।

৫ শক্তির সাহায্যেই প্রাণ শরীরে থাকেন।

৬ ভক্ষিত অন্ন স্থূলদেহকে রক্ষা করে ও স্থূলদেহে লিঙ্গশরীরের অবস্থানের সহায়ক হয় (ছাঃ, ৬।৫।১)। দড়ি যেমন খুঁটা ও বৎসকে সংযুক্ত করে অন্নও তেমনি লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের সংযোগের কারণ হয়।

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদ্ যা ইমা অক্ষন্ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জন্যো যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্তন্যা পৃথিব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ২

[এখন প্রত্যাধানের অংশ চক্ষুতে অবস্থিত প্রাণের রহস্য নামসকল বলা হইতেছে]—এতাঃ (এই সকল) সপ্ত (সাতটি) অক্ষিতয়ঃ (অক্ষয়, অবিনাশী দেবতা) তম্ (উক্ত [করণাত্মক] প্রাণকে) উপতিষ্ঠন্তে (পূজা করেন)। তৎ (উক্ত পূজাবিষয়ে) [বিস্তৃত বিবরণ এই]—অক্ষন্ (=অক্ষিণি, চক্ষুতে) ইমাঃ যাঃ (এই যে সকল) লোহিন্যঃ রাজয়ঃ (লোহিত রেখা) তাভিঃ (সেইগুলি অবলম্বনে) রুদ্রঃ (রুদ্রদেবতা) এনম্ অন্বায়ত্তঃ (ইঁহাতে অনুগত আছেন, ইঁহার সেবা করেন); অথ (আর) অক্ষন্ যাঃ আপঃ (যে জল আছে [যাহা অশ্রুরূপে নির্গত হয়]) তাভিঃ (সেই জল অবলম্বনে) পর্জন্যঃ (মেঘদেবতা) [ইঁহাতে অনুগত আছেন]; যা কনীনকা (চক্ষুতারকা, দৃষ্টিশক্তি) তয়া (তদবলম্বনে) আদিত্যঃ [অনুগত আছেন]; যৎ কৃষ্ণম্ (কাল অংশ) তেন অগ্নিঃ; যৎ শুক্লম্ (সাদা)

তেন ইন্দ্রঃ ; অধরয়া বর্তন্যা (নীচের পাতা অবলম্বনে) পৃথিবী [দেবতা] এনম্ অন্বায়ত্তা ; উত্তরয়া (উর্ধ্ব নেত্রপল্লব অবলম্বনে) দ্যৌঃ (দ্যুলোকদেবতা) [অন্বায়ত্তা]। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ, অর্থাৎ এই সাত দেবতা প্রাণের অন্নরূপে সর্বদা প্রাণের সেবা করেন—ইহা জানেন) অস্য (ইঁহার) অন্নম্ (অন্ন) ন ক্ষীয়তে (হ্রাস হয় না) । ২

এই সাতটি দেবতা উক্ত প্রাণের সেবা করেন—চক্ষুতে এই যে-সকল রক্তরেখা আছে, সেইগুলি অবলম্বনে রুদ্র ইঁহাতে অনুগত আছেন ; আর চক্ষুতে যে জল আছে, তদবলম্বনে পর্জন্য[১], চক্ষুর যেটি তারকা তদবলম্বনে আদিত্য, (চক্ষুর) যেটি কৃষ্ণাংশ তদবলম্বনে অগ্নি, (চক্ষুর) যাহা শ্বেতাংশ তদবলম্বনে ইন্দ্র, ও নিম্ন নেত্রপল্লব অবলম্বনে পৃথিবী (ইঁহাতে অনুগত আছেন)। উর্ধ্ব নেত্রপল্লব অবলম্বনে স্বর্গদেবতা (ইঁহাতে অনুগত আছেন)। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার অন্নাভাব হয় না। ২

১ পর্জন্য হইতে বৃষ্ট্যাদিক্রমে অন্ন উৎপন্ন হইলে প্রাণ রক্ষিত হন।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

অর্বাগ্‌বিলশ্চমস উর্ধ্ববুধ্ন-
স্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্।
তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে
বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ॥ ইতি।

অর্বাগ্‌বিলশ্চমস উর্ধ্ববুধ্ন ইতীদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্‌বিলশ্চমস উর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি বাগ্‌ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ॥ ৩

তৎ (উক্তার্থে, ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্বন্ধে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র) ভবতি (আছে)—অর্বাক্-বিলঃ (নীচে শূন্য আছে এইরূপ, নিম্নবিবর) ঊর্ধ্ব-বুধ্নঃ (উপরে বর্তুলাকার) [একটি] চমসঃ ([যজ্ঞের] হাতা) [আছে]। তস্মিন্ (তাহাতে) বিশ্বরূপম্ (বিবিধ প্রকার) যশঃ (যশঃ, [যশের হেতুভূত] জ্ঞান) নিহিতম্ (স্থাপিত আছে)। তস্য (তাহার, চমসের) তীরে (পারে, পার্শ্বে) সপ্ত ঋষয়ঃ (সাতজন [বিষয়োপলব্ধা] ঋষি) আসতে (আসীন আছেন), [এবং] ব্রহ্মণা (শব্দরাশির সহিত) সংবিদানা (সংসর্গবিশিষ্টা, শব্দোচ্চারণকারিণী) বাক্ অষ্টমী (অষ্টমস্থানীয়া)। [মন্ত্রার্থ বলা হইতেছে] অর্বাক্-বিলঃ ঊর্ধ্ব-বুধ্নঃ চমসঃ ইতি ইদম্ (এই বস্তুটি) তৎ শিরঃ (উক্ত মস্তক); হি (কারণ) এষঃ (ইহা) অর্বাগ্‌বিলঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ চমসঃ। তস্মিন্ বিশ্বরূপম্ যশঃ নিহিতম্ ইতি (এই কথায়)—প্রাণান্ এতৎ আহ (ইন্দ্রিয়বৃন্দকেই এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে); প্রাণাঃ বৈ (ইন্দ্রিয়সকলই, [শ্রোত্রাদি সাতটি ও তাহাতে সাত প্রকারে প্রসৃত বায়ুসমূহ]) বিশ্বরূপম্ যশঃ (বিবিধ যশ) [কারণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যশের হেতুভূত শব্দাদিজ্ঞান হয়]। তস্য তীরে সপ্ত ঋষয়ঃ আসতে ইতি (এইবাক্যে) [মন্ত্র] প্রাণান্ (পরিস্পন্দাত্মক প্রাণসমূহকে) এতৎ আহ (এইরূপে বলিলেন); প্রাণাঃ বৈ ঋষয়ঃ (প্রাণসকলই ঋষি)। অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মণা সংবিদানা ইতি—হি (কারণ) অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মণা সংবিত্তে (সংবাদ করেন, শব্দরাশি উচ্চারণ করেন)। ৩

উক্তার্থে এই শ্লোক আছে—"নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল একটি চমস আছে। তাহাতে বিবিধপ্রকার যশ নিহিত আছে। তাহার তীরে সপ্ত ঋষি আসীন রহিয়াছেন, এবং শব্দরাশি উচ্চারণকারিণী বাক্ অষ্টমস্থানীয়া।" "নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল চমস"টি এই মস্তক; কারণ ইহাই নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল চমস। "তাহাতে বিবিধপ্রকার যশ নিহিত আছে" এই বাক্যে ইন্দ্রিয়সকলকেই এইরূপে বলা হইয়াছে; ইন্দ্রিয়সকলই বিবিধপ্রকার যশ। "তাহার তীরে সপ্ত ঋষি আসীন রহিয়াছেন" এই বাক্যে ইন্দ্রিয়সকলকেই এইরূপে বলা হইতেছে; ইন্দ্রিয়সকলই ঋষি।

"শব্দরাশি উচ্চারণকারিণী বাক্ অষ্টমস্থানীয়া"; কারণ অষ্টমস্থানীয়া বাক্[১] শব্দরাশি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ৩

১ বক্তৃত্ব ও অত্তৃত্ব-ভেদে বাক্ দুই প্রকার। বক্তা হিসাবে বাক্ অষ্টমী; অত্তা (ভোক্তা) হিসাবে উহা সপ্তমী, কারণ জিহ্বাদ্বারা রসোপলব্ধি হয়। বাকের অত্তৃত্ব পরের কণ্ডিকায় বলা হইবে।

ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নি-রিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্ যদত্রিরিতি সর্বস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[চমসের তীরে আসীন ঋষিদের নাম এই]—ইমৌ এব (এই দুইটিই [কর্ণই]) গোতম-ভরদ্বাজৌ (গোতম ও ভরদ্বাজ)—অয়ম্ এব (এইটি [দক্ষিণ বা বাম] কর্ণ) গোতমঃ অয়ম্ [বাম বা দক্ষিণ কর্ণ] ভরদ্বাজঃ। ইমৌ এব (এই চক্ষু দুইটিই) বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী —অয়ম্ এব বিশ্বামিত্রঃ, অয়ম্ জমদগ্নিঃ। ইমৌ এব (এই নাসাপুটদ্বয়ই) বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ —অয়ম্ এব বসিষ্ঠঃ, অয়ম্ কশ্যপঃ। বাক এব (বাক্ই) [সপ্তমস্থানীয়] অত্রিঃ। হি (যেহেতু) বাচা (জিহ্বাদ্বারা) অন্নম্ (অন্ন) অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), [অতএব পরোক্ষভাবে] যৎ (যাহা) অত্রিঃ ইতি (অত্রি বলিয়া উক্ত হয়) এতৎ (উহা) অত্তিঃ হ বৈ নাম (অত্তি ["আহার করেন"] এই প্রসিদ্ধ নামই বটে) [অর্থাৎ যাহা "অত্তি" নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পরোক্ষভাবে "অত্রি" নাম কথিত হয়]। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ [প্রাণের যাথাত্ম্য ও "অত্রি" শব্দের নির্বচন] জানেন, তিনি) [প্রাণের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া প্রাণের যাহা কিছু অন্ন আছে সেই] সর্বস্য (সমস্তের) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি (হন), সর্বম্ (সমস্ত) অস্য (ইঁহার) অন্নম্ ভবতি (অন্ন, ভোজ্য, হয়); [কিন্তু তিনি কাহারও অন্ন হন না]। ৪

এই দুই জনই গোতম ও ভরদ্বাজ—ইনিই গোতম, ইনিই ভরদ্বাজ। এই দুই জনই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি—ইনিই বিশ্বামিত্র, ইনিই জমদগ্নি। এই দুই জনই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ—ইনিই বসিষ্ঠ, ইনিই কশ্যপ। বাক্‌ই অত্রি—বাকেরই দ্বারা অন্ন ভক্ষিত হয়। যিনি অত্রি, তিনিই অত্তি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সকলের ভোক্তা হন, সমস্ত তাঁহার অন্ন হয়। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্ত্যঞ্চ মর্তঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১

["সত্য" শব্দ-বাচ্য ইন্দ্রিয়বর্গ (২।১।২০) "সত্য"-শব্দ-বাচ্য পঞ্চভূতের বিকার। এই পঞ্চভূত দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে পরিণত হইয়া "সত্যের সত্য" আত্মার উপাধি হইয়া থাকে। এই উপাধিতে উপহিতরূপে ও নিরুপাধিকরূপে ব্রহ্ম দুই প্রকারে প্রতীত হন। পঞ্চভূতাত্মক উপাধির মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হইলে "নেতি নেতি"রূপে নির্দিষ্ট ব্রহ্মের পরিচয় ঘটিতে পারে বলিয়া প্রথমে ঐ উপাধির স্বরূপ নির্ধারিত হইতেছে]—ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের, পরমাত্মার) দ্বে বাব (দুইটি মাত্র) রূপে (রূপ) [আছে]—মূর্তম্ এব চ (মূর্ত, ঘন, সংহত, স্থূল) অমূর্তম্ চ (এবং অমূর্ত, অসংহত, সূক্ষ্ম), মর্ত্যম্ চ অমৃতম্ চ (মরণশীল এবং [আপেক্ষিকভাবে] অমরণশীল), স্থিতম্ চ যৎ চ (স্থিতিশীল, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপ্য ; এবং গতিশীল, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপক), সৎ চ ত্যৎ চ (প্রত্যক্ষোপলব্ধ ও অপ্রত্যক্ষ)। [পাঠান্তর—ত্যম্ চ]। ১

ব্রহ্মের দুইটি মাত্র রূপ[১] আছে—মূর্ত ও অমূর্ত ; মর ও অমর ; পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন ; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। ১

১ অপর বিশেষণগুলি "মূর্ত ও অমূর্তেরই" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "দুইটি মাত্র" বলা হইল —(১) মূর্ত, মর্ত্য, স্থিত, সৎ; (২) অমূর্ত, অমর্ত্য, যৎ, ত্যৎ। রূপ=অজ্ঞানবশতঃ যাহা আরোপিত হইলে ব্রহ্ম সবিশেষভাবে রূপায়িত হন; অর্থাৎ উপাধি।

তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্ বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ২

যৎ (যাহা) বায়োঃ চ (বায়ু হইতে) অন্তরিক্ষাৎ চ (এবং আকাশ হইতে) অন্যৎ (ভিন্ন) [অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও তেজ], তৎ (উক্ত) এতৎ (ইহা) মূর্তম্, এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ। যঃ তপতি (যাহা তপদানকারী সূর্যমণ্ডল), এষঃ (উহা) তস্য এতস্য মূর্তস্য (উক্ত এই মূর্তের), এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ (সতের) রসঃ (সার); হি (কারণ) এষঃ (এই সূর্যমণ্ডল) সতঃ (উক্ত ভূতত্রয়ের) রসঃ। ২

যাহা বায়ু হইতে এবং অন্তরিক্ষ হইতে ভিন্ন তাহাই (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই) মূর্ত; উহাই মর্ত্য, উহাই ব্যাপ্য এবং উহাই প্রত্যক্ষীভূত।[১] এই যে সূর্যমণ্ডল তাপ বিকিরণ করিতেছে, উহাই এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই পরিচ্ছিন্নের, এই সতের সার[২]; কারণ উহা এই ভূতত্রয়ের সার। ২

১ যাহা মূর্ত বা অবয়বসংযোগ-বশতঃ স্থূল, তাহা পরিচ্ছিন্ন (স্থিত); পরিচ্ছিন্ন বস্তু অপরের দ্বারা প্রতিহত হইয়া বিনষ্ট (মর্ত্য) হয় এবং পরিচ্ছিন্ন বস্তুই প্রত্যক্ষীভূত (সৎ) হয়। অথবা যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মূর্ত, মর্ত্য ও সৎ হয়। এইরূপে যে-কোনও তিনটি শব্দ চতুর্থটির বিশেষণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এইরূপে বিশেষণ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট ভূতত্রয়ই ব্রহ্মের মূর্ত রূপ।

২ ভূতত্রয়ের সার বলিয়া সূর্যমণ্ডল আধিদৈবিক স্থূলদেহের উপলক্ষক; সূর্যমণ্ডল বিরাট্‌দেহের প্রতীক। ভূতত্রয়ের কার্যের মধ্যে উহা শ্রেষ্ঠ; কারণ সূর্যমণ্ডলেরই দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজের কৃষ্ণ, শুক্ল ও লোহিত রূপ বিভজ্যমান হয়।

অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতমেতদ্ যদেতত্ত্যৎ তস্যৈ-তস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৩

[পূর্বকণ্ডিকায় আধিদৈবিক স্থূলদেহ বলিয়া অধুনা আধিদৈবিক সূক্ষ্মদেহ বলা হইতেছে] —অথ (অতঃপর) অমূর্তম্ (অসংহত) [বলা হইতেছে], [উহা] বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্, এতৎ যৎ (ব্যাপক), এতৎ ত্যৎ (পরোক্ষশব্দের বাচ্য)। যঃ (যিনি) এতস্মিন্ মণ্ডলে (এই সূর্যমণ্ডলে) পুরুষঃ (পুরুষ, করণাত্মক হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ), এষঃ (ইনি) তস্য এতস্য (উক্ত এই) অমূর্তস্য (অমূর্তের), এতস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ (ব্যাপকের) এতস্য ত্যস্য রসঃ ; হি এষঃ (এই পুরুষ) ত্যস্য (সেই অমূর্তের ; বায়ু ও অন্তরিক্ষের) রসঃ। ইতি (এই পর্যন্ত ; ২য় ও ৩য় কণ্ডিকায়) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ে) [বলা হইল]। ৩

অতঃপর বায়ু ও অন্তরিক্ষ (এই ভূতদ্বয়) অমূর্ত ; ইহা অমৃত, ইহা ব্যাপক, ইহা পরোক্ষ-শব্দের বাচ্য।[১] সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ আছেন, তিনি এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই অপরিচ্ছিন্নের, এই পরোক্ষ-শব্দ-বাচ্যের সার ; কারণ ইনি উক্ত ভূতদ্বয়ের সার।[২] এই পর্যন্ত দেবতা-বিষয়ে বলা হইল। ৩

১ যাহা অমূর্ত, অর্থাৎ অসংহত, তাহা অবিনাশী হয়। যাহা ব্যাপক, তাহা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হয় না, এবং উহা পরিচ্ছিন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষবাচক শব্দের বাচ্য হয় না। এইরূপে এই শব্দগুলি পরস্পরের বিশেষণ (পূর্বকণ্ডিকা, টীকা ১)। এইরূপে বিশেষণ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট ভূতদ্বয়ই ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ।

২ পূর্বোক্ত বিশেষণচতুষ্টয়-যুক্ত সূক্ষ্মভূতদ্বয়ের সার। আধিদৈবিক সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সার হইলেও সূক্ষ্ম ভূতত্রয় অপ্রধান বলিয়া সূক্ষ্ম ভূতদ্বয়েরই উল্লেখ হইল। উক্ত সূক্ষ্মদেহ নির্মাণের জন্যই অব্যাকৃত হইতে ভূতদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উক্ত

সূক্ষ্মদেহই তাহাদের সার। অধিকন্তু মণ্ডলস্থ পুরুষের ন্যায় ভূতদ্বয়ও অমূর্ত ; সুতরাং উক্ত পুরুষ ভূতদ্বয়ের সার। রস-শব্দে চেতন-হিরণ্যগর্ভরূপী জীবকে বুঝাইতেছে না, অচেতন হিরণ্যগর্ভলিঙ্গকেই বুঝাইতেছে। শ্রুতি-স্মৃতিতে অচেতন সম্বন্ধেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (শঃ ব্রাঃ, ৬।১।১।৩ ; গীতা, ১৫।১৬)। ২।৩।৫ কণ্ডিকাতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ৪

অথ [অধুনা] অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ে) [কণ্ডিকাদ্বয়ে মূর্ত ও অমূর্তের বিভাগ দেখানো হইতেছে]—প্রাণাৎ চ (বায়ু হইতে) চ (এবং) আত্মন্ [=আত্মনি] অন্তঃ (শরীরাভ্যন্তরে) যঃ অয়ম্ আকাশঃ (এই যে আকাশ) [তাহা হইতে] যৎ (যাহা) অন্যৎ (ভিন্ন) [অর্থাৎ যাহা স্থূলদেহের আরম্ভক ভূতত্রয়] ইদম্ এব (ইহাই) মূর্তম্, এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ। তস্য এতস্য মূর্তস্য, এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ এষঃ রসঃ যৎ (যাহা) চক্ষুঃ। হি এষঃ (এই চক্ষু) সতঃ রসঃ। ৪

অধুনা দেহাবলম্বনে বলা হইতেছে—দেহস্থ বায়ু হইতে এবং দেহ-মধ্যস্থ আকাশ হইতে যাহা ভিন্ন, উহাই মূর্ত, উহা মর্ত্য, উহা ব্যাপ্য এবং উহা প্রত্যক্ষীভূত। এই যে চক্ষু, ইহাই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই পরিচ্ছিন্নের এই সতের সার[১] ; কারণ, ইহা এই ভূতত্রয়ের সার।[২] ৪

১ সূর্যমণ্ডল যেমন আধিদৈবিক শরীরারম্ভক ভূতত্রয়ের সার, তেমনি চক্ষুও আধ্যাত্মিক শরীরারম্ভক ভূতত্রয়ের সার। অপর অবয়বের গ্রহণ না করিয়া চক্ষুর গ্রহণ করা হইয়াছে ; কারণ চক্ষুদ্বারাই সমস্ত দেহ সারবান্। দেহে সর্বপ্রথমে চক্ষু অভিব্যক্ত হয় (শঃ ব্রাঃ, ৪।২।১।২৮)। আবার আদিত্যই দেহে চক্ষুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। (ঐঃ, ১।২।৪)—এইজন্যও চক্ষু সার।

২ কারণ উক্ত ভূতত্রয় ও চক্ষু উভয়েই মূর্ত।

অথামূর্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্ যদেতৎ ত্যৎ তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রসঃ ॥ ৫

দক্ষিণে (ডান) অক্ষন্ (= অক্ষিণি, চক্ষে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

অতঃপর—প্রাণ ও দেহমধ্যস্থ আকাশ অমূর্ত, উহা অমৃত, উহা ব্যাপক, উহা পরোক্ষাভিধায়ক শব্দের বাচ্য। দক্ষিণ চক্ষে যে পুরুষ আছেন[১], ইনি এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই ব্যাপকের, এই পরোক্ষশব্দ-বাচ্যের সার[২] ; কারণ ইনি উক্ত ভূতদ্বয়ের সার।[৩] ৫

১ পুরুষ=লিঙ্গশরীর। উহা দক্ষিণ চক্ষে বিশেষভাবে অবস্থিত বলিয়া সর্বশ্রুতিতে প্রসিদ্ধি আছে।

২ অমূর্তের সার অমূর্ত ; অতএব পুরুষ অপ্রত্যক্ষ।

৩ কারণ লিঙ্গশরীর ও ভূতদ্বয় উভয়েই অমূর্ত।

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্। যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্-বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর] তস্য হ এতস্য (পূর্বোক্ত এই) পুরুষস্য (পুরুষের, করণাত্মার, লিঙ্গশরীরের) রূপম্ (রূপ) [এই প্রকার]—মাহারজনম্ (মহারজন, অর্থাৎ হরিদ্রা, দ্বারা রঞ্জিত) বাসঃ (বস্ত্র) যথা (যেরূপ) [সেইরূপ], পাণ্ডু-আবিকম্ যথা (অবি, অর্থাৎ মেষ হইতে

জাত পশম যেমন পাণ্ডুবর্ণ, শুক্লপীতবর্ণ) [সেইরূপ], ইন্দ্রগোপঃ (রক্তবর্ণকীটবিশেষ, মখমলী পোকা) যথা, অগ্নি-অর্চিঃ (অগ্নিশিখা) যথা [উজ্জ্বল] [সেইরূপ], পুণ্ডরীকম্ (শ্বেতপদ্ম) যথা, সকৃৎ-বিদ্যুত্তম্ (বিদ্যুতের ঝলক) যথা [চারিদিক উদ্ভাসিত করে] [সেইরূপ]। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ, ঝটিতি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বাসনার রূপটি) বেদ (জানেন) [অর্থাৎ জগতের অব্যাকৃতাবস্থা হইতে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় আবির্ভূত হিরণ্যগর্ভের এই রূপটি জানিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন], অস্য (ইঁহার) সকৃদ্‌বিদ্যুত্তা ইব (বিদ্যুৎ চমকিত হওয়ার মতো, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের খ্যাতির মতো) শ্রীঃ (খ্যাতি) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হইয়া থাকে)। অথ ("সত্যের" স্বরূপনির্ধারণের পরে) [যেহেতু "সত্যের সত্য" ব্রহ্ম অবশিষ্ট আছেন] অতঃ (অতএব) [তাঁহার স্বরূপনির্ধারণের জন্য] ন-ইতি ন-ইতি (ইহা নহে, ইহা নহে) [ইহাই] আদেশঃ (নির্দেশ) ; হি (কারণ) ইতি ন (ইহা নহে) ইতি এতস্মাৎ (এই নির্দেশবাক্য হইতে) অন্যৎ (ভিন্ন) [এবং] পরম্ (শ্রেষ্ঠ) [নির্দেশ] ন অস্তি (নাই)। অথ (এবং) সত্যস্য সত্যম্ (সত্যের সত্য) ইতি [ব্রহ্মের] নামধেয়ম্ (নাম), [কারণ] প্রাণাঃ ([বিবিধাকারে স্থিত] প্রাণ) বৈ (অবশ্য) সত্যম্, এষঃ (ইনি) তেষাম্ (তাহাদের) সত্যম্ (সত্য)। ৬

পূর্বোক্ত লিঙ্গশরীরের রূপ[১] হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায়,[২] পাণ্ডুরবর্ণ মেষলোমের ন্যায়, ইন্দ্রগোপের ন্যায়, অগ্নিশিখার ন্যায়, শ্বেতপদ্মের ন্যায়, বিদ্যুৎ চমকিত হওয়ার ন্যায়[৩]। যিনি এই (শেষোক্ত) রূপটি জানেন, তাঁহার অবশ্যই বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় খ্যাতি হইয়া থাকে। ("সত্য" নির্ধারিত হইল) অতএব অতঃপর "নেতি" "নেতি" ইহাই (ব্রহ্মের) নির্দেশ ; কারণ "নেতি" এই বাক্য হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও নির্দেশ নাই।[৪] এবং ব্রহ্মের নাম "সত্যের সত্য" ; (কারণ) প্রাণবৃন্দ সত্য, ইনি তাঁহাদের সত্য। ৬

১ বিজ্ঞানময়ের (=জীবের) সংযোগ ও মূর্তামূর্তবিষয়ক সংস্কার হইতে যে রাগাদি-বাসনাময় রূপের উদ্ভব হয়, উহা লিঙ্গশরীরেরই (=অন্তঃকরণেরই) রূপ ; উহা আত্মার রূপ নহে। অর্থাৎ বাসনাই "সত্যের" বিশেষ রূপ। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তে

এই বাসনাসমূহেরই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বাসনার কারণ অনন্ত বলিয়া বাসনাও অসংখ্য। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে বাসনার সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু তাহাদের প্রকারভেদ দর্শিত হইয়াছে।

২ বস্ত্রে অনুলিপ্ত বর্ণের ন্যায় লিঙ্গশরীরে অবস্থিত এই মায়িক বিচিত্র বর্ণও অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভ্রান্তির কারণ হয়; কেন না তাহারা মনে করে যে উহা আত্মারই রূপ।

৩ বিদ্যুৎ যেমন ঝটিতি চারিদিক উদ্ভাসিত করে, অব্যাকৃত হইতে উদ্ভূত হিরণ্যগর্ভও তেমনি ঝটিতি জগতের নিখিল বস্তুকে প্রকাশিত করেন।

৪ যাহাতে কোন বিশেষ—অর্থাৎ নাম, রূপ, কর্ম, গুণ বা জাতি প্রভৃতি—আছে তাহাকে সেই বিশেষের দ্বারা নির্দেশ করা চলে। ব্রহ্মে এইসব বিশেষ নাই; সুতরাং তিনি বাক্যের অতীত। নিখিল নির্দেশের দ্বারাই তাঁহার নির্বিশেষ স্বরূপটি নির্দিষ্ট হইতে পারে। দুইবার "নেতি নেতি" বলার দ্বারা শুধু যে মূর্ত ও অমূর্ত দুইটিরই নিষেধ হইল তাহা নহে; পরন্তু "গ্রামে গ্রামে রাজার প্রভাব বিস্তৃত আছে" বলিলে যেমন বীপ্সার ফলে দুইটি মাত্র গ্রামকে না বুঝাইয়া সকল গ্রামকেই বুঝায়, তেমনি "নেতি নেতি"তে যে বীপ্সা আছে, তদ্দারা সমস্ত উপাধিই নিষিদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি ॥ ১

[পূর্বে বিদ্যার বিষয় আত্মা ও অবিদ্যার বিষয় সংসার নির্ণীত হইয়াছে ; এবং প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে সন্ন্যাস বিহিত হইতেছে, কারণ সাধন-নিরপেক্ষ ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির উপায় (৪।৫।১)]—যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি) উবাচ হ (বলিলেন), অরে মৈত্রেয়ি (হে [প্রিয়ে] মৈত্রেয়ি) ইতি ; অহম্ (আমি) অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান হইতে, এই [গার্হস্থ্য] আশ্রম হইতে) উৎ-যাস্যন্ বৈ অস্মি (ঊর্ধ্বে, [উচ্চতর সন্ন্যাসাশ্রমে] যাইতে উদ্যত হইয়াছি)। হন্ত (সম্মতি প্রার্থনা করি)। [অধিকন্তু আমার অপর ভার্যা] অনয়া কাত্যায়ন্যা (এই কাত্যায়নীর সহিত) তে (তোমার) অন্তম্ ([বিত্তবিভাগের দ্বারা] সম্বন্ধের অবসান) করবাণি (করিতে চাই) ইতি। ১

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি এই (গার্হস্থ্য) আশ্রম হইতে উচ্চতর (সন্ন্যাস) আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইয়াছি ; তোমার সম্মতি চাই। (অধিকন্তু) তোমার সম্মতি থাকিলে[১] এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার সম্বন্ধের[২] অবসান করিতে চাই।" ১

১ মূলের "হন্ত তে"—"তোমার অনুমতি থাকিলে", এই অংশটি পূর্ববাক্যের সহিতও যুক্ত হইবে ; কেন না ভার্যার বর্তমানে সন্ন্যাস লইতে হইলে ভার্যার সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক—আনন্দগিরি।

২ আমাকে অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল আমার বিত্তাদি তোমাদের ভিতরে বণ্টন করিয়া দিয়া উহার অবসান করিতে চাই।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি॥ ২

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—ভগোঃ (হে ভগবন্), যৎ নু (যদিই বা) বিত্তেন পূর্ণা (ধনপূর্ণা) ইয়ম্ (এই) সর্বা পৃথিবী (সমস্ত ধরিত্রী) মে (আমার) স্যাৎ (হয়), তেন (তদ্দারা) [আমি] কথম্ অমৃতা স্যাম্ (কি প্রকারে অমর হইব ? [অর্থাৎ হইতে পারিব না] ; [অথবা]—অমর হইতে পারিব কি ?) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন (না) ইতি ; উপকরণবতাম্ (বহুদ্রব্যশালী ব্যক্তিগণের) জীবিতম্ (জীবন) যথা এব (যেরূপ) [ভোগলিপ্ত] তথা এব (ঠিক তেমনি) তে (তোমার) জীবিতম্ স্যাৎ (হইবে)। তু (কিন্তু) বিত্তেন (সম্পদের দ্বারা, বিত্তসাধ্য কর্মের দ্বারা) অমৃতত্বস্য (অমরত্বের) আশা (আশা) ন অস্তি (নাই) [মনের দ্বারাও অকল্পনীয়]। ২

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিই বা ধনপরিপূর্ণা এই সমগ্রা বসুন্ধরা আমার হয়, আমি কি তদ্দারা অমর হইতে পারিব ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না। সম্পৎশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন (ভোগপরায়ণ), তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হইবে। কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বলাভের আশা নাই।" ২

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥ ৩

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অহম্ যেন (যদ্দারা) অমৃতা ন স্যাম্ (হইব না) তেন (তদ্দারা) অহম্ কিম্ (কি) কুর্যাম্ (করিব) ? ভগবান্ (আপনি) [অমরত্বের সাধন বলিয়া] যৎ এব (যাহাই) বেদ (অবগত আছেন), তৎ এব (কেবল তাহাই) মে (আমায়) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব ? আপনি যাহা (অমরত্বের সাধন বলিয়া) জ্ঞাত আছেন, কেবল তাহাই আমায় বলুন।" ৩

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪

সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে প্রিয়ে), [তুমি] নঃ (আমাদের, আমার) প্রিয়া (আদরণীয়া) বত [অনুকম্পার্থক অব্যয়] সতী (থাকিয়াই) প্রিয়ম্ (যথাভিলষিত) ভাষসে (বলিতেছ) [অর্থাৎ তুমি পূর্ব হইতেই প্রিয় ; এখনও আমার চিত্তানুকূল কথাই বলিতেছ]। এহি (এস), আস্স্ব (বস), তে (তোমার নিকট) [আমি] ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব)। তু (কিন্তু) ব্যাচক্ষাণস্য মে (আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব তখন [আমার কথার অর্থ]) নিদিধ্যাসস্ব (নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে ইচ্ছা কর, যত্ন কর) ইতি। ৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে, তুমি তো আমার আদরণীয়াই ছিলে ; এখনও চিত্তানুকূল কথাই বলিতেছ। এস, বস। আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন কর।" ৪

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং

ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্॥ ৫

[অমৃতত্বের সাধন বৈরাগ্যলাভের জন্য জায়া, পতি, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছেন]—সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—অরে, পত্যুঃ কামায় (স্বামীর নিজের প্রয়োজনে) পতিঃ (স্বামী) [জায়ার] প্রিয়ঃ (আদরণীয়) ন ভবতি বৈ (হন না—ইহা প্রসিদ্ধ) ; তু (কিন্তু) আত্মনঃ কামায় ([পত্নীর] নিজেরই প্রয়োজনে) পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। [অবশিষ্টাংশও অনুরূপ]—জায়ায়ৈ (=জায়ায়াঃ, পত্নীর), পুত্রাণাম্ (পুত্রদিগের), বিত্তস্য (সম্পত্তির), ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণের), ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়ের), লোকানাম্ (লোকসমূহের), দেবানাম্ (দেবগণের), ভূতানাম্ (ভূতবর্গের), সর্বস্য ([কথিত ও অকথিত] নিখিল বস্তুর)। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা বৈ (আত্মাই) দ্রষ্টব্যঃ (অনুভবনীয়), শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়), মন্তব্যঃ (মননীয়, বিচার্য), নিদিধ্যাসিতব্যঃ (নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়)। অরে, শ্রবণেন (শ্রবণের দ্বারা) মত্যা (মননের, বিচারের দ্বারা) বিজ্ঞানেন (নিদিধ্যাসনের দ্বারা) আত্মনঃ বৈ (আত্মারই) দর্শনেন (অনুভূতি হইলে, তদ্দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) বিদিতম্ (জ্ঞাত) [হয়] [১।৪।৭]। ৫

তিনি বলিলেন, "হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি (জায়ার) প্রিয় হন তাহা নহে ; (পত্নীর) আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে

প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির) প্রিয় হন তাহা নহে ; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পুত্রদিগের জন্যই যে পুত্রগণ (পিতামাতার) প্রিয় হয় তাহা নহে ; (পিতামাতার) আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সম্পদের জন্যই যে সম্পদ প্রিয় হয় তাহা নহে ; (মানুষের) আত্মপ্রয়োজনেই সম্পদ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, ব্রাহ্মণের জন্যই যে ব্রাহ্মণ (অপরের) প্রিয় হন তাহা নহে ; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ের জন্যই যে ক্ষত্রিয় (অপরের) প্রিয় হন তাহা নহে ; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। লোকসমূহের জন্যই যে লোকসমূহ (জীবগণের) প্রিয় হয় তাহা নহে ; (জীবগণের) আত্মপ্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, দেবগণের জন্যই যে দেবগণ (যাজ্ঞিকাদির) প্রিয় হন তাহা নহে ; (যাজ্ঞিকাদির) আত্মপ্রয়োজনেই দেবগণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় তাহা নহে। আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে ; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।[১] হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়।[২] হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের[৩] দ্বারা আত্মার দর্শন হইলে তদ্দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়। ৫

১ উল্লিখিত পতি প্রভৃতির মধ্যে একটা ক্রম আছে। যে বস্তু সাধকের দৃষ্টিতে যত প্রিয়তর তাহাকে তত যত্নের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১।৪।৮-এ বলা হইয়াছে যে, আত্মা সকলের প্রিয় ; বর্তমান কণ্ডিকায় উক্ত বিষয়েরই বিস্তার করা হইল, এবং দেখানো হইল যে, আত্মপ্রীতিই মুখ্যবস্তু, অপরপ্রীতি গৌণ—কারণ উহা আত্মপ্রীতিরই অবান্তর প্রকাশ। সুতরাং অপর সকল বস্তুতে প্রীতি ত্যাগ করিয়া মুখ্য আত্মপ্রীতিতেই রত হওয়া আবশ্যক।

২ যে বর্ণ ও আশ্রমাদিতে অভিমানপূর্বক কর্ম করা হয়, উহারা অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে অধ্যস্ত। ঐ অধ্যাসের বিনাশের জন্য শ্রবণাদিতে রত হইতে বলা হইল। দর্শনই মুখ্য ফল; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার কারণ। তন্মধ্যে আবার শ্রুতিবাক্য-বিচার-রূপ শ্রবণই প্রধান বা অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার অঙ্গ। অঙ্গাঙ্গিভাবে শ্রবণাদি বহুবার অনুষ্ঠিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়; নতুবা শুধু শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৩ মূলে একই স্থলে পূর্বে নিদিধ্যাসন ও পরে বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—নিদিধ্যাসন বলিলে হয় তো ক্রিয়াত্মক ধ্যান বুঝাইতে পারে, উহার নিবারণ করিয়া জ্ঞানাত্মক ধ্যান বুঝানো। নিদিধ্যাসন=অনুভবরহিতা, সাক্ষাৎকারবিহীনা, অবিদ্যা-নিবর্তকবৃত্তি-সাক্ষাৎকারভিন্না যে বুদ্ধি "তত্ত্বং" পদের লক্ষ্যনির্ণয়াত্মিকা এবং "আমি চিদাত্মা ব্রহ্মস্বভাবই, এবং ব্রহ্ম চিদেকরস প্রত্যগাত্মস্বভাব" ইত্যাকারিকা।

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা। ৬

[আত্মাকে জানিলেই সমস্ত জানা হইল; কারণ বস্তুতঃ আত্মা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই—সমস্তই আত্মা। ইহাই দেখানো হইতেছে]—যঃ (যিনি) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-জাতিকে) আত্মনঃ অন্যত্র (আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া) বেদ (জানেন) [যিনি মনে করেন, "ইহা আত্মা নহে; পরন্তু ব্রাহ্মণজাতি"] তম্ (তাঁহাকে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি) পরাদাৎ (নিরাকৃত, তিরস্কৃত, প্রত্যাখ্যান করেন)। [অপরাংশ অনুরূপ]। ইদম্ ব্রহ্ম ইদম্ ক্ষত্রম্···ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) [তাহা] যৎ (=যঃ, যাহা) অয়ম্ (এই, [দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ইত্যাদি স্থলে উক্ত]) আত্মা। ৬

"যিনি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[১] যিনি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে

ভিন্ন বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, লোকসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ভূতবর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতবর্গ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি নিখিল বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, নিখিল বস্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ এবং এই নিখিল বস্তু (তাহাই) যাহা এই আত্মা[২]। ৬

১ সর্বত্র আত্মজ্ঞান না হওয়ায় তাঁহার মুক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে।

২ সৃষ্টিকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মা হইতে আসে, স্থিতিকালে তাঁহাতে অবস্থিত থাকে এবং প্রলয়ে তাঁহাতে লীন হয়। সুতরাং আত্মা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই, সমস্তই আত্মা। ইহাই ৭—১৪ কণ্ডিকাসমূহে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

[স্থিতিকালে সমস্তই স্বরূপতঃ আত্মা ইহা জানা যায়; কারণ সর্বত্রই চিন্মাত্র আত্মা অনুগত থাকায় সমস্তই চিৎস্বরূপ]—সঃ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন)

দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য (ভেরী প্রভৃতি [দামামা জাতীয়] বাদ্যযন্ত্র যখন [দণ্ডাদি দ্বারা] বাদিত হইতে থাকে, তখন তাহা হইতে) বাহ্যান্ শব্দান্ (বহির্ভূত বিশেষ শব্দগুলিকে, অর্থাৎ দুন্দুভির শব্দসামান্য হইতে পৃথগ্‌রূপে দুন্দুভির শব্দবিশেষগুলিকে) [কেহ] গ্রহণায় (গ্রহীতুম্, গ্রহণ করিতে) ন শক্নুয়াৎ (পারে না); তু (পরন্তু) দুন্দুভেঃ (ভেরীর শব্দসামান্যের, অর্থাৎ "ইহারা ভেরীর শব্দ" এইরূপ) গ্রহণেন (গ্রহণের দ্বারা) শব্দঃ গৃহীতঃ (শব্দবিশেষ গৃহীত হয়) [কারণ শব্দসামান্য ব্যতিরেকে শব্দবিশেষের অস্তিত্ব নাই] বা (অথবা) দুন্দুভি-আঘাতস্য (দুন্দুভির বাদ্যরূপ শব্দসামান্যের [গ্রহণের দ্বারা]) [শব্দঃ গৃহীতঃ]; [কিন্তু শব্দবিশেষরূপে তাহাদের অস্তিত্ব না থাকায় তদ্রূপে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না]। সঃ (দৃষ্টান্তান্তর এই) যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য (শঙ্খ যখন বায়ুপূরিত হয়, বাজানো হয়, তখন তাহার) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ, তু শঙ্খস্য (শঙ্খের শব্দসামান্যের) [গ্রহণের দ্বারা] বা শঙ্খধ্মস্য (বিভিন্নরূপে বাদনজনিত শব্দসামান্যের) গ্রহণেন শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ—যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (=বীণায়াঃ বাদ্যমানায়াঃ, যখন বীণা বাদিত হইতে থাকে, তখন তাহার) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ, তু বীণায়ৈ (=বীণায়াঃ) বা বীণাবাদস্য গ্রহণেন শব্দঃ গৃহীতঃ [এই দৃষ্টান্তগুলিতে যেমন বিশেষণশব্দগুলি শব্দসামান্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তেমনি স্থিতিকালে নিখিল জগৎ প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে]। ৭—৯

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি আহত হইতে থাকিলে তাহা হইতে নির্গত ধ্বনিবিশেষগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভির শব্দসামান্য অথবা দুন্দুভিবাদ্য গৃহীত হইলে (তদন্তর্গত) ধ্বনিবিশেষগুলিও গৃহীত হয়; কিংবা যেমন শঙ্খ নিনাদিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে নির্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু শঙ্খের শব্দসামান্য অথবা শঙ্খবাদন গৃহীত হইলে (তদন্তর্গত) ধ্বনিবিশেষগুলিও গৃহীত হয়; এবং যেমন বীণা ঝঙ্কৃত হইলে তাহা হইতে নির্গত বিশেষ স্বরগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু বীণার স্বরসামান্য অথবা বীণাঝঙ্কার গৃহীত

হইলে (তদন্তর্গত) বিশেষ স্বরগুলিও গৃহীত হয় (তেমনি প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে স্বপ্ন ও জাগরণে কোনও বস্তুবিশেষ গৃহীত হয় না)।[১] ৭—৯

১ অতএব প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এখানে অনুমানটি এইরূপ—জগৎ আত্মাতিরিক্ত নহে; কারণ উহা আত্মা হইতে পৃথগ্রূপে গৃহীত হয় না। যাহা যে বস্তু হইতে অতিরিক্তরূপে গৃহীত হয় না, তাহা উক্ত বস্তু হইতে পৃথক্ নহে, যেমন দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দবিশেষ তাহাদের শব্দসামান্য হইতে অতিরিক্তরূপে গৃহীত না হওয়ায় তাহারা শব্দসামান্য হইতে পৃথক্ নহে। আরও দ্রষ্টব্য এই—অনেকগুলি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া শ্রুতি দেখাইতেছেন, চেতন ও অচেতন অনেক সামান্য ও বিশেষ আছে। দুন্দুভির সামান্য ও বিশেষ শব্দ, শঙ্খের সামান্য ও বিশেষ শব্দ এবং বীণার সামান্য ও বিশেষ শব্দ যেমন শব্দসামান্যরূপ এক মহাসামান্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি চেতন ও অচেতন সামান্য ও বিশেষগুলি প্রজ্ঞানঘনরূপ এক মহাসামান্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুক্তির অনুসরণে জানা যায় যে, নিখিল জগৎ স্থিতিকালে আত্মাতিরিক্ত নহে।

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি॥ ১০

[স্থিতিকালে জগৎ যেমন আত্মাতিরিক্ত নহে, সৃষ্টির পূর্বকালেও তেমনি তদতিরিক্ত নহে]—সঃ যথা—অভ্যাহিতাৎ আর্দ্র-এধ-অগ্নেঃ (ভিজা কাঠের দ্বারা জ্বালানো আগুন হইতে) পৃথক্ ধূমাঃ (পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধূম) [এবং স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি] বিনিশ্চরন্তি (বিনির্গত হয়), অরে (হে প্রিয়ে), এবম্ বৈ (এইরূপই) যৎ (যাহা) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ববেদ) [অর্থাৎ সংহিতাভাগের চারি প্রকার মন্ত্ররাশি], ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা (গীতবাদ্যাদিবিষয়ক বিদ্যা, কলা), উপনিষদঃ (উপাসনাদি রহস্যবিদ্যা) শ্লোকাঃ (বেদের ব্রাহ্মণাংশে স্থিত মন্ত্রসকল), সূত্রাণি (সূত্রসকল, সংক্ষিপ্তাকারে বস্তুপ্রতিপাদক বাক্যসকল), অনুব্যাখ্যানানি (মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা; অথবা সূত্রার্থের

বিস্তার), ব্যাখ্যানানি (অর্থবাদসকল, অথবা মন্ত্রব্যাখ্যা) এতৎ (এই সমস্ত) অস্য মহতঃ ভূতস্য (এই অপরিচ্ছিন্ন পরমার্থ বস্তুর, পরমাত্মার) নিঃশ্বসিতম্ (নিঃশ্বাস)। এতানি (এইসকল) অস্য এব (ইঁহারই) নিঃশ্বসিতানি (নিঃশ্বাসসমূহ)। ১০

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন আর্দ্র কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানাবিধ ধূম বিনির্গত হয়, তেমনি[১] ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোকসকল, সূত্রসমুদয়, অনুব্যাখ্যাসকল ও ব্যাখ্যাসমূহ[২]—এই সমস্তই এই পরমাত্মার নিঃশ্বাস (সদৃশ)।[৩] এই সকল ইঁহারই নিঃশ্বাস (সদৃশ)। ১০

১ অগ্নি হইতে পৃথক্ হইবার পূর্বে যেমন ধূম, স্ফুলিঙ্গ, শিখা প্রভৃতি অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি নামরূপাকারে ব্যাকৃত হওয়ার পূর্বে জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে।

২ ইতিহাস হইতে ব্যাখ্যা পর্যন্ত আটটিকে বেদের ব্রাহ্মণাংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহারা সংহিতাংশ বা লৌকিক ইতিহাসাদি নহে। ইহাদের পরিচয় নিম্নোক্ত বৈদিক দৃষ্টান্তগুলিতে পাওয়া যাইবে—(১) ইতিহাস (=ইতি-হ-আস)—দৃপ্তবালাকির্হানূচানঃ (বৃঃ, ২।১।১); (২) পুরাণ—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ, ২।৭); (৩) বিদ্যা—"পিত্র্যং রাশিং দৈবম্" ইত্যাদি (ছাঃ, ৭।১।২); (৪) রহস্যবিদ্যা (উপনিষৎ)—"প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত" (বৃঃ, ৪।১।৩); (৫) শ্লোক—"তদেতে শ্লোকাঃ" (বৃঃ, ৪।৩।১১, ৪।৪।৮); (৬) সূত্র—"আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃঃ, ১।৪।৭); (৭) অনুব্যাখ্যান—(সূত্রব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ, ১।৪।৭), (মন্ত্রব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ, ২।২।৩); (৮) ব্যাখ্যা—(অর্থবাদ, যথা—বৃঃ, ১।৪।১০), (মন্ত্রব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ, ২।২।৩)।

নামের উপর নির্ভর করিয়াই রূপ ব্যাকৃত হয়। অতএব ঋগ্বেদাদি শব্দরাশির গ্রহণের দ্বারা নিখিল রূপও গৃহীত হইল। এইরূপে নাম ও রূপের সৃষ্টি উক্ত হওয়ায় জগতেরই সৃষ্টি বলা হইল।

৩ লোকের নিঃশ্বাস যেমন বিনাপ্রযত্নে হয়, ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিও তেমনি অযত্নপ্রসূত। নিত্যবিদ্যমান বেদই প্রতিকল্পে পুরুষনিঃশ্বাসের ন্যায় পরমেশ্বর হইতে নির্গত হয়। উহা এইরূপে অযত্নোত্থিত বলিয়া অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ।

স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১

[সৃষ্টি ও স্থিতিকালের ন্যায় প্রলয়েও আত্মব্যতিরেকে জগতের অস্তিত্ব নাই]—সঃ (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—সর্বাসাম্ অপাম্ (সকল জলের ; নদী, কূপ, তড়াগাদির জলবিশেষ সকলের) যথা (যেমন) সমুদ্রঃ (সাগর, অর্থাৎ জলসামান্য) এক-অয়নম্ (একমাত্র গতি, অভিন্নতাপ্রাপ্তির একমাত্র আধার) এবম্ (এইরূপে) সর্বেষাম্ (সকল) স্পর্শানাম্ (মৃদু, কর্কশ, কঠিন, পিচ্ছিল প্রভৃতি [বায়ুস্বরূপ] স্পর্শের, স্পর্শবিশেষের) ত্বক্ (ত্বক্, অর্থাৎ স্পর্শসামান্য) একায়নম্ [অর্থাৎ স্পর্শসামান্য ব্যতিরেকে স্পর্শবিশেষের অস্তিত্ব নাই], এবম্ সর্বেষাম্ গন্ধানাম্ ([পৃথিবীস্বরূপ] গন্ধবিশেষ সকলের) নাসিকে (নাসিকাদ্বয়, গন্ধসামান্য) একায়নম্ ; রূপাণাম্ ([তেজঃস্বরূপ] রূপবিশেষের) চক্ষুঃ (রূপসামান্য) ; শব্দানাম্ ([আকাশস্বরূপ] শব্দবিশেষ সকলের) শ্রোত্রম্ (শব্দসামান্য) ; সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ (জননেন্দ্রিয়) ; বিসর্গাণাম্ (সকল মলত্যাগের) পায়ুঃ (গুহ্যেন্দ্রিয়) ; অধ্বনাম্ (পথসমূহের), পাদৌ [অপরাংশ অনুরূপ] । ১১

"সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনি ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের একমাত্র গতি, নাসিকাদ্বয় সমস্ত গন্ধের একমাত্র গতি, জিহ্বা সমস্ত রসের একমাত্র গতি, চক্ষু সমস্ত রূপের একমাত্র গতি, কর্ণ সমস্ত শব্দের একমাত্র গতি, মন সমস্ত সঙ্কল্পের একমাত্র গতি, হৃদয় (অর্থাৎ

বুদ্ধি) সমস্ত বিদ্যার একমাত্র গতি,[১] হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের একমাত্র গতি, জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের একমাত্র গতি, গুহ্যেন্দ্রিয় সমস্ত মলত্যাগের একমাত্র গতি, পাদদ্বয় সমস্ত পথের (অর্থাৎ চলনের) একমাত্র গতি, এবং বাক্ সমস্ত বেদের একমাত্র গতি।[২] ১১

১ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বিকাশগুলি তৎতৎসামান্যে লীন হয় বলিয়া তাহারা কখনও তৎতৎ-সামান্য-ব্যতিরেকে থাকে না। আবার শব্দস্পর্শাদি সামান্যগুলি মনোবিষয়-সামান্য-ব্যতিরেকে থাকে না। মনোবিষয়-সামান্য বুদ্ধি-বিষয়-সামান্যে লীন হয় ; সুতরাং তদ্ব্যতিরেকে মনোবিষয়-সামান্যের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে পরম্পরাক্রমে শব্দাদি ও তাহাদের গ্রাহক শ্রোত্রাদি প্রজ্ঞানঘনে বিলীন হইলে উপাধির অভাববশতঃ প্রজ্ঞানঘন ইহারা বিজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রজ্ঞানঘন আত্মাতেই লীন হয়। একমাত্র আত্মাই অবস্থিত থাকেন (কঃ, ১।৩।১৩)। অতএব আত্মা এক ও অদ্বিতীয় (ঐঃ, ৩।১।৩ ; ছাঃ, ৭।২৫।২)।

২ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সকল যেমন আত্মাতে পর্যবসিত হয়, কর্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সকলও তেমনি প্রাণে পর্যবসিত হইয়া প্রাণরূপে অবস্থান করে, এই প্রাণ প্রজ্ঞামাত্র (কৌঃ, ৩।৩—"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ")। শ্রুতিতে যদিও মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়বিষয় সকলেরই লয় বলা হইয়াছে তথাপি তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামেরও লয় বলা হইয়াছে ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়েরই সমজাতীয়। রূপের প্রকাশক প্রদীপ যেমন রূপেরই অবস্থাবিশেষ, তেমনি বিষয়ের প্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলিও সেই সেই বিষয়েরই অবস্থাবিশেষ ; কেননা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা সৃষ্ট হইয়াছে।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো

ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২

[ব্রহ্মবিদ্যার ফলে অবিদ্যার নিরোধ হইলে যে প্রলয় হয় উহা আত্যন্তিক প্রলয়; উহা পুরাণবর্ণিত স্বাভাবিক প্রলয় নহে]। সঃ—যথা উদকে (জলে) প্রাস্তঃ (প্রক্ষিপ্ত) সৈন্ধব-খিল্যঃ (লবণখণ্ড) [স্বীয় উপাদান] উদকম্ এব অনুবিলীয়েত (জলে জলের বিলীন হওয়ার অনুযায়ীই বিলীন হয়) [এবং তখন কেহই] অস্য (ঐ খণ্ডের) উদ্‌গ্রহণায় ইব (=উদ্‌গ্রহীতুম্, তুলিয়া লইতে [সমর্থ]) ন হ স্যাৎ (অবশ্যই হয় না); [কারণ] যতঃ যতঃ ([জলের] যে যে স্থান হইতে) তু (কিন্তু) [জল] আদদীত ([লোকে] গ্রহণ করে, আস্বাদন করে) লবণম্ এব ([ঐ জলের] লবণাস্বাদই হয়) ; এবম্ বৈ (ঠিক তেমনি) অরে (হে প্রিয়ে), অনন্তম্ (অন্তবিহীন), অপারম্ (অসীম), ইদম্ (এই) [পরমাত্মাখ্য] মহৎ-ভূতম্ (মহৎ ও পারমার্থিক তত্ত্ব) [অথবা—মহৎ=বৃহত্তম ; ভূতম্= সর্বদা একরূপ, সত্যবস্তু] বিজ্ঞানঘনঃ এব (কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ)। [তথাপি আত্মার "আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি ব্যষ্টিভাব হয়; কারণ এই খিল্য (পিণ্ড) ভাবটি] এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (এই ["সত্য"-শব্দবাচ্য, নামরূপাত্মক] ভূতবর্গরূপ উপাধিবশতঃ [হেত্বর্থে পঞ্চমী]) সমুত্থায় ([লবণ-খণ্ডের ন্যায়] উত্থিত হইয়া) [অর্থাৎ ভূতবর্গের পরিণামভূত দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধিবশতঃ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষজ্ঞান—অর্থাৎ "আমি দ্রষ্টা, আমি কর্তা"—ইত্যাদি—লাভ করিয়া জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া] তানি এব অনুবিনশ্যতি (যখন ঐ ভূতবর্গ [ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে] বিলীন হয় তখন [আত্মার ঐ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষজ্ঞানও] বিলীন হয়)। প্রেত্য (গমন করিলে, কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে) সংজ্ঞা (["আমি অমুক, আমরা ইহা" ইত্যাদি] বিশেষজ্ঞান) ন অস্তি (থাকে না)। অরে, [আমি] ইতি (ইহাই) ব্রবীমি (বলিতেছি)—ইতি (এই কথা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। ১২

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা যেমন (লবণের উপাদানভূত) জলেই বিলীন হয়,[১] কেহই ঐ লবণখণ্ডটি তুলিয়া লইতে পারে না—তখন যে যে স্থান হইতেই জল উঠানো হউক না কেন, কেবল লবণাস্বাদই পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার

এই মহদ্ভূত কেবল বিজ্ঞানস্বরূপই বটেন। (আত্মার খণ্ডিতভাবটি) এই ভূতবর্গরূপ কারণবশতঃ প্রকাশ লাভ করিয়া ভূতবর্গের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলে আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান) থাকে না।[২] হে প্রিয়ে, আমি ইহাই বলিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছিলেন। ১২

১ তেজের সম্পর্কবশতঃ লবণের যে কাঠিন্য হইয়াছিল, স্বীয় উপাদান জলের সম্পর্কে আসিলে সেই কাঠিন্য দূর হয়। তাহার পর সৈন্ধবখণ্ড বিলীন হয়। অর্থাৎ জলের সম্পর্কবশতঃ কাঠিন্য দূর হইলে লবণখণ্ড বিলীন হয়।

২ লবণ যেমন তেজের সম্পর্কে কঠিন হয়, তেমনি বিজ্ঞানঘন আত্মাও অবিদ্যাজনিত কার্যকরণরূপ উপাধির সম্পর্কবশতঃ খণ্ডিতভাব বা জীবভাব প্রাপ্ত হন। আবার জলসম্পর্কে লবণের খণ্ডিতভাব দূর হইলে সে যেমন স্বীয় জলস্বরূপেই অবস্থান করে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হইলে কার্যকরণ বিলীন হওয়ায় আত্মার দেহেন্দ্রিয়জনিত কেবল বিশেষজ্ঞানই (অর্থাৎ আমি, আমার ইত্যাদিই) দূর হয় এবং তখন আত্মা স্বীয় স্বরূপ বিজ্ঞানঘনরূপে অবস্থান করেন।

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১৩

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অত্র এব (এখানেই, একই আত্মবস্তুতে [বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ করিয়া] প্রেত্য সংজ্ঞা (জ্ঞান) ন অস্তি ইতি (এই বলিয়া)—ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) অমূমুহৎ (মুগ্ধ, বিভ্রান্ত করিলেন)। সঃ উবাচ হ—অরে, অহম্ (আমি) মোহম্ (মোহজনক বাক্য) ন বৈ ব্রবীমি (বলিতেছি না); অরে, ইদম্ (ইনি, এই মহদ্ভূত, আত্মা) বৈ (অবশ্যই) বিজ্ঞানায় (=বিজ্ঞাতুম্) অলম্ (জানিতে সমর্থ [অর্থাৎ আত্মার স্বরূপজ্ঞান সর্বদাই হয়, ইহা বলিয়া])—[আত্মাকে বিজ্ঞানঘন বলিয়া পুনর্বার]

আছে ; পরমাত্মা সর্বদাই বিজ্ঞানস্বরূপ—তাঁহার বিজ্ঞানের লোপের প্রশ্নই উঠিতে পারে না—৪।৩।৩০, ২।৪।১৪]। ১৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "এই বিষয়েই—'কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ জ্ঞান) থাকে না', ইহা বলিয়া—আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে, আমি মোহজনক বাক্য বলিতেছি না ; এই মহদ্ভূত অবশ্যই বিজ্ঞানসমর্থ[১]।" ১৩

১ যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য এই—"আমি একই আত্মাতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের—অর্থাৎ 'আত্মা বিজ্ঞানঘন, আবার তিনি সংজ্ঞাশূন্য (=জ্ঞানশূন্য), এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের—সমাবেশ করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, আত্মা স্বরূপতঃ বিজ্ঞানঘন ; কিন্তু অবিদ্যাবশে তাঁহাতে ব্যষ্টিভাব আরোপিত হয়। জলের নাশে জলে প্রতিফলিত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বের ও তজ্জনিত প্রকাশাদির বিনাশ হইলে যেমন আলোকরূপী চন্দ্রাদির স্বরূপের নাশ হয় না, তেমনি উপাধিকৃত জীবভাব নষ্ট হইলে কেবল সেই ব্যষ্টিত্ব-জনিত বিশেষ বিজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু বিজ্ঞানঘনরূপ আত্মার স্বরূপের নাশ হয় না" (৪।৫।১৪)। অতএব স্বরূপবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মাকে বিজ্ঞানঘন ও বিশেষবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংজ্ঞাবান্ বলা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই—যাজ্ঞবল্ক্য "সংজ্ঞা" শব্দটি বিশেষজ্ঞান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী উহা "জ্ঞানমাত্র" অর্থে ধরিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে কিরূপে বিশেষজ্ঞান তিরোহিত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিতেছেন]—যত্র (যখন, যে অবস্থায় [অবিদ্যাকল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-রূপ উপাধি হইতে সম্ভূত ব্যষ্টিভাব হয়, তখন]) হি (যেহেতু) [পরমার্থ অদ্বৈত ব্রহ্মে] দ্বৈতম্ ইব ভবতি (দ্বৈতপ্রায় হয়, আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর লক্ষিত হয়) [অতএব] তৎ (সেই অবস্থায়, তখন) ইতরঃ ([পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে বিখণ্ডিত [অন্য [আঘ্রাতা জীব]) ["অন্য" ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহায়ে] ইতরম্ (অন্য [আঘ্রাতব্য বিষয়]) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে), তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি (দর্শন করে), শৃণোতি (শ্রবণ করে), অভিবদতি (বলে), মনুতে (চিন্তা করে), বিজানাতি (জানে)—[ইহা অবিদ্যাবস্থা]। যত্র বৈ (যে [বিদ্যা] অবস্থায়) সর্বম্ ([নামরূপাদি] সব) অস্য (ইঁহার, ব্রহ্মবিদের) আত্মা এব অভূৎ (আত্মাই হইয়া গেল) [যখন সমস্ত আত্মাতেই বিলীন হইয়া গেল] তৎ (সেই অবস্থায়, তখন) [কোন্ আঘ্রাতা] কেন (কিসের দ্বারা, কোন্ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কম্ (কোন্ [ঘ্রাতব্য] বস্তুকে) জিঘ্রেৎ (আঘ্রাণ করিবে), পশ্যেৎ (দর্শন করিবে), শৃণুয়াৎ (শুনিবে), অভিবদেৎ (বলিবে), মন্বীত (চিন্তা করিবে), বিজানীয়াৎ (জানিবে) ? [অবিদ্যাবস্থায়ও যখন কেহ কিছু আঘ্রাণাদি করে, তখনও] যেন (যাঁহার দ্বারা, যে কূটস্থচৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া) ইদম সর্বম্ (এই সমস্ত [জ্ঞেয়] বিষয়কে) বিজানাতি (জানে) তম্ (তাঁহাকে, সেই, সাক্ষিস্বরূপকে) কেন (কিসের দ্বারা, কোন্ ইন্দ্রিয়বিশেষের দ্বারা) বিজানীয়াৎ (জানিবে) ? অরে, বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞানস্বরূপ [আত্মা]-কে) কেন (কিসের দ্বারা) বিজানীয়াৎ ইতি। ১৪

"যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় তখন যেহেতু ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হইয়া থাকে, (অতএব) তখন একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে,একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপর বিষয় বলে, একে অপর বিষয় চিন্তা করে, একে অপর বিষয় জানে।[১] কিন্তু যখন সমস্ত ইহার আত্মাই হইয়া গেল তখন কিসের দ্বারা কি আঘ্রাণ করিবে, কিসের দ্বারা কি দেখিবে, কিসের দ্বারা কি শুনিবে, কিসের দ্বারা কি বলিবে, কিসের দ্বারা কি চিন্তা করিবে, কিসের দ্বারা কি জানিবে ?[২] যাঁহার সহায়ে

লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? হে প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?[৩]" ১৪

১ "ছেদন করে" বলিলে যেমন কুঠারের বারংবার আঘাত এবং দ্বিখণ্ডীকরণ এই উভয় অর্থেরই বোধ হয়, আঘ্রাণ করে, দেখে, ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দেও তেমনি ক্রিয়া ও তাহার ফল উভয়কেই বুঝিতে হইবে। লোকে নাসিকাদির দ্বারা আঘ্রাণাদি করে ও তাহার ফল পায়। এইরূপে এখানে দেখানো হইল যে অবিদ্যাবস্থায়ই কর্তা, করণ ও ক্রিয়া ইত্যাদি থাকিতে পারে। বিদ্যাবস্থায় উহা অসম্ভব।

২ প্রশ্নগুলি আক্ষেপার্থক; অর্থাৎ আত্মাতে ক্রিয়া, কারক ও ফল একেবারেই অসম্ভব।

৩ বিদ্যাবস্থায় বিশেষজ্ঞান যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যকে জানাও অসম্ভব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানকালে স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহাদের দ্বারা সাক্ষীকে জানা যায় না। আবার যিনি জ্ঞাতা, তিনি নিজেকে জানিতে পারেন না। বিশেষতঃ সন্দিগ্ধ বিষয়েই জ্ঞান হয়; আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকায় জ্ঞানও অসম্ভব। আত্মভিন্ন অপর জ্ঞাতাও নাই (৩।৮।১১)। সুতরাং অপরে আত্মাকে জানিবে—ইহা অসম্ভব।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চম (মধু) ব্রাহ্মণ

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং, শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১

[মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত মননের প্রকার প্রদর্শনকালে "এই সমস্ত আত্মাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতুরূপে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই সকলের সামান্য, উদ্ভবস্থল ও লয়স্থল ; অতএব এই সমস্ত আত্মাই। এখন সন্দেহ এই—যুক্তিটি বিচারসহ নহে। এই সন্দেহ নিবারণেন জন্য এই মধুব্রাহ্মণের আরম্ভ। অথবা যুক্তিপ্রধান মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে "এই সমস্ত আত্মাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতুরূপে পূর্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আগমপ্রধান মধুব্রাহ্মণে ঐ সিদ্ধান্তের নিগমন করা হইতেছে]—ইয়ম্ পৃথিবী (এই পৃথিবী) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (অখিল ভূতের) মধু (মধুসদৃশ, কার্য) [কারণ বহু মধুকরের দ্বারা যেমন মধুচক্র নির্মিত হয়, তেমনি সকল প্রাণীর কর্মফলে এই পৃথিবী নির্মিত]। সর্বাণি ভূতানি (সকল ভূত) অস্যৈ পৃথিব্যৈ (=অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ, এই পৃথিবীর) মধু (কার্য) [সর্বভূত ধরিত্রীর ধরিত্রীত্বগুণের সম্পাদক হইয়া তাহার উপকারক হয়]। অস্যাম্ পৃথিব্যাম্ (এই পৃথিবীতে) অয়ম্ (এই) যঃ (যিনি) তেজোময়ঃ (চিন্মাত্র, প্রকাশময়) অমৃতময়ঃ (অমরণধর্মা) পুরুষঃ, চ অয়ম্ যঃ অধ্যাত্মম্ (শরীরসম্বন্ধী) শারীরঃ (শরীরে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (লিঙ্গশরীরাভিমানী জীব) চ (তাঁহারা উভয়েও [তদ্রূপ মধু])—[অর্থাৎ তাঁহারা সর্বভূতের উপকারক বলিয়া সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও তাঁহাদের মধু। এইরূপে পৃথিবী, সর্বভূত, পার্থিব পুরুষ ও শারীরপুরুষ—এই চারিটি মধু, অর্থাৎ সর্বভূতের কার্য, এবং সর্বভূত ইহাদের কার্য]। অয়ম্ (এই [পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়]) সঃ এব (তিনিই) যঃ

(যিনি) অয়ম্ (এই, "এই সমস্ত আত্মাই" [২।৪।৬] এইরূপে প্রতিজ্ঞাত) আত্মা। ইদম্ (ইহা, কল্পনাচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠানভূত আত্মবিষয়ক জ্ঞান) অমৃতম্ (অমৃতের হেতু [৪।৫।১৫]); ইদম্ (ইনি) ব্রহ্ম, ইদম্ (এই ব্রহ্মজ্ঞান) সর্বম্ (সর্বাত্মত্বপ্রাপ্তির উপায় [১।৪।১০])। ১

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি অধ্যাত্ম, শরীরাবস্থিত, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও (মধু)। এই পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।[১] ১

১ এখানে উপস্থাপিত যুক্তিটি এই—যেহেতু পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরস্পরের উপকারী ও উপকারের পাত্র এবং যেহেতু যাহারা পরস্পরের উপকারী, তাহারা একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, একই সামান্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং একই বস্তুতে লীন হয়, সুতরাং এই পৃথিব্যাদিও ঐরূপ একই ব্রহ্মরূপ কারণসম্ভূত, একই ব্রহ্মসামান্যের অন্তর্গত এবং একই ব্রহ্মকারণে লীন হইবে। বর্তমান ব্রাহ্মণের কণ্ডিকাগুলিতে পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠানভূত আত্মাকে সর্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে নির্ণয় করা হইতেছে। অতএব সর্বাধিষ্ঠান আত্মা সত্য; নামরূপাকারে বিকারী পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা। এইরূপে দেখানো হইল—"নিখিল বস্তু আত্মাই" (২।৪।৬) এবং "উপদেশ দিব" (২।১।১), (২।১।১৫) বলিয়া যিনি প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিলেন সেই আত্মা ব্রহ্মই; তিনিই একমাত্র পরমার্থ সত্য এবং তাঁহার জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ২

ইমাঃ আপঃ (এই জল) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু। সর্বাণি ভূতানি আসাম্ অপাম্ (এই জলের) মধু। যঃ অয়ম্ আসু অপ্সু (এই জলে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ রৈতসঃ (শুক্রাভিমানী) পুরুষঃ চ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

এই জল সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই জলের মধু। এই জলে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরস্থ শুক্রে[১] অভিমানী তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই জলাদি চতুষ্টয় (অর্থাৎ জল, সর্বভূত, জলের পুরুষ ও শুক্রের পুরুষ) তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ২

১ শুক্রে জল বিশেষরূপে অবস্থিত বলিয়া একই সঙ্গে উল্লিখিত হইল। "জল রেতঃ হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন।" (ঐঃ, ১।২।৪)

অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বং ॥ ৩

অস্য অগ্নেঃ (এই অগ্নির)। অস্মিন্ অগ্নৌ (এই অগ্নিতে)। বাঙ্ময়ঃ (বাগভিমানী)। ৩

এই অগ্নি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরস্থ বাকের অভিমানী[১], তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই অগ্ন্যাদি চতুষ্টয় তিনিই

যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৩

১ "অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন।" (ঐঃ, ১।২।৪)

অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৪

এই বায়ু সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে, তেজোময়, অমৃতময়, প্রাণাভিমানী[১] পুরুষ—তাঁহারাও মধু।[২] এই বায়ু প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৪

১ "বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।" (ঐঃ, ১।২।৪)

২ পৃথিব্যাদি ও তদন্তর্গত পুরুষদিগকে মধু বলা হইয়াছে। ভূতসমূহ শরীরের আরম্ভক বলিয়া উপকারী, অতএব মধু ; কিন্তু তেজোময় প্রভৃতি করণরূপে উপকারী—ইহাই প্রভেদ। এই কার্যকরণরূপ বিভাগ ১।৫।১১-এ দেখানো হইয়াছে।

অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৫

এই আদিত্য সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে

চক্ষুরাভিমানী[১] তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—তাঁহারাও মধু। এই আদিত্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৫

১ "আদিত্য চক্ষু হইয়া নয়নদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন" (ঐঃ, ১।২।৪)। যদিও সূর্য অগ্নি হইতে পৃথক্ নহেন, তথাপি উভয়স্থলে দেবতাভেদ আছে বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ দোষাবহ নহে।

ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্থ দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥ ৬

শ্রৌত্রঃ (শ্রবণাভিমানী); প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতি শ্রবণসময়ে সন্নিহিত)। ৬

এই দিক্‌সমূহ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই দিক্‌সকলের মধু। এই দিকসমূহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি শরীরমধ্যে শ্রবণাভিমানী ও প্রতি শ্রবণবেলায় সন্নিহিত,[১] তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই দিগাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৬

১ "দিকসমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন" (ঐঃ, ১।২।৪)। যদিও দিগভিমানী পুরুষই শ্রোত্রাভিমানী পুরুষরূপে বিদ্যমান, তথাপি শব্দশ্রবণকালে তিনি বিশেষরূপে সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তিনি "প্রতিশ্রুৎক"।

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো

যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৭

এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি শরীরমধ্যে মানস (অর্থাৎ মনের অভিমানী),[১] তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই মন প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সব। ৭

১ "চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন" (ঐঃ, ১।২।৪)

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৮

ইয়ম্ (এই) ; অস্যৈ=অস্যাঃ ; তৈজসঃ (ত্বগিন্দ্রিয়ের তেজে অভিমানী)। [ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ও বিদ্যুতের দেবতা অভিন্ন]। ৮

এই বিদ্যুৎ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহস্থ ত্বগিন্দ্রিয়ের তেজে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই বিদ্যুদাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৮

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো

যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্‌॥ ৯

স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জন)। শাব্দঃ (শব্দে অভিমানী), সৌবরঃ (স্বরে অভিমানী) [অর্থাৎ সাধারণভাবে সকল দৈহিক শব্দে এবং বিশেষভাবে কণ্ঠস্বরে অভিমানী]। ৯

এই মেঘগর্জন সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মেঘগর্জনের মধু। এই মেঘগর্জনে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহস্থ শব্দে ও স্বরে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই মেঘগর্জনাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৯

অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্‌॥ ১০

এই আকাশ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহমধ্যস্থ হৃদয়াকাশে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই আকাশাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।[১] ১০

১ এই পর্যন্ত ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত কার্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ ভূতগণ এবং দেবতাগণ প্রত্যেক দেহীর উপকারক বলিয়া মধুস্থানীয়। যে ধর্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইঁহারা দেহিগণের সহিত সম্বদ্ধ ও তাহাদের উপকারক হন, তাহা পরবর্তী কণ্ডিকাত্রয়ে দেখানো হইবে।

অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং ধার্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মে-দমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১১

এই ধর্ম[১] সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই ধর্মের মধু। এই ধর্মে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি শরীরমধ্যে ধর্মাভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই ধর্মাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১১

১ ধর্ম অপ্রত্যক্ষ হইলেও তৎপ্রযুক্ত পৃথিব্যাদি কার্য প্রত্যক্ষ বলিয়া উহা প্রত্যক্ষবাচক "এই" শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা উপদিষ্ট হয়; উহা ক্ষত্রিয়দেরও নিয়ন্তা (১।৪।১৪); পৃথিব্যাদির পরিণামের কারণ হইয়া উহা জগতের বৈচিত্র্য সাধন করে এবং প্রাণিগণের দ্বারা উহা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম প্রত্যক্ষ বলিয়াও ইহাকে "এই" বলা হইল। ১।৪।১৪ কণ্ডিকায় ধর্ম ও সত্যকে এক বলা হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান কণ্ডিকাদ্বয়ে উহাদিগকে পৃথক্ করা হইতেছে; কারণ শাস্ত্রবিধিরূপ ধর্ম ও আচাররূপ ধর্ম অদৃষ্ট ও দৃষ্টরূপে কার্যোৎপাদন করে। অদৃষ্ট বা অপূর্ব নামক ধর্ম সামান্যাকারে বা বিশেষাকারে কার্যের আরম্ভক হয়; সামান্যাকারে উহা পৃথিব্যাদির প্রযোক্তা এবং বিশেষাকারে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রযোক্তা হয়। পরের বাক্যে এই সামান্যাকার ও বিশেষাকার ধর্মে অভিমানী পুরুষদ্বয়ের কথা বলা হইতেছে। বস্তুতঃ ইঁহারা অভিন্ন।

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়-মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়-মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২

এই সত্য (অর্থাৎ অনুষ্ঠিয়মান, আচাররূপ ধর্ম) সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই সত্যের মধু। এই সত্যে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহে সমবেত সাত্য (অর্থাৎ আচাররূপ ধর্মে অভিমানী), তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ[১]—ইঁহারাও মধু। এই সত্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১২

১ ধর্মের ন্যায় সত্যও সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে বিভক্ত। সামান্যাকার সত্যটি পৃথিব্যাদিতে সমবেত ক্রিয়াস্বরূপ, এবং বিশেষাকার সত্যটি দেহেন্দ্রিয়ে সমবেত আচার-স্বরূপ; "সত্যেন বায়ুঃ আবাতি"। মহানারায়ণোপনিষৎ, ২২।১।

ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৩

এই মনুষ্যজাতি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মনুষ্যজাতির মধু।[১] এই মনুষ্যজাতিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহমধ্যস্থ মনুষ্যজাতিতে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, ইঁহারাও মধু।[২] এই মনুষ্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১৩

১ মনুষ্যজাতি-শব্দে এখানে সকল জাতিকেই বুঝিতে হইবে। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মানুষাদি-জাতি-বিশিষ্ট হইয়াও বিভিন্ন প্রাণী পরস্পরের উপকারক হয়।

২ বক্তার দিক্ হইতে (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে) এবং অপর সকলের দিক্ হইতে (বাহ্যদৃষ্টিতে) একই জাতি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৪

এই আত্মা (অর্থাৎ মানুষাদি-জাতি-বিশিষ্ট, সর্বভূত-দেবতাগণবিশিষ্ট) এই বিরাট্ দেহ[১] সর্বভূতের মধু, সর্বভূত ইহার মধু। উক্ত বিরাট্ দেহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ[২] এবং তেজোময়, অমৃতময় পুরুষরূপী এই যে (বিজ্ঞানময়) আত্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) ইহারাও মধু। এই বিরাট্ দেহাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১৪

১ ২।৫।১ কণ্ডিকায় "শারীর" শব্দে ইহার উল্লেখ হয় নাই—সেখানে কেবল ইহার পার্থিবাংশের গ্রহণ হইয়াছে ; কিন্তু এখানে অধ্যাত্ম, অধিভূত প্রভৃতি সমস্ত বিশেষ-বর্জিত, সর্বভূত ও দেবতাগণ-বিশিষ্ট, সর্বাত্মা (অচেতন) বিরাট্‌দেহের কথা বলা হইয়াছে।

২ পুরুষ=অমূর্তের রস সর্বাত্মা (২।৩।৩) ; ইহা হিরণ্যগর্ভের দেহ। এখানে অধ্যাত্ম সসীমতা না থাকায় উহার উল্লেখ হইল না।

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫

সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা (বিজ্ঞানময় আত্মা, জীব [২।৪।১২ কণ্ডিকায় দর্শিতপ্রকারে পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বিদ্বান্]) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সর্বজীবের) অধিপতিঃ ([উপাস্য] শাসনকর্তা), সর্বেষাম্ ভূতানাম্ রাজা। তৎ যথা (যেমন) রথনাভৌ

চ রথনেমৌ চ (রথচক্রের নাভিতে [=বেলুনে] এবং নেমিতে [=চক্রবেষ্টনীতে]) সর্বে অরাঃ (চক্রশলাকাসকল) সমর্পিতাঃ (সন্নিবিষ্ট থাকে) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) সর্বাণি ভূতানি ([ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত] সকল প্রাণী), সর্বে দেবাঃ ([অগ্ন্যাদি] সকল দেবতা) সর্বে লোকাঃ ([ভূরাদি] সকল লোক) সর্বে প্রাণাঃ ([বাগাদি] সকল ইন্দ্রিয়), সর্বে এতে আত্মানঃ (এই সকল জীবাত্মা) অস্মিন্ আত্মনি (এই পরমাত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মভূত ব্রহ্মতে) সমর্পিতাঃ। ১৫

পূর্বোক্ত এই আত্মাই নিখিল ভূতের অধিপতি এবং নিখিল ভূতের রাজা।[১] রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সকল চক্রশলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয়, এবং সেই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে।[২] ১৫

১ মূলের অধিপতি ও রাজা শব্দ পরস্পরের বিশেষ্য ও বিশেষণ। রাজকুমার ও সামন্তগণ পরাধীন শাসক বা প্রদেশবিশেষের শাসক ; এইজন্য বলা হইল তিনি রাজা। কেবল রাজোচিত বৃত্তি থাকিলেও কেহ রাজা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন ; ইনি কিন্তু অধিপতি ও রাজা।

২ ১।৪।৯ কণ্ডিকায় প্রশ্ন ছিল—"সেই ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন ?" এখানে উত্তর দেওয়া হইল—আচার্য ও আগম হইতে আপনাকেই আত্মরূপে শ্রবণ করিয়া, তর্কসহায়ে মনন করিয়া এবং মধুব্রাহ্মণে প্রদর্শিত-প্রকারে সাক্ষাৎভাবে জানিয়া তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও সর্বস্বরূপ হইলেন। অবশ্য তিনি পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু অবিদ্যাদ্বারা অসর্ব ও অব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে বিদ্বান্ কিরূপে সর্বস্বরূপ হন, তাহা দৃষ্টান্ত-অবলম্বনে দর্শিত হইল। সর্বোপাধিক ও সর্বাত্মরূপে বিদ্বান্ সর্ব হন এবং নিরুপাধিকরূপে অনন্তর, অবাহ্য, প্রজ্ঞানঘন হন। বামদেবের এইরূপ সর্বাত্মভাব হইয়াছিল (১।৪।১০)।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্র-
মাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্।
দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বা-
মশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ ॥ ইতি ॥ ১৬

[অমৃতত্বের সাধন ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইয়াছে। উহার স্তুতির জন্য অধুনা মন্ত্রদ্বয়ে একটি আখ্যায়িকার তাৎপর্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইতেছে]—তৎ ব (তাহা, যে মধুবিদ্যা শতপথ-ব্রাহ্মণের প্রকরণান্তরে [১৪।১।১-৪] সূচিত হইয়াছিল [এবং], পূর্বোক্ত (ইদম্ বৈ [আলোচ্য মধুব্রাহ্মণে প্রকাশিত] এই মধুবিদ্যাই) দধ্যঙ্ আথর্বণঃ (অথর্ববেদ-পারগ দধ্যঙ ঋষি) অশ্বিভ্যাম্ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) উবাচ (বলিয়াছিলেন) তৎ এতৎ (উক্ত ইহা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ক্রূর কর্ম) পশ্যন্ (দেখিয়া) ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) অবোচৎ (বলিলেন) —[হে] নরা (নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়), তন্যতুঃ (পর্জন্য, মেঘ) ন (যেমন [বৈদিক প্রয়োগ]) বৃষ্টিম্ (বৃষ্টিকে) [প্রকাশিত করে], বাম্ (তোমাদের উভয়ের) সনয়ে (লাভের, স্বার্থের, জন্য) [আচরিত] তৎ (সেই) দংসঃ (দংসনামক) উগ্রম্ (ক্রূর কর্ম), [এবং কিরূপে তোমরা সেই বস্তু লাভ করিয়াছিলে] যৎ (যাহা) মধু (মধুবিদ্যা) [ও] যৎ (যাহা) দধ্যঙ্ আথর্বণঃ বাম্ (তোমাদের উভয়কে) অশ্বস্য (অশ্বের) শীর্ষ্ণা (মস্তকের দ্বারা) প্র-উবাচ (বলিয়াছিলেন) [তাহাও আমি তেমনি] আবিষ্কৃণোমি (প্রকাশ করিয়া দিব)। হ ঈম [অনর্থক নিপাতদ্বয়]। ১৬

পূর্বোক্ত এই মধুই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। উক্ত এই কর্মটি[১] দেখিয়া ঋষি (অর্থাৎ মন্ত্র) বলিলেন—"হে নরাকৃতি অশ্বিদ্বয়, লাভের জন্য আপনাদের কৃত এই দংসনামক ক্রূর কর্মটি[২] এবং (কিরূপে আপনারা) সেই মধুবিদ্যা (লাভ করিয়াছিলেন) যাহা অথর্ব-

১ শতপথব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাটি এইরূপ—"অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি মধুবিদ্যানামক ব্রাহ্মণাংশ অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ ছিল অতএব উভয়কে এইরূপে (উহা শিক্ষা দিবার জন্য) ঋষি তাঁহাদের নিকট আসিলেন" (১৪।১।৪।১৩)। "তিনি

বেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি আপনাদিগকে অশ্বের মস্তক-অবলম্বনে বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি তেমনি প্রকাশ করিয়া দিব যেমন মেঘ বৃষ্টিকে প্রকাশ করিয়া থাকে।" ১৬

বলিলেন, 'ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, যখনই আমি এই বিদ্যা অপরকে শিখাইব তখনই তিনি আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া আছি। তিনি যদি আমার মাথা না কাটেন তবেই তোমাদিগকে শিষ্য করিতে পারি।' তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট হইতে ত্রাণ করিব।' 'কিরূপে তোমরা আমায় ত্রাণ করিবে?' 'আপনি যখন আমাদিগকে উপনীত করিবেন তখন আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব এবং উহা অন্যত্র রাখিয়া দিব। অতঃপর এক অশ্বমুণ্ড আনিয়া আপনার স্কন্ধে স্থাপন করিব। ঐ মস্তকের দ্বারা আপনি আমাদিগকে বলিবেন। ঐরূপ করার সময়ে ইন্দ্র আপনার ঐ মস্তক কাটিয়া ফেলিবেন। তখন আপনার নিজের মস্তক আনিয়া উহা পুনর্বার আপনাতে স্থাপন করিব।' 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উপনীত করিলেন। তিনি ঐরূপ করিলে অশ্বিদ্বয় তাঁহার মাথা কাটিয়া অন্যত্র রাখিলেন এবং এক অশ্বমুণ্ড আনিয়া তাঁহাতে জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। উপদেশ দেওয়ার কালে ইন্দ্র তাঁহার ঐ মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বিদ্বয় তাঁহার নিজের মাথা আনিয়া আবার তাঁহাতে জুড়িয়া দিলেন" (১৪।১।১।২২-২৪)। ঐ প্রকরণে কিন্তু যতটুকু মধুবিদ্যা প্রবর্গ্যকর্মের অঙ্গীভূত কেবল ততটুকুই বলা হইয়াছে; আত্মজ্ঞানাখ্য রহস্যবিদ্যা বলা হয় নাই। তাহা এখানে বলা হইল। সেখানে উল্লিখিত আখ্যায়িকাটি এখানে বিদ্যার প্রশংসার জন্য উল্লিখিত হইল। ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত এই বিদ্যাটি অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় দেবগণেরও দুর্লভ। এই বিদ্যালাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে ব্রাহ্মণের মাথা কাটিয়া আবার উহা জুড়িতে হইয়াছিল। সুতরাং এই দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মবিদ্যার জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ, যদিও প্রবর্গ্যকর্মের প্রকরণেই প্রাসঙ্গিকভাবে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ করা উচিত ছিল, তথাপি আত্মবিদ্যা সর্বকর্মত্যাগের দ্বারা লভ্য বলিয়া, উহা কর্মের প্রকরণে বিবৃত হয় নাই; এইরূপেও আত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা দেখানো হইল।

২ এখানে ক্রূরকর্মের উল্লেখের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের নিন্দা করা হয় নাই; ইহা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি—এইরূপ ক্রূরকর্ম করিলেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অশ্বিদ্বয়ের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

আথর্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽ-
শ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্
ত্বাষ্ট্রং যদ্ দস্রাবপি কক্ষ্যং বাম্॥ ইতি॥ ১৭

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]—[হে] অশ্বিনা (=অশ্বিনৌ; অশ্বিদ্বয়) [আপনারা] আথর্বণায় দধীচে (আথর্বণ দধ্যঙ্ ঋষিকে) অশ্ব্যম্ শিরঃ (অশ্বের মস্তক) প্রত্যৈরয়তম্ (প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন)। [হে] দস্রৌ (পরবলপীড়ক, শত্রুসংহারক, অশ্বিদ্বয়), সঃ (তিনি) ঋতায়ন্ ([প্রতিজ্ঞাত] সত্যপালনে ইচ্ছুক হইয়া) বাম্ (আপনাদের দুইজনকে) ত্বাষ্ট্রম্ (কর্মসম্বন্ধী) মধু (মধুবিদ্যা) প্রবোচৎ (বলিয়াছিলেন), যৎ (যে মধুবিদ্যা) কক্ষ্যম্ (গোপনীয়) অপি ([তাহা] ও) [অর্থাৎ আত্মবিদ্যাও] বাম্ [প্রবোচৎ] ইতি। ১৭

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। উক্ত এই কর্মটি দেখিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি বলিলেন, "হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষির স্কন্ধে অশ্বমুণ্ড সংযোজিত করিয়াছিলেন। হে পরবলপীড়কদ্বয়, তিনি সত্যপালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া আপনাদিগকে কর্মসম্বন্ধী[২] মধুবিদ্যা এবং (আত্মবিষয়ক) রহস্যবিদ্যাও বলিয়াছিলেন।" ১৭

১ ইনি কক্ষীবান্ ঋষি। ইনি পূর্ব মন্ত্রের ও এই মন্ত্রের দ্রষ্টা (ঋগ্বেদ, ১।১১৬।১২, ১।১১৭।২২)।

২ মূলে আছে—ত্বাষ্ট্র=ত্বষ্টা বা সূর্যের সম্বন্ধী। শতপথব্রাহ্মণে আছে—"বিষ্ণু অপর দেবগণ অপেক্ষা আপনার মহত্ত্বাধিক্য দেখিয়া সগর্বে ধনুর এক প্রান্তে আপনার চিবুক রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময়ে হিংসাপরায়ণ অপর দেবতারা উই পোকাদিগের

দ্বারা ধনুর ছিলা কাটাইয়া ফেলিলেন। ছিন্ন-জ্যা ধনু বিষ্ণুর মাথা কাটিয়া ফেলিল। এই মস্তকই সূর্য।" মনে রাখিতে হইবে, বিষ্ণুই যজ্ঞ। "যজ্ঞের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন দেবগণ অশ্বিদ্বয়কে বলিলেন, 'আপনারা তো বৈদ্য, এখন মস্তক পুনঃ সংযোজিত করুন'।" যজ্ঞের মস্তক-সংযোজনের জন্য প্রবর্গ্যকর্ম আরম্ভ হইয়াছিল। যজ্ঞমস্তক-সংযোজনের জন্য ক্রিয়মাণ প্রবর্গ্যকর্মের অঙ্গীভূত মধুবিদ্যাই ত্বাষ্ট্র মধু। (তৈঃ আঃ, ৫।১।৩-৬)।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥ ইতি।

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্॥ ১৮

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। [পূর্বের দুইটি মন্ত্রে প্রবর্গ্যকর্মের জন্য প্রকাশিত অধ্যায়দ্বয়ের অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এখন অপর দুইটি মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক অধ্যায়দ্বয়ের মর্ম সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে 'কক্ষ্য' মধুবিদ্যা উদ্ঘাটিত হইবে]—সঃ (তিনি, [পরমেশ্বর]) দ্বিপদঃ পুরঃ (দুই-চরণ-সমন্বিত [মানুষ ও পক্ষীদের] শরীরসকল) চক্রে (নির্মাণ করিলেন)। চতুষ্পদঃ (চারি চরণ-সমন্বিত [পশুগণের]) পুরঃ চক্রে। সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) পুরঃ (পূর্বে; শরীর সৃষ্টির পরে কিন্তু শরীরে প্রবেশের পূর্বে) পক্ষী ভূত্বা (পাখী হইয়া, লিঙ্গ-শরীররূপে) পুরঃ (শরীরসমূহে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ইতি। সঃ বৈ অয়ম্ (উক্ত এই পুরুষই) সর্বাসু পূর্ষু (সকল দেহপুরে) পুরিশয়ঃ (পুরে শয়নকারী, অবস্থানকারী) [হইয়া] পুরুষঃ (পুরুষ) [নামে অভিহিত হইয়াছেন]। এনেন (= অনেন, ইঁহার দ্বারা) কিম্ চন (কিছুই) অনাবৃতম্ ন (অনাচ্ছাদিত নহে), এনেন কিম্ চন অসংবৃতম্ ন (অননুস্যূত নহে)। ১৮

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি বলিলেন, "তিনি দ্বিপদ

শরীরসকল নির্মাণ করিলেন, চতুষ্পদ শরীরসকল নির্মাণ করিলেন। সেই পুরুষ পূর্বে লিঙ্গাত্মারূপে দেহসমূহে প্রবেশ করিলেন।" উক্ত এই পুরুষই নিখিল দেহপুরে পুরিশায়ী হইয়া পুরুষ-নামধারী হইয়াছেন। এমন কিছুই নাই যাহা ইহার দ্বারা আবৃত নহে ; এমন কিছুই নাই যাহাতে ইনি অনুপ্রবিষ্ট নহেন।[১] ১৮

১ অর্থাৎ জগৎ ভিতরে ও বাহিরে পরমাত্মার দ্বারা ওতপ্রোত। তিনিই নামরূপাত্মক কার্যকরণরূপে ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান। বস্তুতঃ আত্মা এক (মু:, ২।১।২)। আত্মার একত্বই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ইতি।

অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। [তিনি নামরূপের ব্যাকৃতির পরে (১।৪।৭)] রূপম্ রূপম্ [প্রতি] (বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী, উপাধিভেদ অনুসারে) প্রতিরূপঃ (রূপান্তরিত, প্রতিবিম্বিত) বভূব (হইলেন) [ক:, ২।২।৯-১০]। অস্য (ইঁহার, পরমেশ্বরের) তৎ রূপম্ (ঐ রূপ) প্রতিচক্ষণায় (প্রতিখ্যাপনের জন্য, [শাস্ত্র ও আচার্যরূপে] [illegible]

জন্য)। ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর) মায়াভিঃ ([মিথ্যাজ্ঞানের কারণ অনাদি] অজ্ঞানবশতঃ, নাম রূপ ও ভূতগণের দ্বারা কৃত মিথ্যা অভিমানবশতঃ) পুরুরূপঃ ঈয়তে (বহুরূপে বিভাবিত হন, অনুভূত হন), হি (কারণ) অস্য (ইঁহার, এই প্রত্যগাত্মার) [দেহে] দশ (দশটি) [এমন কি] শতাঃ (শত শত) হরয়ঃ ([প্রত্যগাত্মাকে বিষয়ের প্রতি হরণকারী] ইন্দ্রিয়সকল) [রথে অশ্বের ন্যায়] যুক্তাঃ (সংযোজিত আছে) ইতি। [কিন্তু পরমেশ্বর ও ইন্দ্রিয়বৃন্দ বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন]—অয়ম্ বৈ (এই আত্মাই) হরয়ঃ, অয়ম্ বৈ দশ চ সহস্রাণি (এবং বহু সহস্র), বহূনি চ (বহু) অনন্তানি চ (এবং অনন্ত)। তৎ এতৎ ব্রহ্ম (উক্ত এই [আত্মরূপ] ব্রহ্ম) অপূর্বম্ (পূর্বভাবী কারণ-বিহীন), অনপরম্ (পরভাবী কার্যবিহীন), অনন্তরম্ (অন্তর, অর্থাৎ স্বগতভেদ, বিহীন), অবাহ্যম্ (বাহ্য, অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ, বিহীন)। সর্বানুভূঃ (সর্ববিষয়ের অনুভবকর্তা, [দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, বিজ্ঞাতা]) অয়ম্ আত্মা (এই প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্ম—ইতি অনুশাসনম্ (ইহাই [সর্ববেদান্তের] উপদেশ)। ১৯

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। তাহা দর্শন করিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি বলিলেন, "পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী রূপান্তরিত হইয়াছেন।[১] তাঁহার এইরূপ তত্ত্ব-প্রকাশের জন্য।[২] পরমেশ্বর মায়া[৩]-বশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন ; কারণ ইঁহার (অর্থাৎ জীবাত্মার) দেহে দশটি, এমন কি শত শত[৪], ইন্দ্রিয়সকল সংযোজিত আছে।"[৫] এই আত্মাই ইন্দ্রিয়বৃন্দ ; ইনিই দশ ও বহু সহস্র, বহু ও অনন্ত। উক্ত এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য। এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই। ইহাই সর্ব বেদান্তের উপদেশ। ১৯

১ প্রতিরূপ শব্দের অর্থ 'অনুরূপ'ও হইতে পারে ; অর্থাৎ পিতামাতার রূপের অনুযায়ী সন্তান জাত হয়—মানুষ হইতে মানুষ, পশু হইতে পশু, ইত্যাদি।

২ নামরূপের অভিব্যক্তি হইলেই শাস্ত্রোপদেশ, গুরুশিষ্যব্যবহারাদি ও ব্রহ্মকে জানা সম্ভব হয় ; অন্যথা অসম্ভব।

৩ মায়া এক হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বহু ; এইজন্য বহুবচন।

৪ জীব বহু বলিয়া 'শত শত' বলা হইল।

৫ ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮। মন্ত্রের তাৎপর্য এই—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ অনন্ত বহির্বিষয়-প্রকাশের জন্য নির্মিত হইয়াছে ; সুতরাং আত্মা এক হইলেও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে আপনাদের অসংখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে (কঃ, ২।১।১)। কিন্তু প্রজ্ঞানঘন একরসস্বরূপে আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন না।

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ—॥ ১

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্ গৌতমঃ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাং সৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো বৈজবাপায়নাদ্ বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ—॥ ২

[অধুনা মধুকাণ্ডনামক, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক, অতীত অধ্যায়দ্বয়ের বংশাবলী কীর্তিত হইতেছে। পর্বে পর্বে বিভক্ত বংশের (=বাঁশের) সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার নাম

বংশ। স্বাধীনভাবে উচ্চারণে সক্ষম গুরু ইহা শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করান এবং ইহা নিত্য জপ করিতে হয়। মন্ত্রোক্ত মহাজনগণের দ্বারা এই বিদ্যা গৃহীত হইয়াছিল ; সুতরাং ইহা অতি আদরণীয় এইরূপে বংশকীর্তনের দ্বারা বিদ্যার স্তুতি করা হইল। মূলের পঞ্চমান্ত পদগুলি গুরুকে ও প্রথমান্ত পদগুলি শিষ্যবর্গকে বুঝাইতেছে]। ১—২

অধুনা বংশ (বলা হইতেছে)—পৌতিমাষ্য গৌপবনের নিকট (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন), গৌপবন (অপর এক) পৌতিমাষ্য হইতে (এই) পৌতিমাষ্য (অপর) গৌপবন হইতে, (এই) গৌপবন কৌশিক হইতে, কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে, গৌতম অগ্নিবেশ্য হইতে, অগ্নিবেশ্য শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে, আনভিম্লাত (অপর) আনভিম্লাত হইতে, (দ্বিতীয়) আনভিম্লাত (অপর এক) আনভিম্লাত হইতে (শেষোক্ত) আনভিম্লাত গৌতম হইতে, গৌতম সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে, সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য পারাশর্য হইতে, পারাশর্য ভারদ্বাজ হইতে, ভারদ্বাজ (অপর) ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে, গৌতম (অপর এক) ভারদ্বাজ হইতে, (এই) ভারদ্বাজ পারাশর্য হইতে, পারাশর্য বৈজপায়ন হইতে, বৈজপায়ন কৌশিকায়নি হইতে, কৌশিকায়নি—। ১—২

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্ জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্ গৌতমো গৌতমাদ্ গৌতমো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমার-

হারিতো গালবাদ্ গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্ বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্ বৎসনপাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্ বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্ দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষিবিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

পরমেষ্ঠী (বিরাট্), ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে)। [আচার্যপরম্পরা হিরণ্যগর্ভের পরে আর নাই; পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বেদ তাঁহার কৃপায় হিরণ্যগর্ভের মনে স্বতই প্রকটিত হইয়াছিল।] ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) স্বয়ম্ভূ (নিত্য) [তিনিই বেদরূপে অবস্থান করেন; সুতরাং বেদের উৎপত্তি নাই]। ব্রহ্মণে (পরব্রহ্মকে) নমঃ। ৩

—ঘৃতকৌশিক হইতে, ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে, পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে, পারাশর্য জাতূকর্ণ্য হইতে, জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে, ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে, ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে, আসুরি ভারদ্বাজ হইতে, ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, আত্রেয় মাণ্টি হইতে, মাণ্টি গৌতম হইতে, গৌতম (অপর) গৌতম হইতে, (দ্বিতীয়) গৌতম বাৎস্য হইতে, বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য কৈশোর্য হইতে, কৈশোর্য কাপ্য কুমারহারিত হইতে,

কুমারহারিত গালব হইতে, গালব বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য হইতে, বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎবাভ্রব হইতে, বৎসনপাৎবাভ্রব পথসৌভর হইতে, পথসৌভর অয়াস্যআঙ্গিরস হইতে, অয়াস্যআঙ্গিরস আভূতিত্বাষ্ট্র হইতে, আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে, দধ্যঙ্ আথর্বণ অথর্বা দৈব হইতে, অথর্বা দৈব মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে, মৃত্যু প্রাধ্বংসন প্রধ্বংসন হইতে, প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে, একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, ব্যষ্টি সনারু হইতে, সনারু সনাতন হইতে, সনাতন সনগ হইতে, সনগ পরমেষ্ঠী (বিরাট্) হইতে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন)। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—প্রথম (অশ্বল) ব্রাহ্মণ

ওঁ ॥ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃস্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১

[মধুকাণ্ডে যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখানে যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে তাহাই পুনর্বার আলোচিত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে পুনরুক্তি হইল না; কারণ মধুকাণ্ড আগমপ্রধান, আর যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড যুক্তিপ্রধান। আগম ব্রহ্মজ্ঞানের করণ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ; যুক্তি পদার্থপরিশোধন-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের উপকরণ। এই জন্য শ্রবণস্থানীয় আগমপ্রধান মধুকাণ্ডের পর উপপত্তিপ্রধান মননস্থানীয় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড আরম্ভ হইতেছে]—জনকঃ হ (জনক নামে প্রসিদ্ধ) বৈদেহঃ (বিদেহসম্রাট্) বহুদক্ষিণেন (বহুদক্ষিণ নামক, বা যে যজ্ঞে বহু দক্ষিণা দিতে হয় এইরূপ অশ্বমেধ) যজ্ঞেন ইজে (যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন)। তত্র হ (সেই যজ্ঞে) কুরুপঞ্চালানাম্ (কুরু ও পঞ্চাল দেশের) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণসকল, বেদাধ্যয়নরত ও বেদার্থনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) অভিসমেতাঃ (সমাগত) বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য (সেই বিদেহসম্রাট্ জনকের) বিজিজ্ঞাসা (বিশেষ জানিবার ইচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা) বভূব (হইল)—এষাম্ ব্রাহ্মণানাম্ (এই [স্বাধ্যায়পারগ] ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে) কঃস্বিদ্ (কোন্ ব্যক্তি) অনূচানতমঃ (বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ) ইতি। [এইরূপ অনুসন্ধিৎসু হইয়া] সঃ হ (তিনি) গবাম্ সহস্রম্ (এক হাজার গাভী) [গোষ্ঠে] অবরুরোধ (অবরুদ্ধ করিলেন); [গাভীদের] এক-একস্যাঃ (প্রত্যেকটির) শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গদ্বয়ে) [প্রতি শৃঙ্গে পাঁচ পাদ করিয়া] দশ দশ পাদাঃ (দশ দশটি সুবর্ণপাদ) আবদ্ধাঃ (আবদ্ধ) বভূবুঃ (হইল)। ১

জনক নামে প্রসিদ্ধ বিদেহসম্রাট্[১] বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল দেশ[২] হইতে বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। সেই বিদেহসম্রাট্ জনকের মনে এই অনুসন্ধিৎসা হইল, "(বেদজ্ঞ) এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ?" তিনি এক সহস্র গাভী (গোষ্ঠে) অবরুদ্ধ করাইলেন এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ[৩] স্বর্ণ আবদ্ধ করা হইল।[৪] ১

১ রাজসূয়ে অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজাকে সম্রাট্ বলে।

২ এই উভয় দেশ বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

৩ এক তুলার চারিশত ভাগের এক ভাগ পাদ।

৪ আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার মহিমা খ্যাপন, কিংবা বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের উপায়সমূহের মধ্যে ধনদান একটি উত্তম উপায়। অপর এক উপায়—বিদ্বজ্জনের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের সহিত আলোচনা। দ্বিতীয় উপায় পরেই দেখানো হইতেছে।

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা৩ ইতি তা হোদাচকার তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাঽশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী৩ ইতি স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাঽশ্বলঃ ॥ ২

[জনক] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—[হে] ভগবন্তঃ (পূজার্হ) ব্রাহ্মণাঃ, যঃ (যিনি) বঃ (আপনাদের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ সঃ (তিনি) এতাঃ গাঃ (এই গাভীসকল)

[বৃত্তিভেদে] অনন্ত বলিয়া খ্যাত), বিশ্বেদেবাঃ (বিশ্বদেবগণ) অনন্তাঃ। তেন (তদ্দ্বারা, মনে বিশ্বদেবদৃষ্টি-আরোপণরূপ উপাসনার দ্বারা) সঃ (তিনি) অনন্তম্ লোকম্ এব (অনন্তলোকই) জয়তি। ৯

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মা আজ কয়জন[১] দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করিবেন ?" "একজনের দ্বারা।" "কে সেই একজন ?" "মন। মন অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশ্বদেবগণও অনন্ত। এই উপাসনার দ্বারা তিনি অনন্তলোক জয় করেন।[২]" ৯

১ দেবতা এক হইলেও পূর্বে অনুরূপ স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ায় এখানেও বহুবচন। অথবা যাজ্ঞবল্ক্যকে বিভ্রান্ত করাই অশ্বলের উদ্দেশ্য।

২ ছান্দোগ্যে আছে (৪।১৬।২), মন ও বাক্—এই দুইটি যজ্ঞের দুইটি মার্গ ; তন্মধ্যে প্রথমটিকে ব্রহ্মা মনের দ্বারা সংস্কৃত করেন। সুতরাং মনই দেবতা। অপর শ্রুতিতে আছে, "যে মনে বিশ্বদেবগণ একীভূত হন।"

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাঽস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোনুবাক্যাঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিং তাভির্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যয়া ততো হ হোতাঽশ্বল উপররাম॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্॥

যাজ্ঞবল্ক্য [ইত্যাদি ৭ম কণ্ডিকা দ্রঃ]। স্তোত্রিয়াঃ (সামরূপে গেয় ঋক্সমুদয়, স্তোত্র বা স্তোমসকল) স্তোষ্যতি (স্তব করিবেন, গান করিবেন)। যাঃ (যে স্তোত্রগুলি) অধ্যাত্মম্ (শরীরসম্বন্ধী) তাঃ (সেই তিনটি) কতমাঃ (কোন্ কোন্‌টি) ইতি। প্রাণঃ এব

আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিতে পারেন?" এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। বিদেহসম্রাট্ জনকের অশ্বলনামক যে একজন হোতা[২] ছিলেন, তিনি তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই বুঝি আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি, ইদানীং আমরা কেবল গোধনকামী।[৩]" তাহাতেই হোতা অশ্বল স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে প্রশ্ন করিবেন। ২

২ রাজাশ্রয়ে থাকিয়া দাম্ভিক হওয়ায় ইনি প্রথমে অগ্রসর হইলেন।

৩ ইহাতে বুঝাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্ধত ছিলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাঽভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্রর্ত্বিজাঽগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্ যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ ॥ ৩

[উদ্গীথপ্রকরণে (১।৩) সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের সমুচ্চিত কর্মসহায়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। বর্তমান ব্রাহ্মণে উহারই আলোচনা, অর্থাৎ পরীক্ষা, প্রসঙ্গে উদ্গীথোপাসনার অঙ্গীভূত বাগাদির অগ্ন্যাদিস্বরূপত্ব-প্রাপ্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান বিস্তৃতরূপে বলা হইতেছে]—[অশ্বল] উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি। যৎ (যেহেতু) ইদম্ (এই) সর্বম্ ([কর্মের] সমস্ত [সাধনসামগ্রী—ঋত্বিক্, অগ্নি প্রভৃতি]) মৃত্যুনা ([স্বাভাবিক আসক্তির সহিত কৃত কর্মরূপ] মৃত্যুর দ্বারা) আপ্তম্ (ব্যাপ্ত), সর্বম্ মৃত্যুনা অভিপন্নম্ (বশীকৃত) [সুতরাং] যজমানঃ কেন (কোন্ উপায়ীভূত দর্শন অবলম্বনে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আপ্তিম্ (অধীনতাকে) অতিমুচ্যতে (অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন) [মৃত্যুর বশ হন না]? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]—হোত্রা ঋত্বিজা (হোতা নামক ঋত্বিগ্রূপী) [ও] অগ্নিনা (অগ্নিরূপী) বাচা (বাকের দ্বারা); বাক্ বৈ (বাগিন্দ্রিয়ই) যজ্ঞস্য (যজ্ঞের, অর্থাৎ যজমানের [যজ্ঞো বৈ যজমানঃ—শঃ, ব্রাঃ, ১৪।২।২।২৪]। হোতা; [তথাপি হোতা ও বাক্-এ অগ্নিদেবতার দৃষ্টি বিধেয়; কারণ] তৎ (উক্তস্থলে) ইয়ম্ যা বাক্ (এই যে [যজমানের] বাক) সঃ

অয়ম্ অগ্নিঃ (উহাই [অধিদৈবত] এই অগ্নি) ; সঃ (সেই অগ্নি) হোতা ["অগ্নির্বৈ হোতা—শঃ ব্রাঃ, ৬।৪।২।৬], সঃ (সেই [হোতা ও বাগ্‌রূপী—১।৩।১২] অগ্নি) মুক্তিঃ (মুক্তির উপায়) [অর্থাৎ বাক্ ও হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শনই হোতা ও যজমানের পক্ষে মুক্তির উপায়]। সা (ঐ মুক্তিই) অতিমুক্তিঃ (অতিমুক্তির সাধন)। ৩

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর বশীভূত, তখন যজমান কোন্ উপায়ে মৃত্যুর অধীনতা অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন ?" (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,) "যিনি হোতা নামক ঋত্বিক্ সেই হোতৃরূপী ও অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা। যজমানের বাক্‌ই হোতা, যজমানের এই যে বাক্ উহাই এই অগ্নিদেবতা এবং অগ্নিই হোতা। এই অগ্নিই (অর্থাৎ বাক্ ও হোতাতে অগ্নিদৃষ্টিই) মুক্তি (অর্থাৎ মুক্তির উপায়)। ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি (অর্থাৎ অতিমুক্তির উপায়)।[১]" ৩

১ ১।৩।১২ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে, "মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীত রূপে বিদ্যমান"—ইহাই অতিমৃত্যু। বাগাদি ইন্দ্রিয় অধিদৈব অগ্নিপ্রভৃতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যজমানও বৈরাজপদে স্থিত হইয়া মুক্ত হন—ইহা উদ্গীথপ্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১।৩।৭ টীকা)। কিন্তু উদ্গীথপ্রকরণে মুখ্যপ্রাণে আত্মাভিমানকেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে (১।৩।১১), বাগাদিতে অগ্ন্যাদি-দর্শন সেখানে বলা হয় নাই। এই স্থলে উক্ত বিশেষদর্শনগুলি বলা হইতেছে। অতিমুক্তি=অধিদৈব অগ্নিভাবপ্রাপ্তি। হোতা ও বাক্‌কে পরিচ্ছিন্নরূপে না দেখিয়া অপরিচ্ছিন্ন অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শনই মুক্তি। উক্ত দর্শনের ফলে অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়ে স্বাভাবিক আসক্তিরূপ মৃত্যু হইতে যে মুক্তি, তাহাই অতিমুক্তি। "মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন" (১।৩।১২) এই কথায়ও ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্বমহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তি-

মতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুস্তদ্ যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্যুঃ স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ ॥ ৪

[অগ্ন্যাদি সাধনকে আশ্রয় করিয়া যে কাম্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই মৃত্যু। পূর্বকণ্ডিকায় উহা হইতে মুক্তির কথা হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সেই সকল কর্মের সাধন অগ্নি প্রভৃতি কালপ্রভাবে জাত, বর্ধিত ও নষ্ট (বিপরিণাম-প্রাপ্ত) হয়। সুতরাং কাল একটি স্বতন্ত্র মৃত্যু। ঐ কাল দুই প্রকার—সূর্যের অধীন অহোরাত্র ও চন্দ্রের অধীন তিথ্যাদি। এই কণ্ডিকায় অহোরাত্র হইতে মুক্তি বলা হইতেছে] —অহোরাত্রাভ্যাম্ (দিন ও রাত্রির দ্বারা) ; অহোরাত্রয়োঃ (দিন ও রাত্রি হইতে) ; অধ্বর্যুণা ঋত্বিজা চক্ষুষা আদিত্যেন (অধ্বর্যুনামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও চক্ষুরূপী সূর্যের [১।৩।১৪] দ্বারা) [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন অহোরাত্রের দ্বারা ব্যাপ্ত, সমস্তই যখন অহোরাত্রের অধীন, তখন যজমান কোন্ উপায়ে অহোরাত্রের কবল হইতে মুক্ত হন ?" "অধ্বর্যুনামক[১] ঋত্বিগ্‌-রূপী ও চক্ষুরূপী আদিত্যের দ্বারা। যজমানের চক্ষুই অধ্বর্যু। যজমানের এই যে চক্ষু উহাই ঐ আদিত্যদেবতা এবং আদিত্যই অধ্বর্যু। এই সূর্যই (অর্থাৎ চক্ষু ও অধ্বর্যুকে আদিত্যরূপে দর্শনই) মুক্তির উপায়। এই মুক্তিই অতিমুক্তির[২] (অর্থাৎ আদিত্যভাবপ্রাপ্তির) উপায়।" ৪

১ ইনি যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন, আহুতি প্রদান করেন, ও যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত রাখেন।

২ আদিত্যে আত্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিবারাত্র নাই (ছাঃ, ৩।১১।১-৩)।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-মাপ্তং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যুদ্গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা

প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্গাতা তদ্ যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্গাতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ ॥ ৫

পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষাভ্যাম্ (শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বারা)। উদ্গাত্রা ঋত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন ([সামগায়ী] উদ্গাতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও বায়ুরূপী প্রাণের, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর দ্বারা)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বারা ব্যাপ্ত, এই সমস্তই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের অধীন, তখন যজমান কোন্ উপায়-অবলম্বনে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের কবল হইতে মুক্ত হন?" "উদ্গাতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও বায়ুরূপী প্রাণের দ্বারা।[১] যজমানের প্রাণই উদ্গাতা। যজমানের এই যে প্রাণ উহাই বায়ুদেবতা (অর্থাৎ সূত্রাত্মা) এবং বায়ুই উদ্গাতা। এই বায়ুই (অর্থাৎ প্রাণ ও উদ্গাতাকে বায়ুরূপে দর্শনই) মুক্তি। ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি (অর্থাৎ অধিদৈব বায়ুর সহিত আত্মভাব-প্রাপ্তির উপায়)।" ৫

১ "বাকের দ্বারা ও প্রাণের দ্বারা তিনি উদ্গান করিয়াছিলেন" (১।৩।২৪); সুতরাং প্রাণ উদ্গাতা। আবার "জল এই প্রাণের শরীর, চন্দ্র তাঁহার জ্যোতির্ময় করণ" (১।৫।১৩); সুতরাং প্রাণ, বায়ু ও চন্দ্র অভিন্ন। এইজন্যই মাধ্যন্দিন শাখায় বায়ুর স্থলে চন্দ্রের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ চন্দ্রের পরিবর্তন বায়ু বা সূত্রাত্মার অধীন। সুতরাং যিনি (মাধ্যন্দিন শাখার মতে চন্দ্রের সহিত আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন পাক্ষিক পরিবর্তনের অতীত হন, তেমনি যিনি (এই কাণ্বশাখার মতে) বায়ুর সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, তিনিও পক্ষের অতীত হইবেন, ইহাতে আর কথা কি?

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ

মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদ্ যদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষা অথ সম্পদঃ ॥ ৬

[যজমান কোন্ আশ্রয়-অবলম্বনে পরিচ্ছিন্নবিষয়ক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অতিমুক্তি-ফল প্রাপ্ত হন, তাহা বলা হইতেছে]—ইদম্ অন্তরিক্ষম্ (এই আকাশ) যৎ (যখন) অনারম্বণম্ ইব (অবলম্বনশূন্য) [বোধ হইতেছে], [তখন] যজমানঃ কেন আক্রমেণ (কোন্ আলম্বন-অবলম্বনে) স্বর্গম্ লোকম্ আক্রমতে (স্বর্গলোক-লাভরূপ ফল প্রাপ্ত হন) ইতি। ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ ([যজ্ঞপরিদর্শনকার্যে নিযুক্ত] ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্ রূপী ও মনোরূপী চন্দ্রদেবতার দ্বারা)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ইতি (এই প্রকারে) অতিমোক্ষাঃ (অতিমুক্তিসকল) [বলা হইল]। অথ (অধুনা) সম্পদঃ (সম্পদ্‌সকল) [বলা হইতেছে]। ৬

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরিক্ষ যখন আলম্বনশূন্য বোধ হইতেছে, তখন যজমান কি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ?"[১] "ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্ রূপী ও মনোরূপী চন্দ্রদেবতার দ্বারা। যজমানের মনই ব্রহ্মা। যজমানের এই যে মন উহাই চন্দ্র। ঐ চন্দ্র ব্রহ্মা। ঐ চন্দ্রই (অর্থাৎ মন ও ব্রহ্মাকে চন্দ্ররূপে দর্শনই) মুক্তি। ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি।" এই পর্যন্ত অতিমুক্তিসকল (বলা হইল)। অতঃপর সম্পদ্‌সকল[২] (বলা হইতেছে)। ৬

১ মূলের "ইব" (যেন) শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কোনও আলম্বন আছে, যদিও উহা অজ্ঞাত। "কি সেই অজ্ঞাত আলম্বন ;যাহার সহায়ে যজমান অতিমুক্ত হইবেন ?" ইহাই প্রশ্ন।

২ অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য-অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্ মনে করাকে, অথবা দেবলোকাদির সহিত উজ্জ্বলত্বাদি সাদৃশ্য-অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মের আজ্যাদি আহুতিতে দেবলোকাদির আরোপ করাকে "সম্পদুপাসনা" বলে। এইরূপ উপাসনার ফলে সেই সেই মহৎ ফলই লাভ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গ্‌ভির্হোতাঽস্মিন্‌ যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিং তাভির্জয়তীতি যৎ কিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি ॥ ৭

যাজ্ঞবল্ক্য ইতি উবাচ হ, অয়ম্‌ হোতা অদ্য (আজ) অস্মিন্‌ যজ্ঞে (এই যজ্ঞে) কতিভিঃ (কয়টি) ঋগ্‌ভিঃ (ঋগ্‌ জাতির দ্বারা, কয় জাতীয় ঋকের দ্বারা) করিষ্যতি (স্তুতিপাঠ করিবেন) ইতি। তিসৃভিঃ (তিনটির দ্বারা) ইতি। তাঃ তিস্রঃ (সেই তিনটি) কতমাঃ (কি কি) ইতি। পুরোনুবাক্যা চ .(উদ্দিষ্ট দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য আহুতি প্রদানের পূর্বে হোতা বা তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ যে জাতীয় ঋক্‌সকল পাঠ করেন, সেই ঋগ্‌জাতি), যাজ্যা চ (এবং আহুতিপ্রদানকালে যে জাতীয় ঋক্‌সকল পাঠ করেন, সেই ঋগ্‌জাতি), শস্যা এব (শস্ত্রই, যে ঋক্‌মন্ত্রসকলে দেবতার প্রশংসা বা স্তুতি করা হয়, সেই ঋগ্‌জাতি) তৃতীয়া (তৃতীয় স্থানীয়)। তাভিঃ (সেই সকলের দ্বারা) কিম্‌ (কি) জয়তি (জয় করেন) ইতি। ইদম্‌ যৎ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) প্রাণভৃৎ (প্রাণিসমূহ) [তাহাদিগকে জয় করেন] ইতি। ৭

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই হোতা আজ এই যজ্ঞে কয়টি ঋগ্‌জাতির দ্বারা স্তুতিপাঠ করিবেন ?" "তিনটির দ্বারা।" "সেই তিনটি কি কি ?" "পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা, এবং শস্যাই[১] তৃতীয়।" "ঐগুলির দ্বারা তিনি কি জয় করিবেন ?" "এই যাহা কিছু প্রাণী।"[২] ৭

১ সোমযাগের সবনত্রয়ে হোতা ও হোত্রকত্রয় (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক্‌) আপন আপন অগ্নিস্থানে বসিয়া শাস্ত্র, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে পঠনীয় ঋক্‌মন্ত্র, পাঠ করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্‌সূক্ত স্তোত্ররূপে গীত হয়, উহাই শস্যা। কোন কোন সূক্তের মাঝে নিবিৎ মন্ত্র (কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র) পাঠ করিতে হয়। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক উক্‌থবীর্য উচ্চারণ করিয়া যাজ্যা অর্থাৎ যজ্ঞ-সম্পাদনকালে পঠনীয় ঋক্‌ মন্ত্র পাঠ করেন ও অবশেষে বষট্‌কার করেন। তখন আহবনীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধ্বর্যু

নির্দিষ্ট পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সোমরস আহবনীয়ে অর্পণ করেন। ইষ্টিযোগে পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা পঠিত হয় ও আজ্যাদি আহুত হয়। প্রগীত স্তোত্ররূপেই হউক বা অপ্রগীত শস্ত্ররূপেই হউক, সমস্ত ঋগ্‌মন্ত্রই এই তিন শ্রেণীর ঋগ্‌জাতির অন্তর্ভুক্ত।

২ সম্পদুপাসনায় সাদৃশ্য অবলম্বিত হয়। এখানে ঋগ্‌জাতি তিনটি, প্রাণিগণের বাসযোগ্য লোকও তিনটি। সুতরাং এই উপাসনার ফলে প্রাণিসমূহ অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপলক্ষিত ত্রিলোক, লাভ হয় (৩।১।১০)।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্যুরস্মিন্ যজ্ঞ আহুতীর্হোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতিনেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিং তাভির্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি দীপ্যত ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকো যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥ ৮

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ অধ্বর্যুঃ অদ্য অস্মিন্ যজ্ঞে কতি (কয় প্রকার) আহুতীঃ (আহুতিসকল) হোষ্যতি (হবন করিবেন) ইতি। তিস্রঃ ইতি। তাঃ তিস্রঃ কতমাঃ ইতি। যাঃ (যে আহুতিসকল) হুতাঃ (হুত [হইয়া]) উজ্জ্বলন্তি (উজ্জ্বল হয়) [অর্থাৎ সমিধ্ ও আজ্য প্রভৃতি], যাঃ হুতাঃ অতিনেদন্তে (অতীব শব্দায়মান হয়) [অর্থাৎ মাংসাদি], যাঃ হুতাঃ অধিশেরতে (ভূমির নীচে প্রবেশ করে) অর্থাৎ দুগ্ধ ও সোম প্রভৃতি]। তাভিঃ (সেইসকল আহুতি দ্বারা) কিম্ (কি) জয়তি ইতি। যাঃ হুতাঃ উজ্জ্বলন্তি তাভিঃ দেবলোকম্ এব (দেবলোককেই) জয়তি; হি (কারণ) দেবলোকঃ দীপ্যতে ইব (যেন দেদীপ্যমান [বলিয়া বোধ হয়])। যাঃ হুতাঃ…জয়তি; হি পিতৃলোকঃ অতি [নেদতে] ইব (যেন শব্দায়মান)। যাঃ…জয়তি; হি মনুষ্যলোকঃ অধঃ ইব (নিম্নে অবস্থিত)। ৮

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অধ্বর্যু আজ এই যজ্ঞে কয় প্রকার আহুতি প্রদান করিবেন?" "তিন প্রকার।" "সেই তিনটি কি কি?" "যে আহুতিসকল হুত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়, যেগুলি হুত হইয়া শব্দায়মান হয় এবং যেগুলি হুত হইয়া (ভূমির) নিম্নে প্রবেশ করে।" "তাহাদের দ্বারা কি জয় করিবেন?" "যে আহুতিসকল হুত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়, তাঁহাদের দ্বারা দেবলোক জয় করেন, কারণ দেবলোক দেদীপ্যমান। যেগুলি হুত হইয়া শব্দায়মান হয়, তাহাদের দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন; কারণ পিতৃলোক কোলাহলময়। যেগুলি হুত হইয়া নিম্নে প্রবেশ করে, তাহাদের দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করেন; কারণ মনুষ্যলোক নিম্নে অবস্থিত।[১]" ৮

১ আহুতিপ্রদানকালে অধ্বর্যু যথাবর্ণিত সাদৃশ্য-অবলম্বনে বিভিন্ন আহুতিতে তদ্দারা লভ্য লোকের দৃষ্টি আরোপিত করিবেন; তাহার ফলে তিনি সেই সেই লোক জয় করিবেন। এইরূপে আজ্যাদিতে দেবলোকের, মাংসাদিতে পিতৃলোকের ও দুগ্ধাদিতে মনুষ্যলোকের চিন্তা করিবেন। যমলোকে (পিতৃলোকে) নরকযন্ত্রণায় কাতর লোকগণ বহুপ্রকারে আর্তনাদ করে, অতএব উহা কোলাহলময়। মনুষ্যলোক স্বর্গাদির নিম্নে, দুগ্ধাদিও নিম্নগামী।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি; অয়ম্ ব্রহ্মা অদ্য কতিভিঃ দেবতাভিঃ (কয়টি দেবতার দ্বারা) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে) [আহবনীয়ের] দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ, ডান, দিকে) গোপায়তি (রক্ষা করেন) ইতি। একয়া (একটি দেবতার দ্বারা) ইতি। সা একা (সেই এক জন) কতমা (কোন্‌টি) ইতি। মনঃ এব (মনই) ইতি; মনঃ অনন্তম্ বৈ (মন

উদজতাম্ ([স্বগৃহে] তাড়াইয়া লইয়া যান) ইতি। তে হ (সেই) ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না)। অথ হ (অতঃপর) যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বম্ এব (নিজেরই) ব্রহ্মচারিণম্ (ব্রহ্মচারীকে, অন্তেবাসীকে) উবাচ—[হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন) সামশ্রবঃ [আহ্বানার্থে প্র তি], এতাঃ (এই গাভীগণকে) উদজ ([আমাদের গৃহের দিকে] চালিত কর) ইতি। তাঃ (তাহাদিগকে) [সোমশ্রবা] উদাচকার হ (চালিত করিলেন)। নঃ (আমাদের মধ্যে) [ইনি] কথম্ (কিরূপে) [আপনাকে] ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রুবীত (বলিতে পারেন, বলিতে সাহসী হন) ইতি (এই চিন্তা করিয়া) তে হ (সেই সকল) ব্রাহ্মণাঃ চুক্রুধুঃ (ক্রোধ করিলেন)। জনকস্য বৈদেহস্য অশ্বলঃ (অশ্বলনামক) [যিনি] হোতা (হোতৃকর্মে, অর্থাৎ ঋগ্মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বানে, নিযুক্ত ঋত্বিক) বভূব (ছিলেন) অথ হ (তখন) সঃ এনম্ (ইঁহাকে, যাজ্ঞবল্ক্যকে) পপ্রচ্ছ হ (প্রশ্ন করিলেন)—যাজ্ঞবল্ক্য, নঃ ত্বম্ নু (আপনিই বুঝি) খলু (অবশ্যই, সত্যই) বক্ষিষ্ঠঃ অসি (আছেন) [প্র তি ভৎর্সনাসূচক] ইতি। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মিষ্ঠায় (ব্রহ্মিষ্ঠ আপনাকে) নমঃ-কুর্মঃ (নমস্কার করিতেছি) ; [কিন্তু ইদানীং] বয়ম্ গোকামাঃ এব স্মঃ (কেবল গোধনলাভে ইচ্ছুক আছি) ইতি। হোতা অশ্বলঃ ততঃ এব হ (তাহাতেই, ব্রহ্মিষ্ঠের পণ স্বীকৃত হওয়ায়) তম্ (তাঁহাকে) প্রষ্টুম্ দধ্রে (প্রশ্ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন)। ২

(জনক) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই গাভীসকল লইয়া যান।" উক্ত ব্রাহ্মণগণ নিজকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রগল্ভতা প্রদর্শন করিলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আপনারই অন্তেবাসীকে বলিলেন, "হে সৌম্য সামশ্রবা,[১] এই গাভীগণকে (আমাদের গৃহের দিকে) চালিত কর।" তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। "ইনি কিরূপে আপনাকে

১ সামশ্রবস্-এর যৌগিক অর্থ, যিনি সামবিধি শ্রবণ করেন। সাম আবার ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; অর্থাৎ ঋক্ই সামরূপে গীত হয়। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদবিদ্ ; তিনি শিষ্যকে সামবিধি শিক্ষা দেন। অথর্ববেদ আবার উক্ত তিন বেদের অন্তর্গত। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্বেদবিদ্।

(প্রাণই) পুরোনুবাক্যা, অপানঃ যাজ্যা, ব্যানঃ শস্যা। তাভিঃ (তাহাদের দ্বারা) কিম্ জয়তি ইতি। পুরোনুবাক্যয়া (পুরোনুবাক্যার দ্বারা) পৃথিবীলোকম্ এব, যাজ্যয়া (যাজ্যার দ্বারা) অন্তরিক্ষলোকম্, শস্যয়া (শস্যার দ্বারা) দ্যুলোকম্। ততঃ হ (তাহাতে, প্রশ্ন নিরূপিত হওয়ায়) হোতা অশ্বলঃ উপররাম (বিরত হইলেন)। ১০

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই যজ্ঞে এই উদ্গাতা কয় প্রকার স্তোত্র গান করিবেন?" "তিন প্রকার।" "সেই তিনটি কি কি?" "পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা, এবং শস্যা তৃতীয়া।" "যে স্তোত্রগুলি শরীরসম্বন্ধী,[১] সেইগুলি কি কি?" "প্রাণই পুরোনুবাক্যা, অপান যাজ্যা এবং ব্যান শস্যা।" "তাঁহাদের দ্বারা কি জয় করেন?" "পুরোনুবাক্যার দ্বারা পৃথিবীলোক, যাজ্যার দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং শস্যার দ্বারা দ্যুলোক জয় করেন।" ইহাতেই হোতা অশ্বল ক্ষান্ত হইলেন। ১০

১ অধিযজ্ঞে ত্রিত্ব দেখানো হইয়াছে (৩।১।৭); অধুনা অধ্যাত্ম ত্রিত্ব ও উভয়স্থলের সাদৃশ্য দেখানো হইতেছে। পুরোনুবাক্যা ও প্রাণে পৃথিবীদৃষ্টি বিধেয়; কারণ উভয়ত্রই "প" অক্ষর আছে.এবং পুরোনুবাক্যা ও পৃথিবী প্রথম। যাজ্যা ও অপানে অন্তরিক্ষদৃষ্টি বিধেয়; কারণ পুরোনুবাক্যার পর যাজ্যা এবং পৃথিবীর পর অন্তরিক্ষ। অধিকন্তু অপানবায়ু-অবলম্বনে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণ-কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যজ্ঞের অর্থ (দেবোদ্দেশে) প্রদান। ব্যানে ও শস্যাতে দ্যুলোকদৃষ্টি বিধেয়; কারণ ব্যানের সাহায্যে শস্ত্রপাঠ করা হয় (ছাঃ, ১।৩।৪), আবার ব্যান ও দ্যুলোক উভয়েই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় (আর্তভাগ) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং জারৎকারব আর্তভাগ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি। অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি॥ ১

[কর্মলক্ষণ ও কাললক্ষণ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তি বলা হইয়াছে। অধুনা মৃত্যুর স্বরূপ বলা হইতেছে। গ্রহ (=ইন্দ্রিয়) ও অতিগ্রহ (=ইন্দ্রিয়বিষয়)—এই দুইটির দ্বারাই মৃত্যু লক্ষিত হয়। স্বাভাবিক অজ্ঞানসম্ভূত আসক্তিতে উহারা কেন্দ্রীভূত এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়সমূহের দ্বারা উহারা পরিচ্ছিন্ন। উপাসনামিশ্রিত কর্মের ফলে যে অগ্ন্যাদিপদ বা সর্বোত্তম হিরণ্যগর্ভপদ লাভ হয়, তাহাও গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর অতীত নহে (১।২।১—"অশনায়াই মৃত্যু" ; শঃ ব্রাঃ, ১০।৫।২।২—"ইনিই মৃত্যু" ; শঃ ব্রাঃ, ১০।৫।২।১৬—"এক মৃত্যু বহুরূপে স্থিত" ; বৃঃ, ১।৫।১২-এ আদিত্য-পুরুষের করণাদি দ্রঃ)। অগ্ন্যাদিও তদ্রূপ মৃত্যুর অধীন (৩।২।২ ইত্যাদি)। বিশেষতঃ সাধ্য-সাধন-লক্ষণ কর্মের ফল মরণাতীত বা অবিনাশী হইতে পারে না। যে আসক্তিসাধ্য-সাধনাত্মক কর্মের সহিত জড়িত ও প্রবৃত্তির প্রয়োজক হয়, তাহা কখনও নিবৃত্তির প্রয়োজক হইতে পারে না। অতএব গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর বর্ণনা করিলে তাহা বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া প্রকৃত মুক্তির সহায়ক হইবে। এইজন্য বর্তমান ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ (অতঃপর) জারৎকারবঃ (জরৎকারুগোত্রীয়) আর্তভাগঃ (ঋতভাগের পুত্র) এনম্ (ইঁহাকে, যাজ্ঞবল্ক্যকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)। [তিনি] উবাচ হ—[হে] যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, কতি গ্রহাঃ (গ্রহ কয়টি), কতি অতিগ্রহাঃ (অতিগ্রহ কয়টি) ইতি। অষ্টৌ (আটটি) গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ, ইতি। তে যে (সেই যে) অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ তে কতমে (তাহারা কে কে) ইতি। ১

অতঃপর জারৎকারব আর্তভাগ ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি ?" "গ্রহ আটটি

এবং অতিগ্রহ আটটি।" "সেই যে আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ, তাহারা কে কে?" ১

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোঽপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোঽপানেন হি গন্ধাঞ্জিঘ্রতি ॥ ২

প্রাণঃ বৈ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই) গ্রহঃ; [বায়ুর সহিত সম্বন্ধ] সঃ (সেই গ্রহ) অপানেন অতিগ্রাহেণ (=অতিগ্রহেণ, অপান অর্থাৎ গন্ধরূপ অতিগ্রহের দ্বারা) গৃহীতঃ (বশীকৃত); হি (কারণ) [লোকে] অপানেন (অপানের দ্বারা) গন্ধান্ (গন্ধসমূহ) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে)। ২

"প্রাণই গ্রহ। সে অপান (অর্থাৎ গন্ধ)-রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ অপানের দ্বারা (লোকে) গন্ধ আঘ্রাণ করে।[১] ২

১ নাসিকাপথে অপানবায়ুদ্বারা আহৃত গন্ধই আঘ্রাত হয়; সুতরাং গন্ধের সহচারী বলিয়া অপানই গন্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে যে বায়ু নাসিকাপথে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে তাহা অপান।

বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাঽতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি ॥ ৩

"বাক্ই গ্রহ। সে নামরূপ (অর্থাৎ বক্তব্যবিষয়রূপ) অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ বাকের দ্বারা লোকে নামসকল উচ্চারণ করে।[১] ৩

১ শব্দাদিই বাকের আসক্তির বিষয়। এই শব্দে আসক্তিবশতঃ বাক্ অসত্য ও অনিষ্ট শব্দাদি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়; কারণ বক্তব্য বিষয় প্রকাশের জন্যই বাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে বক্তব্যবিষয় বাক্‌কে বশীভূত করে। অন্যান্য গ্রহ ও অতিগ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি ॥ ৪

"জিহ্বাই গ্রহ। সে রস-রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ জিহ্বাদ্বারাই লোকে রসসকল আস্বাদন করে। ৪

চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি ॥ ৫

"চক্ষুই গ্রহ। সে রূপ-নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ চক্ষুদ্বারা লোকে রূপসকল দর্শন করে। ৫

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি ॥ ৬

"শ্রবণই গ্রহ। সে শব্দ-নামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ শ্রবণের দ্বারা লোকে শব্দসকল শ্রবণ করে। ৬

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে ॥ ৭

"মনই গ্রহ। সে কাম-রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ মনের দ্বারা লোকে কাম্যবিষয়সকল কামনা করে। ৭

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্মণাঽতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম করোতি ॥ ৮

"হস্তদ্বয়ই গ্রহ। সে কর্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা লোকে কর্ম করে। ৮

ত্বগ্ বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্ বেদয়ত ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯

"ত্বক্ই গ্রহ। সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ ত্বকেরই দ্বারা লোকে স্পর্শ অনুভব করে। ইহারাই আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ।" ৯

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১০

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, ইদম্ সর্বম্ (এই অখিল ব্যাকৃত জগৎ) যৎ (যখন) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) অন্নম্ (ভক্ষ্য) [গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত], [তখন] কা স্বিৎ সা দেবতা (এমন কোন্ দেবতা আছেন) মৃত্যুঃ যস্যাঃ (যাঁহার) অন্নম্ ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; কারণ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, যদিও] অগ্নিঃ বৈ (অগ্নিই) [সর্বসংহারক] মৃত্যুঃ, [তথাপি] সঃ (সেই অগ্নি) [আবার] অপাম্ (জলের) অন্নম্। [যিনি এইরূপে মৃত্যুর মৃত্যুকে জানেন তিনি] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি (পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, একবার মরিয়া আর মরেন না, সংসারদশা প্রাপ্ত হন না)। ১০

(আর্তভাগ) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন তখন এমন কোন্ দেবতা আছেন, মৃত্যু যাঁহার অন্ন হইতে পারে?" (যাজ্ঞবল্ক্য) "অগ্নিই মৃত্যু, উহা আবার জলের অন্ন।[১] (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) পুনর্মৃত্যু জয় করেন।" ১০

১ আর্তভাগের প্রশ্নের মর্ম এই—"ইনি বলিলেন, 'মৃত্যুর মৃত্যু আছে' অথবা 'মৃত্যুর মৃত্যু নাই।' প্রথমপক্ষে অনবস্থাদোষ ঘটিবে; কারণ মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, তাঁহারও মৃত্যু থাকা সঙ্গত। দ্বিতীয় পক্ষে মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যকে উভয়সঙ্কটে

ফেলিব।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যুরও মৃত্যু আছে (কঃ, ১।২।২৫)। এই চরম-মৃত্যু-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সর্বমৃত্যুরূপী ব্রহ্মের আর মৃত্যু নাই ; সুতরাং অনবস্থা দোষ হইল না। বন্ধনরূপ মৃত্যুরও মৃত্যু আছে—ইহা দৃষ্টান্তসহকারে দেখানো যাইতে পারে। যথা—অগ্নি সকলের মৃত্যু হইলেও জল আবার তাঁহারও মৃত্যু। এইরূপে যিনি চরম মৃত্যু, তিনিই মুক্তির কারণ ; অতএব মুক্তি অসিদ্ধ হইল না।"

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহোত নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে ॥ ১১

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ পুরুষঃ ([পরমাত্মদর্শনের ফলে মুক্ত] এই ব্যক্তি) যত্র (যখন) ম্রিয়তে (দেহত্যাগ করেন) [তখন] অস্মাৎ ([এই ম্রিয়মাণ] ব্রহ্মজ্ঞ হইতে) প্রাণাঃ (বাগাদি ইন্দ্রিয় [=গ্রহ]-সকল) [এবং অন্তস্থঃ বাসনারূপ ইন্দ্রিয়প্রয়োজক নামাদি অতিগ্রহসকল] উৎক্রামন্তি (উৎক্রমণ করে) আহো ন (অথবা করে না) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন (না) ইতি। অত্র এব (এখানেই, [আপনাদের কারণে, ব্রহ্মজ্ঞেই]) সমবনীয়ন্তে (বিলীন হয়) [প্রঃ, ৬।৫] সঃ (সেই দেহ) [তখন] উচ্ছ্বয়তি (স্ফীত হয়), আধ্মায়তি (বায়ুপূর্ণ হয়) আধ্মাতঃ (বায়ুপূর্ণ হইয়া) মৃতঃ শেতে (নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে)। ১১

(আর্তভাগ) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানী যখন মরেন, তখন ইঁহার ইন্দ্রিয়াদি ইঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় কিংবা হয় না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হয় না। তাহারা তাঁহাতেই বিলীন হয়। তখন দেহটি স্ফীত হয়, বায়ুপূর্ণ হয়, এবং বায়ুপূর্ণ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে।[১]" ১১

[১] কার্যকরণসমূহ পরমাত্মার সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানীতে বিলীন হয় ; কারণ বিদ্যাবস্থায় ইনিই তাহাদের উপাদান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞের দেহত্যাগ, অর্থাৎ বন্ধননাশের পর মুক্তব্যক্তির আর সংসারগতি হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১২

[পূর্বে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়গণ বিলীন হয়। তাহাদের প্রয়োজক কামকর্মাদিও বিলীন না হইলে তো পুনর্জন্ম হইতে পারে ? এই আশঙ্কায়] উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ পুরুষঃ যত্র ম্রিয়তে, এনম্ (ইঁহাকে) কিম্ (কোন্ বস্তু) ন জহাতি (ত্যাগ করে না) ইতি। নাম ইতি (নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও কামকর্ম সমস্তই বিলীন হয়)। নাম বৈ অনন্তম্ (নাম অবশ্যই অনন্ত, অর্থাৎ নিত্য), বিশ্বে দেবাঃ (অখিল দেবতা) অনন্তাঃ (অনন্ত)। [যিনি এইরূপ জানেন] সঃ (তিনি) তেন (সেই আনন্ত্যদর্শনের ফলে, ["অমি ব্রহ্ম" এইরূপ জানিয়া নিখিল দেবতার সহিত এক হইয়া]) অনন্তম্ লোকম্ এব (অনন্ত লোকই) জয়তি (লাভ করেন)। ১২

(আর্তভাগ) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ যখন মরেন, তখন কোন্ বস্তু ইঁহাকে ত্যাগ করে না ?" "নাম ; (কারণ) নাম অনন্ত[১], বিশ্বদেবগণও অনন্ত। (যিনি এইরূপ জানেন), তিনি সেই জ্ঞানের ফলে অনন্ত লোক জয় করেন।" ১২

১ ব্রহ্মজ্ঞের দেহত্যাগের পরও অনন্তকাল তাঁহার নাম জগতে কীর্তিত হয়। এই লোকব্যবহার-অবলম্বনে নামকে নিত্য বলা হইল। পরব্রহ্মে বিলীন ব্রহ্মজ্ঞের নিজের দৃষ্টিতে নামও অবশিষ্ট থাকে না। এই পর্যন্ত ইহাই স্থির হইল—প্রদীপনির্বাণবৎ গ্রহাতিগ্রহের এখানেই বিলয়ের নাম মুক্তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য

হস্তমার্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি। তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ জারৎকারব আর্তভাগ উপররাম ॥ ১৩ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অধুনা গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধনের প্রয়োজক নির্ণীত হইতেছে]—উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, যত্র (যখন) অস্য মৃতস্য পুরুষস্য (এই [অবিদ্বান্] মৃতব্যক্তির) বাক্ অগ্নিম্ অপ্যেতি (অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, অগ্নিতে লীন হয়), প্রাণঃ বাতম্ (বায়ুকে), চক্ষুঃ আদিত্যম্ (সূর্যকে), মনঃ চন্দ্রম্, শ্রোত্রম্ (শ্রবণ) দিশঃ (দিক্‌সকলকে), শরীরম্ পৃথিবীম্, আত্মা ([আত্মার অধিষ্ঠান] হৃদয়াকাশ) আকাশম্, লোমানি (লোমসকল) ওষধীঃ (ওষধী সকলকে), কেশাঃ (কেশ সকল) বনস্পতীন্ (বনস্পতি সকলকে) [প্রাপ্ত হয়, ঐ সকলে লীন হয়], লোহিতম্ চ রেতঃ চ (শোণিত ও শুক্র) অপ্সু (জলে) নিধীয়তে (নিহিত হয়) তদা (তখন) [বিদেহ] অয়ম্ পুরুষঃ (এই ব্যক্তি) ক্ব ভবতি (কোথায় থাকে, কি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে) ইতি। [হে] সোম্য আর্তভাগ, [আমায় তোমার] হস্তম্ আহর (হস্ত দাও) ; আবাম্ এব (আমরা দুই জনেই মাত্র) এতস্য (এই বিষয়ের [জ্ঞাতব্য সমস্ত]) বেদিষ্যাবঃ (নিরূপণ করিব) ; নৌ (আমাদের) এতৎ (এই নির্ণেয় বিষয়টি) সজনে (জনবহুল স্থানে) [নির্ণেয়] ন (নহে) ইতি। তৌ হ (তাঁহারা উভয়ে) উৎক্রম্য (গমন করিয়া) মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে (বিচার করিয়াছিলেন)। [নির্জনে সমস্ত অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিয়া] তৌ হ যৎ (যাহা) উচতুঃ (বলিয়াছিলেন) তৎ (তাহা) কর্ম হ এব (কেবল কর্মই) উচতুঃ ; অথ (এবং) যৎ প্রশশংসতুঃ (প্রশংসা করিয়াছিলেন) তৎ কর্ম হ এব প্রশশংসতুঃ। [এই জন্যই, গ্রহাতিগ্রহ-রূপ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত পুনঃপুনঃ গৃহীত হয় বলিয়াই] পুণ্যেন কর্মণা বৈ ([শাস্ত্রবিহিত] পুণ্যকর্মের দ্বারাই) [মানুষ] পুণ্যঃ (পবিত্র, উত্তম), পাপেন (পাপকর্মের দ্বারা) পাপঃ (অধম) ভবতি (হয়) [ইতি। ততঃ হ (এইরূপে পরাস্ত হইয়া) জারৎকারবঃ আর্তভাগঃ উপররাম (বিরত হইলেন)। ১৩

আর্তভাগ বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই মৃতব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়াকাশ মহাকাশে, লোমসকল ওষধীসকলে, কেশসমুদয় বনস্পতিসকলে লীন হয়, এবং শুক্র ও শোণিত জলে নিহিত হয়[১], তখন ঐ ব্যক্তি কি আশ্রয় করিয়া থাকে ?[২]" "হে সোম্য আর্তভাগ, (আমার হস্তে) হস্ত প্রদান কর ; ইহার তত্ত্ব আমরা দুইজনেই মাত্র নিরূপণ করিব। আমাদের এই বিষয়টি জনবহুল স্থানে নির্ণীত হইবে না।[৩]" তাঁহারা নির্গত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা (কিছু) বলিয়াছিলেন, তাহা কর্মসম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন ; এবং যাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।[৪] (এই জন্যই লোকে) পুণ্যের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপের ফলে পাপী হয়। অতঃপর জারৎকারব আর্তভাগ নিবৃত্ত হইলেন। ১৩

১ নিহিত বস্তু পুনর্বার গৃহীত হয়। সুতরাং এই শব্দের ইঙ্গিত এই যে, এইগুলি পুনর্বার শরীরান্তরে গৃহীত হইবে। বর্তমান স্থলে বাক্ প্রাণ ইত্যাদি শব্দে ইন্দ্রিয়গণকে না বুঝাইয়া তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ঐ দেবগণের যে যে অংশ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা মূল দেবতাতে একীভূত হয়। মোক্ষের পূর্বে ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু লীন হয় না। কাঠুরিয়ার হাতের কুঠার মাটিতে পড়িয়া যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, দেবগণকর্তৃক অনধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণও তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়।

২ গ্রহাতিগ্রহের প্রয়োজক কে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্বার কার্যকরণ সঙ্ঘাতকে গ্রহণ করে ?—ইহাই প্রশ্নার্থ।

৩ উক্ত "প্রয়োজক" সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকায় এখানে অযথা বিতণ্ডা হইবে ; সুতরাং বাহিরে চল।

৪ কর্মফলেই গ্রহাতিগ্রহরূপ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের প্রাপ্তি ঘটে। "প্রশংসা" শব্দে কর্মের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে ; কেননা যদিও কাল, দৈব এবং ঈশ্বরও গৌণভাবে কারণ, তথাপি

কারকস্থানীয় ইহারা কর্মের স্বরূপনিষ্পত্তি-বিষয়ে অপ্রধান। ফলকালেও কর্মই প্রধান, ইহারা অপ্রধান। "যদিও ঈশ্বরকর্তৃক ব্রীহি প্রভৃতি স্বরূপতঃ নির্মিত হইয়াছে, তথাপি উপাসনা ও কর্মের দ্বারা জীব তাহাদিগকে আপনার ভোগ্য করিয়াছে। সপ্তান্নরূপ জগৎ (বৃঃ, ১।৫।১) ঈশ্বরের কার্য ও জীবের ভোগ্য···। মায়াবৃত্ত্যাত্মক ঈশ্বরের সঙ্কল্পই জগৎসৃষ্টির কারণ এবং মনোবৃত্ত্যাত্মক জীবের সঙ্কল্প ভোগসৃষ্টির প্রতি কারণ।" পঞ্চদশী, ৪।১৭-১৯

তৃতীয়াধ্যায়—তৃতীয় (ভুজ্যু) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ সুধন্বাঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তানপৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্ স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি॥ ১

[পুণ্যদ্বারা পুরুষার্থলাভ হয় ; অতএব উৎকৃষ্ট উপাসনা ও কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে—এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই ব্রাহ্মণে দেখানো হইবে যে, কর্মফল সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না]—অথ হ লাহ্যায়নিঃ (লহ্যের পৌত্র) ভুজ্যুঃ (ভুজ্যু) এনম্ পপ্রচ্ছ। উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, [আমরা] চরকাঃ ([অধ্যয়নার্থ] ব্রতচারী হইয়া) মদ্রেষু (মদ্রদেশে) পর্যব্রজাম (পর্যটন করিয়াছিলাম)। তে (তদবস্থ আমরা) কাপ্যস্য পতঞ্চলস্য (কপিগোত্রীয় পতঞ্চলের) গৃহান্ ঐম (গৃহে গিয়াছিলাম)। তস্য (তাঁহার) দুহিতা (কন্যা) গন্ধর্বগৃহীতা (গন্ধর্বের দ্বারা আবিষ্টা) আসীৎ (ছিলেন)। তম্ (সেই গন্ধর্বকে) অপৃচ্ছাম (আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) কঃ অসি (আপনি কে) ইতি।

সঃ (তিনি) অব্রবীৎ (বলিলেন)—আঙ্গিরসঃ সুধন্বা ([আমি] আঙ্গিরস-গোত্রজ সুধন্বা) ইতি। তম্ যদা (যখন) লোকানাম্ (লোকসকলের) অন্তান্ (সীমা) [অর্থাৎ ভুবনকোশের পরিমাণ] অপৃচ্ছাম, অথ (তখন) এনম্ অব্রূম্ (বলিলাম)—পারিক্ষিতাঃ (অশ্বমেধযাজীরা ক্ব অভবন্ (কোথায় আছেন, গিয়াছেন) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য সঃ ([গন্ধর্ব হইতে লব্ধবিদ্য] তাদৃশ আমি) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি)—ক্ব পারিক্ষিতাঃ অভবন্ ; [যদি জানেন তো বলুন] ক্ব পারিক্ষিতাঃ অভবন্ ইতি। ১

অনন্তর লাহ্যায়নি ভুজ্যু ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা ব্রতচারী হইয়া মদ্রদেশে পর্যটন করিয়াছিলাম। ঐরূপে আমরা কাপ্য পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার কন্যা গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে ?' তিনি বলিলেন, 'আমি আঙ্গিরস সুধন্বা।' তাঁহাকে যখন লোকসমূহের সীমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'পারিক্ষিতেরা[১] কোথায় গিয়াছেন ?' তাদৃশ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, 'পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছেন ?' (যদি জানেন তো বলুন) পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছেন ?[২]" ১

১ পরিতঃ (=সর্বতোভাবে) (পাপ) ক্ষীয়তে (=ক্ষীণ হয়) যাহার দ্বারা তাহা পরিক্ষিৎ=অশ্বমেধ। পারিক্ষিতঃ=অশ্বমেধযাজী। অথবা—পারিক্ষিতাঃ=পরিক্ষিতের বংশধরগণ ; ইঁহারা সকলেই চক্রবর্তী ও অশ্বমেধযাজী ছিলেন।

২ আনন্দগিরির মতে শেষাংশের অর্থ—"তখন সেই গন্ধর্বকে এই বলিয়াছিলাম, 'পারিক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছেন ?' গন্ধর্বও 'পারিক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছেন ?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, 'পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছেন' ?" এই আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া ভুজ্যু দেখাইতেছেন যে, তাঁহার বিদ্যা অলৌকিকভাবে লব্ধ। এই অলৌকিকত্বের দ্বারা তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে চান। অলৌকিক জ্ঞানবত্তা দেখিয়া মনে হয়, এখানে গন্ধর্ব শব্দের অর্থ কোনও অমানব সত্ত্ব বা উপাস্য অগ্নি।

স হোবাচোবাচ বৈ সোঽগচ্ছন্ বৈ তে তদ্ যত্রাশ্বমেধ-যাজিনো গচ্ছন্তীতি ক স্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথাহ্ন্যান্যয়ং লোকস্তং সমন্তং পৃথিবী দ্বিস্তাবৎ পর্যেতি তাং সমন্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবৎ সমুদ্রঃ পর্যেতি তদ্ যাবতী ক্ষুরস্য ধারা যাবদ্বা মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানন্তরেণাকাশস্তানিন্দ্রঃ সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ তান্ বায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দ্ যত্রাশ্বমেধযাজিনোঽভবন্নিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাদ্ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ ততো হ ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিরুপররাম ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—সঃ (গন্ধর্ব) উবাচ বৈ, "তে (তাঁহারা, পারিক্ষিতেরা) তৎ (সেখানে) অগচ্ছন্ বৈ (গিয়াছেন) যত্র (যেখানে) অশ্বমেধযাজিনঃ (অশ্বমেধযজ্ঞকারীরা) গচ্ছন্তি (যান)" ইতি। [ভুজ্যু]—অশ্বমেধযাজিনঃ ক নু (কোথায়) গচ্ছন্তি ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য]—অয়ম্ লোকঃ (এই লোক) দ্বাত্রিংশতম্ দেবরথ-অহ্ন্যানি বৈ (দেবরথের, সূর্যরথের, গতির দ্বারা একদিবসে যে পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হয় তাহার বত্রিশ গুণেরই সমান)। পৃথিবী তম্ সমন্তম্ (সেই লোকের চারিদিকে) দ্বিঃ তাবৎ (তাহার দ্বিগুণ স্থান) পর্যেতি (আবৃত করিয়া অবস্থিত)। সমুদ্রঃ তাম্ পৃথিবীম্ সমন্তম্ (সেই পৃথিবীকে ঘিরিয়া) দ্বিঃ তাবৎ পর্যেতি। তৎ (লোকাদির পরিমাণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইল, এখন) ক্ষুরস্য ধারা (ক্ষুরের ধারা) যাবতী (যেরূপ [সূক্ষ্ম]) বা (অথবা) মক্ষিকায়াঃ (মক্ষিকার) পত্রম্ (পাখা) যাবৎ (যে পরিমাণ) তাবান্ (সেই পরিমাণ) আকাশঃ (ফাঁক, অবকাশ) অন্তরেণ ([ব্রহ্মাণ্ড-কপাল-দ্বয়ের] মধ্যে [আছে])। ইন্দ্রঃ ([অশ্বমেধে প্রজ্বলিত] অগ্নি) সুপর্ণঃ ভূত্বা (শ্যেনপক্ষী হইয়া [১।২।৩]) তান্ ([অশ্বমেধযাজী] তাঁহাদিগকে, পারিক্ষিতদিগকে) বায়বে (বায়ুকে) প্রাযচ্ছৎ (অর্পণ করিলেন)। বায়ুঃ তান্ আত্মনি (আপনাতে) ধিত্বা (স্থাপন করিয়া) [আপনার সহিত একীভূত করিয়া] তত্র (সেখানে) অগময়ৎ (লইয়া

গেলেন) যত্র (যেখানে) অশ্বমেধযাজিনঃ অভবন্ (থাকেন) ইতি [আখ্যায়িকার সমাপ্তি-সূচক]। এবম্ ইব [=এব] বৈ (এইরূপেই) সঃ (গন্ধর্ব) বায়ুম্ এব (বায়ুকেই) [অশ্বমেধযাজিগণের গতি বলিয়া] প্রশশংস (প্রশংসা করিয়াছিলেন)। তস্মাৎ (সুতরাং) বায়ুঃ এব (বায়ুই) ব্যষ্টিঃ ([অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ভাবে] বিবিধরূপে ব্যাপ্ত আছেন), বায়ুঃ [কেবল সূত্রাত্মরূপে] সমষ্টিঃ। যঃ এবম্ (ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অবস্থিত বলিয়া বায়ুকে) বেদ (জানেন) তিনি পুনঃ-মৃত্যুম্ অপজয়তি [৩।২।১০ দ্রঃ]। ততঃ হ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উপররাম। ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সেই গন্ধর্ব বলিয়াছিলেন, 'তাঁহারা সেখানে গিয়াছেন, যেখানে অশ্বমেধযাজীরা যান'।" "অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যান ?" "সূর্যের রথ একদিনে যে পথ অতিক্রম করে, তাহাকে বত্রিশগুণ করিলে উহাই এই লোকের পরিমাণ। উহার দ্বিগুণ স্থান আবৃত করিয়া পৃথিবী এই লোকের চারিদিকে অবস্থিত। উহার দ্বিগুণ স্থান আবৃত করিয়া সমুদ্র ঐ পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থিত।[১] এখন ক্ষুরের ধারা বা মক্ষিকার পক্ষ যেরূপ (সূক্ষ্ম), (ব্রহ্মাণ্ডের কপালদ্বয়ের) মধ্যবর্তী অবকাশও সেইরূপ। যজ্ঞাগ্নি শ্যেনরূপে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া বায়ুকে অর্পণ করিলেন।[২] বায়ু তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া সেখানে লইয়া গেলেন যেখানে অশ্বমেধ-যাজীরা থাকেন।" এইরূপে সেই গন্ধর্ব বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি এবং বায়ুই সমষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। ইহাতেই ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন। ২

১ দিবারাত্রে সূর্য যে পথ অতিক্রম করেন, সূর্যকিরণ তাহার বত্রিশ গুণ স্থানে ব্যাপ্ত—উহাই "এই লোক" উহার সহিত চন্দ্ররশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত স্থানসকলকে যোগ করিলে যে দেশ হয়, উহাই "পৃথিবী"—"রবিচন্দ্রমসয়োর্যাবান্ ময়ূখৈরবভাস্যতে। সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥" "এই লোকই" বিরাটের শরীর। প্রাণীরা "এই লোকে" কর্মফল ভোগ করে। "এই লোকের" চারিদিকে লোকালোক গিরি বর্তমান। তাহার পরে আলোকের আরম্ভ। "এই .লোকের" চারিদিকে "পৃথিবী"। "পৃথিবীর" চারিদিকে যে "সমুদ্র",

পুরাণে তাহাকে "ঘনোদ" বলে—"অণ্ডস্থাস্থ সমন্তাৎ তু সন্নিবিষ্টোঽমৃতোদধিঃ। সমস্তাদ্ ঘনতোয়েন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি॥"

২ ইন্দ্র-শব্দের অর্থ পরমেশ্বর ; কিন্তু এখানে প্রকরণের অনুরোধে যজ্ঞাগ্নি ধরা হইল। যজ্ঞাগ্নি স্থূল ও সসীম বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেন না। বর্তমান স্থলে বায়ু-শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টি লিঙ্গশরীর ইঁহার দেহ, এবং সমষ্টি বুদ্ধি ইঁহার উপাধি। ইঁহার অপর নাম প্রথমজ, সূত্র, মৃত্যু, সত্য। ইনি সমষ্টিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং ব্যষ্টিরূপে প্রতিজীবে অন্তর্নিহিত আছেন। ইনি নিখিল বিশ্বের সারস্বরূপ, নিখিল কর্মফল ইঁহাতেই ধৃত, এবং ইনি সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রিত কর্মের সর্বোত্তম ফল। সুতরাং বায়ুর নির্দেশের দ্বারা কর্মফলের চরম সীমাই নির্ণীত হইয়া গেল। উহা অবশ্যই মোক্ষ নহে। সুতরাং প্রকারান্তরে দেখানো হইল যে, মোক্ষ কর্মের দ্বারা অলভ্য।

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্থ (উষস্ত) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তর এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ॥ ১

[যে আত্মা পুণ্য ও পাপের ফলে গ্রহাতিগ্রহের অধীন হইয়া এবং তাহাদিগকে কখনও গ্রহণ কখনও ত্যাগ করিয়া জন্মমরণাধীন হন, সেই আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে, কারণ ঐরূপ আত্মাকে জানিলে মুক্তি লাভ হয়]—অথ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রপুত্র) উষস্তঃ এনম্

পপ্রচ্ছ। উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, যৎ (যিনি) সাক্ষাৎ ([দ্রষ্টা হইতে] অব্যবহিত, দ্রষ্টার স্বরূপভূত) অপরোক্ষাৎ (অগৌণ) ব্রহ্ম (বৃহত্তম), যঃ (যিনি) সর্বান্তরঃ আত্মা (সকলের অন্তর্নিহিত প্রত্যগাত্মা) তম্ (সেই ব্রহ্মাত্মাকে) মে (আমার নিকট) ব্যাচক্ষ (বিশেষরূপে, সাক্ষাৎভাবে, বলুন) ইতি। [যিনি] সর্বান্তরঃ (সর্বান্তর বলিয়া উক্ত) এষঃ (ইনিই) তে (আপনার, অর্থাৎ আপনার কার্যকরণসঙ্ঘাতের) আত্মা [এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি তাঁহারই দ্বারা আত্মবান্]। যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ (কোন্‌টি) সর্বান্তরঃ ? যঃ প্রাণেন (প্রাণবায়ুদ্বারা) প্রাণিতি (প্রাণক্রিয়া করেন, যদ্দারা অবভাসিত হইয়া প্রাণ স্বব্যাপারে বর্তমান থাকে) সর্বান্তরঃ সঃ (তিনি) তে আত্মা ; যঃ [ইত্যাদি অনুরূপ]। সর্বান্তরঃ এষঃ (সর্বান্তর ইনিই) তে আত্মা। ১

অনন্তর উষস্ত চাক্রায়ণ ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা,[১] তাঁহার বিষয় আমার নিকট বিশেষরূপে বলুন।" "সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মাটি সর্বান্তর ?[২]" "যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা ; যিনি অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা ; যিনি ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা ; যিনি উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা ; সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।[৩]" ১

১ প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহাই বলা হইল।

২ "দেহ, দেহমধ্যস্থ লিঙ্গশরীর, এবং যিনি সন্দিহ্যমান তৃতীয়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বান্তর আত্মা ?"

৩ চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কার্যকরণসঙ্ঘাতের প্রাণক্রিয়াদি হয় না ; অতএব সঙ্ঘাত-বিলক্ষণ, চেতন বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম

য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ চাক্রায়ণঃ উষস্তঃ উবাচ—[কোন ব্যক্তি] যথা (যেমন) বিব্রুয়াৎ ([নিজ প্রতিজ্ঞার] বিপরীতভাবে বলে), "গৌঃ অসৌ (গরু এইরূপ), অশ্ব অসৌ (ঘোড়া এইরূপ)" ইতি, এতৎ ব্যপদিষ্টম্ ([আপনার] এই বিপরীত নির্দেশটি) এবম্ এব (এইরূপই) ভবতি (হইল)। যৎ এব [পূর্ববৎ]। দৃষ্টেঃ ([লৌকিক] দৃষ্টির) দ্রষ্টারম্ (দ্রষ্টাকে, [সাক্ষী আত্মাকে]) ন পশ্যেঃ (দেখিতে চাহিবেন না, কেহ দেখিতে পারেন না) ; শ্রুতেঃ শ্রোতারম্ (শ্রবণের শ্রোতাকে) ন শৃণুয়াঃ (শুনিতে চাহিবেন না) ; মতেঃ (মননের, মনোবৃত্তির) মন্তারম্ (মননকারীকে) ন মন্বীথাঃ (মনন করিতে চাহিবেন না) ; বিজ্ঞাতেঃ (বিজ্ঞান-ক্রিয়ার, বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতারম্ ন বিজানীয়াঃ (জানিতে চাহিবেন না)। এষঃ [পূর্ববৎ]। অতঃ অন্যৎ (এই আত্মা হইতে ভিন্ন [কার্য বা করণ] সমস্ত) আর্তম্ (বিনাশী, মিথ্যা) । ২

উক্ত উষস্ত চাক্রায়ণ বলিলেন, "কেহ যেমন (প্রতিজ্ঞার) অননুরূপ ভাবে বলে, 'গরু এইরূপ, ঘোড়া এইরূপ', আপনার এই বিপরীত নির্দেশটিও সেইরূপ হইল।[১] যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁহারই কথা আমায় বিশেষরূপে বলুন।" "সর্বান্তরবর্তী ইনিই আপনার আত্মা।[২]" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্‌টি সর্বান্তর?" "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেহ দেখিতে পারেন না ;[৩] শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারেন না ; মনোবৃত্তির মননকারীকে কেহ ভাবিতে পারেন না ; বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারেন না। সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা ; তদ্ভিন্ন সমস্ত বিনাশী।[৪]" উষস্ত চাক্রায়ণ তাহাতেই নিরস্ত হইলেন।২

১ কেহ সাক্ষাৎভাবে গরু বা ঘোড়ার পরিচয় দিবে বলিয়া যদি পরে বলে, "যে চলে, সে গরু", বা "যে দৌড়ায় সে ঘোড়া", তবে চলনাদিক্রিয়া অবলম্বনে পরোক্ষ পরিচয়প্রদান যেমন প্রতিজ্ঞার অননুরূপ হয়, তেমনি আপনি সাক্ষাৎভাবে আত্মার পরিচয় না দিয়া প্রাণক্রিয়াদি অবলম্বনে যে পরিচয় দিলেন, তাহা ঠিক হইল না।

২. আমি যে উত্তর দিয়াছি উহাই ঠিক। ঘোড়া প্রভৃতিকে যেমন সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করানো চলে, আত্মাকে সেইরূপ করানো চলে না; কারণ যে দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা বিষয়জ্ঞান হইবে, আত্মা সেই দর্শনাদিরই স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে আপনি কিসের দ্বারা দেখিবেন বা শুনিবেন?

৩ দৃষ্টি দুই প্রকার—লৌকিক ও পারমার্থিক। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষকে লৌকিকদৃষ্টি বলে। লৌকিকদৃষ্টি বিষয়াকারে রঞ্জিত হয়, এবং উহার উৎপত্তি ও বিনাশও আছে। উহা পারমার্থিক দৃষ্টির সহিত সংসৃষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ উহা আত্মদৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র এবং আত্মদৃষ্টির দ্বারাই উহা ব্যাপ্ত। আত্মদৃষ্টি কিন্তু আত্মারই স্বরূপ; উহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই (৪।৩।২৩)। প্রদীপ যেমন লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য, অথচ নিজে ঐ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না, তেমনি লৌকিক দৃষ্টি আত্মদৃষ্টির দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও সে সাক্ষিস্বরূপ ঐ দৃষ্টিকে প্রকাশ করিতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টির সহিত সম্পর্ক ঘটে বলিয়া, অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টি আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় বলিয়া, সাক্ষী আত্মাকে দ্রষ্টা অদ্রষ্টা ইত্যাদি বলিয়া বোধ হয়; বস্তুতঃ তিনি ক্রিয়াহীন [৪।৩।৭]। শ্রবণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। লৌকিক দৃষ্টি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্যদৃষ্টিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে।

৪ এইরূপে স্থির হইল, আত্মা আছেন এবং তিনি সর্বান্তর, কূটস্থ ও নিত্যজ্ঞানস্বরূপ।

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চম (কহোল) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[বন্ধনের, অর্থাৎ সপ্রয়োজন গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর স্বরূপ বলা হইয়াছে। যিনি বদ্ধ তাঁহার অস্তিত্ব ও শরীরাদি-বিলক্ষণত্বও বলা হইয়াছে। অধুনা মোক্ষের ও বন্ধননাশের সাধন—সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞান—উপদিষ্ট হইতেছে]। অথ [৩।৪।১]; কৌষীতকেয়ঃ (কুষীতকের পুত্র)। যঃ (যিনি) অশনায়া-পিপাসে (আহারেচ্ছা পানেচ্ছাকে) শোকম্ মোহম্ (শোকমোহকে), জরাম্ মৃত্যুম্ (জরামৃত্যুকে) অত্যেতি (অতিক্রম করেন, ইহাদের অতীতরূপে বর্তমান)। হি (যেহেতু) যা এব পুত্রৈষণা (যাহা পুত্রকামনা) সা

বিত্তৈষণা (তাহাই বিত্তকামনা) [কারণ উভয়েই দৃষ্টফলের উৎপাদক—পুত্রের দ্বারা ইহলোকজয় ও বিত্তের দ্বারা যজ্ঞাদি হয়]; যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা [কারণ বিত্ত লোকলাভের উপায় এবং লোকসকল বিত্তসাধ্য যজ্ঞাদির ফল—সাধনেচ্ছা ও ফলেচ্ছা অভিন্ন; অতএব উভয়ে অভিন্ন]—হি (কারণ) উভে এতে (ইহারা উভয়েই; পুত্রকামনা ও বিত্তকামনারূপ সাধনেচ্ছা এবং লোককামনারূপ ফলেচ্ছা—এই উভয় ইচ্ছাই) এষণে এব ভবতঃ (কামনাই বটে)—[অতএব ব্রহ্মবিদের পক্ষে এষণাসম্ভূত কর্ম নিষ্প্রয়োজন হওয়ায়] তম্ এতম্ (সেই এই [সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, সর্বান্তর]) আত্মানম্ বৈ (আত্মাকেই) বিদিত্বা (জানিয়া) [অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জানিয়া] ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণেরা) পুত্রৈষণায়াঃ চ (পুত্রকামনা হইতে) বিত্তৈষণায়াঃ চ (বিত্তকামনা হইতে) লোকৈষণায়াঃ চ (এবং লোককামনা হইত) ব্যুত্থায় (ব্যুত্থান করিয়া) অথ (অতঃপর) ভিক্ষাচর্যম্ চরন্তি (ভিক্ষাবৃত্তি, সন্ন্যাস, অবলম্বন করিয়া থাকেন; [অর্থাৎ করিবেন—ইহাই বিধি])। [যেহেতু প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সাধনৈষণা ও ফলৈষণা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন] তস্মাৎ (অতএব) [এখনও] ব্রাহ্মণঃ [শাস্ত্র ও আচার্য হইতে] পাণ্ডিত্যম্ (আত্মজ্ঞান) নির্বিদ্য (নিরবশেষরূপে লাভ করিয়া) [অর্থাৎ এষণাত্যাগের পর নিঃশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া] বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ (আত্মবিজ্ঞান-রূপ বলমাত্র-অবলম্বনে, অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণপূর্বক, অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন)। বাল্যম্ চ পাণ্ডিত্যম্ চ নির্বিদ্য (জ্ঞানবল ও আত্মজ্ঞান নিঃশেষে লাভ করিয়া) অথ (অতঃপর) মুনিঃ (মননশীল, যোগী) [হন] মৌনম্ চ (মনন, "আমি আত্মা পরব্রহ্ম, আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই", এইরূপ মানসিক বিচার), অমৌনম্ চ (আত্মজ্ঞানের ও অনাত্মপ্রত্যয়-দূরীকরণের ফলকে) নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ ([মুখ্য] ব্রাহ্মণ, কৃতকৃত্য, মহাবাক্যের অর্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ) [হন] সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন [আচারেণ সহ] স্যাৎ (কিরূপ আচারবান্ হন)? যেন স্যাৎ (যেরূপ আচারবান্ই হউন না কেন) তেন ঈদৃশঃ এব (তদ্দ্বারা উক্তলক্ষণ ব্রাহ্মণই হন)। অতঃ (এই ব্রাহ্মণ্য হইতে, আত্মস্বরূপ হইতে) অন্যৎ ([অবিদ্যার বিষয় এষণারূপ] বস্ত্বন্তর) আর্তম্ (বিনাশী, মিথ্যা)। ততঃ [পূর্ববৎ]। ১

অতঃপর কহোল কৌষীতকেয় ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। (তিনি) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁহারই কথা আমায় বিশেষরূপে বলুন।১" সর্বান্তর ইনিই আপনার

আত্মা।" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্‌টি সর্বান্তর ?[২]" "যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ, এবং জরামৃত্যুর অতীত,[৩] সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা। যাহা পুত্রকামনা তাহাই যখন বিত্তকামনা, এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই যখন লোককামনা—কারণ উভয়েই কামনা—অতএব উক্ত এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিদ্যারূপ বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। নিঃশেষে জ্ঞানবল ও আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অতঃপর মননশীল হইবেন। মনন ও অমনন নিঃশেষে জানিয়া অতঃপর ব্রাহ্মণ হইবেন।[৪] সেই ব্রাহ্মণ কীদৃশ আচারশীল হন ? তিনি যেরূপ আচারই করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই বটেন[৫]। এই ব্রাহ্মণ্যভিন্ন আর সমস্তই বিনাশী।" ইহাতেই কহোল কৌষীতকেয় বিরত হইলেন। ১

১ উষস্ত ও কহোলের প্রশ্ন একই রূপ হইলেও উভয়ের পার্থক্য আছে। উষস্তের জ্ঞাতব্য—এমন কোন আত্মা আছেন কি না, যিনি বদ্ধ হন না ? কহোলের জ্ঞাতব্য—আত্মার পরমার্থ স্বরূপ কি ?

২ অর্থাৎ আত্মার পরমার্থ স্বরূপ কি ?

৩ ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা প্রাণের ধর্ম। শোক=অভীষ্টবস্তু পাইবার জন্য চিন্তাবশতঃ চিন্তাকারীর মনের যে নিরানন্দ অবস্থা—ইহা কামনার বীজ, কেন না কামনা ইহার দ্বারা উদ্দীপিত হয় ; সুতরাং (এখানে) শোক=কামনা। মোহ=বিপরীত প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অবিবেক বা ভ্রম ; সুতরাং মোহ=সকল অনর্থের বীজ—অবিদ্যা। ইহারা মনের ধর্ম। জরা=দেহের বলী-পলিতাদি রূপ বিপরিণাম ; মৃত্যু=দেহের বিচ্ছেদ। ইহারা শরীরের ধর্ম। এই বাক্যের মর্ম এই—শরীর, প্রাণ ও মনের ধর্মের দ্বারা আত্মা অস্পৃষ্ট।

৪ নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ মঃ ১২।২৬৯।৩৪

—যিনি বাসনাশূন্য, ক্রিয়াহীন, স্তুতিনমস্কাররহিত, যাঁহার কর্মক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু যিনি নিজে অক্ষীণ, তিনি ব্রাহ্মণ।

৫ ব্রহ্মজ্ঞানী যথেচ্ছাচারী হন, ইহা অর্থ নহে ; পরন্তু ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা মাত্র। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্মজ্ঞান অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ সাধকাবস্থায় যিনি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল একান্তমনে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার মনে শুভসংস্কার সুদৃঢ় হওয়ায় জ্ঞানাবস্থায়ও তাঁহার শরীরমন শুভকর্মেই নিযুক্ত হয়—অশুভকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্ন খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতি-

লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাহতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যাপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাহতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

[যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ও সর্বান্তর আত্মা, তাঁহার স্বরূপপ্রদর্শনের জন্য শাকল্য-ব্রাহ্মণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণত্রয় আরম্ভ হইতেছে। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত (৩।৮।৪) সকল লোক পরস্পরের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ ভাবে অবস্থিত আছে। ক্রমে বাহিরের স্থূলগুলিকে ত্যাগ করিয়া সর্ব-সংসারধর্মাতীত সর্বান্তর দ্রষ্টা আত্মাকেই দেখাইবার জন্য বর্তমান ও অষ্টম ব্রাহ্মণ] —অথ [পূর্ববৎ]। বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা)। ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত পার্থিব বস্তু) যৎ (যখন) অপ্সু (জলে) ওতম্ চ প্রোতম্ চ (ওতপ্রোত) [অন্তরে ও বাহিরে জলের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে], [তখন] কস্মিন্ নু খলু (কোন্ বস্তুবিশেষে) আপঃ (জল) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ (ওতপ্রোত আছে) ইতি। [অপর স্থূলগুলিও অনুরূপ]। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—[হে] গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ (অতিপ্রশ্ন করিবেন না), [অতিপ্রশ্নের ফলে] তে (আপনার) মূর্ধা (মস্তক) মা ব্যাপপ্তৎ (যেন বিপতিত না হয়); অনতিপ্রশ্ন্যাম্ বৈ দেবতাম্ (যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হইতে পারেন না, তাঁহারই সম্বন্ধে) [আপনি] অতিপৃচ্ছসি (অতিপ্রশ্ন করিতেছেন)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ১

অতঃপর গার্গী বাচক্নবী ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। (তিনি) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তখন জল কাহাতে ওতপ্রোত ?[১]" "হে গার্গি, বায়ুতে।[২]" "বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকসকলে।" "অন্তরিক্ষলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, গন্ধর্বলোকসকলে।" "গন্ধর্বলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, আদিত্যলোকসকলে।" "আদিত্য-লোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, চন্দ্রলোকসকলে।"

"চন্দ্রলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, নক্ষত্রলোকসকলে।" "নক্ষত্রলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, দেবলোকসকলে।" "দেবলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, ইন্দ্রলোকসকলে।" "ইন্দ্রলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, প্রজাপতিলোকসকলে (অর্থাৎ বিরাট্‌শরীরের আরম্ভক ভূতসকলে)।" "প্রজাপতিলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" "হে গার্গি, ব্রহ্মার লোকসকলে (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডারম্ভক ভূতসকলে)।" "ব্রহ্মলোকসকল কাহাতে ওতপ্রোত ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিবেন না ; আপনার যেন মুণ্ডপাত না হয়। যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হইতে পারেন না, আপনি তাঁহারই সম্বন্ধে অতিপ্রশ্ন করিতেছেন। হে গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিবেন না।৩" ইহাতে গার্গী বাচক্নবী বিরত হইলেন। ১

১ গার্গীর প্রশ্নের মূলে একটি অনুমান আছে—যাহা কার্য তাহা কারণের দ্বারা ব্যাপ্ত, যেমন ঘট মৃত্তিকার দ্বারা ব্যাপ্ত ; যাহা স্থূল তাহা সূক্ষ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত, যেমন পৃথিবী জলের দ্বারা ব্যাপ্ত। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা ব্যাপকের দ্বারা ব্যাপ্ত, যেমন পৃথিবী আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইরূপে দেখা যায় যে, কার্যভূত স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন পৃথিবী জলে ওতপ্রোত। জল না থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিত না, যেমন মৃত্তিকা না থাকিলে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না। এই অনুমানের সাধারণ রূপটি এই—যাহা যাহা কার্য, স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন তাহাই কারণ, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অপর বস্তুতে ওতপ্রোত। সুতরাং কার্য, স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন জলেরও অন্য কিছুতে ওতপ্রোত হওয়া স্বাভাবিক। এই যুক্তি-অবলম্বনে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মাণ্ডারম্ভক ভূতসমূহ পর্যন্ত উপস্থিত হইবেন। মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্তই পাঞ্চভৌতিক। উহাদের মধ্যে কেবল সূক্ষ্মতার তারতম্য আছে। সুতরাং বস্তুতঃ এই প্রকরণে এবং অষ্টম ব্রাহ্মণে ইহাই দেখানো হইবে যে, যিনি সত্যনামক ভূতপঞ্চকের সত্য অর্থাৎ সত্যের সত্য (২।১।২০), তিনিই ব্রহ্ম। অন্তরিক্ষলোকাদি সর্বত্র বহুবচন আছে ; কারণ প্রাণীর উপভোগের আশ্রয়াকারে পরিণত ভূতসকল সর্বত্রই পাঁচটি।

২ যদিও জলের পরে অগ্নির উল্লেখ উচিত ছিল, তথাপি পার্থিব জলীয় পদার্থকে ছাড়িয়া অগ্নির প্রকাশ দেখা যায় না বলিয়া উহার পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই।

৩ এই পর্যন্ত অনুমান অবলম্বনের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং এখানেও গার্গী অনুমানের দ্বারা সূত্র অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের নিরূপণে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আগম দ্বারা দ্রষ্টব্য হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে অনুমানের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য নহে। অতিপ্রশ্ন=প্রশ্নের বিষয় আগমকে অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন। সেই অতিপ্রশ্ন যে দেবতার সম্বন্ধে, তিনি অতিপ্রশ্ন্যা। ন অতিপ্রশ্ন্যা=অনতিপ্রশ্ন্যা=কেবল আগমগম্যা।

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তম (অন্তর্যামী) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ ভার্যা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্বণ ইতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাৎ তং চান্তর্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীৎ তদহং বেদ তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য

সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তং চান্তর্যামিণমিতি যো বা কশ্চিদ্ ব্রূয়াদ্ বেদ বেদেতি যথা বেত্থ তথা ব্রূহীতি ॥ ১

[অণ্ডারম্ভক ভূতসকলের অন্তরতম সূত্র সম্বন্ধে আগমমাত্র অবলম্বনে প্রশ্ন করিতে হয় বলিয়া অতঃপর আখ্যায়িকাচ্ছলে আগম (=আচার্যোপদেশ) উপস্থাপিত হইতেছে]— অথ [পূর্ববৎ]। আরুণিঃ (অরুণের পুত্র)। মদ্রেষু পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য [৩।৩।১] গৃহেষু (গৃহে) যজ্ঞম্ অধীয়ানাঃ (যজ্ঞশাস্ত্র-অধ্যয়নে তৎপর হইয়া) অবসাম (বাস করিয়াছিলাম)। তস্য (তাঁহার) ভার্যা (পত্নী) গন্ধর্বগৃহীতা…অব্রবীৎ [৩।৩।১]—[আমি] কবন্ধঃ আথর্বণঃ (অথর্বণ্-এর পুত্র কবন্ধ) ইতি। সঃ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ (কপিগোত্রীয় পতঞ্চলকে) চ যাজ্ঞিকান্ (এবং যজ্ঞাধ্যয়ননিরত শিষ্যদিগকে) অববীৎ (বলিলেন)—[হে] কাপ্য, ত্বম্ (তুমি) তৎ সূত্রম্ (সেই সূত্রকে, প্রাণকে, হিরণ্যগর্ভকে) বেত্থ নু (জান কি), যেন (যাঁহার দ্বারা) অয়ম্ চ লোকঃ (এই জন্ম) পরঃ চ লোকঃ (পরজন্ম) সর্বাণি চ ভূতানি ([ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত] নিখিল প্রাণী) সংদৃব্ধানি ভবন্তি (সংগ্রথিত [হইয়া বিধৃত] রহিয়াছে)? ইতি। সঃ পতঞ্চলঃ কাপ্য অব্রবীৎ—ভগবন্, অহম্ তৎ (তাহা) ন বেদ (জানি না) ইতি। সঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]—তম্ অন্তর্যামিণম্ (সেই অন্তর্যামীকে) যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে), যঃ ইমম্ চ লোকম্ (এই জন্ম)…যময়তি (নিয়ন্ত্রিত করেন) ইতি। সঃ [পূর্ববৎ]। [হে] কাপ্য, যঃ বৈ (যে কেহ) তৎ সূত্রম্ (সেই সূত্রকে) তম্ অন্তর্যামিণম্ চ (এবং [সূত্রের অন্তর্গত ও তাঁহার নিয়ন্তা] সেই অন্তর্যামীকে) ইতি (এইরূপে) বিদ্যাৎ (জানিবে), সঃ (তিনি) ব্রহ্মবিৎ (পরমাত্মবিদ্), সঃ লোকবিৎ ([অন্তর্যামীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত] ভূরাদি লোককে জানেন), সঃ দেববিৎ ([লোকবাসী] দেবগণকে জানেন), সঃ বেদবিৎ ([সকলের প্রমাণস্থল] বেদকে জানেন), সঃ ভূতবিৎ ([সূত্রের দ্বারা ধৃত বা অন্তর্যামীর দ্বারা পরিচালিত] নিখিল প্রাণীকে জানেন), সঃ আত্মবিৎ ([কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে পরিচিত] আত্মাকে [অন্তর্যামীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া] জানেন), সঃ সর্ববিৎ (সমস্ত জগৎকেই [অন্তর্যামীর অধীন বলিয়া] জানেন) ইতি (এই কথা) [গন্ধর্ব] তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অব্রবীৎ। অহম্ তৎ (সেই সূত্র ও অন্তর্যামীর বিজ্ঞান) বেদ।

যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বম্ চেৎ (যদি) তৎ সূত্রম্ চ তং অন্তর্যামিণম্ চ অবিদ্বান্ (না জানিয়া) ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মজ্ঞের জন্য উদ্দিষ্ট গাভীসকল) উদজসে (লইয়া যান) [তবে] 'তে মূর্ধা বিপতিষ্যতি (আপনার মুণ্ডপাত হইবে) ইতি। [হে] গৌতম (গৌতমগোত্রীয় উদ্দালক), অহম্ তৎ সূত্রম্ তম্ চ অন্তর্যামিণম্ বেদ বৈ ইতি। যঃ কঃ চিৎ বা (যে কোনও ব্যক্তিই) "বেদ বেদ" ইতি (আপনার এতাদৃশ কথা) ব্রূয়াৎ (বলিতে পারে)। যথা বেত্থ (যেরূপ জানেন) তথা ব্রূহি (সেইরূপ বলুন) [অর্থাৎ যাহা জানেন তাহা কার্যতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন] ইতি। ১

অনন্তর উদ্দালক আরুণি ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত থাকিয়া মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাঁহার ভার্যা গন্ধর্বাবিষ্টা হইয়াছিলেন। আমরা সেই গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি কে?' তিনি বলিলেন, 'আমি কবন্ধ আথর্বণ।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, তুমি সেই সূত্রকে জান কি, যাঁহার দ্বারা এই জীবন, পরজীবন, এবং সর্বভূত সংগ্রথিত রহিয়াছে?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন, 'ভগবন্, আমি তাহা জানি না।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই জীবন, পরজীবন এবং সর্বভূতকে নিয়মিত করেন?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন, 'ভগবন্, আমি তাঁহাকে জানি না।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, যে কেহ সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে এইরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্, তিনি লোকবিদ্, তিনি দেববিদ্, তিনি বেদবিদ্, তিনি ভূতবিদ্, তিনি আত্মবিদ্, তিনি সর্ববিদ্।' এই কথা তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন)। আমি উহা জানি। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়াও যদি আপনি এইসকল ব্রহ্মগবী লইয়া যান, তবে আপনার মস্তক

নিপতিত হইবে।" (যাজ্ঞবল্ক্য)—"গৌতম, আমি সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে অবশ্যই জানি।" "(আপনার মতো) 'জানি, জানি' এই কথা যে কেহই বলিতে পারে। যেরূপ জানেন তাহা (প্রকাশ করিয়া) বলুন।" ১

স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিণং ব্রূহীতি ॥ ২

সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—গৌতম, বায়ুঃ বৈ (বায়ুই) তৎ সূত্রম্। গৌতম, বায়ুনা বৈ সূত্রেণ (বায়ুস্বরূপ সূত্রেরই দ্বারা) অয়ম্ চ [পূর্ববৎ]। গৌতম, তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই, [সূত্রে গ্রথিত মণির ন্যায়] বায়ুর দ্বারা সমস্ত গ্রথিত বলিয়াই) প্রেতম্ পুরুষম্ আহুঃ (মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে) অস্য (এই ব্যক্তির) অঙ্গানি (অবয়ব-সকল) ব্যস্রংসিষত (বিস্রস্ত হইয়াছে) ইতি ; হি (কারণ) গৌতম, বায়ুনা সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ (ইহা) এবম্ এব (এইরূপই বটে)। অন্তর্যামিণম্ ([সূত্রের অন্তর্গত, সূত্রের নিয়ন্তা] অন্তর্যামীর কথা) ব্রূহি (বলুন) ইতি।

তিনি বলিলেন, "গৌতম, বায়ুই[১] সেই সূত্র। গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রেরই দ্বারা এই জীবন, পরজীবন, ও নিখিল প্রাণী সংগ্রথিত রহিয়াছে। গৌতম, এইজন্যই মৃতব্যক্তিসম্বন্ধে লোকে বলে, 'ইহার অবয়ব-সকল বিস্রস্ত হইয়াছে।' কারণ, হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রেই তাহারা সংগ্রথিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। (এখন) অন্তর্যামীর কথা বলুন।" ২

১ বায়ু=হিরণ্যগর্ভ (৩।৩।২, টীকা ২)। এই বায়ুই কর্মফল ও সংস্কারের আশ্রয়,

ও সপ্তদশাবয়ব (পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ) বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের উপাদান। ঊনপঞ্চাশ বায়ু ইঁহারই বাহ্য প্রকাশ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩

যঃ (যিনি) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে), [অর্থাৎ] পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীদেবতার) অন্তরঃ (অভ্যন্তরবর্তী রূপে) তিষ্ঠন্ [ভবতি] (অবস্থিত আছেন), পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) যম্ (যাঁহাকে) ন বেদ (জানেন না), পৃথিবী যস্য (যাঁহার) শরীরম্ (দেহ) [এবং ইন্দ্রিয়], যঃ অন্তরঃ পৃথিবীম্ (পৃথিবীদেবতাকে) যময়তি ([স্বব্যাপারে] নিয়মিত করেন), এষঃ (ইনি) অন্তর্যামী, অমৃতঃ (অমর, সংসারধর্মবর্জিত), [ও] তে (আপনার) [এবং সকলের] আত্মা। ৩

"যিনি পৃথিবীতে, অর্থাৎ পৃথিবীদেবতার অন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান থাকেন, পৃথিবীদেবতা[১] যাঁহাকে জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। ৩

১ অন্তর্যামীর নিজের শরীর বা ইন্দ্রিয় নাই। পৃথিবীদেবতার স্বকর্মানুযায়ী যে দেহেন্দ্রিয় হয়, উহাই অন্তর্যামীরও দেহেন্দ্রিয়। অর্থাৎ অন্তর্যামী, ঈশ্বর বা নারায়ণের সাক্ষিস্বরূপ সন্নিধিবশতই পৃথিবীদেবতার কার্যকরণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয়। পরবর্তী কণ্ডিকাগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪

অপ্সু (জলে), অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ (জলের অন্তরে), অপঃ (জলকে, জলদেবতাকে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

"যিনি জলে, অর্থাৎ জলদেবতার অন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান আছেন, জলদেবতা যাঁহাকে জানেন না, জল যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া জলদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। ৪

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫

"যিনি অগ্নিতে, অর্থাৎ অগ্নিদেবতার অভ্যন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান আছেন, অগ্নিদেবতা যাঁহাকে জানেন না (ইত্যাদি)। ৫

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬

"যিনি অন্তরিক্ষে, অর্থাৎ অন্তরিক্ষদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৬

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭

"যিনি বায়ুতে, অর্থাৎ বায়ুদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৭

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮

"যিনি দ্যুলোকে, অর্থাৎ দ্যুলোকদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৮

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯

"যিনি সূর্যে অর্থাৎ সূর্যদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৯

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০

"যিনি দিক্‌সমূহে, অর্থাৎ দিগ্‌দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১০

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১

"যিনি চন্দ্রতারকায়, অর্থাৎ চন্দ্রতারকাদেবতার (ইত্যাদি)। ১১

যঃ আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২

"যিনি আকাশে, অর্থাৎ আকাশদেবতার (ইত্যাদি)। ১২

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩

"যিনি তমঃতে (অর্থাৎ অন্ধকারে), অর্থাৎ তমোদেবতার (ইত্যাদি)। ১৩

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্ ॥ ১৪

ইতি অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতার মধ্যে [অন্তর্যামি-বিষয়ক] দর্শন) [বলা হইল]। অথ (অনন্তর) অধিভূতম্ ([ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত] ভূতগণমধ্যে) [ঐ দর্শন বলা হইতেছে]। ১৪

"যিনি তেজে, অর্থাৎ তেজোদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, তেজোদেবতা যাঁহাকে জানেন না, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া তেজোদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। এই পর্যন্ত অধিদৈবত দর্শন; অতঃপর অধিভূত দর্শন। ১৪

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫

"যিনি সর্বভূতে, অর্থাৎ সর্বভূতদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, সর্বভূতদেবতা যাঁহাকে জানেন না, সর্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া সর্বভূতের দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। এই পর্যন্ত অধিভূত দর্শন; অতঃপর অধ্যাত্ম (শরীরবিষয়ে) দর্শন। ১৫

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং য প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬

"যিনি প্রাণে (অর্থাৎ প্রাণবায়ুসহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে), অর্থাৎ প্রাণদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, প্রাণদেবতা যাঁহাকে (ইত্যাদি)। ১৬

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭

"যিনি বাগিন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ বাগ্দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৭

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮

"যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, অর্থাৎ চক্ষুর্দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৮

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯

"যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ শ্রবণদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৯

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০

"যিনি মনে, অর্থাৎ মনোদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২০

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১

"যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ ত্বগ্‌দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২১

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২

"যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে), অর্থাৎ বুদ্ধিদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২২

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্য-

মৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥

রেতসি (শুক্রে, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে)। [মহাশক্তিশালী পৃথিব্যাদিদেবতাও কেন আপনাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত ও আপনাদের নিয়ন্তা অন্তর্যামীকে জানেন না, তাহা বলা হইতেছে]—অদৃষ্টঃ ([স্বয়ং অপর কাহারও] দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন) [অথচ] দ্রষ্টা ([চক্ষুতে সন্নিহিত চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া] সাক্ষী) ; [এইরূপে] অশ্রুতঃ শ্রোতা ([সর্বকর্ণে সন্নিহিত] অলুপ্ত শ্রবণ-শক্তি) ; অমতঃ (মনঃসঙ্কল্পের অবিষয়) মন্তা (মননকারী) ; অবিজ্ঞাতঃ (নিশ্চয়ের অবিষয়ীভূত) বিজ্ঞাতা। [কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিব্যাদিদেবতা পৃথক্ ও তাঁহাদের নিয়ন্তা অন্তর্যামী পৃথক নহেন ; কারণ] অতঃ (এই অন্তর্যামী হইতে) অন্যঃ (ভিন্ন) দ্রষ্টা ন অস্তি (নাই) ; অতঃ অন্যঃ শ্রোতা ন অস্তি ; অতঃ অন্যঃ মন্তা ন অস্তি ; অতঃ অন্যঃ বিজ্ঞাতা ন অস্তি। অন্তর্যামী অমৃতঃ এষঃ (অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই) তে আত্মা [ইত্যাদি—৩।৪।২ দ্রঃ]। ২৩

"যিনি জননেন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়দেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, জননেন্দ্রিয়দেবতা যাঁহাকে জানেন না, জননেন্দ্রিয় যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তীরূপে থাকিয়া জননেন্দ্রিয়দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হইলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হইলেও বিজ্ঞাতা। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও দ্রষ্টা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন শ্রোতা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন মন্তা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞাতা নাই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা। ইহা[১]

হইতে যাহা কিছু ভিন্ন, তাহা বিনাশী।" ইহাতে উদ্দালক আরুণি নিরস্ত হইলেন। ২৩

১ যিনি সাক্ষী, সর্ব-সংসারধর্ম-বর্জিত ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলবিভাগের কর্তা।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টম (অক্ষর) ব্রাহ্মণ

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১

[সোপাধিক বস্তু নিরূপিত হইয়াছে ; অতঃপর ক্ষুৎপিপাসাহীন, নিরুপাধিক, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, ও সর্বান্তর ব্রহ্ম বলা হইতেছে]—অথ বাচক্নবী (বচক্নু-কন্যা গার্গী) উবাচ হ—ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ (শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ), হন্ত (আপনাদের অনুমতি হইলে) অহম্ (আমি) ইমম্ (ইঁহাকে) দ্বৌ প্রশ্নৌ (দুইটি প্রশ্ন) প্রক্ষ্যামি (জিজ্ঞাসা করিব)। মে (আমার) তৌ (উক্ত দুইটি) চেৎ (যদি) বক্ষ্যতি (বলেন, উত্তর দেন) যুষ্মাকম্ কঃ চিৎ (আপনাদের কেহই) জাতু (কখনও) ইমম্ ব্রহ্মোদ্যম্ (ব্রহ্মবাদ-বিষয়ে) জেতা ন (জয় করিবেন না) ইতি। [ব্রাহ্মণেরা বলিলেন]—গার্গি, পৃচ্ছ (জিজ্ঞাসা করুন) ইতি। ১

অতঃপর বাচক্নবী বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, অনুমতি হইলে[১] আমি ইঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করিব। ইনি যদি আমার ঐ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেন, তবে আপনাদের কেহ কখনও ইঁহাকে ব্রহ্মবিচারে জয় করিতে পারিবেন না।" (ব্রাহ্মণেরা)—"গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ১

১ মস্তকপতনের ভয়ে গার্গী পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন (৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণ)। সুতরাং ঐ ভয় নিবারণের জন্য প্রশ্নোত্থাপনের পূর্বে ব্রাহ্মণদের অনুমতি চাহিতেছেন।

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ২

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, অহম্ বৈ ত্বা (আমি আপনাকে) [প্রশ্ন করিতেছি]। যথা (যেমন)—বা (হয়) কাশ্যঃ (কাশীদেশীয়) উগ্রপুত্রঃ (বীরসন্তান) বা (অথবা) বৈদেহঃ (বিদেহরাজ) উজ্জ্যম্ (জ্যা-বিমুক্ত) ধনুঃ (ধনুকে) অধিজ্যম্ কৃত্বা (জ্যা সংযুক্ত করিয়া) সপত্ন-অতিব্যাধিনৌ (শত্রুগণের অতিশয় পীড়াদায়ক) দ্বৌ (দুইটি) বাণবন্তৌ (বাণ, অর্থাৎ অগ্রে বংশখণ্ড, যুক্ত শরদ্বয়) হস্তে কৃত্বা (হস্তে লইয়া) উপোত্তিষ্ঠেৎ (সন্নিকটে উপস্থিত হন), এবম্ এব (ঠিক তেমনি) অহম্ দ্বাভ্যাম্ প্রশ্নাভ্যাম্ (দুইটি প্রশ্ন লইয়া) ত্বা উপোদস্থাম্ (আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম) । তৌ (ঐ দুইটি) [প্রশ্নের উত্তর] মে ব্রূহি (আমায় বলুন) ইতি। গার্গি, পৃচ্ছ ইতি। ২

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি। কাশীদেশীয় কোন বীরসন্তান বা বিদেহরাজ যেমন জ্যা-বিমুক্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া শত্রুগণের পীড়াদায়ক ও বংশখণ্ডযুক্ত শরদ্বয় হস্তে লইয়া সন্নিকটে উপস্থিত হন, ঠিক তেমনি আমি দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার (প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে) সমীপে উত্থিত হইলাম। ঐ দুইটির উত্তর আমায় বলুন।" "গার্গি, জিজ্ঞাসা করুন।" ২

সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্ত-দোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৩

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ (যাহা) দিবঃ উর্ধ্বম্ ([ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বকপাল] দ্যুলোকের উপরে), যৎ পৃথিব্যাঃ অবাক্ ([ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নকপাল] পৃথিবীর নীচে), যৎ দ্যাবাপৃথিবী

(=দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর, ব্রহ্মাণ্ড-কপালদ্বয়ের) অন্তরা (মধ্যে) [এবং] ইমে (এই দ্যুলোক ও পৃথিবীরূপে বিদ্যমান), যৎ ভূতম্ চ (অতীত [হইয়াছে]), ভবৎ চ (বর্তমান [আছে]), ভবিষ্যৎ চ (এবং হইবে)—ইতি (এই যাহা কিছু) [পণ্ডিতেরা আগমসহায়ে] আচক্ষতে (বলেন) তৎ (সেই সমস্ত দ্বৈত [অর্থাৎ সেই দ্বৈতজাত যাঁহাতে একীভূত হয়, সেই পূর্বোক্ত জগদাত্মক সূত্র]) কস্মিন্ (কাহাতে) ওতম্ চ প্রোতম্ চ ইতি। ৩

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা বর্তমান, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—উহা কাহাতে ওতপ্রোত?" ৩

স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪

[পূর্ব কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য]। ৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা বর্তমান, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—উহা আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে।[১]" ৪

১ ব্যাকৃত-জগদাত্মক (৩।৭।২) সূত্র—উৎপত্তি, স্থিতি, ও প্রলয় এই তিন কালেই—অব্যাকৃত আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছেন।

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (যে আপনি) মে (আমার) এতম্ (এই একটি প্রশ্ন) ব্যবোচঃ (বিশেষরূপে বলিয়াছেন) তে নমঃ অস্তু (সেই আপনাকে নমস্কার)। অপরস্মৈ (অপর প্রশ্নের জন্য) [আপনাকে] ধারয়স্ব (দৃঢ় করুন) ইতি। গার্গি, পৃচ্ছ, ইতি। ৫

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমার এই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হউন।" "গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ৫

সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি॥ ৬

[৩।৮।৩ দ্রঃ। পূর্বের প্রশ্নোত্তরের দৃঢ়তার জন্য এই পুনরুক্তি]। ৬

স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥ ৭

সঃ উবাচ [ইত্যাদি ৩।৮।৪ দ্রঃ]। [গার্গী]—কস্মিন্ নু খলু (কাহাতে) আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি। ৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে এবং যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ড কপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলেন—(তদাত্মক) তিনি (অর্থাৎ সূত্র) আকাশেই ওতপ্রোত আছেন।" "আকাশ আবার কাহাতে ওতপ্রোত?[১]" ৭

[১] আকাশের পর এব (=ই) শব্দ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বের উত্তরকেই সুদৃঢ় করিলে গার্গী দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। তাঁহার মনোভাব এই—"ত্রিকালাতীত বলিয়া

অব্যাকৃত 'আকাশই' দুর্বাচ্য ; সুতরাং আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত সেই অক্ষর আরও দুর্বাচ্য। সুতরাং হয় ইনি ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অপ্রতিপত্তি (না জানা) দোষে দুষ্ট, অথবা অবাচ্য বিষয় বলিতে গিয়া বিপ্রতিপত্তি (বিপরীত জানা) দোষে দুষ্ট হইবেন।"

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-স্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমস-ঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম-নন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮

সঃ উবাচ হ—গার্গি, [যাঁহাতে আকাশ ওতপ্রোত] ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) এতৎ বৈ (ইঁহাকেই) তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষর, ক্ষয়হীন, নাশহীন) অভিবদন্তি (বলিয়া থাকেন)। [তিনি] অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্ [স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, ও দীর্ঘত্ব এই চারিটি দ্রব্যগুণ তাঁহাতে নাই ; অর্থাৎ অক্ষর দ্রব্য নহেন] ; অলোহিতম্ ([অগ্নিগুণ] লৌহিত্যরহিত), অস্নেহম্ ([জলগুণ] স্নেহত্বরহিত), অচ্ছায়ম্ (ছায়া নহেন), অতমঃ (অন্ধকার নহেন), অবায়ু (বায়ু নহেন), অনাকাশম্ (আকাশ নহেন), অসঙ্গম্ (আসক্তিশূন্য), অরসম্ (রস নহেন), অগন্ধম্ (গন্ধ নহেন) ; অচক্ষুষ্কম্ (চক্ষুহীন), অশ্রোত্রম্ (শ্রোত্রহীন), অবাক্ (বাগ্‌হীন), অমনঃ (মনোহীন) অতেজস্কম্ (তেজোবিহীন), অপ্রাণম্ (প্রাণরহিত), অমুখম্ (মুখহীন), অমাত্রম্ (পরিমাণ নহেন ; তদ্দ্বারা কিছু পরিমিত হয় না, তিনিও পরিমিত হন না), অনন্তরম্ (অন্তরহীন, অবকাশরহিত), অবাহ্যম্ (বাহ্যশূন্য), তৎ (তিনি) কিঞ্চন (কিছুই) ন অশ্নাতি (আহার করেন না), তৎ (তাঁহাকে) কঃ-চন (কেহই) ন অশ্নাতি। ৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন। ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর, ও অবাহ্য।

তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং অপর কেহ তাঁহাকে ভক্ষণ করে না। ৮

১ ব্রহ্মজ্ঞদের কথা উদ্ধৃত হওয়ায় গার্গীর অভিপ্রেত দোষদ্বয় যাজ্ঞবল্ক্যকে স্পর্শ করিল না।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যে-তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচোঽন্যা যাং যাং দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন]—গার্গি, এতস্য বৈ অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) প্রশাসনে (প্রকৃষ্ট শাসনের অধীনে] সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্র) বিধৃতৌ (বিশেষরূপে ধৃত হইয়া) [স্ব স্ব স্থানে ও কর্মে] তিষ্ঠতঃ (বর্তমান আছেন)। এতস্য…গার্গি, দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক ও পৃথিবী) বিধৃতে (বিধৃত) হইয়া] তিষ্ঠতঃ। এতস্য…গার্গি, নিমেষাঃ, মুহূর্তাঃ, অহোরাত্রাণি (দিন ও রাত্রিসকল), অর্ধমাসাঃ (পক্ষসকল), মাসাঃ, ঋতবঃ (ঋতুসকল), সংবৎসরাঃ—ইতি (এই কালাবয়ব-সকল) বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি। এতস্য…গার্গি, শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ (শুভ্র [হিমালয়াদি] পর্বত হইতে) প্রাচ্যঃ নদ্যঃ (পূর্ববাহিনী নদীসকল), অন্যাঃ (অপর) প্রতীচঃ (পশ্চিমবাহিনী নদীসকল), অন্যাঃ ([এবং] অন্যদিগ্‌বাহিনী নদীসকল) যাম্ যাম্ দিশম্ অনু (আপন আপন নির্দিষ্ট দিকে) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হইতেছে)। এতস্য…গার্গি, মনুষ্যাঃ ([জ্ঞানী] মানবগণ) দদতঃ (দানকারীদিগকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসাকরেন) , দেবাঃ (দেবগণ) যজমানম্ [অন্বায়ত্তাঃ] (যজমানের উপর

[নির্ভর করেন]) [এবং] পিতরঃ (পিতৃগণ) দর্বীম্ অন্বায়ত্তাঃ ([দর্বীহোমের] উপর নির্ভর করেন) । ৯

"গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছেন। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস ঋতু ও সম্বৎসর—এই (কালাবয়ব) সকল বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে শ্বেত পর্বতরাজি হইতে নির্গত হইয়া পূর্ববাহিনী, পশ্চিমবাহিনী ও অপরাপর নদীসমূহ নিজ নিজ (নির্দিষ্ট) দিকে প্রবাহিত হইতেছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে (জ্ঞানী) মানবগণ দানকারীদিগকে প্রশংসা করেন, দেবগণ যজমানের অনুগত হন, এবং পিতৃগণ দর্বীহোমের উপর নির্ভর করেন। ৯

১ ভাববস্তু-মাত্রই সবিশেষ হয়, নির্বিশেষ হয় না ; অথচ পূর্বকণ্ডিকায় অক্ষরকে এক, অদ্বিতীয়, ও নিবিশেষ বলা হইয়াছে। অতএব সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে, নির্বিশেষে ব্রহ্ম অভাববস্তু। সুতরাং অক্ষরের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য লোকবুদ্ধি অনুসারে অনুমানপ্রমাণ দেখানো হইল। যথা—(১) লোকপ্রকাশক প্রদীপ যেমন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বিধৃত ও নির্মিত হয়, তেমনি লোকপ্রকাশক চন্দ্রসূর্যেরও বিশেষ বিধাতা ও নির্মাতা আছেন। ভৃত্যাদি প্রভুর অধীন হয় ; তেমনি চন্দ্রসূর্যেরও নিয়মিত উদয়াস্তময়, ক্ষয়বৃদ্ধি, ও আবর্তনাদি হইতে প্রমাণিত হয়, তাহাদেরও চেতন প্রভু আছেন। (২) দ্যুলোক ও ভূলোক সাবয়ব, অতএব টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাওয়া উচিত ; উহারা ভারী, সুতরাং পড়িয়া যাওয়া উচিত ; উহাদের স্ব স্ব দেবতা আছেন, সুতরাং উহারা স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু অক্ষরের শাসনে থাকায় তাহা হয় না (ঋগ্বেদ ১০।১২১।৫="যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া)। (৩) অপরের দ্বারা নিযুক্ত গণকেরা আয়-ব্যয়াদির হিসাব রাখে ; তেমনি নিমেষাদি যাঁহার অধীনে থাকিয়া কালগণনা করে, সেই অক্ষর আছেন। (৪) দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত গঙ্গাদি নদী স্বেচ্ছাচারী না হইয়া যাঁহার শাসনে স্ব স্ব মার্গে নিয়মিত থাকে, সেই

অক্ষর আছেন। (৫) স্থায়ী কর্মফলদাতা কেহ না থাকিলে দান মহৎকার্য বলিয়া গণ্য হইত না ; কারণ দাতা, গ্রহীতা, ও দত্ত বস্তু কালে নষ্ট হইয়া যায় ; অথচ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, দাতার সহিত দানফলের সংযোগ হয়। কর্মফলের দাতা, সংযোগকর্তা, বিভাগকর্তা ঈশ্বর আছেন বলিয়াই দানের প্রশংসা যুক্তিযুক্ত হয়। (৬) দেবগণ ঐশ্বর্যশালী ও স্বাধীন হইলেও চরুপুরোডাশাদি-রূপ হীনজীবিকা অবলম্বনে জীবনধারণ করেন এবং ঐ জন্য যজমানের মুখাপেক্ষী হন। পিতৃগণও ঈশ্বরাজ্ঞায় দর্বীহোমের মুখাপেক্ষী। অতএব ঈশ্বর আছেন। যে হোম অপর কোনও হোমের প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে তাহাকে দর্বীহোম বলে।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০

গার্গি, যঃ বৈ (যে কেহ) এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরকে) অবিদিত্বা (না জানিয়া) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) বহূনি বর্ষসহস্রাণি (বহু হাজার বৎসর) জুহোতি (হোম করে), যজতে (যজ্ঞ করে), তপঃ তপ্যতে (তপস্যানুষ্ঠান করে), অস্য (ইহার) তৎ (তাহা, সেই কর্মফল) অন্তবৎ এব (সসীমই, ফলভোগান্তে বিনাশীই) ভবতি (হয়)। গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রৈতি (গমন করে) সঃ কৃপণঃ ([পণের দ্বারা ক্রীত দাসের ন্যায়] দুঃখী) ; অথ (পক্ষান্তরে), গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরম্ বিদিত্বা (জানিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ। ১০

"গার্গি, কেহ যদি এই অক্ষরকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসরও হোম করে, যজ্ঞ করে, বা তপোনুষ্ঠান করে, তথাপি উহা বিনাশীই হইয়া থাকে। গার্গি, যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করে, সে দুঃখী। প্রত্যুত যে কেহ এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।'[১] ১০

১ অক্ষরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর এক প্রমাণ এই—যাঁহাকে না জানিয়া লোক অবিরাম সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহার জ্ঞান মুক্তির কারণ, তিনি অবশ্যই আছেন। যাঁহাকে না জানায় সংসারগতি হয়, তাঁহাকে অস্বীকার করিলে ফলতঃ সংসারকেই অস্বীকার করিতে হয়। কর্মকে মুক্তির কারণ বলা চলে না; কেন না অনিত্য কর্মফল নিত্য মোক্ষের উৎপাদক হইতে পারে না।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১

[পাছে কেহ মনে করেন, অচেতন অগ্নি যেমন স্বভাবতই প্রকাশবান্ তেমনি অক্ষর অচেতন হইলেও স্বভাবতই শাসক, এইজন্য বলা হইতেছে—তিনিই একমাত্র চেতন]। গার্গি, তৎ বৈ এতৎ অক্ষরম্ অদৃষ্টম্ দ্রষ্টৃ [৩।৭।২৩ দ্রঃ; সেখানে অন্তর্যামী শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া এই শব্দগুলিও পুংলিঙ্গ, এখানে অক্ষর শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ইহারাও ক্লীবলিঙ্গ], অশ্রুতম্ শ্রোতৃ, অমতম্ মন্তৃ, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ; অতঃ অন্যৎ দ্রষ্টৃ ন অস্তি, অতঃ অন্যৎ মন্তৃ ন অস্তি, অতঃ অন্যৎ বিজ্ঞাতৃ ন অস্তি। গার্গি, এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে (এই অক্ষরেই) আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি [৩।৮।৭]। ১১

"গার্গি, উক্ত এই অক্ষরই অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হইলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হইলেও বিজ্ঞাতা। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও দ্রষ্টা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও শ্রোতা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও মন্তা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বিজ্ঞাতা নাই।[১] গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে।[২]" ১১

১ যিনি দৃষ্টি প্রভৃতির স্বরূপ তিনি দৃষ্টি প্রভৃতির বিষয় হইতে পারেন না। তিনিই

সকল চক্ষু, কর্ণ, মন, ও বুদ্ধি দ্বারা দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা রূপে বিভাবিত হন। তিনি ব্যতীত দ্রষ্টা, শ্রোতা প্রভৃতি নাই।

২ অন্তর্যামিব্রাহ্মণে "যিনি পৃথিবীতে" ইত্যাকার বাক্যে (৩।৭।৩-২৩) অন্তর্যামীর কথা বলা হইয়াছে; এবং "পৃথিবীদেবতা জানেন না" ইত্যাকার বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। বর্তমান ব্রাহ্মণে দেখানো হইল, যিনি সকলের চেতনাস্বরূপ তিনি অক্ষর। এই তিনের ভেদ কিন্তু কেবল উপাধিসম্ভূত। ব্রহ্ম একরসস্বভাব বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহাতে ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই (বৃঃ ২।৫।১৯, মুঃ ২।১।১)। অবিদ্যা, কাম, ও কর্মবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়ে উপহিত পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব বলে। নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানশক্তিতে উপহিত তাঁহাকেই অন্তর্যামী ঈশ্বর বলে। আবার তিনিই নিরুপাধিক শুদ্ধ স্বস্বরূপে অক্ষর নামে কথিত হন। এইরূপে উপাধিবশে একই আত্মা হিরণ্যগর্ভ, দেবতা, মনুষ্য, তির্যক প্রভৃতি বিভিন্ন নামও প্রাপ্ত হন।

সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহু মন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

সা উবাচ হ—ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, [আপনারা] যৎ (যদি) নমস্কারেণ (নমস্কারের দ্বারা) অস্মাৎ (এই যাজ্ঞবল্ক্য হইতে) মুচ্যেধ্বম্ (মুক্ত হন) [তবে] তৎ এব (তাহাই) বহু মন্যেধ্বম্ (যথেষ্ট মনে করিবেন)। ন বৈ জাতু [৩।৮।১ দ্রঃ]। ততঃ হ বাচক্নবী উপররাম। ১২

গার্গী বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, ইঁহাকে নমস্কার করিয়াই যদি আপনারা ইঁহার নিকট অব্যাহতি পান, তবে তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন। আপনাদের মধ্যে কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবাদে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।" অতঃপর বাচক্নবী বিরত হইলেন। ১২

তৃতীয়াধ্যায়—নবম (শাকল্য) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ১

[অন্তর্যামিব্রাহ্মণে ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেবগণের অনন্তরূপে বিকাশ ও একমাত্র প্রাণরূপে সঙ্কোচ দেখাইয়া এখন ব্রহ্মের সাক্ষাত্ত্ব ও অপরোক্ষত্ব (৩।৫।১) প্রতিপাদনের জন্য এই ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ শাকল্যঃ (শকলপুত্র) বিদগ্ধঃ এনম্ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্য, কতি দেবাঃ (দেবগণ কয়জন) ইতি। সঃ হ এতয়া নিবিদা এব (এই [বক্ষ্যমাণ] নিবিদের দ্বারাই) প্রতিপেদে ([সংখ্যা] নির্ণয় করিলেন) [এবং বলিলেন]—বৈশ্বদেবস্য নিবিদি (বিশ্বদেবগণের নিবিদে) যাবন্তঃ (যতজন দেবতা) উচ্যন্তে (উক্ত হন); [নিবিৎটি এই] ত্রী শতা চ (তিন শত) চ (ও) ত্রয়ঃ (তিন), ত্রী সহস্রা চ (এবং তিন হাজার) চ (ও) ত্রয়ঃ (তিন) [অর্থাৎ ৩,৩০৬] ইতি। [শাকল্য] ওম্ ইতি (ওম্ এই অনুমোদনার্থক শব্দ) উবাচ হ [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন]—যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ত্রয়ঃ-ত্রিংশৎ (তেত্রিশ জন) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ষট্ (ছয়) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ত্রয়ঃ ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। দ্বৌ (দুই) ইতি

ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। অধ্যর্ধঃ (অর্ধাধিক এক, দেড়) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। একঃ ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; তে (সেই) ত্রী চ শতা ত্রয়ঃ চ, ত্রী চ সহস্রা ত্রয়ঃ চ কতমে (কাঁহারা) ইতি। ১

অতঃপর বিদগ্ধ শাকল্য ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, দেবগণের সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য (বিশ্বদেবগণের) এই নিবিদের দ্বারাই নির্ণয় করিয়া বলিলেন, "বিশ্বদেবগণের নিবিদে[১] যতজন তত, (অর্থাৎ) 'তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন?" তিনি বলিলেন, "তেত্রিশ।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন?" তিনি বলিলেন, "ছয়।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন।" তিনি বলিলেন, "তিন।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন?" তিনি বলিলেন "দুই।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন?" তিনি বলিলেন, "দেড়।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয়জন?" তিনি বলিলেন, "এক।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। সেই 'তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন' কাঁহারা?" ১

১ দেবগণের স্তুতির জন্য পঠিত কোনও কোনও শস্ত্রের, অর্থাৎ ঋক্সূক্তের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঐসকল মন্ত্রের নাম নিবিৎ মন্ত্র ; এবং যে সূক্তে নিবিৎ প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম নিবিদ্ধানীয় সূক্ত। "এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা সূর্যসম্বন্ধী দেবতাস্বরূপ। প্রাতঃসবনে শস্ত্রসকলের প্রথমে, মাধ্যন্দিনসবনে মধ্যে, ও তৃতীয়-সবনে অন্তে নিবিদের স্থাপনা হয়। এতদ্দ্বারা নিবিৎসমূহ আদিত্যেরই আচরণ অনুসরণ করে। নিবিৎসমূহ পাদশঃ পঠিত হয়" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১১।১১)। বর্তমানস্থলের "তিন শত" ইত্যাদি নিবিৎটি বৈশ্বদেব শস্ত্রে পঠিত হয়।

সঃ হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ॥

সঃ উবাচ হ—ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ (দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জনই) ; এতে (ইঁহারা) [অপরেরা] এষাম্ এব (ইঁহাদেরই) মহিমানঃ (বিভূতি)। তে (সেই) ত্রয়স্ত্রিংশৎ কতমে (কাঁহারা) ইতি। অষ্টৌ বসবঃ (অষ্টবসু), একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ—তে (এই সকল [মিলিয়া]) একত্রিংশৎ (একত্রিশ) [এবং] ইন্দ্র চ প্রজাপতিঃ চ ত্রয়স্ত্রিংশৌ (উভয়ে তেত্রিশের পূরক) ইতি। ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জন ; অপরেরা ইঁহাদেরই বিভূতি।" "সেই তেত্রিশ জন কাঁহারা ? "অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই কয়জনে মিলিয়া একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি তেত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করেন।" ২

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্বং হিতমিতি তস্মাদ্ বসব ইতি ॥ ৩

কতমে বসবঃ (বসুগণ কাঁহারা) ইতি। অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ু চ অন্তরিক্ষম্ চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ—এতে (ইঁহারা) বসবঃ ; হি (কারণ) এতেষু (এই সকলে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) হিতম্ (নিহিত আছে) ইতি তস্মাৎ (বলিয়াই) [ইঁহারা] বসবঃ ইতি। ৩

"বসুগণ কাঁহারা ?" "অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, ও নক্ষত্রপুঞ্জ—ইঁহারাই বসুগণ ; কারণ নিখিল পদার্থ ইঁহাদের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়াই[1] ইঁহাদের নাম বসুগণ।"

১ প্রাণিগণের কর্ম ও কর্মফল ইঁহাদিগের আশ্রিত ; ইঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং নিজেরাও জগতে বাস করিতেছেন—অতএব ইঁহারা বসু (বাসয়ন্তি ইতি বসবঃ)।

কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাঽস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি॥ ৪

কতমে রুদ্রাঃ ইতি। পুরুষে (মানবদেহে) ইমে (এই যে) দশ প্রাণঃ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, দশটি ইন্দ্রিয়), আত্মা (মন) একাদশঃ। যদা (যখন) তে (তাঁহারা) অস্মাৎ মর্ত্যাৎ শরীরাৎ (এই মর্ত্যদেহ হইতে) উৎক্রামন্তি (উৎক্রান্ত হন) অথ (তখন) [আত্মীয়গণকে] রোদয়ন্তি (রোদন করান]। যৎ (যেহেতু) তৎ (উক্ত সময়ে) রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ ইতি। ৪

"কাঁহারা রুদ্রগণ ?" "মানবদেহে এই যে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং মন তাঁহাদের একাদশ। তাঁহারা যখন এই মর্ত্যদেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন (আত্মীয়গণকে) রোদন করাইয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহারা উক্ত সময়ে রোদন করান, এতএব তাঁহারা রুদ্র।" ৪

কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি॥ ৫

কতমে আদিত্যাঃ ইতি। সংবৎসরস্য (বৎসরের) [অবয়বস্বরূপ] দ্বাদশ বৈ মাসাঃ (বারটি মাস) [আছে]। এতে (ইঁহারা) আদিত্যাঃ ; হি এতে ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) [প্রাণিবর্গের আয়ু ও কর্মফল] আদদানাঃ (আদান করিয়া, গ্রহণ করিয়া) যন্তি (যান) [অর্থাৎ কালে সমস্তেরই ক্ষয় হয়]। যৎ (যেহেতু) তে (তাঁহারা) ইদম্ সর্বম্ আদদানাঃ যন্তি, তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি। ৫

"কাঁহারা আদিত্যগণ ?" "সম্বৎসরে বার মাস আছে। ইহারাই আদিত্য ; কারণ ইহারা এই সমস্তকে আদান করিয়া যান। যেহেতু এই সমস্তকে আদান করিয়া যান, অতএব তাঁহারা আদিত্য।" ৫

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ৬

স্তনয়িত্নুঃ এব ইন্দ্রঃ (মেঘগর্জনই ইন্দ্র)। অশনিঃ (বজ্র)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৬

'ইন্দ্র কে এবং প্রজাপতি কে ?" "মেঘগর্জনই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি।" "মেঘগর্জন কোন্‌টি ?" "বজ্র।" "যজ্ঞ কোনটি ?" "পশুবৃন্দ।"[১] ৬

১ বজ্র=যে বীর্য প্রাণিগণকে নিধন করে; ইহা ইন্দ্রেরই কর্ম ; সুতরাং ইন্দ্র=বজ্র। পশুগণের দ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়। সাধন ব্যতীত যজ্ঞের স্বরূপলাভ হয় না ; অতএব যজ্ঞ =পশুগণ।

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্বং ষড়িতি ॥৭

"ছয় জন (দেবতা) কাঁহারা ?" "অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আদিত্য ও দ্যুলোক—ইহারাই ছয় ; কারণ এই ছয় জনই এই সমস্ত (হইয়া থাকেন)।"[১] ৭

১ অপর দেবতারা এই ছয় জনেরই অন্তর্ভুক্ত হন।

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি কতমোঽধ্যর্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি ॥ ৮

কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ইতি ইমে এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (তিন লোক)। হি ইমে সর্বে দেবাঃ এষু (ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত) ইতি। কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ ইতি। অন্নম্ চ প্রাণঃ চ এব ইতি। কতমঃ অধ্যর্ধঃ ইতি। অয়ম্ যঃ (এই যিনি) [বায়ুরূপে] পবতে (প্রবাহিত হন) ইতি। ৮

"সেই তিন জন দেবতা কাঁহারা ?" "এই তিন লোক[১] ; কারণ এইসকল দেবতা ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।" "সেই দুই জন দেবতা কাঁহারা ?" "অন্ন ও প্রাণ[২]" "দেড়জন দেবতা কে ?" "এই যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হন।" ৮

১ প্রথম ভূলোক=পূর্বকণ্ডিকার অগ্নি ও পৃথিবী ; দ্বিতীয় ভুবর্লোক=বায়ু ও আকাশ ; তৃতীয় স্বর্লোক=সূর্য ও দ্যুলোক।

২ অন্য দেবতারা ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণ=হিরণ্যগর্ভ।

তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্ধ ইতি যদস্মিন্নিদং সর্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্ধ ইতি কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯

তৎ (উক্ত বিষয়ে) [কেহ কেহ] আহুঃ (বলেন)—অয়ম্ (এই বায়ু) যৎ (যখন) একঃ এব (মাত্র একজনরূপেই) পবতে, অথ (তখন) কথম্ ইব (কিরূপেই বা) অধ্যর্ধঃ ইতি। যৎ (যেহেতু) অস্মিন্ [সতি] (ইনি আছেন বলিয়াই) ইদম্ সর্বম্ (এই সর্বজীব) অধ্যার্ধ্নোৎ (অধিক ঋদ্ধিমান্ হয়) তেন (অতএব) অধ্যর্ধঃ ইতি। কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি। প্রাণঃ ইতি। সঃ ব্রহ্ম (সেই প্রাণ ব্রহ্ম) ; [তাঁহাকে] ত্যৎ ইতি আচক্ষতে (ত্যৎ বলিয়া থাকেন)। ৯

"উক্ত বিষয়ে (কেহ কেহ) বলেন, 'এই বায়ু যখন এককরূপেই প্রবাহিত হন, তখন তিনি দেড় (অর্ধাধিক এক) হইলেন কিরূপে ?' যেহেতু ইনি আছেন বলিয়াই এই সর্বপ্রাণী অধিক ঋদ্ধিশালী হয়, অতএব

ইনি দেড় (অধি-অর্ধ)।” “একজন দেবতা কে?” “প্রাণ। ইনিই ব্রহ্ম এবং ইঁহাকেই (পণ্ডিতেরা) ত্যৎ বলেন।[১]”

১ সকল দেবতা প্রাণেরই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভেরই অন্তর্ভুক্ত। ত্যৎ=উহা—ইহা পরোক্ষবাচক শব্দ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে ত্যৎ বলা হয়। এইরূপে দেখানো হইল যে, দেবগণ এক ও বহু হইয়া থাকেন, অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভই এক ও অনন্তরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতা এক হইলেও, জ্ঞান ও কর্মে জীবনের অধিকার অনুযায়ী তিনি বিবিধ নাম, রূপ, কর্ম, গুণ, ও শক্তিসমন্বিত বলিয়া প্রতিভাত হন; কারণ জ্ঞান ও কর্মে অধিকারী প্রাণিগণ জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিরণ্যগর্ভের অংশ অগ্ন্যাদির রূপ প্রাপ্ত হন।

পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ১০

[অতঃপর উপাসনার জন্য উক্ত প্রাণব্রহ্মের আট প্রকার ভেদ দেখানো হইতেছে]—পৃথিবী এব (পৃথিবীই) যস্য (যাঁহার) আয়তনম্ (আশ্রয়, শরীর), অগ্নিঃ লোকঃ (দর্শনেন্দ্রিয় [যদ্দ্বারা অবলোকন করা হয় তাহাই লোক]), মনঃ-জ্যোতিঃ (যিনি মনোরূপ জ্যোতি দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন), সর্বস্য আত্মনঃ ([আধ্যাত্মিক] সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির) পরায়ণম্ (একমাত্র আশ্রয়) তম্ পুরুষম্ (সেই পুরুষকে) যঃ বৈ বিদ্যাৎ (যিনিই জানিবেন) যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ বৈ (তিনিই) বেদিতা (জ্ঞানী, পণ্ডিত) স্যাৎ (হইবেন) [অর্থাৎ আপনি তাঁহাকে না জানিয়াও বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন]। সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ পুরুষম্ আথ (যে পুরুষের কথা বলিলেন) তম্ (তাঁহাকে) অহম্ বেদ বৈ (অবশ্যই জানি)। যঃ এব (যিনিই) অয়ম্ (এই) শারীরঃ পুরুষঃ (দেহে অবস্থিত পুরুষ) সঃ এষঃ (তিনিই ইনি)। [কিন্তু এই বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে]—শাকল্য,

[ঐ বিষয়] বদ এব (জিজ্ঞাসা করুন)। তস্য (তাঁহার) কা দেবতা ইতি। উবাচ হ—অমৃতম্ (ভুক্ত অন্নের সার) ইতি। ১০

"পৃথিবীই যাঁহার আশ্রয়, অগ্নি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয়[১] সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, তাঁহাকে আমি অবশ্যই জানি। যিনি এই দেহে অবস্থিত,[২] তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অমৃত।[৩]" ১০

১ সূত্র অধিদৈবতরূপে পৃথিবীকে "আমি" বলিয়া মনে করেন। সেই পৃথিব্যভিমানী সমষ্টি-কার্যকরণসংঘাত-বিশিষ্ট দেবতাই আধ্যাত্মিক ব্যষ্টি-কার্যকরণ-সঙ্ঘাতের আশ্রয়। পৃথিবীকে মাতৃশব্দে উল্লেখ করা হয়; সুতরাং যে দেবতা মনে করেন, "আমি পৃথিবী", তিনিই মাতৃজ কোশত্রয়ে (ত্বক্, মাংস ও রুধিরে) আত্মাভিমান করিয়া বর্তমান থাকিয়া পিতৃবীজস্থানীয় পিতৃজ কোশত্রয়ের (অস্থি, মজ্জা, ও শুক্রের) আশ্রয় হন। এইরূপে তিনি আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আশ্রয় হন।

২ সন্তানদেহের জনকরূপে মাতৃজ কোশত্রয়ে অবস্থিত।

৩ যাহা হইতে কোন বস্তু নিষ্পাদিত হয় তাহা তাহার দেবতা—এই প্রকরণে দেবতা শব্দের ইহাই অর্থ। ভুক্ত অন্নের রস মাতৃশোণিতে পরিণত হয় বলিয়া অন্নরস মাতৃশোণিতের দেবতা। এই শোণিত আবার পিতৃবীজের আশ্রয় হয়।

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ॥ ১১

কামঃ এব যস্য আয়তনম্ (যিনি কামশরীর)। হৃদয়ম্ (বুদ্ধি)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১১

"কামই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যে কেহ জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি কামময়, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "স্ত্রীগণ।[১]" ১১

[১] স্ত্রীগণ কামের উদ্দীপক বলিয়া কামের "দেবতা"। "কামময়" পুরুষ আধিদৈবিক-রূপে সমষ্টি কামে ও আধ্যাত্মিকরূপে ব্যষ্টিদেহস্থ কামে "আমি" অভিমান করেন।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ ॥ ১২

"(সামান্যাকার শুক্লাদি) রূপ যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি আদিত্যে অবস্থিত, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সত্য।[১]" ১২

১ সত্য=চক্ষু। বিরাটের "চক্ষু হইতে সূর্য হইয়াছিলেন" (পুরুষসূক্ত)। অধিদৈবরূপে যিনি সূর্য, অধ্যাত্মরূপে তিনি বর্ণাভিমানী। সূর্য সকল বর্ণের প্রকাশক, সুতরাং তিনি সকল বর্ণের পুঞ্জীভূত ফল।

আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ॥ ১৩

শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্রে অভিমানী), প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতিবিষয় শ্রবণবেলায় অভিমানী)। ১৩

"আকাশই যাঁহার আশ্রয়, শ্রোত্র যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি শ্রবণে অভিমানী এবং প্রতিশ্রবণবেলায় অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "দিক্‌সকল।[১]" ১৩

১ "দিক্‌সকল হইতে শ্রোত্র জাত হইল" (পুরুষসূক্ত)। অধিদৈবরূপে যিনি দিক্‌সকলে অভিমানী, অধ্যাত্মরূপে তিনিই কর্ণে অভিমানী।

তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ॥ ১৪

"তম (অর্থাৎ অন্ধকারই) যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি ছায়াময় (অর্থাৎ অজ্ঞানময়), তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যু।[১]" ১৪

[১] আধ্যাত্মিক অজ্ঞানময় পুরুষের "দেবতা", অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, অধিদৈব মৃত্যু বা হিরণ্যগর্ভ। কারণ প্রবৃত্তি (বা অবিবেক)-বশতঃ এই অজ্ঞানময় পুরুষ ঈশ্বরাধীন হয় এবং ঈশ্বরপ্রেরণায় স্বর্গ ও নরকে গমন করে। "সৃষ্টির পূর্বে সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল" (১।২।১)। যিনি অধিদৈবরূপে অন্ধকারাভিমানী, অধ্যাত্মরূপে তিনিই "আমি অজ্ঞ" এইরূপ অজ্ঞানাভিমানী।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্য-স্বিরিতি হোবাচ॥ ১৫

"(জ্যোতির্ময় বিশেষ) রূপসকল যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি আদর্শে (অর্থাৎ দর্পণাদিতে)

অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অসু[১] (অর্থাৎ প্রাণ)।" ১৫

১ খড়্গ প্রভৃতিকে ঘসিলে উহারা উজ্জ্বল হয় এবং প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। ঐ ঘর্ষণক্রিয়া প্রাণদ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব প্রাণ প্রতিবিম্বের কারণ। সুতরাং ঐ সকলের ভাস্বরতায় যে পুরুষ আশ্রিত আছেন, তিনি প্রাণ হইতে উৎপন্ন।

আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ॥ ১৬

"(সাধারণ সকল) জলই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি (কূপতড়াগাদির বিশেষ) জলে অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "বরুণ।[১]" ১৬

১ বরুণ=বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে কূপতড়াগাদি পূর্ণ হয়। এইরূপে বরুণই কূপতড়াগাদির জলে অভিমানী পুরুষের উৎপত্তির কারণ।

রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য

বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ॥ ১৭

"শুক্রই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি পুত্রময় (অর্থাৎ পুত্রকে আমি বলিয়া মনে করেন)[১] তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রজাপতি (অর্থাৎ পিতা)।[২]" ১৭

১ পুত্রময়=পিতা হইতে জাত অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

২ উপাসনার জন্য একই প্রাণদেবতাকে আটটি বিভিন্নরূপে বর্ণনা করা হইল। ঐ প্রত্যেক রূপের আবার চারি চারিটি ভেদ আছে। যথা—আয়তন (=সাধারণ রূপ), পুরুষ (=বিশেষ রূপ), লোক (=ইন্দ্রিয়), ও দেবতা (=কারণ)।

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাং স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা৩ ইতি॥ ১৮

[শাকল্যকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া] যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—শাকল্য ইতি, ত্বাম্ স্বিদ্ (আপনাকে কি) ইমে ব্রাহ্মণাঃ (এই ব্রাহ্মণেরা) অঙ্গার-অবক্ষয়ণম্ (অঙ্গারদহনের যন্ত্রবিশেষ, চিম্‌টা প্রভৃতি) অক্রত (=অকৃত, করিয়াছেন; [দীর্ঘস্বর ও ৩ প্লুতির সূচক]) । ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "শাকল্য, আপনাকে কি ব্রাহ্মণেরা অঙ্গার-দহন-যন্ত্র করিয়াছেন?[১]" ১৮

১ "আপনি অপরের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইয়া নিজে আমার তেজে পুড়িতেছেন।" ব্রহ্মজ্ঞের সহিত বিরোধ হানিকর, ইহাই মর্মার্থ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ১৯

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেম্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য॥ ২০

[সপ্তদশ কণ্ডিকা পর্যন্ত প্রাণদেবতার কথা বলিয়া অধুনা দিগ্ বিভাগ অবলম্বনে পঞ্চধা বিভক্ত সমস্ত জগৎকে হৃদয়ে উপসংহারের জন্য বলা হইতেছে]—শাকল্যঃ উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, [আপনি] কিম্ ব্রহ্ম বিদ্বান্ (কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন) যৎ (যে), কুরুপঞ্চালানাম্ ব্রাহ্মণান্ (কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদিগকে) ইদম্ অত্যবাদীঃ (এই অবহেলাবাক্য বলিলেন) ইতি। সদেবাঃ ([অধিষ্ঠাতা] দেবগণের সহিত) সপ্রতিষ্ঠাঃ(আশ্রয়সকলের সহিত) দিশঃ (দিক্‌সকলকে, অর্থাৎ দিকের বিজ্ঞান) বেদ (জানি) ইতি। যৎ (যদি) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেত্থ (জানেন), [তবে বলুন] অস্যাম্ প্রাচ্যাম্ দিশি (এই পূর্বদিকে) [আপনি] কিং-দেবতঃ অসি (কোন্ দেবতার সহিত একীভূত হইয়াছেন ; [পূর্বদিকে কোন্ দেবতা (দিকের সহিত একীভূত) আপনার অধিষ্ঠাতা ; কোন্ দেবতার সহিত একীভূত হইয়া আপনি পূর্বদিকের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন] ইতি। [আমি] আদিত্যদেবতঃ (আদিত্যদেবতার সহিত এক হইয়াছি) ইতি। সঃ আদিত্যঃ (সেই আদিত্য) কস্মিন্ (কাহাতে) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। চক্ষুষি (চক্ষুতে) ইতি। কস্মিন্ নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি। রূপেষু (রূপসকলে) ইতি ; হি (কারণ) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) রূপাণি (রূপসকল)

[লোকে] পশ্যতি (দেখে)। কস্মিন্ নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ইতি। উবাচ হ—হৃদয়ে (বুদ্ধি ও মনে) ইতি ; হি (যেহেতু) হৃদয়েন (হৃদয়ের দ্বারা) রূপাণি জানাতি (জানে), হি (অতএব) হৃদয়ে এব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ (ইহা) এবম্ এব (এইরূপই বটে)। ১৯—২০

শাকল্য বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন যে, কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই অবজ্ঞা বাক্য বলিলেন ?[১]" "আমি দেবতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত দিক্‌সকলকে জানি।[২]" "যদি দেবতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত দিক্‌সকলকে জানেন, (তবে বলুন) আপনি এই পূর্বদিকে কোন্ দেবতার সহিত একীভূত।" "আদিত্যের সহিত একীভূত।" "সেই আদিত্য কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "চক্ষুতে।[৩]" "চক্ষু আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "রূপসকলে ; কারণ (লোকে) চক্ষুর দ্বারা রূপসকল দেখে।[৪]" "রূপসকল কিসে প্রতিষ্ঠিত ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হৃদয়ে। হৃদয়েরই দ্বারা লোকে রূপসকল জানে ; অতএব হৃদয়েই রূপসকল প্রতিষ্ঠিত।[৫]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।"

১ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেন নাই—শাকল্যকে সাবধান করিয়াছেন মাত্র।

২ বৃঃ ৪।১।২ অনুসারে জানা যায় যে, উপাসক উপাস্যদেবতার সহিহ অভিন্ন হয়। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের মনোভাব এই—"আমার পঞ্চধা বিভক্ত হৃদয় পঞ্চধা বিভক্ত দিকের সহিত অভিন্ন ; সুতরাং আমি এইরূপে সমস্ত জগৎকে আত্মরূপে জানিয়া দিগাত্মা হইয়াছি।"

৩ ঐঃ ১।১।৪, বৃঃ ৩।৯।১২ টীকা। কার্যভূত সূর্য কারণ চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত।

৪ রূপপ্রকাশের জন্য রূপেরই দ্বারা চক্ষু নির্মিত, এবং রূপগ্রহণের জন্য রূপের দ্বারা প্রয়োজিত হয়। আদিত্য, চক্ষু, পূর্বদিক ও পূর্বদিকে যত রূপ আছে, তৎসমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উহারা রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৫ হৃদয়ই রূপাকারে পরিণত হয় ; কারণ লোকে হৃদয়েরই দ্বারা রূপসকলকে জানে এবং সংস্কারাত্মক রূপসকলকে হৃদয়ের দ্বারা স্মরণ করে।

কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দাক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতী-ত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১

শ্রদ্ধত্তে (শ্রদ্ধাবান্ হয়) অথ (তখন) দদাতি (দেয়) । ২১

"এই দক্ষিণ দিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত?" "যমদেবতার সহিত একীভূত।" "সেই যম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "যজ্ঞে।[১]" "যজ্ঞ আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "শ্রদ্ধাতে। কেহ যখন শ্রদ্ধাবান্ হয় তখন দক্ষিণা দেয়; অতএব শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত।" "শ্রদ্ধা আবার কিসে প্রতিষ্ঠিত?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হৃদয়ে। হৃদয়েরই দ্বারা লোকে শ্রদ্ধাকে জানে; অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত।"[১] "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২১

১ ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক নিষ্পাদিত যজ্ঞকে যজমান দক্ষিণাদ্বারা ক্রয় করেন, এবং উহার ফলে যমের সহিত অভিন্ন হইয়া তদধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ জয় করেন। এইরূপে যম যজ্ঞের কার্য বলিয়া যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণাদ্বারা ক্রীত হয় বলিয়া যজ্ঞ কার্য; উহা তাহার কারণ দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধা=দানেচ্ছা, ভক্তিসহ আস্তিক্যবুদ্ধি। শ্রদ্ধা হৃদয়েরই বৃত্তিবিশেষ, অতএব উহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি

রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২

প্রতীচ্যাম্ দিশি (পশ্চিম দিকে)। রেতসি (শুক্রে)। প্রতিরূপম্ জাতম্ আহুঃ (অনুরূপ পুত্র জাত হইলে তাহার সম্বন্ধে লোকে বলে) [এই পুত্র পিতার] হৃদয়াৎ ইব (যেন হৃদয় হইতে) সৃপ্ত (বিনিঃসৃত) [হইয়াছে]। ২২

"আপনি এই পশ্চিম দিকে কোন্ দেবতার সহিত একীভূত ?" "বরুণদেবতার সহিত।" "সেই বরুণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "জলে।" "জল কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "শুক্রে।" "শুক্র আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "হৃদয়ে। এই জন্যই অনুরূপ পুত্র জাত হইলে লোকে বলে, 'এটি যেন হৃদয় হইতে নিঃসৃত, হৃদয় হইতে নির্মিত হইয়াছে।' কারণ হৃদয়েই শুক্র প্রতিষ্ঠিত।[১]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২২

১ "শ্রদ্ধাই জল" (তৈঃ সঃ ১।৬।৮।১), "শ্রদ্ধা হইতে বরুণকে সৃষ্টি করিলেন।" সুতরাং বরুণ জলে প্রতিষ্ঠিত। "শুক্র হইতে জল সৃষ্ট হইল" (ঐঃ ১।১।3); অতএব জল শুক্রে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়ের একটি বৃত্তিকে কাম বলে। কামাতুর ব্যক্তির হৃদয় হইতে কাম নিঃসৃত হয়; অতএব শুক্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৩

উদীচ্যাম্ দিশি (উত্তর দিকে)। সোমঃ (চন্দ্রদেবতা ও তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত সোমলতা)। দীক্ষিতম্ আহুঃ (দীক্ষিত ব্যক্তিকে বলেন)—সত্যম্ বদ (সত্য বল)। ২৩

"এই উত্তর দিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত ?" "সোমদেবতার সহিত।" "সেই সোম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "দীক্ষাতে।" "দীক্ষা আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "সত্যে। এই জন্যই দীক্ষিত ব্যক্তিকে (আচার্য) বলেন, 'সত্য বলিও।' সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।[১]" "সত্য আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "হৃদয়ে। হৃদয়ের দ্বারাই লোকে সত্যকে জানে ; অতএব হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।[২]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২৩

২ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজমান সোম ক্রয় করেন। ঐ সোমের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া উপাসনা অবলম্বন করিয়া তিনি সোমদেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত উত্তর দিক্ জয় করেন ; অর্থাৎ সোমদেবতার সহিত অভিন্ন হন। সত্যভঙ্গে দীক্ষাভঙ্গ হয়, অতএব দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

২ পূর্বে (৩।৯।১৯-২০, টীকা) বলা হইয়াছে যে, পূর্বদিক্সহ রূপসকল যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের সহিত অভিন্ন হইয়াছে। ২১-২৩ কণ্ডিকায় বলা হইল যে, কর্মফলাত্মক দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক্সকল, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কেবল কর্ম, জ্ঞানসমুচ্চিত কর্ম ও তাহাদের ফল—এই সমস্তই যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে উপসংহৃত হইয়াছে।

কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৪

"এই ধ্রুব অর্থাৎ ঊর্ধ্বদিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত ?" "অগ্নিদেবতার সহিত।" "সেই অগ্নি কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "বাগিন্দ্রিয়ে।" "বাক্ আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "হৃদয়ে[১]।" "হৃদয় আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" ২৪

১ রূপ ও কর্ম যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে উপসংহৃত হইয়াছে (পূর্বটীকা)। এখন দেখানো হইল যে, বাক্‌কে আশ্রয় করিয়া সমস্ত নামও হৃদয়ে একীভূত হইয়াছে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় এখন নাম, রূপ ও কর্মের সহিত এক হইয়া সর্বাত্মক হইল; কারণ জগৎ এই নাম, রূপ ও কর্মের অতিরিক্ত নহে।

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্বয়াংসি বৈনদ্ বিমথ্নীরন্নিতি ॥ ২৫

যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—[হে] অহল্লিক (নিশাচর, ভূত [অহনি লীয়তে—যে দিনে বিলীন হয়]) ইতি। যত্র [যখন] [তুমি] মন্যাসৈ (=মন্যসে, মনে কর)—এতৎ (এই হৃদয়) অস্মৎ (=অস্মত্তঃ আমাদিগ হইতে) অন্যত্র (অন্য কোথাও), [তখন] যৎ হি (যদি বা) এতৎ অস্মৎ অন্যত্র স্যাৎ (বর্তমান থাকে) [তাহা হইলে] শ্বানঃ বা (হয় কুকুরগণ) এনৎ (এই শরীরকে) অদ্যুঃ (খাইবে), বয়াংসি বা (কিংবা পক্ষিগণ) এনৎ বিমথ্নীরন্ (বিমথিত, বিখণ্ডিত করিবে) ইতি। ২৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে ভূত, তুমি যখন মনে কর যে, এই হৃদয় আমাদিগ (অর্থাৎ আমাদের শরীর) হইতে অন্যত্র থাকে, (তখন) উহা যদি (বাস্তবিকই) আমাদিগ হইতে অন্যত্র থাকে, তবে হয় কুকুরে এই শরীরকে খাইবে কিংবা পাখীতে ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে।[১]" ২৫

১ হৃদয় দেহে না থাকিলে দেহ তো মরিয়া যাইবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, হৃদয় দেহে প্রতিষ্ঠিত। দেহও আবার নাম, রূপ ও কর্মের অতিরিক্ত নহে বলিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কস্মিন্নু ত্বং চ আত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্নপান প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি

গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। এতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামত্তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তং চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তং হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্যন্মন্যমানাঃ ॥ ২৬

[শরীর ও হৃদয় পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। এখন শাকল্যের প্রশ্ন এই]—কস্মিন্ নু ত্বম্ চ (শরীররূপী তুমি) আত্মা চ (এবং [শরীরের আত্মা] হৃদয় প্রতিষ্ঠিতৌ স্থঃ (প্রতিষ্ঠিত আছে) ইতি। প্রাণে ইতি [ইত্যাদি সহজবোধ্য। প্রাণ ইত্যাদি ১।৫।৩ দ্রঃ]। [অতঃপর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত শরীর, হৃদয় ও পঞ্চপ্রাণের সমষ্টি যাঁহার দ্বারা নিয়মিত এবং যাঁহাতে ওতঃপ্রোত, শ্রুতি স্বয়ং সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মের নির্দেশ করিতেছেন [—[যিনি] নেতি নেতি ইতি ("ইহা নহে, ইহা নহে," এইরূপে নিষেধমুখে বর্ণিত হইয়াছেন [২।৩।৬]) এষঃ আত্মা (এই [প্রত্যক্] আত্মাই) সঃ (তিনি, সেই পরমাত্মা)। [ইনি] অগৃহ্যঃ (অননুভবনীয়), হি (কারণ) ন গৃহ্যতে ([ইন্দ্রিয়ের দ্বারা] গৃহীত, অনুভূত, হন না); অশীর্যঃ (অক্ষয়), হি ন শীর্যতে (শীর্ণ হন না); অসঙ্গ (সম্বন্ধহীন), হি (এই কারণে) ন সজ্যতে (আসক্ত হন না); অসিতঃ (বদ্ধ নহেন), ন ব্যথতে (ব্যথিত হন না), ন রিষ্যতি (হিংসাধীন হন না বিনষ্ট হন না)। [শ্রুতির বাক্য শেষ হইল, আবার যাজ্ঞবল্ক্যের কথা চলিতেছে]—এতানি (এই সকলই) [পৃথিবী প্রভৃতি] অষ্টৌ (আট) আয়তনানি (আশ্রয়), [অগ্নি প্রভৃতি] অষ্টৌ লোকাঃ, [অমৃত প্রভৃতি] অষ্টৌ দেবাঃ, [শারীর পুরুষ প্রভৃতি] অষ্টৌ পুরুষাঃ [১০ম হইতে ১৭শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য]। সঃ যঃ (সেই যিনি) তান্ পুরুষান্ ([শারীর পুরুষ প্রভৃতি] পূর্বোক্ত পুরুষদিগকে) নিরুহ্য (নিশ্চিতরূপে [আপনা হইতে] বহির্গত করিয়া) [অর্থাৎ আয়তন, লোক, দেবতা ও পুরুষ—এই চতুর্ধা বিভক্ত আটটি রূপের দ্বারা লোকস্থিতি সম্পাদন করিয়া], [এবং পুনর্বার পূর্বদিক প্রভৃতিকে অবলম্বনপূর্বক] প্রত্যুহ্য ([তাহাদিগকে] আপনাতে [হৃদয়ে] উপসংহৃত করিয়া) অত্যক্রামৎ ([হৃদয়াভিমানিত্ব প্রভৃতি উপাধিধর্ম] অতিক্রম করিয়া [অর্থাৎ তাহাদের অতীত, জগদতীত, স্বস্বরূপে সর্বদা] বিদ্যমান আছেন),

ঔপনিষদম্ ([কেবল] উপনিষৎ হইতে জ্ঞাতব্য [অন্য কোথাও হইতে নহে]) তম্ পুরুষম্ (সেই পুরুষের কথা) ত্বা (তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি)। চেৎ (যদি) মে (আমায়) তম্ ন বিবক্ষ্যসি (তাঁহার কথা না বলিতে পার) [তবে] তে (তোমার) মূর্ধা বিপতিষ্যতি (মস্তক নিপতিত হইবে) ইতি। শাকল্যঃ তম্ হ ন মেনে (জানিতেন না)। তস্য (তাঁহার) মূর্ধা (মস্তক) বিপপাত হ (পড়িয়া গেল); অপি হ (অধিকন্তু) অন্যৎ মন্যমানাঃ ([ধনাদি] অপর কিছু মনে করিয়া) পরিমোষিণঃ (তস্করগণ) [শাকল্যের শিষ্যগণের দ্বারা নীয়মান] অস্য (শাকল্যের) অস্থীনি (অস্থিসকল) অপজহ্রুঃ (অপহরণ করিল)।২৬

"শরীর এবং হৃদয় আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "প্রাণে।" "প্রাণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "ব্যানে।" "ব্যান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "সমানে।[১]" যাঁহাকে "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে, তিনিই এই আত্মা।[২] ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; অক্ষয়, কারণ ক্ষীণ হন না; অসঙ্গ কারণ আসক্ত হন না; অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত হন না এবং বিনষ্ট হন না।[৩] (যাজ্ঞবল্ক্য)—"এই সকল আটটি আশ্রয়, আটটি দর্শনেন্দ্রিয়, আটটি দেবতা, এবং আটটি পুরুষ (এর কথা বলা হইল)। যিনি এই পুরুষদিগকে বহির্গত করেন এবং উপসংহৃত করেন, অথচ (উপাধিধর্মকে) অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন, কেবল উপনিষৎ হইতে জ্ঞেয় সেই পুরুষের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি আমায় তাঁহার কথা না বলিতে পার, তবে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।" শাকল্য সেই পুরুষকে জানিতেন না। তাঁহার মস্তক নিপতিত হইল। অধিকন্তু অপর কিছু মনে করিয়া তস্করেরা তাঁহার অস্থিসকল অপহরণ করিল।২৬

১ অপানবৃত্তি প্রাণবৃত্তিকে টানিয়া না রাখিলে উহা নাসিকামার্গে নিঃশেষে বাহির হইয়া যাইবে। আবার ব্যান মধ্যে থাকিয়া উভয়কে ধরিয়া না রাখিলে অপান নীচের দিকে ও প্রাণ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া যাইবে। এই তিন বায়ু উদানে নিবদ্ধ না থাকিলে

নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই চারি বায়ু আবার সমানে নিবদ্ধ। সমান=(এখানে) অব্যাকৃত।

২ যে পুরুষ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত শরীর ও হৃদয়কে অব্যাকৃতে উপসংহৃত করিয়া শরীর, হৃদয়, ও সূত্রাবস্থ জগদাত্মাকে অতিক্রম করিয়া আছেন, তাঁহার স্বরূপকেই শ্রুতিতে "নেতি নেতি" দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহারই স্বরূপকে "ঔপনিষদ পুরুষ" বলিয়াছেন এবং পরে (৩।৯।২৮।৭) তাঁহাকেই বিজ্ঞানানন্দ জগৎকারণ বলিবেন। শরীর, মন ও প্রাণবায়ুসকল পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া সংহতভাবে কার্য করে। চেতন অধিষ্ঠাতারই ভোগের জন্য জাগতিক বস্তু সংহত হয়; অতএব শরীরাদির অধিষ্ঠাতা একজন চেতন জীব আছেন। ইনিই স্বরূপতঃ "নেতি নেতি আত্মা" ও নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

৩ যাহা ব্যাকৃত ও ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা গৃহীত হয়, যাহা স্থূল ও সংহত তাহার ক্ষয় হয়; মূর্ত বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়; মূর্ত বস্তু বদ্ধ হইতে পারে; বদ্ধ বস্তু ব্যথিত হইতে পারে। যাহা গৃহীত, বিশীর্ণ, সম্বদ্ধ, বা বদ্ধ হয়, তাহা বিনাশী। এই সমস্তই কার্যবস্তুর ধর্ম। ব্রহ্ম কাহারও কার্য নহেন; সুতরাং তিনি এই সমস্তের অতীত।

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ ॥ ২৭

[পূর্বে নিষেধমুখে যে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, বিধিমুখে তাঁহারই উপদেশের জন্য এবং জগতের মূল দেখাইবার জন্য পুনর্বার পূর্ব আখ্যায়িকার আশ্রয় লওয়া হইতেছে]—অথ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (আপনাদের মধ্যে) যঃ (যে কেহ) কাময়তে (ইচ্ছা করেন) সঃ (তিনি) মা (আমাকে) পৃচ্ছতু (প্রশ্ন করুন), বা সর্বে (সকলে) মা পৃচ্ছত। বঃ যঃ কাময়তে, বঃ তম্ (তাঁহাকে) পৃচ্ছামি ([আমি] প্রশ্ন করি) বা বঃ সর্বান্ (সকলকে) পৃচ্ছামি ইতি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ (সেই ব্রাহ্মণেরা) ন দধৃষুঃ (সাহস করিলেন না, প্রগল্ভ হইলেন না)। ২৭

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণবৃন্দ, আপনাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন, আমায় প্রশ্ন করুন, অথবা আপনাদের সকলেই

আমায় প্রশ্ন করুন। (অন্যথা) আমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন, আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে আমি প্রশ্ন করি ; কিংবা আপনাদের সকলকেই আমি প্রশ্ন করি।" সেই ব্রাহ্মণগণ সাহস করিলেন না। ২৭

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ—
যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ ॥ ২৮।১

[ব্রাহ্মণদিগকে নীরব দেখিয়া] তান্ হ (তাঁহাদিগকে) এতৈঃ শ্লোকৈঃ (এই শ্লোক-সকলের দ্বারা) পপ্রচ্ছ—[ইহা] অমৃষা (সত্য) [যে], বনস্পতিঃ (মহীরুহ, অশ্বত্থাদি যে-সকল বৃক্ষের পুষ্পব্যতিরেকে ফল হয়) বৃক্ষঃ যথা (যেমন), পুরুষঃ (মানুষ) তথা এব (ঠিক তেমনি)। তস্য (পুরুষের) লোমানি (লোমসকল) [বৃক্ষের] পর্ণানি (পত্রসকল), অস্য (পুরুষের) ত্বক্ (চামড়া) [বৃক্ষের] বহিঃ উৎপাটিকা (বাহিরের ছাল)। ২৮।১

তাঁহাদিগকে তিনি এই সকল শ্লোকের দ্বারা প্রশ্ন করিলেন—"ইহা সত্য যে, বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, মানুষও ঠিক সেইরূপ পুরুষের লোমসকল পত্র এবং ইহার ত্বক (বৃক্ষের) বহির্বল্কল। ২৮।১

ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাত্তদাতৃণ্ণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥ ২৮।২

অস্য (ইহার, মানুষের) ত্বচঃ এব (ত্বক্ হইতেই) রুধিরম্ (রক্ত) প্রস্যন্দি (ক্ষরিত হয়), ত্বচঃ (বল্কল হইতে) উৎপটঃ (বৃক্ষনির্যাস)। তস্মাৎ আহতাৎ বৃক্ষাৎ ইব (আহত বৃক্ষ হইতে যেরূপ) রসঃ [নির্গত হয়, সেইরূপ] আতৃণ্ণাৎ (আহত ব্যক্তি হইতে) তৎ (রুধির) প্রৈতি (নির্গত হয়)। ২৮।২

"মানুষের ত্বক্ হইতেই রুধির এবং বল্কল হইতে বৃক্ষরস নির্গত হয়। সেইজন্য আহত বৃক্ষ হইতে রসনির্গমনের ন্যায় আহত ব্যক্তি হইতে রুধির ক্ষরিত হয়। ২৮।২

মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্ ।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ॥ ২৮।৩

অস্য মাংসানি (মাংসসকল) [বনস্পতির] শকরাণি (=শকলানি, অন্তর্বল্কল) ; স্নাব (স্নায়ু) কিনাটম্ (অন্তরতম বল্কল)—তৎ (ঐ কিনাট) [স্নায়ুর ন্যায়] স্থিরম্ (দৃঢ়) ; অন্তরতঃ ([স্নায়ুর] অভ্যন্তরের) অস্থীনি (হাড়সকল) দারূণি (কাষ্ঠসকল) ; মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা (বৃক্ষ ও পুরুষের] মজ্জা মজ্জার সহিত উপমিত হয়) ।২৮।৩

"মানুষের মাংস বনস্পতির অন্তর্বল্কল ; স্নায়ু অন্তরতম বল্কল (এবং) উহা সুদৃঢ় ; অন্তরস্থ অস্থিসকল কাষ্ঠ ; একের মজ্জা অপরের মজ্জার সহিত উপমিত হয় । ২৮।৩

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ ।
মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ ২৮।৪

[গাছ ও মানুষের সাদৃশ্য দেখাইয়া এখন অসাদৃশ্য দেখানো হইতেছে]—বৃক্ষঃ যৎ (যদি) বৃক্ণঃ (কর্তিত হয়) [তথাপি] পুনঃ (আবার) নবতরঃ (অভিনবতর হইয়া) মূলাৎ (মূল হইতে) রোহতি (প্রাদুর্ভূত হয়) । মর্ত্যঃ স্বিদ্ (মানুষ যদি) মৃত্যুনা বৃক্ণঃ (মৃত্যুগ্রস্ত হয়) কস্মাৎ মূলাৎ (কোন মূল হইতে) প্ররোহতি (উদ্‌গত হয়) ? ২৮।৪

"বৃক্ষ কর্তিত হইলেও পুনর্বার অভিনবরূপে মূল হইতে উদ্‌গত হয় । মানুষ মৃত্যুকবলিত হইলে কোন্ মূল হইতে পুনর্বার আবির্ভূত হয় ? ২৮।৪

রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে ।
ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ ॥ ২৮।৫

রেতসঃ (শুক্র হইতে) ইতি (এই কথা) মা বোচত (বলিবেন না) ; [কারণ] তৎ (ঐ শুক্র) জীবতঃ (জীবিত ব্যক্তি হইতে) প্রজায়তে (জাত হয়) । [বৃক্ষ যেমন কাণ্ড হইতে উদ্‌গত হয়, তেমনি আবার] অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) প্রেত্য (মরিয়া) বৃক্ষঃ ধানারুহঃ (বীজ হইতে উদ্‌গত হইয়া) সম্ভবঃ বৈ (অবশ্যই জাত হয়) । ইব [অনর্থক নিপাত] ২৮।৫

" 'শুক্র হইতে (জাত হয়)'—এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ ঐ শুক্র জীবিত ব্যক্তি হইতেই জাত হয়। বৃক্ষ সাক্ষাৎ মরিলেও আবার বীজ হইতে উদ্‌গত হইয়া অবশ্যই জাত হয়।[১] ২৮।৫

১ শুক্র কোথা হইতে আসে—ইহাই যখন বিচার্য তখন শুক্রকে কারণ বলা বৃথা। বৃক্ষের জন্ম ও মানুষের জন্ম একরূপ নহে ; কারণ বৃক্ষ কাণ্ড বা বীজ উভয় হইতেই জাত হয়। মানুষ সেরূপ হয় না।

যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ।
মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ ২৮।৬

বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে) যৎ (যদি) সমূলম্ (মূলের সহিত) [বা বীজের সহিত] আবৃহেয়ুঃ (উৎপাটিত করে), [উহা] ন পুনঃ আভবেৎ (আর জন্মিবে না)। মর্ত্যঃ [ইত্যাদি—৪র্থ শ্লোক]। ২৮।৬

"বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে উহা আর জন্মায় না। মানুষ যদি মৃত্যুকবলিত হয়, তবে সে কোন্ মূল হইতে পুনর্বার আবির্ভূত হয় ? ২৮।৬

জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮।৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

[আপনারা যদি মনে করেন যে, মানুষ] জাতঃ এব (সর্বদা জাতরূপেই বিদ্যমান আছে) [সুতরাং জন্মবিষয়ে প্রশ্ন বৃথা, তবে আমি বলি] ন (তাহা নহে) ; [কারণ মানুষ মৃত্যুর পর] জায়তে ([পুনর্বার] জাত হয়)। [অতএব জিজ্ঞাসা করি]—কঃ নু এনম্ পুনঃ

জনয়েৎ (কে ইহাকে পুনর্বার জন্ম দিতে পারেন)—[অর্থাৎ জগতের মূল কে] ? [ব্রাহ্মণগণ তাহা জানিতেন না ; সুতরাং বিজয়ী যাজ্ঞবল্ক্য গোধন লইয়া গেলেন। অতঃপর শ্রুতি স্বয়ং সেই "মূল" দেখাইতেছেন]—[জগতের মূল] বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানস্বরূপ) আনন্দম্ (আনন্দস্বরূপ) ব্রহ্ম রাতিঃ (=রাতেঃ ধনের) দাতুঃ (দাতার) [অর্থাৎ কর্মকারী যজমানের] পরায়ণম্ (পরম গতি, কর্মফলপ্রদাতা), [এবং তিনিই নিরুপাধিকস্বরূপে] তৎ-বিদঃ (তাঁহাকে, ব্রহ্মকে, যিনি জানিয়াছেন সেই ব্রহ্মবিদের) তিষ্ঠমানস্য ([ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে] যিনি ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারও) [পরায়ণম্] ইতি। ২৮।৭

"(যদি মনে করেন যে, মানুষ) জাত হইয়াও তো রহিয়াছে, (তবে বলি) না ; (কারণ সে মরিয়া) পুনর্বার জন্মে।[১] কে ইহাকে পুনর্বার জন্ম দিতে পারেন ?" বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ[২] ব্রহ্মই ধনদাতার ও ব্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মবিদের পরম গতি। ২৮।৭

১ কর্মফলানুযায়ী পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষদ্বয় আসিয়া পড়ে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ কৃতকর্মের ফল পায় না, দ্বিতীয়তঃ সে যাহা করে নাই তেমন ফলও পায়। উভয় প্রকারেই জগতের কার্যকারণবিধি বিনষ্ট হয়।

২ তৈঃ ৩।৬, ২।৯ ; ছাঃ ৭।২৩।১ ; বৃঃ ৪।৩।৩২

চতুর্থাধ্যায়—প্রথম (ষড়াচার্য) ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ জনকো হ বৈদেহ আসাংচক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বস্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ॥ ১

[যিনি নেতি নেতি আত্মা (৩।৯।২৬) ও যিনি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ জগৎকারণ (৩।৯।২৮।৭), প্রকারান্তরে তাঁহারই সম্বন্ধে বাগাদি-দেবতা অবলম্বনে উপদেশ দিতে হইবে —এইজন্য ব্রাহ্মণদ্বয় আরম্ভ হইতেছে]—বৈদেহঃ জনকঃ হ আসাংচক্রে ([দর্শনার্থীদিগকে দর্শন দিবার জন্য সভায়] একদা সমাসীন হইলেন)। অথ হ (সেই সময়ে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ আবব্রাজ (আসিলেন)। তম্ উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, কিমর্থম্ (কি প্রয়োজনে) অচারীঃ (আসিয়াছেন)—পশূন্ ইচ্ছন্ (পশুলাভের ইচ্ছায়) [অথবা] অণু-অন্তান্ ([আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত] সূক্ষ্ম [আত্মার] বিষয়ে [প্রশ্নসকল]) [ইচ্ছন্—শুনিবার ইচ্ছায়]? ইতি। উবাচ হ— সম্রাট্, উভয়ম্ এব (উভয় বস্তুই) [ইচ্ছা করিয়া] ইতি। ১

বৈদেহ জনক একদা (রাজসভায়) সমাসীন ছিলেন। এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য আগমন করিলেন। জনক তাঁহাকে বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন—পশুকামনায় কিংবা আত্মবিষয়ক প্রশ্নকামনায় ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সম্রাট্, উভয়েরই জন্য।" ১

যত্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্ বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি

স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ। বাচা বৈ সম্রাড়্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্ জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন]—তে (আপনাকে) কঃ চিৎ (যে কোনও আচার্য) যৎ (যাহা) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন) তৎ (তাহা) শৃণবাম (শুনিতে চাই) ইতি। শৈলিনিঃ (শিলিনিপুত্র) জিত্বা মে (আমায়) অব্রবীৎ—বাক বৈ (বাকই, বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই) ব্রহ্ম ইতি। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ যথা (যেরূপ) ব্রূয়াৎ (বলিয়া থাকেন) তথা (সেইরূপ) শৈলিনিঃ "বাক্ বৈ ব্রহ্ম" ইতি তৎ (উক্ত এই কথাটি) অব্রবীৎ ; হি অবদতঃ (যিনি কিছু বলেন না, যিনি মূক, তাঁহার) কিম্ স্যাৎ (কি লাভ হইবে) ইতি। তু (কিন্তু) তে তস্য (সেই ব্রহ্মের) আয়তনম্ (বাসস্থান, শরীর) প্রতিষ্ঠাম্ ([উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে] আশ্রয়) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন কি)? মে ন অব্রবীৎ ইতি। সম্রাট্, এতৎ (এই ব্রহ্ম) একপাৎ বৈ (মাত্র একপাদ, ত্রিপাদবিহীন) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ বৈ (তাদৃশ [জ্ঞানী] আপনিই) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন)। বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) [বাগ্-ব্রহ্মের] আয়তনম্, আকাশঃ (অব্যাকৃত) প্রতিষ্ঠা ; প্রজ্ঞা ইতি (প্রজ্ঞা বলিয়া) এনৎ (ইঁহাকে) উপাসীত (উপাসনা করা উচিত)। যাজ্ঞবল্ক্য, কা প্রজ্ঞতা (প্রজ্ঞা কাহাকে বলে)? উবাচ হ—সম্রাট্, বাক্ এব [প্রজ্ঞা] ইতি। সম্রাট্, বাচা বৈ (বাকেরই দ্বারা) বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন) [অর্থাৎ কেহ যখন বলে, "ইনি

বন্ধু", তখন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানা যায়]; সম্রাট্, বাচা এব ঋগ্বেদঃ [ইত্যাদি ২।৪।১০ দ্রঃ], ইষ্টম্ (যাগফল), হুতম্ (হোমফল), আশিতম্ (অন্নদানের ফল), পায়িতম্ (জলদানের ফল), অয়ম্ চ লোকঃ (ইহজন্ম) পরঃ চ লোকঃ (পরজন্ম), সর্বাণি চ ভূতানি (নিখিল প্রাণী) প্রজ্ঞায়ন্তে। সম্রাট্, বাক্ বৈ পরমং ব্রহ্ম। যঃ (যিনি) এবম্ (বাগ্-দেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন বাক্, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ প্রজ্ঞা—এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) এনম্ (এইরূপ ব্রহ্মবিদ্‌কে) বাক্ ন জহাতি (ত্যাগ করে না), সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণী) এনম্ অভিক্ষরন্তি (ইঁহার দিকে [উপঢৌকনাদি লইয়া] সমাগত হয়); দেবঃ ভূত্বা (দেবতা হইয়া) [তিনি দেহত্যাগের পরে] দেবান্ (দেবগণকে) অপ্যেতি (প্রাপ্ত হন)। জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—হস্তি-ঋষভম্ সহস্রম্ (হস্তিসদৃশ বৃষ যে পালে আছে, এমন এক হাজার গরু) দদামি (দিতেছি) ইতি। সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য (শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া) [ধন] ন হরেত (প্রতিগ্রহ করিবে না) ইতি মে পিতা অমন্যত (মনে করিতেন)। ২

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "জিত্বা শৈলিনি আমায় বলিয়াছেন, 'বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম।' " "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত[১], শৈলিনি ঠিক সেই রূপই 'বাক্ ব্রহ্ম' এই কথাটি বলিয়াছেন, কারণ যিনি কিছু বলেন না, তাঁহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে ? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয়—আপনাকে বলিয়াছেন কি ?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমায় বলুন।" "বাগিন্দ্রিয়ই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। ইহাকে প্রজ্ঞা বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞা কাহাকে বলে ?" "সম্রাট্, বাগিন্দ্রিয়ই প্রজ্ঞা। সম্রাট্, বাকেরই দ্বারা বন্ধুকে জানা যায়। সম্রাট্, বাকেরই দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোকসকল, সূত্রসমুদয়, অনুব্যাখ্যাসকল ও ব্যাখ্যাসমূহ ; যাগ, হোম, অন্নদান ও জলদানের ফল ; ইহজন্ম ও পরজন্ম ; এবং নিখিল প্রাণিবৃন্দকে জানা

যায়। সম্রাট্ বাগিন্দ্রিয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, বাগিন্দ্রিয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না ; নিখিল প্রাণী তাঁহার দিকে সমাগত হয় ; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী আপনাকে দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করা অনুচিত'।" ২

১ যিনি শৈশবে মাতার দ্বারা, কৈশোরে পিতার দ্বারা, এবং পরে আচার্যের দ্বারা যথাবিধি উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যেমন প্রমাণবিরুদ্ধ কথা বলেন না, সেইরূপ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচর্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এবায়তন-মাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সম্রাড়িতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৩

শৌল্বায়নঃ (শুল্বপুত্র)। অপ্রাণতঃ (যিনি প্রাণধারণ করেন না)। প্রাণঃ (বায়ুদেবতা)। প্রাণস্য বৈ (প্রাণবায়ুরই) কামায় ([রক্ষার] জন্য) অযাজ্যম্ যাজয়তি (অনধিকারীকে ঃ

যাগ করায়), অপ্রতিগৃহ্যস্য অপি প্রতিগৃহ্ণাতি (যাহার দান অগ্রহণীয় তাহারও দান গ্রহণ করে) ; সম্রাট্, [তস্করাদিসমাকুল] যাম্ দিশম্ এতি (যে দিকে যায়) তত্র (সেখানে) প্রাণস্য এব কামায় বধাশঙ্কম্ (বধের আশঙ্কা) ভবতি। এবম্ (বায়ুদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন প্রাণ, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ প্রিয়তা—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৩

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমায় বলিয়াছেন, 'প্রাণই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, শৌল্বায়ন ঠিক সেইরূপই বলিয়াছেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম', কারণ যিনি জীবিত নহেন, তাঁহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে ? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি ?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "প্রাণই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। ইহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়তা কাহাকে বলে ?" "সম্রাট্, প্রাণই প্রিয়। সম্রাট্, প্রাণেরই রক্ষার জন্য লোকে এইরূপ ব্যক্তিকেও যাগ করায় যাহার যাগে অধিকার নাই এবং এইরূপ ব্যক্তিরও দান গ্রহণ করে, যাহার দান অগ্রহণীয়। সম্রাট্, প্রাণধারণেরই জন্য লোকে এইরূপ দিকেও যায় যেখানে বধাশঙ্কা আছে। সম্রাট্, প্রাণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী আপনাকে দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করা অনুচিত'।" ৩

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণ-শ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা

তদ্‌বার্ষ্ণো২হব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিং স্যাদীত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্ বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষমিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৪

বার্ষ্ণঃ (বৃষ্ণপুত্র)। চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা আদিত্য)। অপশ্যতঃ (যে দেখে না তাহার)। চক্ষুষা বৈ পশ্যন্তম্ (যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে) [লোকে যখন] আহুঃ (বলে)—অদ্রাক্ষীঃ (তুমি দেখিয়াছ কি) ইতি, [তখন যদি] সঃ আহ (সে বলে) —অদ্রাক্ষম্ (দেখিয়াছি) ইতি, [তবে] তৎ (তাহা) সত্যম্ ভবতি। এবম্ (আদিত্যদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন চক্ষু, প্রতিষ্ঠা আকাশ ও উপনিষৎ সত্য—এইরূপ) [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "বর্কু বার্ষ্ণ আমায় বলিয়াছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই বার্ষ্ণ আপনাকে বলিয়াছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'; কারণ যে দেখে না, তাহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই?" "হে সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "চক্ষুরিন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা।

ইহাকে সত্য বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যতা কাহাকে বলে?" "হে সম্রাট্, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সত্য; কারণ যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি দেখিয়াছ কি?' তখন সে যদি বলে, 'আমি দেখিয়াছি' তবে তাহা সত্য হইয়া থাকে।[১] হে সম্রাট্, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, চক্ষু তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তি-সদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'।" ৪

১ কানে শোনা জিনিস মিথ্যাও হইতে পারে; কিন্তু চোখে দেখা জিনিস সত্যই হয়।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্রমেবায়-তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্ত ইত্যেনদুপাসীত কাঽনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাড়িতি হোবাচ তস্মাদ্ বৈ সম্রাড়পি যাং কাং চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো

বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫

ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজগোত্রীয়)। শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিগ্‌দেবতা)। অশৃণ্বতঃ (যে শোনে না)। তস্মাৎ বৈ (সেইজন্যই) যাম্ অপি চ দিশম্ গচ্ছতি (যে কোনও দিকেই [কেহ] যাউক না কেন) অস্যাঃ (ঐ দিকের) অন্তম্ ন গচ্ছতি (সীমা পায় না), [অতএব] দিশঃ (দিকসকল) হি (অবশ্যই) অনন্তাঃ; (এইরূপে দিকের আনন্ত্যের দ্বারা শ্রোত্রের আনন্ত্যও সাধিত হয়]। এবম্ (দিগ্‌দেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন শ্রোত্র, প্রতিষ্ঠা আকাশ ও উপনিষৎ অনন্ত—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৫

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "গর্দভীবিপীত ভারদ্বাজ আমায় বলিয়াছেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই ভারদ্বাজ আপনাকে বলিয়াছেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'; কারণ যে শোনে না, তাহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "শ্রবণেন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, দিকসকলই অনন্ত, এই জন্যই যে কোনও দিকেই কেহ যাউক না কেন, সে উহার সীমা পায় না। সুতরাং দিক্‌সকল অনন্ত। সম্রাট্, দিক্‌সকলই শ্রোত্র। সম্রাট্, শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান

করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'।" ৫

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবায়তন-মাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সম্রাড়িতি হোবাচ মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ য়াজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৬

জাবালঃ (জবালার পুত্র)। মনঃ (মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা চন্দ্র)। মনসা (মনের দ্বারা) [কামনা করিয়া] স্ত্রিয়ম্ অভিহার্যতে (নারীকে প্রার্থনা করে)। তস্যাম্ (উক্ত নারীতে) প্রতিরূপঃ ([পিতার] অনুরূপ) পুত্রঃ জায়তে (পুত্র জাত হয়), সঃ (সেই পুত্র) আনন্দঃ (আনন্দের কারণ), [অতএব যে মন এই আনন্দবর্ধন পুত্রের জন্মের কারণ, সেই মনই আনন্দ]। এবম্ (চন্দ্রদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন মন, প্রতিষ্ঠা আকাশ ও উপনিষৎ আনন্দ—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৬

"আপনাকে কোন আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "সত্যকাম জাবাল আমায় বলিয়াছেন, 'মনই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্ পিতৃমান্,

আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেই রূপই জাবাল আপনাকে বলিয়াছেন, 'মনই ব্রহ্ম'; কারণ যাহার মন নাই, সে কোন্ বস্তু লাভ করিবে? পরন্তু তিনি আপনাকে সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" মনই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহাকে আনন্দ বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আনন্দতা কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, মনই আনন্দ। মনেরই দ্বারা লোকে স্ত্রীকে প্রার্থনা করে। সেই স্ত্রীতে অনুরূপ পুত্র জাত হয়। সেই পুত্রই আনন্দের কারণ। সম্রাট্, মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না।'।" ৬

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবায়তন-মাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে

হ্যেব সম্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৭ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই।" "বিদগ্ধ শাকল্য আমায় বলিয়াছেন, 'হৃদয়ই (অর্থাৎ হৃদয়দেবতা প্রজাপতিই) ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান, পিতৃমান্ আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই শাকল্য আপনাকে বলিয়াছেন, 'হৃদয়ই ব্রহ্ম'; কারণ যাহার হৃদয় নাই, সে কোন্ বস্তু লাভ করিবে? পরন্তু তিনি আপনাকে সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "হৃদয়ই বাসস্থান, আকাশ আশ্রয়। ইহাকে স্থিতি বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য: স্থিতি কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের বাসস্থান; সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের আশ্রয়; কারণ হে সম্রাট্, হৃদয়েই নিখিল ভূত আশ্রিত থাকে।[১] সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ[২] জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসন করেন, হৃদয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন; "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'"। ৭

১ সমস্ত জগৎই নাম, রূপ ও কর্মের অতিরিক্ত নহে। এই নাম, রূপ ও কর্ম হৃদয়ে আশ্রিত (৩।৯।২৪)।

২ প্রজাপতির আয়তন হৃদয়, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ স্থিতি—এইরূপে।

চতুর্থাধ্যায়—দ্বিতীয় (কূর্চ) ব্রাহ্মণ

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্ বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ১

[পূর্বব্রাহ্মণে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ কয়েকটি উপাসনা বলিয়া এই ব্রাহ্মণে জাগরণাদি অবস্থাত্রয় অবলম্বনে জ্ঞেয়ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে]—বৈদেহঃ জনকঃ হ [স্বীয় আচার্যত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া] কূর্চাৎ (আসনবিশেষ হইতে) [উঠিয়া এবং যাজ্ঞবল্ক্যের] উপ-অবসর্পন্ (সমীপে গমন করিয়া) [অর্থাৎ তাঁহার পদতলে পড়িয়া] উবাচ—যাজ্ঞবল্ক্য, তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার) ; মা অনুশাধি (আমায় উপদেশ দিন) ইতি। সঃ উবাচ হ—সম্রাট্, মহান্তম্ অধ্বানম্ এষ্যন্ (সুদীর্ঘ পথ গমনেচ্ছু) [ব্যক্তির পক্ষে] যথা বৈ (যেমন) রথম্ বা নাবম্ বা (রথ অথবা নৌকা) সমাদদীত (গ্রহণ করা উচিত) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) এতাভিঃ উপনিষদ্ভিঃ ([ব্রহ্মের] এইসকল রহস্য নাম অবলম্বনে, এইসকল উপাসনাসহায়ে) [আপনি] সমাহিতাত্মা (একাগ্রচিত্ত) অসি (হইয়াছেন)। এবম্

(এইরূপে) বৃন্দারকঃ (পূজ্য), আঢ্যঃ (ধনী) সন্ (হইয়া) [এবং] অধীত-বেদঃ (বেদপারগ) উক্ত-উপনিষৎকঃ ([আচার্যগণকর্তৃক] উপনিষৎসমূহ উপদিষ্ট হইয়া) ইতঃ বিমুচ্যমানঃ (এই দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া) ক্ব (কোথায়) গমিষ্যসি (যাইবেন) [কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইবেন] ইতি। ভগবন্, যত্র (যেখানে) গমিষ্যামি (যাইব) তৎ (তাহা) অহম্ ন বেদ (জানি না) ইতি। অথ বৈ (তাহা হইলে) যত্র গমিষ্যসি, তৎ অহম্ তে (আপনাকে) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। ভগবান্ ব্রবীতু (বলুন) ইতি। ১

বৈদেহ জনক কূর্চ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার। আমায় উপদেশ দিন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সম্রাট্, সুদীর্ঘ পথ গমন করিতে হইলে যেমন রথ বা নৌকা গ্রহণ করা উচিত, আপনিও ঠিক তেমনি এইসকল রহস্যনাম অবলম্বনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন ; তেমনি আবার পূজ্য ও ধনী হইয়াছেন এবং বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন ও উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। পরন্তু এই দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় যাইবেন (তাহা জানেন কি) ?"[১] "হে ভগবন্, আমি তাহা জানি না।" "তাহা হইলে যেখানে যাইবেন, আমি তাহা আপনাকে বলিব।" "মহাশয়, বলুন।" ১

১ আপনি উপাসনা ও বিভূতি-সম্পন্ন হইলেও অকৃতার্থ, কারণ জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মাকে জানেন না।

ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২

[প্রথমে বিশ্বের কথা বলা হইতেছে]—অয়ম্ (এই) যঃ (যিনি) দক্ষিণে (ডান) অক্ষন্ (=অক্ষণি, চক্ষে) [বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত] পুরুষঃ [এবং যাঁহার কথা পূর্বে ৪।১।৪ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে], এষঃ হ বৈ ইন্ধঃ নামা (ইঁহার নাম ইন্ধ, দীপ্তিময়)। ইন্ধম্

সন্তম্ তম্ এতম্ বৈ (ইন্ধ-নামধারী সেই এই পুরুষকেই) পরোক্ষেণ এব (পরোক্ষভাবে) [জ্ঞানীরা] ইন্দ্রঃ ইতি আচক্ষতে (ইন্দ্র বলেন), হি দেবাঃ (দেবগণ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষ নাম ভালবাসেন) [ও] প্রত্যক্ষদ্বিষঃ (প্রত্যক্ষ নাম ভালবাসেন না) । ২

এই যিনি দক্ষিণ চক্ষে অবস্থিত পুরুষ, ইঁহার নাম ইন্ধ।[১] যদিও ইনি ইন্ধ তথাপি পরোক্ষভাবে ইঁহাকে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষ-প্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী।" ২

১ অধিদৈবত আদিত্যপুরুষ ও অধ্যাত্ম অক্ষিপুরুষ অভিন্ন! ইনিই বৈশ্বানর আত্মা (মাঃ ৯)। সম্রাট্, আপনি উপাসনার দ্বারা ইঁহারই সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছেন।"

অথৈতদ্ বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাঽস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্ধ্বা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছরীরাদাত্মনঃ ॥ ৩

অথ (আর) বামে অক্ষণি এতৎ (এই যে) পুরুষরূপম্ (পুরুষাকার), এষঃ (ইনি) অস্য (ইন্দ্রের) পত্নী বিরাট্। অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পদ্মের মধ্যে) এষঃ যঃ আকাশঃ (এই যে অবকাশ), এষঃ (ইহা) তয়োঃ (ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর) [স্বপ্নকালে] সংস্তাবঃ (মিলনস্থল)। অথ যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ (রক্তপিণ্ডাকারে পরিণত সূক্ষ্ম অন্নরস), এতৎ এনয়োঃ (ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর) অন্নম্ (দেহে অবস্থিতির কারণ)। অথ যথা (যেমন) সহস্রধা ভিন্নঃ (বিভক্ত) কেশঃ [অতি সূক্ষ্ম] এবম্ (এইরূপ) [সূক্ষ্ম] যা এষা নাড়ী হৃদয়াৎ ঊর্ধ্বা (হৃদয় হইতে ঊর্ধ্ব দিকে) উচ্চরতি (উত্থিত হয়), এষা এনয়োঃ সঞ্চরণী সৃতি ([স্বপ্ন

হইতে জাগরণে আগমনের] সঞ্চরণমার্গ)। অস্য (এই দেহসম্বন্ধী) এতাঃ হিতাঃ নাম নাড্যঃ (হিতানামক এই নাড়ীসকল) অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি (হৃদয়পিণ্ডে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে) [অর্থাৎ হৃদয় হইতে এই নাড়ীসকল দেহের সর্বত্র প্রসারিত আছে]। এতাভিঃ বৈ (এইসকল নাড়ী অবলম্বনেই) এতৎ (এই সূক্ষ্ম অন্নরস) আস্রবৎ (গলিত হইয়া) আস্রবতি (গমন করে) [ও লিঙ্গদেহের স্থিতির কারণ হয়]। [স্থূলদেহ মধ্যম অন্নরসে পালিত হয়], ছাঃ ৬।৫।১ ; কিন্তু লিঙ্গদেহ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্নরসে পালিত হয়], তস্মাৎ (এইজন্য) এষঃ (এই লিঙ্গাত্মা বা তৈজস ইন্দ্র) অস্মাৎ (এই) শারীরাৎ [শরীরাৎ] আত্মনঃ (স্থূল শরীর হইতে) ইব (যেন) প্রবিবিক্ত-আহার-তরঃ এব (সূক্ষ্মতর অন্নভোজী) ভবতি। ৩

"আর বামচক্ষে এই যে পুরুষাকার (দৃষ্ট হয়), ইনি ইঁহার পত্নী বিরাট্। হৃদয়পিণ্ডের মধ্যে এই যে আকাশ, ইহা তাঁহাদের মিলনভূমি।[১] হৃদয়ের মধ্যে এই যে রক্তপিণ্ড, ইহা তাঁহাদের অন্ন। হৃদ্‌পিণ্ডের এই যে জালাকার অংশ, ইহা তাঁহাদের আবরণ। সহস্রধা বিভক্ত কেশের ন্যায় (অতি সূক্ষ্ম) এই যে নাড়ী হৃদয় হইতে উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইয়াছে, উহা ইঁহাদের সঞ্চরণমার্গ। এই দেহস্থ হিতানামক নাড়ীসকল হৃৎপিণ্ডে আরোপিত রহিয়াছে। অন্নরস যখন সঞ্চারিত হয়, তখন এইসকল অবলম্বনেই গমন করে। এইজন্যই ইনি যেনএই স্থূলদেহের (সূক্ষ্ম অন্ন) অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অন্নভোজী হন। ৩

১ উপাসনার জন্য প্রসঙ্গক্রমে একই বৈশ্বানরকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। একই বৈশ্বানর ভোক্তা ও ভোগ্য অন্নরূপে জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান। তাঁহার এই উভয় প্রদর্শনের জন্য ভোক্তা ইন্দ্র ও অন্নভূতা বা ভোগ্যা ইন্দ্রাণী—এই বিভাগ দেখানো হইল। জাগরণকালে জীবদেহে এই বৈশ্বানরই "বিশ্ব" নামধেয় ; স্বপ্নকালে তিনিই আবার "তৈজস" নামধেয়। স্বপ্নকালেও ভোক্তা ও ভোগ্য আছে ; কিন্তু সেখানে জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিভেদ নাই—ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সেখানে যেন যুগলরূপে অবস্থিত।

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্ধ্বা দিগূর্ধ্বাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্

[হৃদয়াত্মা তৈজস সূক্ষ্ম প্রাণের দ্বারা বিধৃত হইয়া সুষুপ্তিকালে প্রাণরূপে অর্থাৎ প্রাজ্ঞরূপে বা অজ্ঞাত প্রত্যগাত্মাস্বরূপে অবস্থিত হন। এইরূপে যে বিদ্বান্ ক্রমে বৈশ্বানর হইতে তৈজস, ও তৈজস হইতে প্রাজ্ঞের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছেন] তস্য (সেই বিদ্বানের) প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ (পূর্বদিকে ব্যাপ্ত প্রাণ) [ইত্যাদি একরূপ]। [উক্ত বিদ্বান্ এইরূপে ক্রমে সর্বাত্মক প্রাণের সহিত একীভূত হন ; অতঃপর এই সর্বাত্মাকে বিদ্যাদ্বারা প্রত্যগাত্মাতে উপসংহৃত করিয়া তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপ তুরীয়রূপে অবস্থান করেন। বিদ্বান্ এই যাঁহাকে প্রাপ্ত হন] সঃ এষঃ আত্মা (উক্ত এই আত্মা) নেতি নেতি [ইত্যাদি ৩।৯।২৬ দ্রঃ]। জনক, অভয়ম্ বৈ ([জন্মমরণাদি জন্য] ভয়শূন্যকে, ব্রহ্মাত্মাকে) প্রাপ্তঃ অসি (পাইয়াছেন)—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। সঃ জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (যে আপনি) নঃ (আমাদিগকে) অভয়ম্ বেদয়সে (অভয় ব্রহ্ম জ্ঞাপন করিলেন, [অজ্ঞান দূর করিয়া নিরুপাধিক-ব্রহ্ম-জ্ঞান দান করিলেন], [তাদৃশ] ত্বা অভয়ম্ গচ্ছতাৎ (আপনার নিকটও অভয় উপস্থিত হউক, আপনিও ভয়শূন্য হউন)। তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার) ; ইমে বিদেহাঃ [এই বিদেহসাম্রাজ্য] [আপনার সেবার জন্য প্রদত্ত হইল], অয়ম্ অহম্ অস্মি (এই আমিও [সেবক] হইলাম)।৪

"পূর্ব দিক্ উক্ত বিদ্বানের পূর্ববর্তী প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, উর্ধ্ব দিক্ উর্ধ্ব প্রাণ, নিম্ন দিক্ নিম্ন প্রাণ, সকল দিক্ সকল প্রাণ। যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হইয়াছে, তিনিই এই আত্মা।[১] ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; ইনি অক্ষয়, কারণ ইঁহার ক্ষয় হয় না; ইনি অসঙ্গ কারণ ইনি আসক্ত হন না; ইনি অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত ও বিনষ্ট হন না। হে জনক, আপনি অভয়প্রাপ্ত হইলেন"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। বৈদেহ জনক বলিলেন, "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, আপনারও অভয়লাভ হউক, কারণ আপনি আমায় অভয় জ্ঞাপন করিলেন। এই বিদেহসাম্রাজ্য আপনারই হইল এবং আমিও আপনারই হইলাম।" ৪

১ তুরীয়ের অতীত আর কিছুই নাই। মাঃ ৯-১২

চতুর্থাধ্যায়—তৃতীয় (জ্যোতি) ব্রাহ্মণ

জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ তং হ সম্রাড়েব পূর্বং পপ্রচ্ছ ॥ ১

[পূর্ব ব্রাহ্মণে অবস্থাত্রয় অবলম্বনে সংক্ষেপে আগমমুখে অদ্বৈত তুরীয় আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জনক অভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার ঐ অবস্থাত্রয় অবলম্বনে যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা সংশয়াদি নিরাসপূর্বক ঐ বিষয় সমর্থিত হইতেছে]—যাজ্ঞবল্ক্যঃ হ (একদা) জনকম্ বৈদেহম্ জগাম (বৈদেহ জনকের নিকট গেলেন)। [গমনকালে] সঃ মেনে (চিন্তা করিলেন)—ন বদিষ্যে (কিছুই বলিব না) ইতি। অথ হ (পূর্বে এক সময়ে) যৎ (যখন) জনকঃ বৈদেহঃ চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ অগ্নিহোত্রে (অগ্নিহোত্র বিষয়ে) সমূদাতে (আলোচনা করিয়াছিলেন) [তখন জনকের ব্যুৎপত্তিতে তুষ্ট হইয়া] যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্মৈ হ (তাঁহাকে) বরম্ দদৌ (বর দিয়াছিলেন)। সঃ হ (জনক) কামপ্রশ্নম্ এব (যথেচ্ছ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার বরই) বব্রে (প্রার্থনা করিয়াছিলেন)। তম্ (সেই বর) অস্মৈ হ (ইঁহাকে) দদৌ। [সুতরাং] সম্রাট্ এব তম্ হ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) পূর্বম্ (অগ্রে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)। ১

একদা যাজ্ঞবল্ক্য জনকসমীপে গমন করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "আমি কিছুই বলিব না।" এখন পূর্বে এক সময়ে যখন বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্রবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। জনক যাজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইচ্ছাস্বরূপ প্রশ্ন করিবেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য সেই বর দিয়াছিলেন। সুতরাং রাজাই তাঁহাকে প্রথমে প্রশ্ন করিলেন।[১] ১

১ আখ্যায়িকাচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা কীর্তিত হইতেছে। উহা এতই শ্রেষ্ঠ যে জনক ইচ্ছাবর পাইয়াও অপর কিছু না চাহিয়া ইহাই চাহিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচাদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২

যাজ্ঞবল্ক্য, অয়ম্ পুরুষঃ কিং-জ্যোতিঃ (এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট পুরুষের জ্যোতি কি, অর্থাৎ কোন্ জ্যোতির সহায়ে সে ক্রিয়াদি সম্পাদন করে) ইতি। উবাচ হ—সম্রাট্, আদিত্য-জ্যোতিঃ (সূর্যপ্রভাই তাহার জ্যোতি) ইতি। অয়ম্ (এই পুরুষ) আদিত্যেন জ্যোতিষা এব (সূর্যপ্রভার সহায়েই) আস্তে (বসে) পল্যয়তে (বাহিরে যায়), কর্ম কুরুতে (কর্ম করে), বিপল্যেতি (ফিরিয়া আসে) ইতি। [জনক বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ইহা এইরূপই বটে)। ২

"যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ জ্যোতি পুরুষের (ক্রিয়াদির) সহায়ক হয়?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে সম্রাট্, আদিত্যজ্যোতি। মানুষ সূর্যালোকের সাহায্যেই বসে, বাহিরে যায়, কর্ম করে এবং ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৩

[জনক বলিতে লাগিলেন]—আদিত্যে অস্তমিতে (সূর্য অস্তগমন করিলে)। চন্দ্রমাঃ এব অস্য (ইহার) জ্যোতিঃ ভবতি। চন্দ্রমসা জ্যোতিষা এব (চন্দ্রজ্যোতির দ্বারাই) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?" "চন্দ্রই উহার জ্যোতি হয়। চন্দ্রালোকের সাহায্যেই সে বসে,

বাহিরে যায়, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ৩

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?" "অগ্নিই উহার জ্যোতি হয়। অগ্নিপ্রভার সাহায্যেই সে বসে, বাহিরে যায়, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ৪

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৫

শান্তে অগ্নৌ (অগ্নি নির্বাপিত হইলে)। বাক্ (শব্দ)। সম্রাট্, তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) যত্র (যখন) স্বঃ পাণিঃ অপি (নিজের হাত পর্যন্ত) ন বিনির্জ্ঞায়তে (স্পষ্ট দেখা যায় না), অথ যত্র (এমন সময়ে যেখানে) বাক্ উচ্চরতি (ধ্বনি উৎপন্ন হয়) [পুরুষ] তত্র (সেখানে) উপ-ন্যেতি এব (উপনীত হয়)। ৫

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্বাপিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?" "শব্দই উহার জ্যোতি হয়।' শব্দজ্যোতির সাহায্যেই সে বসে, চলে, কর্ম করে,

ফিরিয়া আসে। এইজন্যই যখন নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যায় না, তখন যেখানে কোন শব্দ হয়, লোক সেখানেই উপস্থিত হইতে পারে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ৫

১ শব্দ একটি জ্যোতি: কারণ শব্দের দ্বারা কর্ণ উদ্দীপিত হয় ও কর্ণ উদ্দীপিত হইলে মন শব্দরূপ বিষয়াকার ধারণ করে। তখন পুরুষ সেই মনের দ্বারা বাহিরের চেষ্টা করে (১।৫।৩)। আঘ্রেয় বস্তু প্রভৃতির উল্লেখ না থাকিলেও তাহারাও ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির উদ্দীপক জ্যোতি—ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্বাপিত হইলে, শব্দ নিরুদ্ধ হইলে কোন্ জ্যোতি মানুষের সহায়ক হয়?" "আত্মাই উহার জ্যোতি হইয়া থাকে। আত্মজ্যোতি-সহায়েই সে বসে, চলে, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।"[১] ৬

১ এই পর্যন্ত যে বিচার হইল, তাহার তাৎপর্য এই—জনক বলিলেন, "বসা, চলা প্রভৃতি সমস্ত লোকব্যবহারই আলোকসাপেক্ষ; সুতরাং অনুমান করা চলে—যেখানেই দেহেন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার আছে, সেখানেই আলোক আছে। কিন্তু এমন ব্যবহারস্থল আছে—যথা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—যেখানে আপাততঃ কোনও আলোক দেখা যায় না। যদি পূর্বোক্ত সাধারণ অনুমান অনুসারে স্বীকার করা যায়, সেখানেও আলোক আছে, তবে প্রশ্ন এই—উক্ত আলোক দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের অতিরিক্ত অথবা অনতিরিক্ত?" যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে জাগরণকালীন ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির কথা বলিলেন; পরে অন্ধকারাদিতেও কার্যসম্পাদনের জন্য শব্দাদি আলোকের উল্লেখ করিলেন।

অনুমান করা চলে যে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও দেহেন্দ্রিয়াদিভিন্ন জ্যোতি আছে। কিন্তু জাগরণের লোকব্যবহার বাহ্যজ্যোতিসাপেক্ষ; স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ঐরূপ বাহ্যজ্যোতি কার্যকরী হইতে পারে না। অথচ স্বপ্নাবস্থাতেও আলোকসম্পাদ্য বসা, চলা প্রভৃতি ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আবার সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি নিজের অনুভব স্মরণ করিয়া বলে "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"; সুতরাং এই অনুভূতির সাক্ষীভূত আলোকের প্রয়োজন আছে। ধ্যানাদিতে ইষ্টদর্শনের জন্যও অনুরূপ জ্যোতির আবশ্যক। সুতরাং জনকের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—"এই অন্তর্জ্যোতি কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আত্মাই এই অন্তর্জ্যোতি।" যে জ্যোতি দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, অথচ তাহাদের অবভাসক, কিন্তু স্বয়ং কাহারও দ্বারা অবভাসিত হন না, সেই অন্তর্জ্যোতিই আত্মা। বাহ্য কার্যসকলও বস্তুতঃ এই অন্তর্জ্যোতির দ্বারাই সম্পাদিত হয়। জনক স্বয়ং অনুমানকুশল; কিন্তু সজ্জনাচরিত রীতি এই যে, গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞের সহিত অবহিত ও সশ্রদ্ধভাবে আলোচনা করিতে হয়। ইহা বৃথা তর্ক নহে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা এই জ্ঞানোপায় প্রদর্শনও বর্তমান আখ্যায়িকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ॥ ৭

[দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মনের মধ্যে] কতমঃ (কোন্‌টি) আত্মা ইতি। অয়ম্ যঃ (এই যিনি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে উপহিত), প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে [অবস্থিত], অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃন্দ হইতে পৃথক্), হৃদি-অন্তঃ-জ্যোতিঃ (বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রতিভাত, বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত, [স্বয়ং] জ্যোতি) পুরুষং (পূর্ণস্বরূপ [সর্বব্যাপী] সত্তা)। সঃ সমানঃ সন্ ([বুদ্ধির] সদৃশ হইয়া) উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি (ক্রমে এই লোক ও পরলোকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন), ধ্যায়তি ইব (যেন চিন্তা করেন), লেলায়তি ইব (যেন চলেন, সক্রিয় হন)। [বুদ্ধির ধর্ম তাঁহাতে আরোপিত হয় বলিয়াই তাঁহাকে সক্রিয় মনে হয়; কিন্তু তিনি স্বতঃ সক্রিয় নহেন], হি (কারণ) সঃ স্বপ্নঃ ভূত্বা (স্বপ্নে উপহিত হইয়া [বুদ্ধি স্বপ্নাকারে পরিণত হইলে আত্মাও তদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া]) মৃত্যোঃ রূপাণি (মৃত্যুর—অর্থাৎ অবিদ্যা,

কাম, কর্ম প্রভৃতির—রূপভূত) ইমম্ লোকম্ (এই জাগ্রৎকালীন জগৎকে) অতিক্রামতি (অতিক্রম করেন)। [মাধ্যন্দিন শাখায় পাঠান্তর—"স হি" স্থলে "সধীঃ"] ।৭

"আত্মা কোন্‌টি ?"[১] "এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত,[২] ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত, এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ (স্বয়ং) জ্যোতি[৩] পুরুষ। তিনি (বুদ্ধির) সমানাকার হইয়া[৪] ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যথাক্রমে বিচরণ করেন, এবং যেন ধ্যান করেন, ও যেন সচল হন, কারণ তিনি স্বপ্নে উপহিত হইয়া অবিদ্যার বিবিধ পরিণামস্বরূপ এই (জাগ্রৎ-কালীন) জগৎকে অতিক্রম করেন।[৫] ৭

১ "সূর্য যেমন আপনার সমজাতীয় বস্তুকেই প্রকাশ করেন, তেমনি হয় তো কোনও একটি ইন্দ্রিয় তাহার সমজাতীয় অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্ভাসিত করে"—জনক এই ভ্রমে পড়িয়া বলিলেন, "ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি আত্মা ?" অথবা সকল ইন্দ্রিয়ই যখন বিজ্ঞানময় বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন জনকের প্রশ্ন এই, "এই বিজ্ঞানময়দের মধ্যে কোন্‌টি বিজ্ঞানময় আত্মা ?"

২ মূলের বিজ্ঞানময়-শব্দে বিকারার্থে ময়ট্ নহে ; কারণ আত্মা বুদ্ধির বিকার নহেন। দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত আলোক যেমন দর্পণের আকার ও বর্ণাদি প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিতে উপহিত আত্মাও তেমনি বুদ্ধিসদৃশ হন।

৩ কাঁচের ভিতরের আলো যেমন কাঁচও তাহার চারি পার্শ্বের বস্তুকে জ্যোতির্ময় করে, আত্মজ্যোতিও তেমনি বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে সচেতনপ্রায় করে।

৪ অবভাস্য ও অবভাসক অনেক স্থলে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত হয় না ; যেমন লাল কাচে প্রতিফলিত আলোককে কাঁচের রক্তিমা হইতে পৃথক্ করা যায় না। বুদ্ধির সহিত আত্মা এইরূপ অভিন্ন হন। বুদ্ধিকে অবভাসিত করিয়া আত্মা বুদ্ধি অবলম্বনে দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতকেও অবভাসিত করেন, অর্থাৎ তাহাদের সামানাকার বলিয়া প্রতিভাত হন।

৫ আত্মাতে ক্রিয়া না থাকিলেও বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাতে ক্রিয়া আরোপিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার স্বপ্ন এবং জাগরণ হয়। জাগরণে যিনি

বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন এবং স্বপ্নেও যিনি জাগ্রদবস্থার অতীত হইয়া বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধি হইতে ভিন্ন এবং কতৃ ত্বাদিশূন্য ও শুদ্ধ (২।১।১৯, টীকা ১)।

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃশরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি ॥ ৮

সঃ বৈ অয়ম্ পুরুষঃ (প্রত্যগাত্মা) জায়মানঃ (জন্মগ্রহণকালে)—[অর্থাৎ] শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ (শরীরধারণকালে)—পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে (পাপরাশির, অনিষ্টরাশির [অর্থাৎ পাপসমবায়ী ও ধর্মাধর্মের আশ্রয়ীভূত দেহেন্দ্রিয়ের] সহিত সংসৃষ্ট হন)। সঃ ম্রিয়মাণঃ (মরণকালে)—[অর্থাৎ] উৎক্রামন্ (শরীরত্যাগকালে)—পাপ্মনঃ (পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়কে) বিজহাতি (ত্যাগ করেন)। ৮

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মা জন্মগ্রহণকালে, অর্থাৎ শরীরধারণ সময়ে, অনিষ্টরাশির (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের) সহিত সংযুক্ত হন; এবং মরণকালে, অর্থাৎ দেহত্যাগ সময়ে, ঐ অনিষ্টরাশি ত্যাগ করেন।[১] ৮

১ স্বপ্ন ও জাগরণে বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যগাত্মা যেমন যথাক্রমে স্থূলদেহকে ত্যাগ ও গ্রহণ করেন, পরলোকে গমন এবং ইহলোকে আগমন কালেও ঠিক ঐরূপ হয়। সুতরাং আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপান আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি। ৯

তস্য বৈ এতস্য পুরুষস্য (উক্ত এই প্রত্যগাত্মার) দ্বে এব স্থানে (দুইটি মাত্র স্থান,) ভবতঃ (আছে)—ইদম্ চ পরলোকস্থানম্ চ (ইহলোক ও পরলোক)। তৃতীয়ম্ স্বপ্নস্থানম্ সন্ধ্যম্ ([পূর্বোক্ত দুই লোকের] সংযোগস্থানে অবস্থিত) [অতএব উহা অতিরিক্ত স্থল নহে]। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ (সেই সংযোগস্থলে অবস্থান করিয়া) এতে উভে স্থানে [এই উভয় স্থান)—ইদম্ চ পরলোকস্থানম্ চ—পশ্যতি (দেখেন)। [উভয় লোকের দর্শন বিবৃত হইতেছে]—অথ (এখন) অয়ম্ (ইনি) পরলোকস্থানে (পরলোকের জন্য) যথাক্রমঃ (যেরূপ অবলম্বনযুক্ত; যাদৃশ কর্ম, উপাসনা, ও পূর্বসংস্কারসমন্বিত [৪।৪।২]) ভবতি, তম্ আক্রমম্ (পরলোকের প্রতি উন্মুখীভূত] সেই অবলম্বন) আক্রম্য (আশ্রয় করিয়া) [তিনি] পাপ্মনঃ (পাপরাশি, পাপফল দুঃখরাশি) আনন্দান্ চ (ধর্মফল সুখরাশি) উভয়ান্ (উভয়প্রকার কর্মফলকে) পশ্যতি। সঃ (উক্ত আত্মা) যত্র প্রস্বপিতি (প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্ন দর্শন করেন) [তখন সন্ধ্যাস্থানে গমনপূর্বক] অস্য সর্ব-অবতঃ লোকস্য (সকলের পালক এই [বিষয়ানুভব- সংযুক্ত] দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের) মাত্রাম্ অপাদায় (একাংশ গ্রহণ করিয়া, ইহজন্মের সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া); স্বয়ম্ (নিজেই) বিহত্য (দেহকে বিনাশ, অচেতন, করিয়া) [এবং] স্বয়ম্ [মায়াময়, বাসনাময় স্বপ্নদেহ) নির্মায় (নির্মাণ করিয়া) স্বেন জ্যোতিষা (স্বকীয় [অলুপ্ত-দৃক্-স্বভাব] জ্যোতিদ্বারা) [প্রকাশিত] স্বেন ভাসা (স্বকীয় প্রকাশস্বরূপে [ইত্থম্ভূতে তৃতীয়া]) [থাকেন এবং] প্রস্বপিতি (স্বপ্ন দর্শন করেন)। অত্র (এই অবস্থায়) অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ম্জ্যোতিঃ (অধ্যাত্ম ও অধিভূত ভূতবর্গ ও ভৌতিকবর্গের সম্পর্কশূন্য) ভবতি। ৯

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মার দুইটি মাত্র স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক। স্বপ্ননামক যে তৃতীয় স্থান, উহা (মাত্র) সংযোগক্ষেত্র, (উহা অতিরিক্ত স্থান নহে)। তিনি সেই সংযোগস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় স্থানই দেখেন।[১] তিনি পরলোকের জন্য যাদৃশ আলম্বনবান্ হইয়াছেন (যেরূপ জ্ঞান কর্ম প্রভৃতি সাধন সঞ্চয় করিয়াছেন), সেই আলম্বনকেই আশ্রয় করিয়া পাপফল ও পুণ্যফল, এই উভয়প্রকার ফলসকলই দর্শন করেন।[২] উক্ত আত্মা যখন

স্বপ্নদর্শন করেন, তখন তিনি সর্বপালক এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের[৩] একাংশ গ্রহণ করিয়া নিজেই (এই) দেহকে বিনাশ করিয়া ও (স্বপ্নদেহ) নির্মাণ করিয়া[৪] স্বীয় জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত স্বীয় প্রকাশস্বরূপে[৫] (অবস্থান করেন এবং) স্বপ্ন দর্শন করেন। এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্মা স্বয়ং-জ্যোতি হন। ৯

১ সাধারণতঃ জাগ্রদবস্থার সংস্কারানুযায়ী স্বপ্নদর্শন হয়। কিন্তু স্বপ্নে এরূপ অনেক দর্শন ও সুখদুঃখানুভব হয়, যাহাকে ইহজন্মের সংস্কারমাত্র বলা যাইতে পারে না, কিংবা উহাকে একান্ত অভিনবও বলা চলে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে পূর্বজন্ম-সমূহের সংস্কারসকলই ঐরূপ অনুভবাদির কারণ হয়। সুতরাং ইহা পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে একটি প্রমাণ।

২ তিনি পূর্বজন্মের ধর্মাধর্মের ফলে স্বপ্নে সুখদুঃখ অনুভব করেন, এবং ঐরূপ অদৃষ্টবশে কিংবা দেবানুগ্রহে ভাবী জন্মের সুখদুঃখের আভাস পান।

৩ দেহেন্দ্রিয়াদির সর্বপালকত্ব ১।৪।১৬তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "সর্বাবৎ" এর অপর অর্থ—সর্ববান্—সংসর্গকারিণীভূত) সমস্ত ভূত-ভৌতিক-মাত্রা যাহার আছে, সেই কার্য-করণসঙ্ঘাত।

৪ অদৃষ্টবশে জাগরিতাবস্থার ভোগক্ষয় হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির যে সাময়িক বিরাম, উহাই "বিনাশ"। অদৃষ্টবশেই আবার স্বপ্নদেহের নির্মাণ হয় ও স্বপ্নদর্শন হয়। আত্মার কর্মফলসম্ভূত বলিয়া ঐ বিনাশ ও নির্মাণকে আত্মকৃত বলা হয়।

৫ স্বপ্নে মন বাহ্যবিষয়-বিরহিত ও বাহ্যবিষয়ের বাসনাকারে পরিণত হইলে আত্মা এই বাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে প্রকাশিত থাকেন ; এইরূপ থাকাকেই মূলে "স্বেন ভাসা" বলা হইয়াছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় আবার সাক্ষীভূত আত্মজ্যোতিই ঐ বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ করেন—ইহাই "স্বেন জ্যোতিষা" দ্বারা বলা হইয়াছে।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্মুদঃ

প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে স হি কর্তা ॥ ১০

তত্র (স্বপ্নে) ন রথাঃ (না রথসমূহ), ন রথযোগাঃ (না অশ্বসকল), ন পন্থানঃ (না পথসকল) ভবন্তি (থাকে) ; অথ (তবুও) রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (সৃজন করেন) তত্র আনন্দাঃ (সামান্যাকার সুখসকল) মুদঃ (পুত্রাদি-লাভজনিত হর্ষসকল), প্রমুদঃ (প্রকৃষ্ট হর্ষসকল) ন ভবন্তি ; অথ আনন্দান্, মুদঃ, প্রমুদঃ সৃজতে। তত্র বেশান্তাঃ (ক্ষুদ্র জলাশয়, পল্বলসকল), পুষ্করিণ্যঃ (তড়াগসকল), স্রবন্ত্যঃ (নদীসকল) ন ভবন্তি ; অথ বেশান্তান্, পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ (নদীসকলকে) সৃজতে—হি (কেন না) সঃ কর্তা। ১০

"সেখানে রথ থাকে না, অশ্ব থাকে না, পথ থাকে না ; অথচ তিনি রথ, অশ্ব, ও পথসকল সৃজন করেন। সেখানে আনন্দ, মুদ বা প্রমুদ থাকে না ; অথচ তিনি আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃজন করেন। সেখানে পল্বল, তড়াগ বা নদী থাকে না ; অথচ তিনি পল্বল, তড়াগ ও নদী-সকল সৃজন করেন—কারণ তিনি কর্তা।[১] ১০

১ স্বপ্নের অনুভূতির জন্য যে আলোকের প্রয়োজন হয়, তাহা আত্মার আলোক ; কারণ সেখানে ইন্দ্রিয় বা সূর্যাদি নাই ; সুতরাং আত্মা স্বয়ংজ্যোতি। আত্মা বস্তুতঃ রথাদির স্রষ্টা নহেন, কর্মফলই উহাদের কারণ ; তথাপি তিনি কর্মফলের হেতু বলিয়া কর্তৃরূপে কথিত হন। জাগরণেও তিনি কর্তা নহেন। তাঁহার জ্যোতির দ্বারা অবভাসিত হইয়া দেহেন্দ্রিয় কার্যে ব্যাপৃত হয় বলিয়া তাঁহাতে কর্তৃত্ব আরোপিত হয়।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—
স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১১

তৎ (উক্ত অর্থে, আত্মার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব প্রভৃতি বিষয়ে) এতে (এইসকল) শ্লোকাঃ ভবন্তি (শ্লোক আছে)—হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়), [ইহলোক, পরলোক, ও স্বপ্নজাগরণাদিতে]

এক-হংসঃ (একাকী সঞ্চারী,) পুরুষঃ (পূর্ণাত্মা) স্বপ্নেন (স্বপ্নাবেশের দ্বারা) শারীরম্ (=শরীরম্, দেহকে) অভিপ্রহত্য (নিশ্চেষ্ট করিয়া), [কিন্তু স্বয়ং] অসুপ্তঃ (অলুপ্তদৃক্‌শক্তি থাকিয়া) [এবং] শুক্রম্ ([জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়দিগের] শুদ্ধ মাত্রাকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) সুপ্তান্ (স্বপ্নাধীন অন্তঃকরণ বৃত্তিসকলকে) অভিচাকশীতি (দেখেন, প্রকাশ করেন)। পুনঃ (পুনর্বার) [কর্ম করিবার জন্য] স্থানম্ (জাগরিতাবস্থায়) ঐতি (আসেন)। ১১

"ঐ বিষয়ে এইসকল শ্লোক আছে—'জ্যোতির্ময় ও একাকী সঞ্চারী পূর্ণাত্মা স্বপ্নাবেশে শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অথচ স্বয়ং অসুপ্ত থাকিয়া ও (ইন্দ্রিয়বৃন্দের) জ্যোতিষ্মান্ মাত্রাসকলকে গ্রহণপূর্বক স্বপ্নাবস্থার (বাসনাময়) বিষয়সকলকে প্রকাশ করেন। (অতঃপর) তিনি আবার জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন।' ১১

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১২

হিরণ্ময়ঃ একহংসঃ অমৃতঃ (অমর) পুরুষঃ অবরম্ কুলায়ম্ ([শরীররূপ] নিকৃষ্ট, অতি-বীভৎস, নীড়কে) প্রাণেন (প্রাণবায়ুদ্বারা) রক্ষন্ (রক্ষা করিয়া) [স্বয়ং] কুলায়াৎ (দেহনীড় হইতে) বহিঃ (বাহিরে) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) সঃ অমৃতঃ (সেই অমর আত্মা) যত্র কামম্ (যে যে বিষয়ে বাসনা উদ্ভূত হয়, সেই বাসনার প্রতি) ঈয়তে (যান)। ১২

" 'জ্যোতির্ময়, একাকী সঞ্চারী, ও অমর পূর্ণাত্মা নিকৃষ্ট নীড়টিকে প্রাণের দ্বারা রক্ষা করিয়া স্বয়ং ঐ নীড়ের বাহিরে[১] বিচরণ করেন; সেই অমর পুরুষ বিবিধ বিষয়ে উদ্ভূত বাসনার অনুগমন করেন।[২]' ১২

১ স্বপ্নকালে আত্মা দেহেই থাকেন; তথাপি দেহমধ্যস্থ আকাশ যেমন দেহের সহিত সম্বদ্ধ নহে, তেমনি দেহসম্বন্ধশূন্য আত্মাকে "বাহিরে" বলা হইল।

২ কর্মফলবশতঃ যে যে কামনা উদ্ভূতবৃত্তি হয়, বাসনাকারে পরিণত হইয়া তিনি সেই সেই বিষয় অনুভব করেন।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি
ভয়ানি পশ্যন্ ॥ ১৩

দেবঃ (জ্যোতির্ময় [পুরুষ]) স্বপ্নান্তে (স্বপ্নাবস্থায়) উচ্চ-অবচম্ (উচ্চ দেবাদিভাব ও নীচ তির্যগাদিভাব) ঈয়মানঃ (প্রাপ্ত হইয়া), উত (অথবা) ইব (যেন) স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ (নারীবৃন্দের সহিত আনন্দভোগ করিয়া), [বন্ধুবর্গের সহিত) জক্ষৎ (হাস্য করিয়া), উত অপি (আবার) ভয়ানি (ভয়জনক ব্যাঘ্রাদি) পশ্যন্ ইব (যেন দর্শন করিয়া) বহূনি (অনেক) রূপাণি ([বাসনাকার] বস্তুসকল) কুরুতে (নির্মাণ করেন) [৪।৩।১০, টীকা] ।১৩

" 'ঐ দেব স্বপ্নে অনেক বাসনাকার বস্তু নির্মাণ করেন—তিনি যেন উচ্চ-নীচ যোনি প্রাপ্ত হন, যেন স্ত্রীগণের সহিত আনন্দ করেন, অথবা হাস্য করেন, এবং তিনি যেন ভয়ানক বস্তুসকল দর্শন করেন।' ১৩

আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি।
তং নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি ॥ ১৪

[লোকে] অস্য (ইঁহার) আরামম্ ([গ্রাম, স্ত্রী প্রভৃতি-বাসনাকার] ক্রীড়া) পশ্যন্তি (দেখে) ; কঃ চন (কেহই) তম্ (তাঁহাকে) ন পশ্যতি ইতি) [এইসকল শ্লোকে প্রমাণিত

হইল, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন। লৌকিক ব্যবহারও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক]—তম্ (তাঁহাকে) আয়তম্ (সহসা) ন বোধয়েৎ (জাগাইবে না) ইতি আহুঃ ([চিকিৎসক প্রভৃতি] এইরূপ বলেন) ; [কারণ আত্মা ইন্দ্রিয়মাত্রাকে লইয়া গিয়াছেন ; এখন হঠাৎ জাগাইলে] যম্ (যে ইন্দ্রিয়কে) এষঃ (এই আত্মা) ন প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন না) [সেই ইন্দ্রিয়াবলম্বনে] অস্মৈ (এই দেহে) দুর্ভিষজ্যম্ (দুরারোগ্য ব্যাধি) ভবতি হ (হয়)। অথো খলু আহুঃ (পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন)—জাগরিতদেশঃ এব অস্য (আত্মার) এষঃ (এই স্বপ্ন) [ইহলোকব্যতীত সন্ধ্যানামক তৃতীয় স্থান নাই] ইতি—হি যানি এব (যে বিষয়গুলিই) জাগ্রৎ (জাগরণাবস্থায়) পশ্যতি, সুপ্তঃ (স্বপ্নাধীন হইয়া) তানি এব (সেইসকলই) [পশ্যতি] ইতি। [ইহা কিন্তু ভুল ; কারণ] অত্র (এই স্বপ্নাবস্থায়) [ইন্দ্রিয়গ্রাম বিরত হওয়ায় এবং বহির্জ্যোতি না থাকায়] অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি [৪।৩।১০, টীকা]। সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ [গাভী] দদামি ; বিমোক্ষায় (বিমুক্তিবিষয়ে) অতঃ উর্ধ্বম্ (ইহারও অধিক) ব্রূহি (বলুন) ইতি ।১৪

" 'লোকে ইহার ক্রীড়াই দেখিয়া থাকে, কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না।'

"লোকে বলে, (সুপ্ত) ইহাকে সহসা জাগাইও না। ইনি যদি কোনও ইন্দ্রিয়কে (যথাযথরূপে) প্রাপ্ত না হন, তবে দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, 'জাগ্রদবস্থাই আত্মার স্বপ্ন ; কেন না জাগ্রদবস্থায় তিনি যাহা দেখেন, স্বপ্নেও তাহাই দেখেন।' (ইহা ভুল ; কারণ) স্বপ্নে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি হন।" (জনক)—"আমি আপনাকে এক সহস্র গো দান করিতেছি। আপনি বিমুক্তিবিষয়ে আরও কিছু বলুন।[১]" ১৪

১ আমি মুক্তিবিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছি। কিন্তু আমি প্রশ্নের একাংশের—অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক এবং স্বপ্ন ও জাগরণে ক্রমসঞ্চারী বলিয়া আত্মা ঐ অবস্থাসকল হইতে ভিন্ন এবং নিত্য, এই তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। অবশিষ্টাংশও বলুন।

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৫

সঃ বৈ এষঃ (সেই স্বয়ংজ্যোতি পুরুষই) [স্বপ্নে] রত্বা ([বন্ধুলাভাদিজন্য] সুখোপভোগ করিয়া) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া [অর্থাৎ বিচরণজনিত শ্রম উপলব্ধি করিয়া]) পুণ্যম্ চ পাপম্ চ (পুণ্য ও পাপের ফল) দৃষ্ট্বা এব (কেবল দেখিয়া [কিন্তু উপভোগ করিয়া নহে]) এতস্মিন্ সম্প্রসাদে (এই সুষুপ্ত-অবস্থায়) [অবস্থানপূর্বক] পুনঃপ্রতিন্যায়ম্ (বিপরীতক্রমে)। প্রতিযোনি (পূর্বাবস্থায়)—স্বপ্নায় এব (স্বপ্নদশায়ই) আদ্রবতি (পুনরাগমন করেন)। সঃ তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) পশ্যতি, তেন (তাহার দ্বারা) অনন্বাগতঃ (অননুবিদ্ধ) ভবতি ; হি অয়ম্ পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য…এব [৪।৩।২ দ্রঃ]। সঃ অহম্ [৪।২।১৪ দ্রঃ]। ১৫

"তিনিই (স্বপ্নে) সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল কেবল দর্শন করিয়া (অতঃপর) সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থানপূর্বক পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা স্বপ্নেই ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন, তিনি তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ হন না[১] ; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। আমি আপনাকে এক সহস্র (গরু) দিতেছি। অতঃপর বিমুক্তিবিষয়ে আরও কিছু বলুন।" ১৫

১ স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আত্মার ক্রিয়া নাই। সুতরাং পাপপুণ্যও অর্জিত হয় না।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ

পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৬

বুদ্ধান্তায় এব (প্রতিবোধের অর্থাৎ জাগরিতাবস্থা লাভের জন্য)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১৬

"সেই এই পুরুষ (সুষুপ্তি হইতে প্রত্যাবর্তনকালে) স্বপ্নে সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল দর্শনমাত্র করিয়া পুনর্বার বিপরীতক্রমে জাগরিতাবস্থাতেই ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন, তিনি তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ[১]।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। অতঃপর বিমুক্তিবিষয়েই বলিতে থাকুন।" ১৬

১ স্বপ্নাবস্থায় তিনি পাপপুণ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতেন; কিন্তু তাহা হয় না। অতএব স্বপ্নে তিনি অননুবিদ্ধ।

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥ ১৭

স্বপ্ন-অন্তায় (স্বপ্নের অবসানাবস্থায়, সুষুপ্তিতে; অথবা—স্বপ্নদশায়)। ১৭

"উক্ত পুরুষ এই জাগ্রদবস্থায় সুখোপভোগ এবং বিচরণ করিয়া পুণ্য ও পাপের ফল দর্শনমাত্র করিয়া[১] পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা সুষুপ্তিতেই ফিরিয়া যান। ১৭

১ জাগ্রদবস্থায়ও আত্মা কর্তৃত্বহীন (৪।২।১০, টীকা, গীতা ১৩।৩১)]।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্বং চাপরং

চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ ॥ ১৮

[অতীত কণ্ডিকাত্রয়ে দেখানো হইয়াছে যে, আত্মা অবস্থাত্রয়-বিলক্ষণ ও অনাসক্ত]; তৎ (ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—মহামৎস্যঃ যথা (যেমন) পূর্বম্ চ অপরম্ চ (পূর্ব ও পশ্চিম) উভে কূলে (উভয় তীরে) অনুসঞ্চরতি (যথাক্রমে সঞ্চরণ করে) [কিন্তু কখনও মধ্যবর্তী নদীস্রোতের দ্বারা বশীকৃত হয় না] এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ স্বপ্নান্তম্ চ বুদ্ধান্তম্ চ এতৌ উভৌ অন্তৌ (এই উভয় অবস্থায়) অনুসঞ্চরতি। [অর্থাৎ তিনি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত ও তৎপ্রয়োজক কাম ও কর্ম হইতে বিলক্ষণ]। ১৮

"মহামৎস্য যেমন পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কূলে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে, তেমনি এই পূর্ণাত্মা স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই উভয় অবস্থায় বিচরণ করেন। ১৮

তদ্ যথাঽস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ১৯

[১৫-১৭ কণ্ডিকায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখানো হইয়াছে যে, আত্মা অসঙ্গ, স্বয়ংজ্যোতি ও অমর। দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উক্ত অর্থই এখানে একত্র সংগ্রথিত হইতেছে]—তৎ যথা অস্মিন্ (এই) আকাশে শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ বা (বড় জাতীয় বাজ অথবা ছোট জাতীয় বাজপাখী) বিপরিপত্য (বিবিধরূপে উড়িয়া) শ্রান্তঃ (ক্লান্ত হয়) [এবং] পক্ষৌ (ডানা দুইটি) সংহত্য (সম্প্রসারিত করিয়া) সংলয়ায় এব (কুলায়ের দিকেই) ধ্রিয়তে (আপনাকে চালিত করে), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় (এই অবস্থার, অর্থাৎ ব্রহ্মের দিকে) ধাবতি (ধাবমান হয়)—যত্র (যেখানে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) [হইয়া] কম্ চন (কোনও) কামম্ (কাম) ন কাময়তে (কামনা করে না), কম্ চন স্বপ্নম্ ([স্বপ্নরূপ বা জাগ্রদ্রূপ] কোন স্বপ্নই) ন পশ্যতি [৪।৩।২১ দ্রঃ]। ১৯

"কোনও শ্যেন বা সুপর্ণ যেমন এই আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক নীড়েরই দিকে চলে, ঠিক তেমনি এই পুরুষ এমন অবস্থার দিকে ধাবিত হন, যেখানে সুপ্ত হইয়া তিনি কোনও কাম অভিলাষ করেন না এবং কোনও স্বপ্ন দর্শন করেন না।[১] ১৯

১ তখন জীবাত্মা সংসার-ধর্ম-বিলক্ষণ ও ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মক আয়াসশূন্য পরমাত্ম-রূপে অবস্থান করেন। জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাকেই স্বপ্ন বলা চলে; কারণ উভয় অবস্থায়ই তত্ত্বের অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ হইয়া থাকে।

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ॥ ২০

সহস্রধা ভিন্নঃ কেশঃ [৪।২।৩ দ্রঃ] যথা (যেরূপ) [সূক্ষ্ম], অস্য (মানুষের) তাঃ বৈ এতাঃ (উক্ত এইসকল) হিতাঃ নাম নাড্যঃ [২।১।১৯, ৪।২।৩] তাবতা অণিম্না (তাবৎ-পরিমাণ সূক্ষ্মরূপে) [এবং] শুক্লস্য, নীলস্য, পিঙ্গলস্য, হরিতস্য, লোহিতস্য পূর্ণাঃ (শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিত রসে পূর্ণ হইয়া) তিষ্ঠন্তি (অবস্থিত আছে)। [এই নাড়ী সকলে পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, প্রাণ, ও অন্তঃকরণ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গদেহ বর্তমান আছে। ইহা স্ফটিককল্প স্বচ্ছ, অখিল বাসনার আশ্রয় এবং শুক্লাদি রসের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া কর্ম-ফলানুযায়ী হস্তী, রথ প্রভৃতি মিথ্যা বাসনার আকারে পরিণত হয়]। অথ (এইরূপ হওয়ায়) যত্র (যে সময়) এনম্ (এই স্বপ্নদ্রষ্টাকে) [অপরেরা] ঘ্নন্তী ইব (যেন বধ করিতেছে), জিনন্তি (বশীকৃত করিতেছে) ইব, হস্তী বিচ্ছায়য়তি (=বিচ্ছাদয়তি, তাড়া করিতেছে) ইব, গর্তম্ পততি (গর্তে পড়িতেছে) ইব যৎ এব জাগ্রৎ-ভয়ম্ (জাগরণকালে যে কোনও ভয়) পশ্যতি (দেখে), তৎ (তাহাই) অবিদ্যয়া (অবিদ্যাবশে) অত্র (এই সময়ে, স্বপ্নে) মন্যতে

(মনে করে, কল্পনা করে)। অথ (আবার) যত্র (যখন) দেবঃ ইব, রাজা ইব [হয়], অহম্ এব (আমিই) ইদম্ (এই চৈতন্য); সর্বম্ অস্মি (আমিই সর্বস্বরূপ, পূর্ণ) ইতি মন্যতে (মনে করে)—সঃ (সেই সর্বাত্মভাব) অস্য পরমঃ লোকঃ (শ্রেষ্ঠতম অবস্থা, স্বাভাবিক আত্মভাব)। ২০

"সহস্রধা বিভক্ত কেশ যেমন (সূক্ষ্ম), মানুষের এই হিতা-নামক নাড়ীসকলও তেমনি সূক্ষ্মরূপে এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিত রসে পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান আছে।[১] এইজন্যই স্বপ্নদ্রষ্টা যখন মনে করে যে, অপরেরা তাহাকে যেন বধ করিতেছে বা যেন বশীভূত করিতেছে, হস্তী যেন তাহাকে তাড়া করিতেছে বা সে যেন গর্তে পড়িতেছে, তখন সে জাগরণকালে যে-সকল ভয় দেখিয়াছে, অবিদ্যাবশে (স্বপ্নেও) তাহাই কল্পনা করিয়া থাকে। আবার যখন সে দেবসদৃশ বা রাজসদৃশ হয়, অথবা মনে করে, 'আমিই এই চৈতন্য; আমি পরিপূর্ণ,'—(তখন) সেই (সর্বাত্ম) ভাবই তাহার সর্বোত্তম অবস্থা।[২] ২০

১ ভুক্ত অন্নরস দেহের বাত, পিত্ত, ও কফের সংস্পর্শে আসিয়া বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং তদনুযায়ী নাড়ীগুলিও বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। বাতবাহুল্যে অন্নরস নীল, পিত্তাধিক্যে পিঙ্গল, শ্লেষ্মাতিশয্যে শুক্ল, পিত্তাল্পত্বে হরিত, এবং ধাতুসাম্যে লোহিত হয়।

২ দুরদৃষ্টের ফলে মানুষ জাগ্রদবস্থায় ভয়াদির অধীন হয়, এবং স্বপ্নেও উদ্ভূত বাসনাকারে ঐ-সকলের অনুবৃত্তি হয়। কিন্তু উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জাগ্রদবস্থায় যাঁহার হৃদয়ে দেবভাবাদির উদয় হয়, তিনি স্বপ্নেও তদনুরূপ দর্শনই লাভ করেন। যখন আবার অবিদ্যার ক্ষয় হয় এবং সর্বাত্মবিষয়ক বিদ্যার উদয় হয়, তখন স্বপ্নেও সর্বাত্মকতা বা পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। এইরূপে এই কণ্ডিকায় স্বপ্নপ্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আত্মার পরিচ্ছিন্নতা বা বিবিধ আকারপ্রাপ্তি অবিদ্যার কার্য; এবং স্বয়ংজ্যোতি, পরিপূর্ণ-স্বভাব বা সর্বাত্মভাবে অবস্থিতি বিদ্যার কার্য। দ্বৈতজগতেই ভয়াদির অবকাশ আছে, অদ্বৈতে উহা নাই (২।৪।১৪, ৪।৫।১৫)। অবিদ্যা (এবং তাহার ফল কাম ও কর্ম প্রভৃতি) আগন্তুক মাত্র, উহা আত্মার ধর্ম নহে।

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্॥ ২১

[অধুনা সুষুপ্তির দৃষ্টান্তদ্বারা সর্বাত্মভাব-রূপ মোক্ষকে প্রত্যক্ষতঃ নির্দেশ করা হইতেছে] —তৎ বৈ এতৎ (ঐ যে সর্বাত্মভাব [৪।৩।১৯] ইহাই) অস্য (আত্মার) অতিচ্ছন্দা (=অতিছন্দম্, কামাতীত [ছন্দ=কাম]) অপহতপাপ্ম (ধর্মাধর্মবর্জিত [৪।৩।২২]) অভয়ম্ (ভয়ের কারণ অবিদ্যার অতীত) রূপম্। [সুষুপ্তিতে আত্মার নানাত্বজনিত বিশেষ থাকে না] তৎ (ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ (প্রিয়া পত্নীর দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গিত হইয়া) বাহ্যম্ কিঞ্চন (বাহিরের কিছু) [অথবা] আন্তরম্ (ভিতরের ["আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি] কিছু) ন বেদ (জানে না) এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ (প্রত্যগাত্মা) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (পরমাত্মার দ্বারা) সম্পরিষ্বক্তঃ (একীভূত হইয়া) বাহ্যম্ কিঞ্চন আন্তরম্ ন বেদ। তৎ বৈ এতৎ অস্য (আত্মার) আপ্তকামম্ (পূর্ণকাম), আত্মকামম্ (আত্মার সেই স্বরূপ যাহা হইতে সমস্ত কাম্যবস্তু অভিন্ন), [অতএব] অকামম্ (কামনাশূন্য), শোক-অন্তরম্ (শোকশূন্য, অথবা শোকের আত্মভূত [সুতরাং শোকবর্জিত]) রূপম্। ২১

"ঐ যে অবস্থা, উহাই ইহার কামাতীত, ধর্মাধর্মবর্জিত, ও অভয়[১] রূপ। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না।[২] এই যে রূপটি, ইহাই ইহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোকহীন রূপ। ২১

১ পূর্বে আগম-মুখে প্রদর্শিত (৪।২।৪) ব্রহ্মেরই কথা এখন তর্ক সহায়ে সমর্থিত হইল। এখানে দেখানো হইল যে, আত্মার অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বর্জিত রূপটি সুষুপ্তিতে সাক্ষাৎ

গৃহীত হয়। অবশ্য সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকে ; কিন্তু উহা অভিব্যক্তরূপে প্রতিভাত হয় না।

২ একত্ববশতই তখন বিশেষজ্ঞানের অভাব হয় ; স্বরূপজ্ঞানের অভাববশতঃ যে ঐরূপ হয়, তাহা নহে (২।৪।১২-১৪, ৪।৩।২৩)।

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসো-ঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি ॥ ২২

অত্র (এই সুষুপ্তিস্থানে) [আত্মা অবিদ্যা-কাম-কর্ম-সম্ভূত সম্বন্ধবিহীন হওয়ায়] পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, [কর্মের দ্বারা বিজিত বা জেয়] লোকাঃ অলোকাঃ [কর্মাঙ্গভূত] দেবাঃ অদেবাঃ, [সাধ্যসাধনের সম্বন্ধ প্রভৃতির বিধায়ক] বেদাঃ অবেদাঃ [ভবন্তি]। [আত্মা শুধু শুভকর্মেরই অতীত হন না, তিনি পাপকর্মেরও অতীত হন]— অত্র স্তেনঃ (চোর) অস্তেনঃ ভবতি, ভ্রূণহা (ভ্রূণহত্যাকারী) অভ্রূণহা [ভবতি]। [আত্মা জাতিগত পাপকর্ম হইতেও মুক্ত হন]—চাণ্ডালঃ (=চণ্ডালঃ, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত সন্তান) অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ (শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীগর্ভে জাত সন্তান) অপৌল্কসঃ। [আশ্রমবিহিত কর্ম হইতে বিমুক্ত হন]—শ্রমণঃ (পরিব্রাজক) অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ [ভবতি]। [সংক্ষেপে বলিতে গেলে আত্মার সুষুপ্তাবস্থার রূপটি] পুণ্যেন অনন্বাগতম্ (শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট), পাপেন অনন্বাগতম্ (বিহিতের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধের করণ রূপ পাপের দ্বারা অসম্বদ্ধ) ; হি তদা [আত্মা] হৃদয়স্য ([হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধী] বুদ্ধিতে আশ্রিত) সর্বান্ শোকান্ (সকল শোক অর্থাৎ কামকে [১।৫।৩, ৪।৪।৭]) তীর্ণঃ ভবতি (অতিক্রম করেন)। ২২

"এই (সুষুপ্ত) অবস্থায় পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোকসমূহ অলোক, দেবগণ অদেব, এবং বেদ অবেদ হন ; এখানে তস্কর অতস্কর,

ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস, হন। (এই রূপটি) পুণ্যের সহিত অসম্বদ্ধ এবং পাপের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ; কারণ আত্মা তখন হৃদয়াশ্রিত সমস্ত কামের[১] অতীত হন।২২

১ মূলের "শোক"=কাম ; কারণ ইষ্টবিষয়ক কামনাই ইষ্টবিয়োগ বা ইষ্টের অপ্রাপ্তিতে শোকে পরিণত হয়। প্রকরণবলেও এই অর্থ প্রতীত হয় ; কারণ ৪।৩।২১ ও ৪।৪।৫-এ কামেরই কথা বলা হইয়াছে।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ ২৩

[আত্মা] তৎ (=তত্র, সুষুপ্তিতে) যৎ বৈ ন পশ্যতি (যে দেখেন না [৪।৩।২১]) [বলিয়া মনে হয় তাহা ঠিক নহে ; কারণ তিনি] তৎ পশ্যন্ বৈ ন পশ্যতি (দর্শক হইয়াও, দেখিয়াও দেখেন না) ; হি (কেন না) [সাক্ষী আত্মার] অবিনাশিত্বাৎ (অবিনাশিত্ব থাকায়) দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টার, সাক্ষীর) দৃষ্টেঃ (দৃষ্টির) বিপরিলোপঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই) ; তু (পরন্তু) ততঃ (দ্রষ্টা হইতে) অন্যৎ বিভক্তম্ (পৃথগ্‌রূপে বিভক্ত) [জাগ্রৎস্বপ্নে অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত] তৎ (সেই) দ্বিতীয়ম্ ([বিষয়রূপ] দ্বিতীয় বস্তু) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) পশ্যেৎ (দেখিবেন)।২৩

সুষুপ্তিতে তিনি যে দেখেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) দেখিয়াও দেখেন না ; কারণ (দ্রষ্টা) অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টির বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি দেখিবেন।[১] ২৩

১ অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ যেমন অভিন্ন, তেমনি আত্মা ও আত্মার জ্যোতি অভিন্ন। বস্তুতঃ দ্রষ্টা=কূটস্থ দৃষ্টি। সূর্য ও তাঁহার প্রকাশ অভিন্ন হইলেও লোকে যেমন বলে সূর্য প্রকাশ করেন, তেমনি জ্ঞানরূপী দ্রষ্টা আত্মা এবং তাঁহার দৃষ্টি বা চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় তিনি দর্শন-

ক্রিয়ার কর্তা না হইলেও বলা হয়, আত্মা দর্শন করেন। অবিদ্যাবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্নে যখন দ্বৈতবস্তুর বোধ হয়, তখন আত্মার বিশেষজ্ঞান হয় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সুষুপ্তিতে তিনি পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলে দ্বৈতভাব প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বয়ংজ্যোতি হইয়াও বিশেষজ্ঞানশূন্য হন।

যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ ॥ ২৪

"তখন যে তিনি আঘ্রাণ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না; কারণ (আঘ্রাতা) অবিনাশী বলিয়া আঘ্রাতার আঘ্রাণের বিনাশ নাই; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন। ২৪

যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসয়িতূ রসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৫

"তখন যে তিনি রসাস্বাদ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) রসাস্বাদ করিয়াও রসাস্বাদ করেন না; কারণ (রসাস্বাদক) অবিনাশী বলিয়া রসাস্বাদকের রসাস্বাদনের বিনাশ নাই; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহাকে তিনি আস্বাদ করিবেন। ২৫

যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তের্বিপরি-

লোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্ বদেৎ ॥ ২৬

"তখন যে তিনি বলেন না (বলিয়া বোধ হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) বলিয়াও বলেন না, কারণ (বক্তা) অবিনাশী বলিয়া বক্তার উক্তির বিনাশ নাই, পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি বলিবেন। ২৬

যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭

"তিনি যে তখন শোনেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) শুনিয়াও শোনেন না ; কারণ (শ্রোতা) অবিনাশী বলিয়া শ্রোতার শ্রুতির বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি শুনিবেন। ২৭

যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮

"তিনি যে তখন চিন্তা করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) চিন্তা করিয়াও চিন্তা করেন না ; কারণ (চিন্তাকারী) অবিনাশী বলিয়া চিন্তকের চিন্তার বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি চিন্তা করিবেন। ২৮

যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি ন হি স্প্রষ্টুঃ

স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৯

"তিনি যে তখন স্পর্শ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না ; কারণ (স্পর্শকর্তা) অবিনাশী বলিয়া স্পর্শকর্তার স্পর্শের বিনাশ নাই। পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। ২৯

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ ॥ ৩০

"তিনি যে তখন জানেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) জানিয়াও জানেন না ; কারণ (বিজ্ঞাতা) অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা তিনি জানিবেন।[১] ৩০

১ আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই প্রকরণে দেখা, শোনা প্রভৃতি ধর্মের উল্লেখ থাকায়, অগ্নি যেমন এক হইলেও প্রকাশ, তাপ, দাহ প্রভৃতি বহু ধর্মের ধর্মী, তেমনি আত্মাও এক হইয়াও বহু ধর্মের আশ্রয় ; কিন্তু ইহা অমূলক। কারণ প্রথমতঃ, সুষুপ্তিতেও আত্মা স্বয়ং-জ্যোতি—ইহা দেখাইবার জন্যই প্রকরণটি আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার বহু ধর্ম দেখানো প্রকরণের উদ্দেশ্য নহে। আত্মজ্যোতি এক হইলেও জাগরণকালে চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতি উপাধিবশতঃ উহা বহু প্রকারে প্রতীত হয়। এই লোকপ্রতীতির অনুসরণে সুষুপ্তিতেও উপাধিমূলক বহুধর্ম আপাততঃ স্বীকার করিয়া আত্মজ্যোতির বিদ্যমানতা প্রদর্শনই প্রকরণের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতে আত্মাকে "একরস," "প্রজ্ঞানঘন" "বিজ্ঞান আনন্দ" (বৃঃ ৩।৯।২৮।৭), "সত্য জ্ঞান" (তৈঃ ২।১।৩), "প্রজ্ঞান ব্রহ্ম" (ঐঃ ৩।১।৩) বলা হয় ; ঐ-সকল শ্রুতির সহিত এই মতের বিরোধ হয়। তৃতীয়তঃ, একই জ্ঞান উপাধিবশে বহুধা প্রতীত হয়, এই বিষয়ে

লৌকিক শব্দপ্রবৃত্তিও প্রমাণ। লোকে বলে, "চোখের দ্বারা জানে, কাণের দ্বারা জানে, মনের দ্বারা জানে" ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিভিন্ন বর্ণের সন্নিধানে স্ফটিক যেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি-সংযোগে বিশুদ্ধ আত্মাতেও ইন্দ্রিয়ধর্ম আরোপিত হয়। নানাধর্মাতীত বস্তু নাই ; ইহাও বলা চলে না, কারণ যাঁহারা প্রতিবস্তুকে নানারূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও অগত্যা প্রতিবর্ণকে অ-নানারূপ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। পঞ্চমতঃ, নিরবয়ব আত্মাতে অবয়ব কল্পনা অযৌক্তিক। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—উপাধিবশে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিশেষ-জ্ঞানবান্ হইলেও বিশেষজ্ঞান তাঁহার স্বভাব নহে।

যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্ রসয়েদন্যোঽন্যদ্ বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্ বিজানীয়াৎ ॥ ৩১

[আত্মা বিশেষবিজ্ঞানশূন্য হইলেও অবিদ্যাকৃত উপাধিবশে জাগরণ ও স্বপ্নে বিশেষ-বিজ্ঞানবান্ হন]—যত্র বৈ (যে স্বপ্নে বা জাগরণে) অন্যৎ ইব স্যাৎ (যেন অপর বস্তু থাকে) [বলিয়া মনে হয়], তত্র (সেই অবস্থায়) অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ (একে অপরকে দেখে) [২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ দ্রঃ]। ৩১

"যেখানে অন্য (মিথ্যা) বস্তু বিদ্যমানপ্রায় হয়, সেখানেই একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদ করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। ৩১

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈত ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৩২

[সুষুপ্তিতে অবিদ্যা শান্ত হইলে বিশেষবিজ্ঞানের অভাব হয়। তখন আত্মা স্বীয় স্বয়ং-জ্যোতিস্বরূপে শান্তোর্মি ও] স্বচ্ছ সলিলঃ (জলসদৃশ) একঃ দ্রষ্টা (সাক্ষী), অদ্বৈতঃ (দ্বিতীয়হীন) ভবতি। হে সম্রাট্, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ ([ব্রহ্মই লোক=ব্রহ্মলোক] ইহাই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি), অস্য (ইঁহার, জীবের) এষা পরমা গতিঃ, অস্য এষা পরমা সম্পৎ (বিভূতি), অস্য এষঃ পরমঃ লোকঃ, অস্য এষঃ পরমঃ আনন্দঃ [ছাঃ ৭।২৩।১]; অন্যানি ভূতানি ([ব্রহ্ম হইতে যাহারা আপনাদিগকে ভিন্ন মনে করে, সেই] অপর প্রাণিগণ) এতস্য এব আনন্দস্য (এই আনন্দেরই) মাত্রাম্ উপজীবন্তি ([অবিদ্যাদ্বারা ভোগ্যরূপে উপস্থাপিত] কলামাত্র অবলম্বনে জীবনধারণ করে)—ইতি (ইহা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ এনম্ (ইঁহাকে) অনুশশাস হ (উপদেশ দিয়াছিলেন)। ৩২

"তিনি সলিলসদৃশ (স্বচ্ছ), এক, দ্রষ্টা, ও অদ্বৈত হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক, ইহা জীবের পরম গতি, ইহা ইঁহার পরম বিভূতি, ইহা ইঁহার পরম লোক, ইহা ইঁহার পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশ-মাত্র অবলম্বনে অপর জীবগণ জীবনধারণ করে।" যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্‌কে এইরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন। ৩২

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ

প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মাঽন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ৩৩

[যে আনন্দমাত্রা অবলম্বনে ব্রহ্মাদি জীবগণ জীবনধারণ করেন, তদবলম্বনে পরমাত্মার উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—মনুষ্যাণাম্ (মানুষদের মধ্যে) সঃ যঃ (যে কেহ) রাদ্ধঃ (অবিকলাঙ্গ), সমৃদ্ধঃ (ভোগোপকরণ-সম্পন্ন), অন্যেষাম্ (অপর [মানুষদের]) অধিপতিঃ, সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ (মানুষলভ্য সর্বপ্রকার ভোগে) সম্পন্নতমঃ (সর্বাধিক সম্পন্ন) ভবতি, সঃ (তিনি) মনুষ্যাণাম্ পরমঃ আনন্দঃ (মানবীয় আনন্দের চরম নিদর্শন)। অথ যে শতম্ মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ (মানুষদিগের যে একশত আনন্দ, মানুষের চরম আনন্দটি শতগুণিত হইলে) সঃ জিতলোকানাম্ (যাঁহারা [শ্রাদ্ধাদি কর্মের দ্বারা] পিতৃলোক জয় করিয়াছেন সেই) পিতৃণাম্ (পিতৃগণের) একঃ (একটি) আনন্দঃ [ইত্যাদি একরূপ]। গন্ধর্বলোকে আনন্দাঃ। যে কর্মণা (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্মের দ্বারা) দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে (দেবত্ব প্রাপ্ত হন) [সেই] কর্মদেবানাম্। আজানদেবানাম্ (আজানতঃ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই যাঁহারা, দেবতা তাঁহাদের)। যঃ (যিনি) শ্রোত্রিয়ঃ (অধীতবেদ), অবৃজিনঃ পাপশূন্য, যথাবিহিত কর্মকারী), [আজানদেবগণের নীচের সকল আনন্দে] অকামহতঃ বীততৃষ্ণ) চ (তাঁহার আনন্দও আজানদেবগণের তুল্য)। প্রজাপতিলোকে (বিরাট্ শরীরে)। ব্রহ্মলোকে (হিরণ্যগর্ভশরীরে)। [হে] সম্রাট্, অথ (অতঃপর, হিরণ্যগর্ভানন্দের পরে) এষঃ এব (যে আনন্দের কণামাত্রের দ্বারা অপরেরা জীবনধারণ করেন, সেই আনন্দই) পরমঃ আনন্দঃ, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ ইতি। [৪।৩।২, ৪।৩।১৪ দ্রঃ]। মেধাবী রাজা মা (আমাকে) সর্বেভ্যঃ অন্তেভ্যঃ (সমস্ত প্রশ্ননির্ণয়-বিষয়ে) উদরৌৎসীৎ (উপরুদ্ধ, বাধ্য করিতেছেন) ইতি (এই মনে করিয়া) অত্র হ (এই বাক্যে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকার (ভীত হইলেন)। ৩৩

"মানুষদিগের মধ্যে যিনি অবিকলাঙ্গ, সমৃদ্ধ, অপরদের অধিপতি, মানুষলভ্য সমস্ত ভোগে সর্বাধিক অধিকারী হন, তিনি মানবীয় আনন্দের সর্বোত্তম নিদর্শন।[১] আবার মানুষদিগের যাহা একশত আনন্দ, উহা লব্ধলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ। লব্ধলোক পিতৃগণের যাহা এক শত আনন্দ, উহা গন্ধর্বলোকের একটি আনন্দ। গন্ধর্বলোকের যাহা এক শত আনন্দ, উহা—যাঁহারা কর্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই—কর্ম-দেবগণের একটি আনন্দ। কর্মদেবগণের যাহা একশত আনন্দ, উহা আজানদেবগণের একটি আনন্দ ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ। আজানদেবগণের যাহা একশত আনন্দ, উহা প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দ ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ।[২] প্রজাপতিলোকের যাহা এক শত আনন্দ, উহা হিরণগর্ভের একটি আনন্দ ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ। হে সম্রাট্, অতঃপর ইনিই পরম আনন্দ, ইনিই ব্রহ্মরূপ লোক।[৩]"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। (রাজা বলিলেন)— "আমি আপনাকে এক সহস্র গাভী দিতেছি। অতঃপর মুক্তিবিষয়েই বলিতে থাকুন।" "মেধাবী রাজা আমায় সমস্ত প্রশ্নমীমাংসার জন্য উপরুদ্ধ করিতেছেন," এই মনে করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই বাক্যে ভীত হইলেন।[৪] ৩৩

১ মানুষকেই "আনন্দ" বলা হইল ; কারণ বস্তুতঃ সমস্ত জগৎ এক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই (৪।৩।৩১)।

২ শ্রোত্রিয়ত্ব, নিষ্পাপত্ব ও অকামহতত্বের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব ও নিষ্পাপত্ব সকল ভূমিতেই সমান হইলেও কামশূন্যতার উৎকর্ষবশতঃ শ্রেষ্ঠতর লোক লাভ হয় (তৈঃ, ২।৮)।

৩ এখানে গণিতের নিবৃত্তি ও সমস্ত আনন্দের একীভাব ঘটে। ইনিই ভূমা (ছাঃ ৭।২৪।১) ও সম্প্রসাদ পদবাচ্য (ছাঃ ৮।১২।৩)

৪ যাজ্ঞবল্ক্য ভাবিলেন, "আমি একটি মাত্র ইচ্ছাবর দিয়াছি ; কিন্তু এখন আমি যাহাই বলিতেছি, তাহাকেই ইনি ইঁহার মুক্তিবিষয়ক প্রশ্নেরই কেবল আংশিক মীমাংসারূপে ধরিয়া লইতেছেন ; এবং এইরূপে একটি মাত্র বর যাচ্ঞাচ্ছলে আমায় সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে বাধ্য করিতেছেন।" যাজ্ঞবল্ক্য যদিও পূর্বেই দৃষ্টান্তসহকারে বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং তাহাদের ফল মুক্তি ও বন্ধন বর্ণনা করিয়াছেন (পরের আশয়টি দ্রঃ), তথাপি পূর্বকথিত স্থলগুলি দৃষ্টান্তরূপে উত্থিত হওয়াতে মুখ্যতঃ মুক্তি বলা হয় নাই। এইজন্যই রাজা পুনর্বার প্রশ্ন করিতেছেন।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৩৪

[আত্মা যথাক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণের দার্ষ্টান্তিক-স্থলীয় পরলোক ও ইহলোক সঞ্চরণ করেন—ইহা ৪।৩।৭ সূচিত হইয়াছে। উহারই বিস্তারের জন্য এবং জন্ম ও মৃত্যুকালে কিরূপে ও কি জন্য দেহেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ও পরিত্যাগ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আরম্ভ হইতেছে। ৪।৩।১৭তে আত্মাকে মোক্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ সুষুপ্তিতে ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। কিন্তু তদবস্থ আত্মার সংসারগতি বর্ণনা করা চলে না বলিয়া বর্তমান কণ্ডিকায় তাঁহাকে সুষুপ্তি হইতে জাগরণে আনা হইতেছে। অন্বয়ার্থাদি ১৬ কণ্ডিকায় দ্রঃ]। ৩৪

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মা (সুষুপ্তির পরে) এই স্বপ্নাবস্থায় সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা জাগ্রদ্দশায় ফিরিয়া আসেন। ৩৪

তদ্ যথাঽনঃ সুসমাহিতমুৎসর্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৫

[এই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন, স্বপ্ন হইতে জাগরণে আগমনেরই ন্যায়]। তৎ (দৃষ্টান্ত এই)—সুসমাহিতম্ (সম্ভারে পূর্ণ, গুরুভারাক্রান্ত) অনঃ (শকট) যথা উৎসর্জৎ (উচ্চরব করিতে করিতে) [শকটচালকের দ্বারা অধিরূঢ় হইয়া] যায়াৎ (গমন করে), এবম্ এব অয়ম্ শারীরঃ (শরীরাবস্থিত) আত্মা (লিঙ্গোপাধি জীবাত্মা) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (পরমাত্মার দ্বারা) অন্বারূঢ়ঃ (অধিষ্ঠিত, অবভাস্যমান, হইয়া) যত্র এতৎ উর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি (যখন তিনি এইরূপ [মুমূর্ষুসুলভ] উর্ধ্বশ্বাসী হন, তখন) উৎসর্জন্ ([মরণযন্ত্রণায়] আর্তনাদ করিতে করিতে) যাতি (যান)। ৩৫

"অতিভারাক্রান্ত শকট যেমন উচ্চ শব্দ করিতে করিতে যায়, ঠিক তেমনি এই শরীরাধিষ্ঠিত জীবাত্মা যখন উর্ধ্বশ্বাসী হন, তখন পরমাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে যান।[১] ৩৫

১ আত্মার গতি নাই ; তথাপি আত্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণকেই আত্মার উৎক্রমণ বলা হয় (প্রঃ ৬।৩); কারণ তিনি বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ ক্রিয়াবান্ বলিয়া প্রতীত হন (বৃঃ ৪।৩।৭)। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য মরণকালীন স্মৃতিলোপ, পরবশ্যতা, পুরুষার্থ সাধনে অসামর্থ্য, ও যন্ত্রণা প্রদর্শন করিয়া সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদন করা।

স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাঽণিমানং নিগচ্ছতি তদ্ যথাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে একমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬

[উর্ধ্বশ্বাসের কাল, কারণ, প্রকার, ও উদ্দেশ্য এই]—সঃ অয়ম্ (এই দেহপিণ্ড) যত্র (যখন) অণিমানম্ ন্যেতি (কৃশ হয়)—জরয়া (জরাদ্বারা) বা উপতপতা বা (অথবা রোগাদিদ্বারা) অণিমানম্ নিগচ্ছতি (শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়) [তখন লিঙ্গোপাধি আত্মা উচ্চরব করিতে করিতে যান, এবং] তৎ (তখন) আম্রম্ বা উদুম্বরম্ বা (আম বা ডুমুর), পিপ্পলম্ বা যথা (যেমন) [বায়ু প্রভৃতি বহু কারণে] বন্ধনাৎ (বৃন্ত হইতে) প্রমুচ্যতে (পড়িয়া যায়)

এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ (লিঙ্গোপাধি আত্মা) এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (এইসকল [চক্ষুরাদি] অঙ্গ হইতে) [বহু কারণে] সংপ্রমুচ্য ([আপনাকে] সম্যক্ বিচ্যুত করিয়া) পুনঃ ([পূর্ব পূর্ব জন্মের ন্যায়] পুনর্বার) প্রাণায় এব (প্রাণের [বিশেষাভিব্যক্তিলাভের] জন্য, দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত লাভের জন্য [২।২।১, টীকা ৩]) প্রতিন্যায়ম্ (পূর্ব পূর্ব জন্মে যে প্রকারে [দেহ হইতে দেহান্তরে গমন] করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে) [কর্ম ও উপাসনার ফলানুসারে] প্রতিযোনি (বিবিধ দেহে) আদ্রবতি (গমন করেন)। ৩৬

"এই দেহ যখন কৃশ হয়, অর্থাৎ জরা অথবা রোগের দ্বারা শীর্ণ হয়, তখন আম্র, উডুম্বর বা পিপ্পল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, ঠিক তেমনি এই লিঙ্গাত্মা এই সকল দেহাবয়ব হইতে সম্যক্ উৎক্রমণ করিয়া প্রাণের বিশেষাভিব্যক্তির জন্য[১] বিপরীতক্রমে (যথোচিত) দেহে ফিরিয়া যান। ৩৬

[১] সুষুপ্তিতে প্রাণের দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় (৪।৩।১২); কিন্তু মরণে প্রাণ লিঙ্গাত্মার সহিত গমন করে। প্রাণ সহগামী হয় বলিয়া মূলের "প্রাণায়"-এর অর্থ "প্রাণের জন্য" না করিয়া "প্রাণের বিশেষাভিব্যক্তির জন্য" করিতে হইল। এই কণ্ডিকারও উদ্দেশ্য বৈরাগ্য উৎপাদন করা—কারণ মানবদেহ জরাদির অধীন ও তাহার মৃত্যু অনিয়মিত।

তদ্ যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছতীতি ॥ ৩৭

[কর্মফলভোগের জন্যই জীব সমস্ত জগৎকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে যান। অতএব জীবের কর্মবশাধীন জগৎ জীবের দেহধারণের ও উপভোগের উপযুক্ত সামগ্রী লইয়া প্রস্তুত থাকে]—তৎ (দৃষ্টান্ত)—প্রত্যেনসঃ (প্রতিপাপের [=তস্করাদির] প্রতিবিধানে নিযুক্ত) উগ্রাঃ ([ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত, অথবা ক্রূর কর্মকারী] উগ্রগণ), সূত-গ্রামণ্যঃ ([ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত] সূতগণ, ও

গ্রামনেতৃগণ) যথা (যেমন)—অয়ম্ আয়াতি (এই ইনি আসিতেছেন), অয়ম্ আগচ্ছতি (আসিতেছেন)—ইতি (এইরূপ বলিতে বলিতে) অন্নৈঃ, পানৈঃ, আবসথৈঃ (ভক্ষ্য পানীয়, ও প্রাসাদসকল প্রস্তুত রাখিয়া) আয়ান্তম্ রাজানম্ প্রতিকল্পন্তে (আগমনকারী রাজার প্রতীক্ষা করে) এবম্ হ সর্বাণি ভূতানি ([শরীরারম্ভক] ভূতবর্গ) [এবং কারণসমূহের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি)—ইদম্ ব্রহ্ম (এই [আমাদের] ব্রহ্ম বা ভোক্তা) আয়াতি, ইদম্ আগচ্ছতি—ইতি [জীবের কর্মফল-উপভোগের সামগ্রী সহ] এবংবিদম্ প্রতিকল্পন্তে (এইরূপ কর্মফলাভিজ্ঞ সংসারীর জন্য প্রতীক্ষা করে)। ৩৭

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই : পাপদমনে নিযুক্ত উগ্রগণ, সূতগণ, ও গ্রামনেতৃগণ যেমন 'এই তিনি আসিতেছেন, এই তিনি আসিতেছেন,' এইরূপ বলিতে বলিতে ভোজ্য, পানীয় ও প্রাসাদাদি প্রস্তুত করিয়া আগমনকারী রাজার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তেমনি ভূতবর্গও 'এই (আমাদের) ভোক্তা আসিতেছেন', 'ইনি আসিতেছেন'—এইরূপ বলিতে বলিতে উক্ত সংসারী জীবের জন্য অপেক্ষা করে। ৩৭

তদ্ যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

তৎ—উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ, সূতগ্রামণ্যঃ যথা [আহূত না হইয়াও] রাজানম্ প্রয়িয়াসন্তম্ অভিসমায়ন্তি (ফিরিয়া যাইতে উদ্যত রাজার অভিমুখে সমবেত হয়) এবম্ এব অন্তকালে (মরণকালে) যত্র এতৎ উর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি [৪।৩।৩৫] [তখন] সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়) [ভোক্তার কর্মবশাধীন হইয়া] ইমম্ আত্মানম্ অভিসমায়ন্তি (এই ভোক্তার অভিমুখে সমবেত হয়)। ৩৮

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই : পাপ-দমনে নিযুক্ত উগ্রগণ, সূতগণ, ও গ্রামনেতৃগণ যেমন প্রতিগমনোদ্যত রাজার চারিদিকে সমবেত হয়, ঠিক তেমনি মরণকালে, অর্থাৎ যখন উধ্বর্শ্বাস আরম্ভ হয় তখন, ইন্দ্রিয়বর্গ এই ভোক্তার চারিদিকে সমবেত হয়।" ৩৮

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্থ (শারীরক) ব্রাহ্মণ

স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ১

[৪।৩।৩৫-এ যে দেহান্তরপ্রাপ্তির বর্ণনা সূচিত হইয়াছিল, যাজ্ঞবল্ক্য বর্তমান ব্রাহ্মণে তাহার বিস্তার করিতেছেন]—সঃ অয়ম্ আত্মা ([বিবেচনাধীন] সেই জীবাত্মা) যত্র (যখন) অবল্যাম্ [ইব] ([যেন] দুর্বলতা) ন্যেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) সংমোহম্ ইব (যেন সংজ্ঞাহীনতা) ন্যেতি [প্রাপ্ত হন], অথ (তখন) এতে প্রাণাঃ (এই ইন্দ্রিয়গণ) এনম্ অভিসমায়ন্তি (ইঁহার নিকটে আসে)। সঃ (সেই আত্মা) এতাঃ (এইসকল) তেজঃ-মাত্রাঃ ([রূপাদির প্রকাশক জ্যোতির অংশস্বরূপ] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্ গৃহীত বা সংহৃত করিয়া) [স্বপ্নের ন্যায় অসম্যক্ ভাবে নহে—২।১।১৭, ৪।৩।৯-১১ দ্রঃ] হৃদয়ম্ এব অনু-অবক্রামতি (হৃদয়াকাশে আসেন)। [ইহা তখনই ঘটে] যত্র (যখন) সঃ এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) পরাঙ (বিপরীতভাবে) পরি-আবর্ততে (সকল দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন), অথ (তখন) [মুমূর্ষু] অরূপজ্ঞঃ ভবতি (রূপ জানিতে পারেন না)। ১

(যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন)—"সেই আত্মা যখন দুর্বল হন এবং যেন সংজ্ঞাহীন হন, তখন এই ইন্দ্রিয়বর্গ ইঁহার নিকটে আসে। তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া হৃদয়াকাশেই আসেন।[১] যখন চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী এই দেবতা সকল দিক্ হইতে পরাঙ্মুখ হন,[২] তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির আর রূপজ্ঞান হয় না। ১

১ আত্মাতে স্বতই কোনও ক্রিয়া না থাকিলেও (৪।৩।৭) বুদ্ধি প্রভৃতির বিক্ষেপবশতঃ বিবিধ ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপিত হয়। এইরূপে দেহের দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতাকেই আত্মার দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতা বলা হইয়াছে। তিনি হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসিলে বুদ্ধি প্রভৃতির বিক্ষেপ প্রশান্ত হয়।

২ আদিত্যেরই অংশবিশেষ চক্ষুর দেবতা। কর্মফলে যতদিন জীবের দেহ থাকে, এই দেবতা ততদিন চক্ষুতে অনুগ্রাহকরূপে থাকেন। কর্মফল শেষ হইলে তিনি অনুগ্রাহকত্ব ত্যাগ করিয়া আদিত্যপুরুষের সহিত মিলিত হন। অপর ইন্দ্রিয়দেবতার সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। দেহান্তর-গ্রহণ-কালে ইঁহারা পুনর্বার আসেন। জাগরণাদিতেও এইরূপে কর্মফলবশেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দেবতার অনুগ্রহ লাভ করে কিংবা সাময়িকভাবে তাহাতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু মরণকালে ঐ অনুগ্রহের অবসান হয় (৩।২।১৩)। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ অনন্ত (১।৫।১৩) হইলেও জীবনকালে ঘটাকাশাদির ন্যায় সঙ্কুচিত থাকে (১।৩।২২)। উহারা মরণকালে ভগ্নঘটস্থ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী হয় এবং দেহগ্রহণকালে সঙ্কুচিত হয় (১।৫।১৩ শঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০)।

একী ভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি

চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২

[চক্ষুদেবতা নিবৃত্ত হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়াকাশে, অর্থাৎ সেখানে অধিষ্ঠিত লিঙ্গশরীরে] একীভবতি (একীভূত হয়), [এবং লোকে] আহুঃ (বলে)—ন পশ্যতি ([সে] দেখিতেছে না) ইতি, [এইরূপে ঘ্রাণদেবতার নিবৃত্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়] একীভবতি, আহুঃ—ন জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করিতেছে না) ইতি ; রসয়তে (আস্বাদন করে) ; বদতি (বলে) ; শৃণোতি (শ্রবণ করে) ; মনুতে (চিন্তা করে) ; স্পৃশতি (স্পর্শ করে) ; বিজানাতি (জানে)] তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য (সেই হৃদয়চ্ছিদ্রের) অগ্রম্ (নাড়ীমুখ, নির্গমনদ্বার) প্রদ্যোততে (উজ্জ্বল হয়)। এবঃ আত্মা ([লিঙ্গশরীরোপাধি] এই জীব) [স্বীয় কর্ম-ফলানুযায়ী] চক্ষুষ্টঃ বা (হয় চক্ষুর ভিতর দিয়া), মূর্ধ্নঃ বা (না হয় ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়া), অন্যেভ্যঃ বা শরীরেভ্যঃ (কিংবা অপর অবয়বের ভিতর দিয়া) তেন প্রদ্যোতেন (সেই উজ্জ্বল জ্যোতি অবলম্বনে) নিষ্ক্রামতি (নিষ্ক্রান্ত হন)। তম্ উৎক্রামন্তম্ অনু (উৎক্রমণকারী, অর্থাৎ উৎক্রমণোদ্যত, তাঁহার অনুগমনপূর্বক) প্রাণঃ উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে)। সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়) উৎক্রামন্তম্ প্রাণম্ অনু উৎক্রামন্তি। [তখন জীবাত্মা] সবিজ্ঞানঃ ভবতি ([পরজন্মপ্রদ উদ্ভূত সংস্কাররূপ] বিশেষজ্ঞানবান্ হন), সবিজ্ঞানম্ এব [গন্তব্যম্] (উক্ত বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত [প্রাপ্তব্য দেহকেই]) অনু-অবক্রামতি (পরে পরলোকে, প্রাপ্ত হন)। বিদ্যাকর্মণী (উপাসনা ও কর্মের ফল) তম্ (ঐ জীবকে) সমন্বারভেতে (সম্যক্ অনুসরণ বা আশ্রয় করে), পূর্বপ্রজ্ঞা চ (এবং অতীত [কর্ম ও অনুভবজনিত] সংস্কার) [তাঁহার অনুসরণ করে] । ২

"(চক্ষু) একীভূত হয় ; (তখন) লোকে বলে, 'ইনি দেখিতেছেন না' (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি আঘ্রাণ করিতেছেন না।' (রসনা) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি আস্বাদন করিতেছেন

না।' (বাক্) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি বলিতেছেন না।' (শ্রবণ) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি শুনিতেছেন না।' (মন) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি চিন্তা করিতেছেন না।' (ত্বক্) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি স্পর্শ করিতেছেন না।' (বুদ্ধি). একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি জানিতেছেন না।' উক্ত হৃদয়ের নিষ্ক্রমণদ্বার তখন সমুজ্জ্বল হয়।[১] চক্ষু, ব্রহ্মরন্ধ্র, বা অপর দেহাবয়বের ভিতর দিয়া এই জীবাত্মা ঐ জ্যোতি অবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন। তিনি উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে ; প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়।[২] তখন জীব বিশেষবিজ্ঞানবান্ হন, এবং পরে উক্ত বিশেষবিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত দেহান্তরকে প্রাপ্ত হন।[৩] বিদ্যা ও কর্মের ফল ও অতীত সংস্কার তাঁহার সহিত গমন করে।[৪] ২

১ আত্মা স্বপ্নকালে যেমন বাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে প্রকাশিত সংস্কারসমূহকে প্রকাশ করেন (৪।৩।৯, টীকা ৫), তেমনি মৃত্যুকালেও ইন্দ্রিয়গ্রামের উপসংহার হইলে পরজন্মে প্রাপ্য ফলবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে ও গৃহীত তেজোমাত্রার দ্বারা স্পষ্ট (৪।৪।১) বাসনাময় বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে প্রকাশিত করেন—ইহাই "হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন"। ইহা অবলম্বনেই লিঙ্গোপাধি জীব নির্গত হন (৪।৪।৩ টীকা দ্রঃ)।

২ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ পর পর উৎক্রান্ত হয়—এইরূপ অর্থ নহে। জীবাদির প্রাধান্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনামধ্যে পারম্পর্য স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট লিঙ্গদেহের উৎক্রমণই জীবের উৎক্রমণ (প্রঃ ৬।৩)।

৩ অতীত কর্মের ফলে মরণকালে ভাবী জন্মবিষয়ক বাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তি প্রবলাকার ধারণ করে ; ঐ বিষয়ে জীবের স্বতন্ত্রতা নাই ; অর্থাৎ কর্মফলজনিত (৩।২।১৩) ঐ উদ্ভূত সংস্কার অনুযায়ীই ভাবী দেহলাভ হয় (গীতা ৮।৬)। সুতরাং সদ্গতিলাভের জন্য নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান ও উপাসনাদিতে তৎপর হওয়া উচিত, যাহাতে অন্তিমকালে মনে শুভবাসনা উদিত হইতে পারে।

৪ এইগুলিই মুমূর্ষুর পথের সম্বল (=দ্রব্যসম্ভার, ৪।৩।৩৫)।

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৩

তৎ (দেহান্তরগমন-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—তৃণজলায়ুকা (তৃণাশ্রিত জোঁক) যথা (যেরূপ ভাবে) তৃণস্য (ঘাসের) অন্তম্ গত্বা (ডগায় গিয়া) অন্যম্ আক্রমম্ (অপর আশ্রয়কে, ঘাসকে) আক্রম্য (আশ্রয় করিয়া) আত্মানম্ (আপনাকে, শরীরের অবশিষ্টাংশকে) উপসংহরতি ([নূতন আশ্রয়ে] গুটাইয়া লয়) এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে) নিহত্য (ফেলিয়া দিয়া)—অবিদ্যাম্ গময়িত্বা ([উহাকে] অচেতন করিয়া) [পূর্বদেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া]—অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য [প্রসারিত বাসনাদ্বারা শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া] আত্মানম্ উপসংহরতি (অপর দেহে আপনাকে গুটাইয়া লন, আত্মাভিমান করেন)। ৩

"দৃষ্টান্ত এই : তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক (সেখানে) আপনাকে উঠাইয়া লয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—উহাকে অচেতন করিয়া—অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক আপনাকে (তথায়) উঠাইয়া লন।[১] ৩

[১] বিদ্যা ও কর্মপ্রযুক্ত সংস্কারের ফলে জীব স্বপ্নাবস্থায় বাসনাদ্বারা নির্মিত নূতন দেহে যেমন আত্মাভিমান করেন, মরণকালেও তেমনি পূর্বপ্রজ্ঞা, কর্ম ও উপাসনার সংস্কারবশতঃ বাসনানির্মিত ভাবী ভোগায়তন দেহে আত্মাভিমান করেন এবং পরলোকস্থ সেই দেহকেই প্রাপ্ত হন (৪।৪।২)।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ৪

তৎ (দেহান্তর-গঠন-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—পেশস্কারী (স্বর্ণকার) যথা পেশসঃ মাত্রাম্ অপাদায় (স্বর্ণের অংশবিশেষ পৃথক্ করিয়া, গ্রহণ করিয়া), নবতরম্ (অভিনব) কল্যাণতরম্ (আরও উত্তম) অন্যৎ রূপম্ (অপর আকার) তনুতে (গঠন করে), এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ নিহত্য—অবিদ্যাম্ গময়িত্বা—পিত্র্যম্ (পিতৃলোকে উপভোগযোগ্য) বা, গান্ধর্বম্ বা (গন্ধর্বলোকে উপভোগযোগ্য), দৈবম্ বা, প্রাজাপত্যম্ বা, ব্রাহ্মম্ বা, অন্যেষাম্ ভূতানাম্ বা (কিংবা অপর জীবগণের সম্বন্ধী) নবতরম্, কল্যাণতরম্ অন্যৎ রূপম্ (দেহান্তর) কুরুতে (নির্মাণ করেন)। ৪

"দৃষ্টান্ত এই : স্বর্ণকার যেমন কিয়ৎপরিমাণ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া উহাকে অপর অভিনব ও অধিকতর উত্তম আকার দেয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—ইহাকে বিচেতন করিয়া—পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক, অথবা অপরাপর জীবের উপযোগী অভিনব ও অধিকতর উত্তম দেহান্তর নির্মাণ করেন।[১] ৪

১ নূতন দেহের উপাদানস্বরূপ স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীব পরলোকে গমন করেন (ব্রঃ ৩।১।১-৭)।

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজো-ময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্মময়োঽধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্ যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥ ৫

[আত্মার বন্ধন-নামধেয় উপাধিসকল একত্র দর্শিত হইতেছে]—সঃ (যিনি জন্ম-মরণাধীন) আত্মা (জীব) অয়ম্ বৈ ব্রহ্ম (ইনি অবশ্যই পরব্রহ্ম)—[ইনিই আবার] বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে .উপহিত) [৪।৩।৭], [এইরূপে] মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ, চক্ষুর্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ—অর্থাৎ যখন যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিমান্ হয়, আত্মাও তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হন ; এবং পৃথিবীপ্রধান পার্থিবশরীর ধারণের উপযুক্ত কর্মফল প্রধান হইলে] পৃথিবীময়ঃ [হন], [অথবা অন্যরূপ কর্মফল প্রধান হইলে] আপোময়ঃ ([বরুণাদিলোক-সুলভ] জলময় দেহে উপহিত), বায়ুময়ঃ, আকাশময়ঃ, তেজোময়ঃ (তেজোময় দেবশরীরে উপহিত), অতেজোময়ঃ ([পশ্বাদির ও প্রেতাদির] তেজোহীন শরীরে উপহিত), [এইরূপে দেহেন্দ্রিয়বান্ হইয়া] কামময়ঃ (["ইহা পাইয়াছি, উহা পাইতে হইবে", ইত্যাকার] বাসনাতে উপহিত), অকামময়ঃ ([বাসনা তৃপ্ত হইলে] শান্তিতে উপহিত), ক্রোধময়ঃ ([কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে] ক্রোধে উপহিত), [ক্রোধ শান্ত হইলে] অক্রোধময়ঃ, [কামক্রোধে ও অকামাক্রোধে উপহিত হইয়া] ধর্মময়ঃ অধর্মময়ঃ, (ধর্ম ও অধর্মে উপহিত হইয়া) সর্বময়ঃ [হন ; কারণ ব্যাকৃত জগৎ ধর্মাধর্মেরই ফল]। যৎ (লোকে যে বলে) [জীব] ইদংময়ঃ (প্রত্যক্ষবিষয়ে উপহিত) অদঃ-ময়ঃ (অপ্রত্যক্ষ বা অনুমিত বিষয়ে উপহিত) ইতি—তৎ (তাহা) এতৎ (এইরূপে [সিদ্ধ হইল])। [সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জীব] যথাকারী ([বিধিপ্রতিষেধগম্য কর্মসকল] যেরূপ সম্পাদন করেন) যথাচারী ([বিধিদ্বারা অনিয়মিত বিষয়ে] যেরূপ আচরণ করেন) তথা ভবতি (সেইরূপ হন)—সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপঃ (পাপী) ভবতি ; পুণ্যেন কর্মণা (পুণ্যকর্মের ফলে) পুণ্যঃ (পুণ্যবান্), পাপেন (পাপকর্মের ফলে) পাপঃ ভবতি। অথো খলু আহুঃ ([বন্ধমোক্ষ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ] বলেন)—অয়ম্ পুরুষঃ (জীব) কামময়ঃ এব (কামেরই সহিত একীভূত) ইতি। সঃ যথাকামঃ ভবতি (যেরূপ কামনাবান্ হন), তৎক্রতুঃ (সেইরূপ অধ্যবসায়বান, কৃতনিশ্চয়) ভবতি ; যৎক্রতুঃ (যেরূপ কৃতসঙ্কল্প) ভবতি, তৎ কর্ম (সেইরূপ .কর্ম) কুরুতে (করেন) ; যৎ কর্ম (যাদৃশ কর্ম) কুরুতে, তৎ অভিসম্পদ্যতে (তাহার ফল সম্পাদন করেন)। ৫

"যিনি আত্মা, তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম—ইনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়,

ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময়। লোকে যে বলে, 'ইনি ইদংময়, ইনি অদোময়' —উহা এইরূপেই সিদ্ধ হইল।[১] ইনি যেরূপ কার্যকারী ও যেরূপ আচারী হন, সেইরূপই হইয়া থাকেন—শুভকারী হইলে সাধু হন এবং পাপাচারী হইলে পাপী হন ; পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপকর্মের ফলে পাপবান্ হন।[২] বিশেষজ্ঞেরা বলে, 'জীব অবশ্যই কামময়। তিনি যেরূপ কামনাবান্ হন, সেইরূপ কৃতসঙ্কল্প হন ; যেরূপ কৃতসঙ্কল্প হন, সেইরূপ কর্ম করেন, যেরূপ কর্ম করেন, সেইরূপ ফল সম্পাদন করেন[৩]।' ৫

১ জীবের অন্তঃকরণ অশেষরূপে বৃত্তিমান্ হয় এবং তাহাতে উপহিত জীবও তত্তদাকারে প্রতিভাত হইয়া "সর্বময়" হন। অপরেরা বাহিরের কার্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে, এই জীব এক্ষণে ইদংময় বা অদোময়।

২ "শুভকারী…পাপী হন" এই অংশে ইহা বুঝাইতে পারে যে, শুভ ও অশুভকর্মে অত্যধিক লিপ্ত হইলেই সাধু বা অসাধু হওয়া যায় ; এই ধারণা দূর করার জন্য বলা হইল, "পুণ্যকর্মের…হন।"—অর্থাৎ অতি সামান্য পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠানেও পুণ্য বা পাপের স্পর্শ ঘটে ; অধিক অনুষ্ঠানে ফলাধিক্য হয়।

৩ কেহ কেহ বলেন, পাপ ও পুণ্যই সর্বময়ত্বরূপ সংসারের কারণ ; কিন্তু তাহা নহে। কামই সংসারের মূল (মুঃ ৩।২।২) ; কারণ নিষ্কাম কর্ম ফলারম্ভক হয় না। অর্থাৎ কাম বিনাশের পর জ্ঞানীর দ্বারা কোন কর্ম আচরিত হইলেও তাহা পাপপুণ্যের জনক হয় না এবং ফল প্রদান করেন না।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে ॥

ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম

আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৬

তৎ ([সংসারের মূল কাম] ঐ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি,—সক্তঃ [সন্] (আসক্ত, উদ্ভূতাভিলাষ হইয়া) কর্মণা সহ ([ফলাসক্ত হইয়া যে কর্ম করিয়াছিলেন] সেই কর্মের সহিত) [তিনি] তৎ এব এতি (সেই ফলই পান) যত্র (যেখানে) অস্য (এই [পরলোকগামী] জীবের) লিঙ্গম্ (পরিচায়ক) মনঃ (মন) নিষক্তম্ (উদ্ভূতাভিলাষ হইয়াছে)। অয়ম্ (জীব) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু কর্ম) ইহ (ইহলোকে) করোতি (করেন) তস্য কর্মণঃ (সেই কর্মের) অন্তম্ প্রাপ্য (সীমা লাভ করিয়া, ভোগ শেষ করিয়া) পুনঃ কর্মণে (কর্ম করিবার জন্য) তস্মাৎ লোকাৎ (ঐ লোক হইতে) অস্মৈ লোকায় (ইহলোকে) ঐতি (আসেন)। কাময়মানঃ (যে ফলাভিকাঙ্ক্ষী, সে) ইতি নু (এইরূপেই [যাতায়াত করে])। অথ (পরন্তু) যঃ (যিনি) আত্মকামঃ (আত্মাই যাঁহার নিকট কাম্য, অপর কিছু নহে), [যিনি তাদৃশ হওয়ায়] আপ্তকামঃ (পূর্ণকাম) [হইয়াছেন, এবং পূর্ণকাম হওয়ায়] নিষ্কামঃ [হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহা হইতে কাম সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়াছে], [যিনি ঐ নিষ্কামতার ফলে] অকামঃ (বাহ্য বিষয়ে আসক্তিহীন) [ও তাহার ফলে] অকাময়মানঃ (কামনাপরতন্ত্র নহেন, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন), তস্য (তাহার) প্রাণঃ (ইন্দ্রিয়গণ) [সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়] ন উৎক্রামন্তি ([দেহ হইতে] উৎক্রমণ করে না)। [তিনি] ব্রহ্ম এব সন্ (পূর্বেও [স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই) [বর্তমান দেহেই] ব্রহ্ম অপ্যেতি (ব্রহ্মে লীন হন), [জীবন্মুক্ত হন]। ৬

"ঐ বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—'আসক্ত হইয়া জীব সেই ফলই পান যাহাতে ঐ জীবের পরিচায়ক মনটি [১] উদ্ভূতাভিলাষ হইয়াছে। জীব ইহলোকে যাহা কিছু কর্ম করেন, (পরলোকে) সেই কর্মের ভোগ শেষ করিয়া পুনর্বার কর্ম করিবার জন্য পরলোক হইতে ইহলোকে আসেন।' যে ফলাকাঙ্ক্ষী তাহার এইরূপ হয়। পরন্তু যিনি কামনাপরতন্ত্র নহেন—যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, ও আত্মকাম—তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন।[২] ৬

১ মূলের "লিঙ্গম্ মনঃ"-এর দুই অর্থ হইতে পারে—(১) "মন আত্মার পরিচায়ক"; কারণ মন অবলম্বনে আত্মার পরিচয় পাওয়া যায় এবং শুদ্ধ মনে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। (২) মন লিঙ্গদেহের প্রধান অবয়ব; অতএব "মনই লিঙ্গদেহ"।

২ মুক্তি ক্রিয়াদির দ্বারা লভ্য নহে; উহা নিত্য বস্তু এবং আত্মারই স্বরূপ (৪।৪।২৩)। ব্রহ্মভূত ব্রহ্মজ্ঞের গমনাগমন নাই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য "ব্রহ্মে লীন হন" বলা হইয়াছে। নতুবা যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তিনি আবার কোথায় লীন হইবেন?

তদেষ শ্লোক ভবতি—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ইতি।

তদ্ যথাঽহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ॥ ৭

তৎ এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—অস্য (মানুষের) হৃদি (বুদ্ধিতে) যে কামাঃ (যে সকল তৃষ্ণা) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) [আছে], [তে] সর্বে (তাহারা সকলে) যদা (যখন) প্রমুচ্যন্তে (সমূলে বিশীর্ণ হয়), অথ (তখন) মর্ত্যঃ (মরমানুষ) অমৃতঃ (অমর) ভবতি, অত্র (এই শরীরে বর্তমান থাকিয়াই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মভাব, মোক্ষ) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়) [কঃ ২।৩।১৪]। ইতি। তৎ (ব্রহ্মজ্ঞের দেহান্তরের অপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই): মৃতা (প্রাণহীন) অহিঃ-নির্ল্বয়নী (সাপের খোলস) যথা বল্মীকে (উইঢিবি [প্রভৃতিতে]) প্রত্যস্তা (প্রক্ষিপ্ত) [হইয়া] শয়ীত (পড়িয়া থাকে), এবম্ এব ইদম্ শরীরম্ ([ব্রহ্মজ্ঞের] এই দেহ) [অনাত্মভাবে পরিত্যক্ত হইয়া] শেতে (পড়িয়া থাকে)। অথ (অতঃপর) অয়ম্ (জীব) অশরীরঃ ([শরীরে বর্তমান থাকিলেও শরীরাভিমান না থাকায়] বিদেহ), [অতএব] অমৃতঃ, প্রাণঃ ([প্রাণের] প্রাণ, পরমাত্মা) [বৃঃ ৪।৪।১৮; ছাঃ ৬।৮।২], ব্রহ্ম এব, তেজঃ এব (বিজ্ঞানস্বরূপই) [হন]। [জনকের মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন নির্ণীত হইল। অতঃপর] জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—সঃ অহম্…[৪।১।২ দ্রঃ]। ৭

"উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—'মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরমানুষ অমর হয়, এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।' এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—প্রাণহীন সর্পনির্মোক যেমন বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, (ব্রহ্মজ্ঞের) এই শরীর ঠিক তেমনি পড়িয়া থাকে। অতঃপর ইনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্ম ও তেজই হইয়া থাকেন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "এইরূপে উপদিষ্ট আমি আপনাকে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি।"[১] ৭

১ সর্বস্ব দান না করিয়া গোসহস্রদানের কারণ এই—মোক্ষপদার্থ ও তাহার কারণ আত্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু আত্মজ্ঞানের সাধন ও আত্মজ্ঞানের অঙ্গভূত সর্ব-বাসনাত্যাগস্বরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ (৪।৪।২২-২৩) দেওয়া হয় নাই। জনকের উহা শুনিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এখানে তিনি "অতঃপর মুক্তিবিষয়েই বলুন"—এইরূপ বলিলেন না; কারণ আত্মজ্ঞানের ন্যায় সন্ন্যাস মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, উহা আত্মজ্ঞানের পরিপাকের সাধন। যজ্ঞের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কর্মের ন্যায় উহা আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয়।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত উর্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ৮

তৎ (আত্মকাম ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তি হয়, এই বিষয়ে) এতে (এইসকল) শ্লোকাঃ ভবন্তি (এইসকল মন্ত্র আছে)—অণুঃ (সূক্ষ্ম, দুর্বিজ্ঞেয়), বিততঃ (বিস্তীর্ণ, পূর্ণব্রহ্মবিষয়ক [মাধ্যন্দিন পাঠান্তর—বিতরঃ=বিস্পষ্ট উত্তরণের হেতুভূত]) পুরাণঃ (চিরন্তন) পন্থাঃ ([মোক্ষসাধন] জ্ঞানমার্গ) মাম্ স্পৃষ্টঃ (আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, আমার দ্বারা লব্ধ

হইয়াছে), ময়া এব অনুবিত্তঃ (আমারই দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, জ্ঞানের পরিপক্বতানিবন্ধন ফলপ্রাপ্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে)। [মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় অপরেরাও ঐ ফল পাইতে পারেন—১।৪।১০ দ্রঃ]—[অপর] ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞেরা) তেন (সেই ব্রহ্মবিদ্যামার্গে) বিমুক্তাঃ [সন্তঃ] ([জীবদ্দশায়ই] মুক্ত হইয়া) ইতঃ উর্ধ্বম্ (শরীরত্যাগের পর) স্বর্গম্ লোকম্ (মোক্ষধামে) অপিযন্তি (গমন করেন)। ৮

"এই বিষয়ে এই মন্ত্রসকল আছে—'সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ, পুরাতন মার্গটি আমায় স্পর্শ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারা অবশ্যই অনুভূত হইয়াছে। ধীর ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই মার্গে মুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে মোক্ষধামে গমন করেন।' ৮

১ মূলের "এব" (=অবশ্য) শব্দে জ্ঞানীর গর্ব না বুঝাইয়া দেখাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপ অটুট কৃতার্থতা-বুদ্ধি উৎপাদন করে।

তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্ত-
স্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥ ৯

তস্মিন্ (ঐ মোক্ষমার্গবিষয়ে, ঐ মোক্ষমার্গকে) [কেহ কেহ] আহুঃ (বলেন)—[উহা] শুক্লম্, উত (অপিচ) নীলম্, পিঙ্গলম্ (বহ্নিশিখাসদৃশ), হরিতম্ লোহিতম্ (জবাকুসুমসদৃশ) চ। [কিন্তু ঐসকল মত ভ্রান্ত]—এষঃ হ পন্থাঃ ([বিচার্য] এই মোক্ষমার্গটি) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মভূত ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা) অনুবিত্তঃ (লব্ধ); [অপর যিনি] পুণ্যকৃৎ (পুণ্যানুষ্ঠাতা হইয়া [পরে সর্বৈষণা ত্যাগ করিয়া]) ব্রহ্মবিৎ [হইয়াছেন এবং] চ তৈজসঃ (জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছেন), [তিনিও] তেন (সেই মার্গে) এতি (গমন করেন)। ৯

'ঐ মার্গবিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, উহা শুভ্র, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, বা লোহিত।[১] এই মোক্ষমার্গ ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা লব্ধ হয়।

অন্য যিনি পুণ্যকৃত ব্রহ্মবিদ্, এবং ব্রহ্মভূত, তিনিও ঐ পথে গমন করেন।' ৯

১ নিজ সসীম দৃষ্টির ফলে ইঁহারা ভ্রান্ত হন। ইঁহারা শ্লেষ্মাদির বর্ণে রঞ্জিত সুষুম্নাদি নাড়ীকে (৪।৩।২০) অথবা নানাবর্ণের আধার সূর্যকেই (ছাঃ ৮।৬।১) মোক্ষমার্গ মনে করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ১০

যে (যাহারা) অবিদ্যাম্ উপাসতে (অবিদ্যার সেবা করে, সাধ্য-সাধনাত্মক বৈদিক কর্মে তৎপর হয়) [তাহারা] অন্ধম্ তমঃ (দর্শনপ্রতিরোধক বা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ধকারে বা সংসারমার্গে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে)। যে উ (যাহারা আবার) বিদ্যায়াম্ রতাঃ ([কর্মপ্রতিপাদক] ত্রয়ীবিদ্যায় অভিরত) তে (তাহারা) ততঃ ভূয়ঃ ইব (তাহা হইতেও অধিকতর) তমঃ [প্রবিশন্তি]। ১০

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা দর্শনবিঘাতক অন্ধকারে প্রবেশ করে ; যাহারা আবার বেদবিদ্যায় রত, তাহারা উহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।"[১] ১০

১ কর্মকাণ্ডের আলোচনায় এইরূপ বুদ্ধি জাত হয়—"বিধিনিষেধই বেদের একমাত্র মর্মার্থ ; ব্রহ্মবিদ্যা উহার অভিপ্রেত নহে। [ঈশ ৯—১১]।

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ॥ ১১

অনন্দাঃ (নিরানন্দ) নাম তে লোকাঃ (সেই লোকসকল) অন্ধেন তমসা (অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ। [যাহারা] অবিদ্বাংসঃ (বিদ্যাহীন) অবোধঃ জনাঃ (অবোধ, আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা), তে (তাহারা) প্রেত্য (মরণের পর) তান্ অভিগচ্ছন্তি (এই সকল লোকে যায়)। [ঈশ ৩]। ১১

"'নিরানন্দ বলিয়া পরিচিত সেইসকল লোক অজ্ঞানতিমিরে আবৃত। যাহারা বিদ্যাহীন ও অবোধ, তাহারা মরণের পর সেখানে যায়।' ১১

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ১২

পূরুষঃ (কোন ব্যক্তি) চেৎ (যদি) অয়ম্ অস্মি (আমি ইনি) ইতি (এইরূপে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) বিজানীয়াৎ (জানেন), [তবে তিনি] কিম্ ইচ্ছন্ (কোন্ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া) কস্য কামায় (কাহার প্রয়োজনে) শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ (শরীরের দুঃখের অনুযায়ী দুঃখী হইবেন) ? ১২

"'কেহ যদি পরমাত্মাকে 'আমি ইনি' এইরূপে জানেন, তবে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় (এবং) কাহার প্রয়োজনে[১] শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন ?' ১২

১ তিনি সর্বাত্মক হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে ভোগ্য বস্তু নাই, ভোক্তাও নাই। সুতরাং দেহোপাধিজনিত দুঃখভোগও নাই।

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽ-
স্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা
তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ১৩

[ব্রহ্মবিদ্ কৃতকৃত্য হন]—অস্মিন্ (এই) সংদেহ্যে (অনেক অনর্থসঙ্কুল) গহনে (বিষম, বিবেকপ্রতিকূল) [দেহে] প্রবিষ্টঃ আত্মা যস্য (যাঁহার, যে ব্রহ্মজ্ঞের, নিকট) অনুবিত্তঃ (অনুলব্ধ [৪।৪।৮]) [ও] প্রতিবুদ্ধঃ ("আমি পরব্রহ্ম" এইরূপে সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন) [অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎকারের দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন] সঃ বিশ্বকৃৎ (বিশ্বের কর্তা)

[অর্থাৎ কৃতকৃত্য] ; হি (কারণ) সঃ সর্বস্য (সকলের) কর্তা, [সমস্তই] তস্য লোকঃ [আত্মা], সঃ উ [সকলের] লোকঃ এব। ১৩

" 'এই অনর্থবহুল ও বিষম দেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ ও সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের কর্তা ; কারণ তিনি সকলের কর্তা, সকলেই তাঁহার আত্মা এবং তিনিই সকলের আত্মা।' ১৩

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভব-
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১৪

[ব্রহ্মবিদের কৃতকৃত্যতা স্বানুভবসিদ্ধ]—ইহ এব সন্তঃ (এই দেহে থাকিয়াই) অথ (কোনও প্রকারে) বয়ম্ (আমরা) তৎ (ব্রহ্মকে) বিদ্মঃ (জানিয়াছি)। ন চেৎ (যদি না) [জানিতাম], অবেদিঃ ([আমি] জ্ঞানহীন) [হইতাম], [এবং] মহতী বিনষ্টিঃ (অনন্ত অনর্থপরম্পরা) [হইত], [কেঃ ২।৫]। যে তৎ বিদুঃ (জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি ; অথ (পরন্তু) ইতরে (অপরেরা) দুঃখম্ এব অপিযন্তি (দুঃখই প্রাপ্ত হন)। ১৪

" 'এই দেহে থাকিয়াই আমরা কোনও প্রকারে ব্রহ্মকে জানিয়াছি। যদি না জানিতাম, তবে আমি জ্ঞানহীন[১] হইতাম এবং মহা বিনাশ ঘটিত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন ; কিন্তু অপরেরা দুঃখই প্রাপ্ত হন।' ১৪

১ অবেদিঃ—বেদঃ=বেদন, জ্ঞান ; বেদঃ যাঁহার আছে তিনি বেদী=বেদিঃ ; ন বেদিঃ=অবেদিঃ।

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ১৫

যদা (যখন) এতম্ (এই) দেবম্ (দ্যুতিমান্ বা [কর্মফল] দাতা), ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের, অর্থাৎ কালত্রয়ের) ঈশানম্ (স্বামী) আত্মানম্ (আত্মাকে) অঞ্জসা (সাক্ষাৎভাবে) অনুপশ্যতি (গুরুর উপদেশ অনুযায়ী দর্শন করেন), ততঃ (তখন, সেই দর্শনের ফলে) [কাহাকেও] ন বিজুগুপ্সতে (নিন্দা করেন না)। ১৫

" 'কেহ যখন এই জ্যোতির্ময় ও ত্রিকালের ঈশ্বর আত্মাকে (গুরুর উপদেশ অনুসারে) সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, তখন তিনি কাহারও নিন্দা করেন না।[১]' ১৫

১ দ্বৈতদর্শনেই নিন্দা সম্ভব। সর্বাত্মদর্শী কাহার নিন্দা করিবেন ?

যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ১৬

[ঈশ্বর কালাবচ্ছিন্ন নহেন]—যস্মাৎ অর্বাক্ (যে ঈশ্বর হইতে অধোবর্তী, যে ঈশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া তদতিরিক্ত বিষয়ে ব্যাপৃত, থাকিয়া) সংবৎসরঃ (সম্বৎসর) অহোভিঃ ([স্বাবয়ব] দিবসসকলের সহিত) পরিবর্ত্ততে (আবর্তিত হয়), তৎ অমৃতম্ জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ (সেই [সূর্যাদি] জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অমর জ্যোতিকে [মুঃ ২।২।৯], দেবাঃ (দেবগণ) আয়ুঃ হ উপাসতে (আয়ুরূপে উপাসনা করেন)। ১৬

" যাঁহার নিম্নে সম্বৎসর দিবসসমূহের সহিত আবর্তিত হইতেছে, সেই জ্যোতির্ময়দিগের অমর জ্যোতিকে দেবগণ আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন।[১]' ১৬

১ এই উপাসনার ফলে দেবগণ আয়ুষ্মান্ হইয়াছেন। অপর আয়ুষ্কামীও তাঁহাকে ঐরূপে উপাসনা করিবেন।

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ১৭

[সর্বাধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্ম অমৃত]—যস্মিন্ (যাঁহাতে) পঞ্চ (পাঁচটি) পঞ্চজনাঃ ([গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, ও রাক্ষসগণ ; অথবা ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও নিষাদগণ—এই পাঁচ জাতির জীবরূপ] পঞ্চজন), আকাশঃ চ ([সূত্র যাহাতে ওতপ্রোত—৩।৮।১১, সেই] অব্যাকৃতও) প্রতিষ্ঠিতঃ, [আমি] তম্ আত্মানম্ এব (সেই আত্মাকেই) অমৃতম্ ব্রহ্ম মন্যে (অমর ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি)। [ব্রহ্মকে] বিদ্বান্ (জানিয়া) [আমি] অমৃতঃ [হইয়াছি]। ১৭

" 'পাঁচটি পঞ্চজন এবং অব্যাকৃত যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমর ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। আমি তাঁহাকে জানিয়া অমর হইয়াছি।' ১৭

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ১৮

যে (যাঁহারা) প্রাণস্য প্রাণম্ (প্রাণের প্রাণ), উত (ও) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (নয়নের নয়ন), উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (কর্ণের কর্ণ) মনসঃ মনঃ (মনের মনকে) [কেঃ, ১।২] বিদুঃ (জানিয়াছেন); তে (তাঁহারা) পুরাণম্ (শাশ্বত) অগ্র্যম্ (সর্বাগ্রণী, অনাদি), ব্রহ্ম নিচিক্যুঃ (নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন)। ১৮

" 'যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, ও মনের মনকে জানিয়াছেন,[১] তাঁহারা শাশ্বত ও অনাদি ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।' ১৮

১ প্রাণ প্রভৃতি জড় ও করণ ; সুতরাং কুঠারাদি করণ যেমন আপনাদের হইতে ভিন্ন চেতন পুরুষের অধীন, তেমনি প্রাণাদিও চেতনের অধীন—ইত্যাকার শ্রুত্যুক্ত অনুমানের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১৯

[ব্রহ্মদর্শনের সাধন বলা হইতেছে]—মনসা এব (মনেরই দ্বারা) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যোপদেশের অনুযায়ী দ্রষ্টব্য)। ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা কিঞ্চন ([স্বগত, স্বজাতীয়, বা বিজাতীয়] কোন প্রকার ভেদই) ন অস্তি (নাই)। যঃ (যিনি) ইহ নানা ইব (ভিন্নপ্রায় বস্তু) পশ্যতি (দেখেন) সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (মৃত্যুর পর মৃত্যুকে পান, পুনর্বার জন্মমৃত্যুর অধীন হন)। ১৯

" 'মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য।[১] ইহাতে কোন ভেদ নাই। যিনি ইহাতে ভেদপ্রায় কিছু দেখেন,[২] তিনি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর অধীন হন।' ১৯

১ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্যমনের অতীত বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু মন যখন শ্রবণাদির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তদাকারাকারিত হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ মনে যখন অখণ্ড ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হয়, তখন ব্রহ্মকে বৃত্তিব্যাপ্য বলা হয়। কিন্তু তিনি ফলব্যাপ্য নহেন, অর্থাৎ চিদাভাসের প্রকাশ্য নহেন—জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগন্তব্য নহেন; কেননা তিনি জ্ঞাতার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

২ অবিদ্যা থাকিলে ভেদজ্ঞান দূর হয় না; কারণ উহা অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিভাগও অবিদ্যাসম্ভূত।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ২০

অপ্রময়ম্ (=অপ্রমেয়ম্, অজ্ঞেয়) ধ্রুবম্ (কূটস্থ, অবিচল), এতৎ (এই) [ব্রহ্ম] একধা এব (কেবল এক [বিজ্ঞানঘন, একরস, ও আকাশের ন্যায় নিরন্তর] রূপে) অনুদ্রষ্টব্যম্। আত্মা বিরজঃ ([ধর্মাধর্মাদি] মলশূন্য), আকাশাৎ পরঃ (অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন, সূক্ষ্ম, বা ব্যাপী), অজঃ (জন্মাদি [ছয় বিকার—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয়, মরণ] শূন্য), মহান্ (অনন্ত), ধ্রুবঃ (অবিনাশী)। ২০

" 'অপ্রমেয় ও ধ্রুব ইনি একই রূপে অনুদ্রষ্টব্য।[১] এই আত্মা বিরজ, অব্যাকৃতেরও অতীত, অজ, মহান্ ও অবিনাশী।' ২০

১ অপ্রমেয়=প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞেয়; কিন্তু শ্রুতি হইতে জ্ঞেয়। শ্রুতিও কিন্তু সাক্ষাৎভাবে স্বর্গাদি-বিষয়ের ন্যায় ব্রহ্মোপদেশ দেন না; পরন্তু জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রভৃতি নিষেধের দ্বারাই (২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) পরব্রহ্মের নির্দেশ করেন। সুতরাং "অপ্রমেয়" অথচ "অনুদ্রষ্টব্য" এইরূপ বলা অযৌক্তিক নহে। ব্রহ্মে আত্মভাব করা, অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মভাব ত্যাগ করাই, ব্রহ্মজ্ঞান।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ। ইতি ॥ ২১

ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ (ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু) তম্ এব (সেই আত্মাকেই) [শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট] বিজ্ঞায় (জানিয়া) প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত (তত্ত্বপরায়ণ বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন)। [তিনি] বহূন্ শব্দান্ (বহু শব্দ) ন অনুধ্যায়াৎ (চিন্তা করিবেন না), হি তৎ (উহা) বাচঃ বিগ্লাপনম্ (বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর) [মুঃ ২।২।৫]। ইতি। ২১

" 'ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা অবলম্বন করিবেন। তিনি বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না,[১] কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর।' ২১

১ প্রজ্ঞার সহায়ক ও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক অল্প শব্দের চিন্তাভিন্ন অন্য চিন্তা করিবেন না—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ" (মুঃ ২।২।৬)।

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষভূ তাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং

লোকানামসংভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২

[ব্রহ্মোপদেশেই সমস্ত বেদের সার্থকতা—ইহা দেখানো হইতেছে]—যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (যিনি বুদ্ধিতে উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত) [বলিয়া পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছেন—৪।৩।৭] সঃ বৈ (পূর্বোক্ত তিনি) এষঃ (এই) মহান্ অজঃ আত্মা (পরমাত্মাই [অন্য কেহ নহেন]); [সুষুপ্তিকালে এই জীব] অন্তর্হৃদয়ে এষঃ যঃ আকাশঃ (হৃদয়মধ্যে আকাশ-শব্দবাচ্য যে পরমাত্মা আছেন,) তস্মিন্ শেতে (তাঁহাতে শয়ন করেন [২।১।১৭])। [ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্মভূত সেই জীব] সর্বস্য (সকলের) বশী (নিয়ামক) [৩।৮।৯], সর্বস্য ঈশানঃ (প্রভু), সর্বস্য অধিপতিঃ (শাসক ও পালক)। সঃ সাধুনা কর্মণা (শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা) ন ভূয়ান্ (মহীয়ান্ হন না), অসাধুনা (প্রতিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা) কনীয়ান্ (হীনতর) নো এব। [ইনি শাসনাদি করিয়াও পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না; কারণ] এষঃ সর্বেশ্বরঃ (সকলের অর্থাৎ কর্মেরও ঈশ্বর), এষঃ ভূতাধিপতিঃ (সকল জীবের অধিপতি), এষঃ ভূতপালঃ (সর্বভূতের পালক)। এষাম লোকানাম্ (এই লোকসকলের)

অসংভেদায় (অমিশ্রণের জন্য, পরস্পরকে পৃথক রাখিবার জন্য) এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ ([বর্ণাশ্রমাদির] বিধারক বাঁধ বা প্রাচীর)। তম্ এতম্ (উক্ত ইঁহাকে, ব্রহ্মকে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা) বেদানুবচনেন (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া, নিত্যস্বাধ্যায়ের দ্বারা), যজ্ঞেন (যজ্ঞের দ্বারা), দানেন (দানের দ্বারা), অনাশকেন (রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সেবন কেবল শরীর রক্ষার্থ, যদৃচ্ছালাভসন্তোষরূপ) তপসা (তপস্যাদ্বারা) [কিন্তু কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদির দ্বারা নহে] বিবিদিষন্তি (জানিতে ইচ্ছা করেন) [গীতা ১৮।৫, ৪।৩০]। এতম্ এব (ইঁহাকেই) বিদিত্বা (জানিলে) মুনিঃ ভবতি (যোগী, জীবন্মুক্ত, হন) [অন্যকে জানিলে নহে]। প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসীরা) এতম্ এব লোকম্ (এই আত্মরূপ লোককেই [অন্য লোকত্রয়কে নহে]) ইচ্ছন্তঃ (ইচ্ছা করিয়া) প্রব্রজন্তি (পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সন্ন্যাসী হন)। তৎ এতৎ (পরিব্রজ্যাবিষয়ে [অর্থবাদবাক্যাত্মক] কারণ এই)—যেষাম্ নঃ (যে আমাদের পক্ষে) অয়ম্ আত্মা অয়ম্ লোকঃ (এই আত্মাই অভিপ্রেত ফল [লোকত্রয় অভিপ্রেত নয়]) [সেই আমরা] প্রজয়া [বাহ্যলোকের সাধন] সন্তানের দ্বারা) [এবং কর্ম ও উপাসনার দ্বারা] কিম্ করিষ্যামঃ (কি করিব) ইতি (এই মনে করিয়া) পূর্বে বিদ্বাংসঃ (প্রাচীন আত্মজ্ঞেরা) প্রজাম্ (সন্তান [অর্থাৎ সন্তানাদি বাহ্য সাধন]) হ বৈ (অবশ্যই) ন কাময়ন্তে স্ম (কামনা করেন নাই) [বাহ্য কর্মাদিতে লিপ্ত হন নাই]। তে (তাঁহারা) পুত্রৈষণায়াঃ…চরন্তি স্ম ; যা…ভবতঃ [৩।৫।১ দ্রঃ]। সঃ এষঃ…রিষ্যতি [৪।২।৪ দ্রঃ]। অতঃ (এই শরীরাদি ধারণের জন্য) পাপম্ অকরবম্ (আমি পাপ করিয়াছি), [অতএব আমার অনিষ্ট হইবে] ইতি ; অতঃ কল্যাণম্ ([ফলার্থী হইয়া যজ্ঞদানাদি] শুভকর্ম) অকরবম্ [অতএব সুখভোগ করিব] ইতি—এতে (এই উভয় [দুঃখ ও হর্ষের] চিন্তা) এতম্ উ (এই বিদ্বান্‌কে) ন এব হ তরতঃ (অবশ্যই আকুলিত করে না)। এষঃ এতে উভে উ হ (এই [পাপপুণ্যাত্মক] উভয় কর্ম) তরতি এব (অতিক্রম করেন) [তাঁহার পক্ষে উভয় কর্মের ত্যাগ হয়]। কৃত-অকৃতে (সম্পাদিত বা অসম্পাদিত [নিত্য] কর্ম) [ফলোৎপাদন বা প্রত্যবায়োৎপাদন করিয়া] এনম্ (ইঁহাকে) ন তপতঃ (সন্তাপিত করে না) [তাঁহার সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ হয়—গীতা ৪।৩৭]। ২২

"এই যে আত্মা বুদ্ধিতে উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি এই মহান্ ও জন্মরহিত পরমাত্মাই বটেন। হৃদয়ের মধ্যে

আকাশ-শব্দবাচ্য যে পরমাত্মা আছেন, তাঁহাতে ইনি (সুষুপ্তিকালে) শয়ন করেন। ইনি সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর, ও সকলের অধিপতি। ইনি শুভকর্মের দ্বারা মহীয়ান্ বা অশুভকর্মের দ্বারা হীনতর হন না; (কারণ) ইনি সর্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ও ইনি ভূতপাল। এই লোক-সকলকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য ইনি তাহাদের বিধারক সেতু। ব্রাহ্মণগণ নিত্যস্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান ও রাগদ্বেষরহিত বিষয়সেবনরূপ তপস্যার দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।[১] তাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াই মুনি হন। পরিব্রাজকগণ এই আত্মাকে পাইবার ইচ্ছায় পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই পরিব্রজ্যার কারণ এই—'আমাদের, যাহাদের নিকট এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত ফল, সেই আমরা সন্তান (প্রভৃতির) দ্বারা কি করিব?'—এই মনে করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা মোটেই সন্তানকামনা করেন নাই।[২] তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিয়াছিলেন; কারণ যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা, এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই পুত্রকামনা—কেন না এই উভয়েই কামনা। এই আত্মা তিনিই, যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি অগ্রহণীয়, কারণ তিনি গৃহীত হন না; তিনি অক্ষয়, কারণ তাঁহার ক্ষয় হয় না; তিনি অসঙ্গ, কারণ তিনি আসক্ত হন না; তিনি অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত ও বিনষ্ট হন না। 'এই জন্য পাপ করিয়াছি, এই জন্য পুণ্য করিয়াছি'—এই উভয় চিন্তা ইঁহাকে আকুল করে না, ইনি এই উভয়কে অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত কর্ম ইঁহাকে সন্তাপিত করে না। ২২

১ কাম্য ভিন্ন অপর বৈদিক (যজ্ঞাদি) কর্ম, নিত্য স্বাধ্যায়, ও দান চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে সন্ন্যাস ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ সমস্ত বেদই আত্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

২ অতএব ইদানীন্তন মুমুক্ষুরাও করিবেন—ইহাই বিধি।

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্—

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্।
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন। ইতি।

তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোক সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি ॥ ২৩

তৎ এতৎ (এই বস্তুই) ঋচা (মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (প্রকাশিত হইয়াছে)—ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মজ্ঞের) এষঃ (ইহা ['নেতি নেতি' ইত্যাদিতে প্রকাশিত]) নিত্যঃ (শাশ্বত) মহিমা ; [কারণ উহা কর্মণা ন বর্ধতে (কর্মের দ্বারা বর্ধিত হয় না), নো কনীয়ান্ (হ্রাসপ্রাপ্তও হয় না) । তস্য এব (ঐ মহিমারই) পদবিৎ (স্বরূপের জ্ঞাতা) স্যাৎ (হইবে) ; তম্ (ঐ মহিমাকে) বিদিত্বা (জানিয়া) পাপকেন কর্মণা (পাপকর্মের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ইতি। তস্মাৎ (সুতরাং) এবংবিৎ ('কর্ম ও কর্মফলের সহিত আত্মা অসম্বদ্ধ"—ইহা যিনি আপাততঃ জানিয়াছেন তিনি) শান্তঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে বিরত), দান্তঃ (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত), উপরতঃ (সমস্ত বাসনাশূন্য, সন্ন্যাসী), তিতিক্ষুঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) [৩।৫।১] আত্মনি এব (দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে) আত্মানম্ (প্রত্যক্‌চৈতন্যকে) পশ্যতি (দেখেন), সর্বম্ (সমস্তকে) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপে) পশ্যতি ; পাপ্মা (পাপ) এনম্ (ইঁহাকে) ন তরতি (ধরিতে

পারে না), [ইনি] সর্বম্ পাপ্মানম্ (সমস্ত পাপকে) তরতি (অতিক্রম করেন) ; পাপ্মা এনম্ ন তপতি (সন্তপ্ত করে না), সর্বম্ পাপ্মানম্ (পাপকে) তপতি (দগ্ধ করেন)। [তিনি] বিপাপঃ (বিগতপাপ), বিরজঃ (বিগতকাম), অবিচিকিৎসঃ (বিগতসংশয়) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবিদ্, মুখ্যব্রাহ্মণ) ভবতি। [হে] সম্রাট্, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) ; এনম্ প্রাপিতঃ অসি ([আমার উপদেশে] আপনি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন)—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। [জনক]—সঃ অহম্ ভগবতে (আপনাকে) বিদেহান্ (বিদেহদেশ), [এবং উহার] সহ (সহিত) মাম্ চ অপি (আমাকেও) দাস্যায় (দাসকর্মের জন্য) দদামি (দিতেছি) ইতি। ২৩

"এই বস্তুই ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—'ইহা ব্রহ্মজ্ঞের নিত্য মহিমা ; (কারণ) ইহা কর্মের দ্বারা বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ঐ মহিমারই স্বরূপ অবগত হইবে। ঐ মহিমাকে জানিলে পাপে লিপ্ত হন না।' এই জন্যই এইরূপ জ্ঞানী, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলিয়া সন্দর্শন করেন ; পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন ; পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না, ইনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ, ও বিগতসন্দেহ ব্রহ্মজ্ঞ হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক ; আপনি ইঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছিলেন। (জনক বলিলেন)— "এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে বিদেহরাজ্য এবং তাহার সহিত আমাকেও দাসকর্মের জন্য দান করিতেছি।" ২৩

১ এই কণ্ডিকায় পাপ=পাপ ও পুণ্য। বিদ্বান্ উভয়াতীত।

স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ২৪

সঃ বৈ ([জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকায় বর্ণিত] উক্ত) এষঃ আত্মা মহান্, অজঃ, অন্ন-অদঃ ([সর্বভূতে অবস্থানপূর্বক সমস্ত] অন্নের ভক্ষক), বসুদানঃ (ধনের, সর্বপ্রাণীর কর্মফলের দাতা)। য এবম্ বেদ (আত্মাকে এইরূপ বসুদান বলিয়া জানেন) [তিনি সর্বভূতের আত্মা হইয়া অন্নভক্ষক হন, এবং] বসু (সকলের কর্মফল) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন)। [অথবা—যিনি এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আত্মাকে (বেদ) উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোক্তা হন ও (বসু) পশুসম্পদাদি প্রাপ্ত হন]। ২৪

উক্ত এই আত্মাই মহান্, অজ, অন্নাদ ও কর্মফলদাতা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি (ঐ সকল) ফল লাভ করেন। ২৪

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মা-
ভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অধুনা সমগ্র গ্রন্থের অর্থ এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে]—সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ (জরাহীন, বিপরিণামশূন্য), [অজ ও অজর বলিয়া] অমরঃ (অবিনাশী), [অতএব] অমৃতঃ (মরণহীন), [জন্মমরণাদিহীন হওয়ায়] অভয়ঃ (ভয়শূন্য, অবিদ্যাশূন্য), ব্রহ্ম (নিরতিশয় মহৎ, অনন্ত)। অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম (অভয়ই ব্রহ্ম)। যঃ এবম্ বেদ, [তিনি] অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি। ২৫

উক্ত এই আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ও ব্রহ্ম। অভয়ই ব্রহ্ম।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম হন। ২৫

১ আত্মা জন্মমরণাদি সমস্ত বিকারের অতীত ; সুতরাং তিনি তাহাদের ফল মৃত্যুরূপ কাম কর্ম-মোহাদিরও অতীত। এই সকল না থাকায় তিনি অভয়। অবিদ্যার কার্য ভয় ও বিকার আত্মাতে নিষিদ্ধ হওয়ায় অবিদ্যাও নিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম অভয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অতএব আত্মা ব্রহ্ম।

চতুর্থাধ্যায়—পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণ

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্ বৃত্তমুপাকরিষ্যন্॥ ১

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি॥ ২

[নিগমনস্থানীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে (ভূমিকা দ্রঃ)। এই ব্রাহ্মণের প্রায় সমস্তই ২।৪ ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে]। অথ (অনন্তর) [হেতু অবলম্বনে উপদেশের পর আগম-অবলম্বনে নিগমন করা হইতেছে])—হ (একদা) যাজ্ঞবল্ক্যস্য (যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির) দ্বে ভার্যে (দুই পত্নী)—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ বভূবতুঃ (ছিলেন)। তয়োঃ (তাঁহাদের মধ্যে) মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মবদনশীলা) বভূব হ, তর্হি (তখন) কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা এব (নারীজনোচিত [সাংসারিক] মতিসম্পন্না) [বভূব]। অথ হ (এতদবস্থায়) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎ বৃত্তম্ ([গার্হস্থ্যভিন্ন] অন্যবিধ জীবন; সন্ন্যাস) উপাকরিষ্যন্ (স্বীকরণে উৎসুক হইয়া) [ছিলেন, এবং] যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ী ইতি, অহম্ অস্মাৎ স্থানাৎ (এই গার্হস্থ্যাবস্থা হইতে) প্রব্রজিষ্যন্ বৈ অস্মি (পরিব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হইয়াছি)। হন্ত…ইতি [২।৪।১ দ্রঃ]। ১—২

এখন, যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী নারীবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যবিধ জীবন অবলম্বনে উৎসুক হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি এই আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিতে

উদ্যত হইয়াছি। তোমার সম্মতি থাকিলে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার সম্বন্ধের অবসান করিতে চাই।" ১—২

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহোত নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩

সা…স্যাৎ, তেন নু অহম্ (তাহার দ্বারা কি আমি) অমৃতা স্যাম্ (অমর হইব), আহো ন [স্যাম্] (অথবা হইব না) ইতি। [২।৪।২ দ্রঃ]। ৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিই বা ধনপরিপূর্ণ এই সমগ্রা পৃথিবী আমার হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইব কিংবা হইব না ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না। সম্পৎশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন (ভোগলিপ্ত), তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হইবে, পরন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বের আশা নাই।" ৩

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৪

মৈত্রেয়ী বলিলেন, যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তদ্দ্বারা আমি কি করিব ? আপনি যাহা অমরত্বের সাধন বলিয়া অবগত আছেন, কেবল তাহাই আমায় বলুন।" ৪

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫

সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ভবতী (=ভবন্তী, তুমি) নঃ (আমার নিকট) প্রিয়া বৈ খলু সতী (প্রিয়া থাকিয়াই ; পূর্বেও প্রিয়া ছিলে, এখনও) প্রিয়ম্ অবৃধৎ ([আমার] প্রিয় বিষয়ই বাড়াইলে, বাছিয়া লইলে)। হন্ত, তর্হি (তাহা হইলে) [হে.] ভবতি (মহাশয়া), এতৎ (ইহা) ব্যাখ্যাস্যামি···ইতি [২।৪।৪ দ্রঃ]। ৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি পূর্বেও আমার আদরণীয়া ছিলে, এখনও আমার চিত্তানুকূল বিষয়ই নির্ধারণ করিলে। হে প্রিয়ে, তোমার অভিরুচি হইলে তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব ; কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন করিও।" ৫

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায়

দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৬

সঃ উবাচ হ···নিদিধ্যাসিতব্যঃ [২।৪।৫ দ্রঃ]। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মনি খলু দৃষ্টে (আত্মা দৃষ্ট হইলেই), শ্রুতে ([আচার্য ও আগম হইতে] শ্রুত হইলে), মতে ([যুক্তিদ্বারা] বিচারিত হইলে), বিজ্ঞাতে (নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইলে) ইদম্ সর্বম্ বিদিতম্ (এই সমস্তই জ্ঞাত হয়)। ৬

তিনি বলিলেন, "···পশুদিগের জন্যই যে পশুগণ প্রিয় হয় তাহা নহে; (মানুষের) নিজের প্রয়োজনেই পশুগণ প্রিয় হয়।···বেদসমূহের জন্যই যে বেদরাশি প্রিয় হয় তাহা নহে; (বেদজ্ঞাদির) নিজ প্রয়োজনেই বেদরাশি প্রিয় হয়।···প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, বিচারিত, ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জ্ঞাত হয়।"

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো

ভূতানি বেদ সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো সর্বং বেদেদংব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ ৭

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০

[৭—১০ এর অন্বয়ার্থাদি—২।৪।৬-৯ এ দ্রঃ] । ৭—১০

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১১

সঃ···ব্যাখ্যানানি [২।৪।১০ দ্রঃ] । ইষ্টম্ (যজ্ঞ), হুতম্ (আহুতি) আশিতম্ (অন্ন), পায়িতম্ (পান), অয়ম্ চ লোকঃ (ইহলোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক), সর্বাণি চ ভূতানি (সকল প্রাণী) অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ । এতানি অস্য এব নিঃশ্বসিতানি ।১১

"···যজ্ঞ, আহুতি, অন্ন, পান, ইহলোক, পরলোক, সকল প্রাণী এই পরমাত্মারই নিঃশ্বাসসদৃশ । এই সকল ইহারই নিঃশ্বাসসদৃশ । ১১

স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১২

[অন্বয়ার্থাদি—২।৪।১১ দ্রঃ]। ১২

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৩

[বিদ্যোদয়ে সমস্ত কার্য লয় হইলে আত্মা যেরূপ অবস্থান করেন] সঃ (সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—সৈন্ধবঘনঃ (লবণখণ্ড) যথা (যেমন) অনন্তরঃ অবাহ্যঃ (অন্তর ও বাহির—ইত্যাকার ভেদশূন্য [অর্থাৎ তাহার সর্বত্রই লবণ]) কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব (সর্বাংশেই সমরস), অরে এবম্ বৈ (এইরূপই) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) অনন্তরঃ, অবাহ্যঃ, কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব (সর্বাংশেই কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ)। [অপরাংশ—২।৪।১২ দ্রঃ]। ১৩

"দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড যেমন অন্তর্বহিঃশূন্য, সর্বাংশেই সমরস, হে প্রিয়ে, তেমনি এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন। (আত্মার খণ্ডিতভাবটি) এই ভূতবর্গ-অবলম্বনে প্রকাশ লাভ করিয়া ভূতবর্গের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়। কার্যকরণবিমুক্ত হইলে আর বিশেষ

(ব্যক্তিত্ব) বোধ থাকে না। হে প্রিয়ে, আমি ইহাই বলিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছিলেন। ১৩

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্য-বিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা ॥ ১৪

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অত্র এব (এই প্রজ্ঞানঘনবিষয়েই) ["বোধ থাকে না" ইহা বলিয়া] ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) মোহান্তম্ (মোহমধ্যে) আপীপিপৎ (=আপীপদৎ, ফেলিলেন) ; [কারণ ব্রহ্মে গমন করিলে জ্ঞাননাশ হয়, ইহা বোধগম্য নহে] ; অহম্ ইমম্ ([উক্ত লক্ষণযুক্ত] এই আত্মাকে) ন বৈ বিজানামি (মোটেই বুঝিতেছি না) ইতি। সঃ উবাচ হ—অরে, অহম্ ন বৈ মোহম্ ব্রবীমি (হেঁয়ালি বলিতেছি না) ; অরে, অয়ম্ [বিজ্ঞানঘন] আত্মা বৈ অবিনাশী (বিক্রিয়াশূন্য), অনুচ্ছিত্তিধর্মা (উচ্ছেদ-বিহীন)। ১৪

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "এখানেই আপনি আমাকে মোহে (বিভ্রান্তিতে) ফেলিলেন ; আমি এই আত্মাকে মোটেই ধারণা করিতে পারিতেছি না।" তিনি উত্তর দিলেন, "প্রিয়ে, আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। প্রিয়ে, এই আত্মা অবশ্যই বিকারবিহীন ও উচ্ছেদবিহীন।[১]" ১৪

১ জীবাত্মা কার্যকরণবিমুক্ত হইয়া নিজ পূর্ণ, বিজ্ঞানঘন স্বরূপে অবস্থিত হন—উহা তাঁহার বিনাশ নহে। বিদ্যাবস্থায় মিথ্যা, দ্বৈত উপাধিরই—বিশেষজ্ঞানেরই—মাত্র বিনাশ হয়।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ

কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥ ১৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

পশ্যতি (দেখে), রসয়তে (আস্বাদন করে) [২।৪।১৪]। সঃ এষঃ···রিষ্যতি [৪।২।৪]। বিজ্ঞাতারম্···বিজানীয়াৎ [২।৪।১৪]। মৈত্রেয়ি, ইতি (এইরূপে) উক্ত-অনুশাসনা অসি (তুমি লব্ধোপদেশ হইলে)। অরে, এতাবৎ খলু (এইটুকু মাত্রই, এই আত্মদর্শন মাত্রই) অমৃতত্বম্ (অমরত্বের সাধন)—ইতি উক্ত্বা (বলিয়া) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার হ (চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন)।১৫

"কারণ যখন (ব্রহ্মে) দ্বৈতপ্রায় হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত ইহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কি দিয়া কাহাকে বলিবে, কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া কাহাকে ভাবিবে, কি দিয়া কাহাকে ছুঁইবে, কি দিয়া কাহাকে জানিবে ? যাঁহার দ্বারা লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে ? যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা

হয়, ইনিই সেই আত্মা। ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না ; ইনি অক্ষয়, কারণ ইঁহার ক্ষয় নাই ; ইনি অসঙ্গ, কারণ ইঁহার আসক্তি নাই ; ইনি বদ্ধ নহেন, অতএব ইঁহার ব্যথা নাই ও বিনাশ নাই। প্রিয়ে, (যিনি সকলের জ্ঞাতা) সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে? হে মৈত্রেয়ি, এইরূপে তুমি উপদিষ্টা হইলে। প্রিয়ে, অমৃতত্বের সাধন এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ১৫

চতুর্থাধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্ গার্গ্যো গার্গ্যাদ্ গার্গ্যো গৌতমাদ্ গৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্ গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কা-

চ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টিগৌতমাদ্ গৌতমো গৌতমাদ্ গৌতমো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্ গালবো বিদর্ভী কৌণ্ডিন্যাদ্ বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্ বৎসনপাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্ বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্ দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ংভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়ঃ ॥

[ইহা যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের বংশ। অন্বয়ার্থ—২।৬ দ্রঃ]।

পঞ্চমাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো
বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্॥

অদঃ (উহা, ব্রহ্ম) পূর্ণম (সর্বব্যাপী, অনন্ত); ইদম্ (এই সোপাধিক কার্যব্রহ্ম) পূর্ণম্
([স্বস্বরূপে] অনন্ত)। পূর্ণাৎ (কারণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (কার্যব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্গত
হন)। পূর্ণস্য (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণম্ [=পূর্ণত্বম্] আদায় (পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, বিদ্যাদ্বারা
অবিদ্যাকৃত ভেদ দূর করিয়া প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিলে)
পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন, স্বরূপে অবস্থান করেন)।
[যিনি] খম্ ব্রহ্ম (আকাশ-ব্রহ্ম) [তিনি] ওম্ (ওম্-শব্দ-বাচ্য বা ওম্-শব্দ-স্বরূপ)।
খম্ পুরাণম্ ([পরমাত্মস্বরূপ] আকাশ চিরন্তন)। কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ আহ স্ম হ
(বলিয়াছিলেন)—বায়ুরম্ (বায়ুর অর্থাৎ সূত্রের আধারই; অব্যাকৃতই) খম্ ইতি।
[যেহেতু] যৎ বেদিতব্যম্ (যিনি বিজ্ঞেয়, যে ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রকাশ্য বা বাচ্য) [তাঁহাকে]
এনেন (এই প্রণবের দ্বারা) [লোকে] বেদ (জানে); [অতএব] ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ
(ব্রাহ্মণেরা জানিয়াছিলেন) [যে], অয়ম্ (এই প্রণব) বেদঃ (ব্রহ্মের বাচক [বেত্তি
অনেন ইতি বেদঃ])। [অথবা—এই বাক্যে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিহিত ওঙ্কারের প্রশংসা
হইতেছে। যথা—অয়ম্ বেদঃ (উহা সর্ববেদস্বরূপ) (ছাঃ ২।২৩।৩), (এবং) যৎ বেদিতব্যম্
(যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, সমস্তই) এনেন বেদ,—(ইহা) ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ]।১

"তিনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব

গ্রহণ (অর্থাৎ স্বানুভবগোচর) করিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকেন।[১] ওমই আকাশব্রহ্ম—আকাশ চিরন্তন।[২] কৌরব্যায়ণীপুত্র বলিয়াছিলেন, "বায়ুর আধারই আকাশ।[৩]" যিনি বিজ্ঞেয় (ব্রহ্ম), (লোকে) তাঁহাকে প্রণবেরই দ্বারা জানে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন (যে), উহা (ব্রহ্মের) বাচক। ১

১ যিনি নিরুপাধিক পূর্ণব্রহ্ম তিনি সোপাধিক পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন (কঃ ২।১।১০); কিন্তু উপাধিনিবন্ধন তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না। তাঁহার স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—উপাধির প্রতি দৃষ্টি দিলে উহা বলা চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পূর্ণস্বরূপের অবস্থান সম্ভব হয় (১।৪।১০)।

২ "ওম্ খম্ ব্রহ্ম"—এই মন্ত্রে প্রণবে ব্রহ্মের ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। "খম্"শব্দে পাছে ভূতাকাশ বুঝায়, এইজন্য বলা হইল, "খম্ পুরাণম্—উহা শাশ্বত। ব্রহ্ম বলিতে যে কোনও বৃহৎ বস্তুকে বুঝাইতে পারে; এইজন্য বলা হইল "খম্ ব্রহ্ম"—খম্-এর দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মাই এখানে গ্রাহ্য। প্রণব ব্রহ্মের বাচক (প্রঃ ৫।৬) বা প্রতীক (মুঃ ২।২।৬) —দুই-ই হইতে পারে। উহা আবার পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম উভয়কেই বুঝাইতে পারে (কঃ ১।২।১৭)।

৩ পূর্বে আকাশশব্দে নির্গুণ ব্রহ্মকে ধরা হইয়াছে; কিন্তু কৌরব্যায়ণীপুত্র ঐ শব্দে অব্যাকৃতকে গ্রহণ করেন। যে মতই লওয়া হউক, তাতে প্রণবের বাচকত্ব বা প্রতীকত্ব ব্যাহত হয় না।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ১

[অধুনা দমাদি সাধনত্রয় বিহিত হইতেছে]—ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির তিন প্রকার সন্তানগণ)—দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাঃ—পিতরি প্রজাপতৌ (পিতা প্রজাপতির নিকট) ব্রহ্মচর্যম্ উষুঃ ([শিষ্য হইয়া] ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন)। ব্রহ্মচর্যম্ উষিত্বা (বাস করিয়া) দেবাঃ উচুঃ (বলিলেন)—ভবান্ (আপনি) নঃ (আমাদিগকে) ব্রবীতু (উপদেশ দিন) ইতি। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) দ ইতি এতৎ অক্ষরম্ ("দ" এই অক্ষরটি) উবাচ হ, [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন] ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ (=ব্যজ্ঞাসিষ্ট, তোমরা বুঝিলে তো ?) ইতি। উচুঃ হ—ব্যজ্ঞসিষ্ম (আমরা বুঝিয়াছি) ইতি, দাম্যত (তোমরা দান্ত, দমযুক্ত হও) ইতি নঃ আত্থ (আপনি আমাদিগকে বলিলেন) ইতি। উবাচ হ—ওম্ (হাঁ) ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি। ১

প্রজাপতি তিন (প্রকার) সন্তান—দেবতা, মানুষ ও অসুর—পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্যবাস করিয়া দেবগণ বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন।" (প্রজাপতি) তাঁহাদিগকে "দ" এই অক্ষরটি বলিলেন, (প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন) "বুঝিলে তো ?" (তাঁহারা) বলিলেন, "বুঝিয়াছি ; আপনি আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দান্ত হও।' " (প্রজাপতি) বলিলেন, "হাঁ বুঝিয়াছ।" ১

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২

অথ (অতঃপর) এনম্ (ইঁহাকে)। দত্ত (তোমরা দান কর)। (অপরাংশ পূর্ববৎ]।২

অতঃপর মানুষেরা ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন।" তাঁহাদিগকে "দ" এই অক্ষরটি বলিলেন, (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন)—"বুঝিলে তো?" (তাঁহারা) বলিলেন, "বুঝিয়াছি; আপনি আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দান কর।'" (প্রজাপতি) বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছ।" ২

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু ন ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি ॥ ৩

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

দয়ধ্বম্ (তোমরা দয়া কর)। স্তনয়িত্নুঃ (মেঘরূপী) এষা দৈবী বাক্ (এই দৈববাণী) তৎ এতৎ এব (প্রজাপতির সেই বাণীই) দ দ দ ইতি (এই বলিয়া) [অর্থাৎ] দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্ ইতি—অনুবদতি (অনুসরণ, পুনরাবৃত্তি, করে)। তৎ (সুতরাং) দমম্, দানম্, দয়াম্ ইতি এতৎ ত্রয়ম্, (এই তিনটি) [সকলেই] শিক্ষেৎ (শিক্ষা করিবে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

অতঃপর অসুরেরা ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে শিক্ষা

দিন ” তাঁহাদিগকে “দ” এই অক্ষরটি বলিলেন, (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন)—“বুঝিলে তো ?” (তাঁহারা) বলিলেন, “বুঝিয়াছি ; আপনি আমাদিগকে বলিলেন, ‘দয়া কর।’ (প্রজাপতি) বলিলেন, “হাঁ বুঝিয়াছ।”[১] মেঘরূপী দৈববাণী (আজও) ঐ কথারই আবৃত্তি করিয়া বলে, “দ দ দ—দান্ত হও, দান কর, দয়া কর।” সুতরাং দম, দান ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করা উচিত। ৩

১ দেবতা মানুষ ও অসুর এই তিন শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরই পরিচায়ক বলিয়া ধরিতে পারা যায়। যে সকল মানুষ দেবগণের ন্যায় স্বভাবতই অদান্ত, তাঁহারাই এখানে দেবতা ; যাঁহারা মানুষের ন্যায় লোভী, তাঁহারা মানুষ ; আর যাঁহারা অসুরের ন্যায় ক্রূর, তাঁহারা অসুর। তিন শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্যকালে নিজ নিজ দোষ সম্বন্ধে অবহিত থাকায়, একই ‘দ’ অক্ষর উচ্চারিত হইলেও নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তিনরূপ অর্থ করিলেন। প্রজাপতির সন্তানেরা এই তিনটি উত্তম সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন, অতএব সকল সাধকেরই পক্ষে ঐ তিনটি একত্র গ্রহণ করা উচিত—ইহাই আখ্যায়িকার মর্ম (গীতা ১৬।২১)।

পঞ্চমাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্বং তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি হৃ ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর সোপাধিক ব্রহ্মে অভ্যুদয়প্রদ উপাসনা আরম্ভ হইতেছে]—যৎ হৃদয়ম্ (যাহা হৃদয়, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বুদ্ধি) [বলিয়া খ্যাত, তাহা] এষঃ প্রজাপতিঃ [[পূর্বব্রাহ্মণের উপদেষ্টা] এই প্রজাপতি)। এতৎ (এই হৃদয়) ব্রহ্ম, এতৎ সর্বম্ (ইহা সমস্ত)। তৎ এতৎ হৃদয়ম্ ইতি (উক্ত হৃদয় এই নামটি) ত্র্যক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) ইতি। হৃ ইতি একম্ অক্ষরম্ ("হৃ" ইহা একটি অক্ষর)। যঃ এবম্ বেদ, অস্মৈ (তাঁহার জন্য) স্বাঃ চ অন্যে চ (জ্ঞাতিগণ এবং অপরেরা) অভিহরন্তি (উপহারাদি আনয়ন করে)। দ ইতি একম্ অক্ষরম্। যঃ এবম্ বেদ, অস্মৈ স্বাঃ চ অন্যে চ দদতি ([স্বীয় বীর্য] দান করে)। য়ম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। যঃ এবম্ বেদ, [তিনি] স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) এতি (যান)।১

হৃদয়ই এই প্রজাপতি ; উহা ব্রহ্ম, উহা সমস্ত। উক্ত হৃদয় এই নামটি ত্র্যক্ষর। "হৃ" একটি অক্ষর ; যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার জন্য আত্মীয়গণ ও অপরেরা (উপহার) আহরণ করেন। "দ" একটি অক্ষর ; যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে জ্ঞাতিরা ও অপরের (স্ববীর্য) দান করে। "য়" একটি অক্ষর ; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বর্গে যান।[১] ১

১ শাকল্যব্রাহ্মণে (৩।৯।২০-২৪) দেখানো হইয়াছে, হৃদয়ে নাম রূপ ও কর্মের উপসংহার হয়। সুতরাং উহাই সর্বভূতের অধিষ্ঠান ও সর্বভূতাত্মক প্রজাপতি। অতএব হৃদয়ব্রহ্ম উপাস্য। ইহা স্থির করিয়া প্রথমে হৃদয়ব্রহ্মের নামাক্ষরের উপাসনা বলা হইল। অক্ষরের উপাসনায় তদনুরূপ ফল পাওয়া যায়। যথা—হৃ ধাতুর অর্থ আহরণ করা। বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ (=আত্মীয়) ইন্দ্রিয়গণ ও অসম্বন্ধ (=অপর) শব্দাদি বিষয়সকল বুদ্ধির নিকট ভোগ আহরণ করে এবং বুদ্ধি উহা ভোক্তার নিকট লইয়া যায় ; তেমনি এই উপাসনার ফলে উপাসক ভোগ্যবস্তু পান। দানার্থক "দা" ধাতুরই একটি রূপ "দ"। ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে যেমন হৃদয়ব্রহ্ম দান পান, তেমনি উপাসকও জ্ঞাতি প্রভৃতির দান পান। গত্যর্থক "ই" ধাতুর একটি রূপ "য"। ইহার উপাসনার ফলে উপাসক স্বর্গে যান। যাঁহার নামাক্ষরের উপাসনায় এতাদৃশ ফল হয়, সেই হৃদয়ব্রহ্ম অবশ্য উপাস্য—ইহাই মর্মার্থ।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

তদ্বৈ তদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাঁল্লোকাঞ্জিত ইন্নু সাবসদ্ য এবমেতন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্থ চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[হৃদয়ব্রহ্মের সত্যরূপে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—তৎ বৈ (সেই যে হৃদয়ব্রহ্ম) তৎ
[তিনিই) [প্রকারান্তরে কথিত হইতেছেন]—তৎ এতৎ এব (তিনি এইরূপই) [অর্থাৎ]
সত্যম্ এব (সৎ ও ত্যৎ, মূর্ত ও অমূর্ত বা পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্ম) আস (ছিলেন)। যঃ (যে
কেহ) এতম্ হ (এই) মহৎ (শ্রেষ্ঠ), যক্ষম্ (পূজ্য) প্রথমজম্ (সকলের অগ্রজকে)
সত্যম্ ব্রহ্ম ইতি বেদ, সঃ [সত্যব্রহ্ম যেমন সমস্ত লোককে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তেমনি]
ইমান্ লোকান্ (এই সকল লোক) জয়তি (জয় করেন), [এবং ব্রহ্মের দ্বারা যেমন জগৎ
বশীকৃত] ইন্নু (এই প্রকারে) [তাঁহার দ্বারা শত্রু] জিতঃ (পরাজিত হয়) [ও] অসৌ
(ঐ শত্রু) অসৎ (অস্তিত্বহীন) [হয়]। যঃ এবম্ এতৎ মহৎ যক্ষম্ প্রথমজম্ ব্রহ্ম ইতি
বেদ, [তাঁহার বিদ্যানুরূপ এই ফললাভ হয়]; হি (কারণ) সত্যম্ এব ব্রহ্ম। ১

সেই (যে হৃদয়ব্রহ্ম) তিনিই (কথিত হইতেছেন)—তিনি এতাদৃশ সৎ ও ত্যৎ-স্বরূপই ছিলেন। যে কেহ এই মহান্, পূজ্য, প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এইসকল লোক জয় করেন, এবং এই প্রকারেই তাঁহার শত্রু জিত হয় ও নির্মূল হয়। যিনি এইরূপে এই মহান্, পূজ্য, প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, (তাঁহার এইরূপ ফললাভ হয়); কারণ সত্যই ব্রহ্ম। ১

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥ ১

[সত্যব্রহ্মের স্তুতির জন্য বলা হইতেছে]—ইদম্ ([নামরূপাকারে ব্যাকৃত] এই জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) আপঃ এব (জলরূপে, অগ্নিহোত্রাদিতে প্রক্ষিপ্ত যজ্ঞসমবায়ি তরল আহুতিরূপেই) আসুঃ (ছিল)। তাঃ আপঃ (ঐ জল) সত্যম্ (সত্যকে) অসৃজন্ত (সৃজন করিল)। সত্যম্ ব্রহ্ম ([বৃহৎ, সর্বব্যাপী, মহান্] হিরণ্যগর্ভ)। ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতিম্ (বিরাট্‌কে) [অসৃজত] প্রজাপতিঃ দেবান্ (দেবগণকে) [অসৃজত]। তে দেবাঃ (উক্ত দেবগণ) সত্যম্ এব উপাসতে (উপাসনা করেন)। তৎ এতৎ সত্যম্ ইতি (সেই এই সত্য নামটি) ত্র্যক্ষরম্। স ইতি একম্ অক্ষরম্, তি (=ৎ) ইতি একম্ অক্ষরম্, যম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে (আদি ও অন্ত্য অক্ষরদ্বয়, স ও য) সত্যম্ (যথাভূত) [কারণ উহারা মৃত্যুর অতীত], মধ্যতঃ (মধ্যবর্তী ৎ) অনৃতম্ (মিথ্যা, মৃত্যুস্বরূপ)। তৎ এতৎ অনৃতম্ উভয়তঃ (উভয় দিকে) সত্যেন (সত্যের দ্বারা) পরিগৃহীতম্ (ব্যাপ্ত, অন্তর্ভুক্ত) [হইয়া] সত্যভূয়ম্ এব (সত্য-বহুলই) ভবতি। এবং-বিদ্বাংসম্ (সত্যবাহুল্য ও মিথ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব যিনি জানেন, তাঁহাকে) অনৃতম্ ([ভ্রমকৃত] মিথ্যা [উক্তি]) ন হিনস্তি (ক্ষতিগ্রস্ত করে না)। ১

এই জগৎ পূর্বে জলরূপে[১] ছিল। ঐ জল সত্যকে সৃজন করিল।

এই সত্য হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ বিরাট্‌কে, এই বিরাট্‌ দেবগণকে সৃজন করিলেন। উক্ত দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন।[২] সত্য এই নামটিতে তিনটি অক্ষর আছে। "স" একটি অক্ষর, "ৎ" একটি অক্ষর এবং "য" একটি অক্ষর। প্রথম ও শেষ অক্ষর দুইটি সত্য, মধ্যবর্তীটি মিথ্যা। এই মিথ্যাটি উভয় দিকে সত্য দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সত্যবহুল হয়। যিনি এইরূপ জানেন, মিথ্যা তাঁহার ক্ষতি করে না। ১

১ অগ্নিহোত্রাদির আহুতি জলপ্রধান বলিয়া উহা জলশব্দে উক্ত হইতে পারে। অগ্নিহোত্র সমাধানের পরেও ঐ জল, অর্থাৎ জলপ্রধান ভূতসকল, সূক্ষ্মাকারে থাকিয়া কর্মফলের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ বজায় রাখে এবং পরে জগদাকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্তার সহিত বর্তমান ও জগতের বীজভূত অব্যাকৃত ভূত সকলই জল শব্দের বাচ্য।

২ সৃষ্টির ক্রম দেখাইয়া পূর্বব্রাহ্মণোক্ত বিশেষণগুলির সার্থকতা দেখানো হইল। সত্য প্রথম সৃষ্ট; অতএব প্রথমজ। সেই সত্য ব্রহ্ম, কারণ তিনি মহৎ। তিনি মহৎ, কারণ তিনি সকলের স্রষ্টা। দেবগণ অপরকে ছাড়িয়া সত্যের উপাসনা করেন; অতএব সত্য পূজনীয়।

তদ্‌ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্‌ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্‌ স যদোৎক্রমিষ্যন্‌ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ২

[অধুনা অধিষ্ঠানবিশেষ অবলম্বনে সত্যব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—তৎ যৎ (সেই যে) তৎ সত্যম্‌ (সেই প্রথমজ ব্রহ্ম), অসৌ (ইনি) সঃ আদিত্যঃ (সেই সূর্য)। [অর্থাৎ] যঃ এষঃ (এই যিনি) এতস্মিন্‌ মণ্ডলে (এই সূর্যমণ্ডলে) [অভিমানী] পুরুষঃ, চ

দক্ষিণে অক্ষন্ (ডান চোখে) [অভিমানী] যঃ অয়ম্ পুরুষঃ [তিনিও সত্য ব্রহ্ম]। তৌ এতৌ (এই উভয় পুরুষ) অন্যোন্যস্মিন্ (একে অপরে) প্রতিষ্ঠিতৌ (প্রতিষ্ঠিত)। রশ্মিভিঃ (কিরণ অবলম্বনে) [দৃষ্টির সহায়ক হইয়া] এষঃ (আদিত্যপুরুষ) অস্মিন্ (অক্ষিপুরুষে) প্রতিষ্ঠিতঃ ; অয়ম্ (অক্ষিপুরুষ) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বৃন্দ-সহায়ে) [আদিত্যপুরুষকে প্রকাশ করিয়া] অমুষ্মিন্ (আদিত্যপুরুষে) [প্রতিষ্ঠিত]। সঃ [বিজ্ঞানময়] জীবাত্মা) যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি (দেহত্যাগে উদ্যত হন), [তখন অক্ষিস্থ আদিত্যপুরুষ রশ্মি সংহৃত করিয়া উদাসীন হন বলিয়া জীব] এতৎ মণ্ডলম্ (এই সূর্যমণ্ডলকে) শুদ্ধম্ এব (রশ্মিহীন [চন্দ্র-মণ্ডলতুল্য]) পশ্যতি (দেখেন); এতে রশ্ময়ঃ (এই কিরণসকল) এনম্ ন প্রত্যায়ন্তি (ইঁহার নিকট [আর] আসে না)। ২

যিনি সত্যব্রহ্ম ইনিই সেই আদিত্য—তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষ। এই উভয় পুরুষ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত—আদিত্যপুরুষ রশ্মি অবলম্বনে অক্ষিপুরুষে প্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষিপুরুষ ইন্দ্রিয়বৃন্দের সহায়ে আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা যখন দেহত্যাগে উদ্যত হন, তখন এই আদিত্যমণ্ডলকে রশ্মিহীন দেখেন, (তখন) এই রশ্মিসকল ইঁহার নিকট আসে না।[১] ২

১ পরস্পরের উপকার হইতে প্রমাণ হয়—ইঁহারা অভিন্ন।

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩

এতস্মিন্ মণ্ডলে যঃ এষঃ পুরুষঃ তস্য (তাঁহার) শিরঃ (মস্তক) ভূঃ ইতি (ভূঃ এই ব্যাহৃতি) ; [কারণ উভয়ের সাদৃশ্য আছে]—শিরঃ একম্, এতৎ (ভূঃ এই) অক্ষরম্ একম্। ভুবঃ ইতি (ভুবঃ এই ব্যাহৃতি) বাহূ (দুই হস্ত) ; [কারণ] বাহূ দ্বৌ (দুইটি),

এতে অক্ষরে দ্বে। স্বঃ ইতি (স্বর্ এই ব্যহৃতি) প্রতিষ্ঠা (চরণ); [কারণ] প্রতিষ্ঠে দ্বে (চরণ দুইটি), এতে অক্ষরে দ্বে। তস্য উপনিষৎ (রহস্য-নাম) অহঃ ইতি। যঃ এবম্ বেদ, পাপ্মানম্ (পাপকে) হন্তি (বিনাশ করেন), জহাতি চ (এবং ত্যাগ করেন)। ৩

এই সূর্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ, তাঁহার মস্তক ভূঃ; মস্তক একটি, এই অক্ষরও একটি। বাহুদ্বয় ভুবঃ; বাহু দুইটি, ইহাতেও দুই অক্ষর। চরণদ্বয় স্বর্; চরণ দুইটি, ইহাতেও দুই অক্ষর। তাঁহার রহস্য-নাম অহর্। যিনি (ব্যাহৃতিশরীর সত্যব্রহ্মকে) এইরূপে জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও পরিহার করেন।[১] ৩

১ অহর শব্দটি নাশার্থক হন্ ধাতু বা ত্যাগার্থক হা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং উপাসনার ফলও অনুরূপ হয়।

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ তাঁহার মস্তক ভূঃ; মস্তক একটি ইহাতেও একটি অক্ষর। বাহুদ্বয় ভুবঃ; বাহু দুইটি, ইহাতেও দুইটি অক্ষর। চরণদ্বয় স্বর্; চরণ দুইটি, ইহাতেও দুইটি অক্ষর। তাঁহার রহস্য-নাম অহম্। যিনি এইরূপে জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও পরিহার করেন।[১] ৪

১ অহম্=আমি, অর্থাৎ (এখানে) প্রত্যগাত্মা। সাদৃশ্যবশতঃ অহম্ শব্দকে হন্ বা হা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া জানিলে উপাসনার ফল পূর্বসদৃশ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

[মন-উপাধি বিশিষ্ট পূর্বোক্ত ব্রহ্মেরই উপাসনা বলা হইতেছে]—অয়ম্ পুরুষঃ মনোময়ঃ (মনে উপহিত [তিনি মনে উপলব্ধ হন এবং মনের দ্বারা জানেন]), ভাঃ-সত্যঃ (ভাঃই সত্য বা স্বরূপ যাঁহার, ভাস্বর)। [তাঁহার ধ্যানের স্থান বলা হইতেছে]—[তিনি] যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা (ব্রীহি বা যবের ন্যায় [পরিমাণবিশিষ্ট রূপে]) তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়ের যাহা মধ্যভাগ সেখানে) [যোগীদের দ্বারা দৃষ্ট হন]। [ইহা তাঁহার উপাধিজনিত পরিমাণ হইলেও স্বরূপতঃ] সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) সর্বস্য (সকলের) ঈশানঃ (স্বামী), সর্বস্য অধিপতিঃ (প্রভু ও পালক)—যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু জগৎ) সর্বম্ ইদম্ (এই সমস্ত) প্রশাস্তি (শাসন করেন)। ১

মনোময় ও ভাস্বর এই পুরুষ ব্রীহি অথবা যবের সদৃশ পরিমাণবিশিষ্ট রূপে (যোগীদের দ্বারা) হৃদয়ের মধ্যে (অনুভূত হন)। তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; এই জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সমস্তকেই শাসন করেন।[১] ১

১ এইরূপ উপসনা করিলে এতাদৃশ অধিপতি হওয়া যায়।

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তম ব্রাহ্মণ

বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্ বিদ্যুদ্ বিদ্যত্যেনং পাপ্মানো য এবং বেদ বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের অপর উপাসনা এই]—বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি [জ্ঞানীরা] আহুঃ। বিদানাৎ ([মেঘান্ধকার] বিদীর্ণ করে বলিয়া) বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎকে বিদ্যুৎ বলা হয়)। যঃ এবম্ (এইরূপ গুণবিশিষ্টরূপে)—বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি (বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইহা) বেদ, [তিনি] এনম্ পাপ্মানঃ (ইঁহার প্রতিকূল পাপসকলকে) বিদ্যতি (বিদারিত করেন); হি (কারণ) বিদ্যুৎ ব্রহ্ম এব। ১

(জ্ঞানীরা) বলেন, "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।" বিদীর্ণ করে বলিয়া উহার নাম বিদ্যুৎ। যিনি এইরূপ (অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইহা) জানেন, তিনি তাঁহার প্রতিকূল পাপরাশিকে বিনাশ করেন ; কারণ বিদ্যুৎ ব্রহ্মই। ১

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টম ব্রাহ্মণ

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের অপর উপাসনা এই]—বাচম্ (বেদসমূহ) [রূপিণী] ধেনুম্ (গাভীকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তস্যাঃ (তাঁহার) চত্বারঃ স্তনাঃ (চারিটি স্তন)—স্বাহাকারঃ, বষট্কারঃ, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ। তস্যৈঃ (=তস্যাঃ),—স্বাহাকারম্ চ বষট্কারম্ চ—দ্বৌ স্তনৌ (দুইটি স্তন) [অবলম্বনে] দেবাঃ উপজীবন্তি (জীবনধারণ করেন)। মনুষ্যাঃ হন্তকারম্ [উপজীবন্তি]। পিতরঃ (পিতৃগণ) স্বধাকারম্ [উপজীবন্তি]। প্রাণঃ তস্যাঃ ঋষভঃ (বৃষ, জনক), মনঃ বৎসঃ। ১

বাগ্‌রূপিণী ধেনুকে উপাসনা করিবে। স্বাহাকার, বষট্কার, হন্তকার, ও স্বধাকার—এই চারিটি তাঁহার স্তন। তাঁহার স্বাহাকার ও বষট্কার—এই স্তনদ্বয় অবলম্বনে দেবগণ, হন্তকার অবলম্বনে মানুষগণ, এবং স্বধাকার অবলম্বনে পিতৃগণ জীবনধারণ করেন।[১] প্রাণ ঐ বাক্যের বৃষস্থানীয় এবং মন তাঁহার বৎস।[২] ১

১ ধেনুর চারিটি স্তনে দুধ বাহির হইয়া বৎসগণকে বাঁচায়; তেমনি বাগ্‌ধেনুর চারিটি স্তনে অন্ন ক্ষরিত হয়। "স্বাহা" ও "বষট্" উচ্চারণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, এবং "স্বধা" উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দেওয়া হয়। মানুষকে "হন্ত" (=যদি চাও) বলিয়া অন্ন দেওয়া হয়। সুতরাং ইহারা অন্ন।

২ বৃষদ্বারা গাভী প্রসূত হয়; তেমনি বাক্ বা বেদসকল প্রাণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, প্রাণের অভাবে হয় না। বৎস যেমন গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণের হেতু; তেমনি মনের দ্বারা আলোচিত বিষয়ে বাক্ প্রবৃত্ত হয় বা বেদমন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এই উপাসনার ফল—বাগ্‌ ব্রহ্মত্ব লাভ।

পঞ্চমাধ্যায়—নবম ব্রাহ্মণ

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদি-দমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের উপাসনান্তর এই]—অন্তঃপুরুষে (মানুষের মধ্যে) অয়ম্ যঃ অগ্নিঃ (এই যে অগ্নি), যেন (যাহার দ্বারা) ইদম্ অন্নম্ (এই অন্ন)—[অর্থাৎ] যৎ ইদম্ অদ্যতে (এই যাহা ভক্ষিত হয়) [তাহা]—পচ্যতে (পরিপক্ব হয়), অয়ম্ (উহা) বৈশ্বানরঃ। তস্য (সেই জাঠরাগ্নির) এষঃ (এই) ঘোষঃ (শব্দ) ভবতি, যম্ (যে শব্দকে) কর্ণৌ অপিধায় (কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া) [লোকে] এতৎ (এইরূপে, প্রত্যক্ষতঃ) শৃণোতি (শোনে)। সঃ যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি [৫।৫।২], এনম্ ঘোষম্ (এই শব্দ) ন শৃণোতি। ১

যে অগ্নিদ্বারা ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয়, মানুষের দেহমধ্যস্থ সেই অগ্নিই বৈশ্বানর। কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধ করিলে এই যে শব্দ শ্রুত হয়, উহাই সেই অগ্নির শব্দ।[১] মানুষ যখন দেহত্যাগে উদ্যত হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করে না। ২

এই জাঠরাগ্নিকে বিরাট্ বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহার ফলে বৈরাজত্ব লাভ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—দশম ব্রাহ্মণ

যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্য-শোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[এখন এই প্রকরণের উপসনাসমূহের গতি ও ফল বলা হইতেছে]—যদা বৈ পুরুষঃ (উপাসনাভিজ্ঞ ব্যক্তি) অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রৈতি (যান, দেহত্যাগ করেন), সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি (বায়ুর নিকট আসেন, বায়ুকে প্রাপ্ত হন)। সঃ (বায়ু দেবতা) তস্মৈ (ঐ ব্যক্তির জন্য) তত্র (সেখানে, আপনাতে) যথা রথচক্রস্য খম্ (রথচক্রের ছিদ্রের সমান) বিজিহীতে (ছিদ্র প্রস্তুত করেন) তেন (সেই ছিদ্রপথে) সঃ (ঐ ব্যক্তি) ঊর্ধ্বঃ [সন্] আক্রমতে (ঊর্ধ্বগামী হইয়া যান)। সঃ আদিত্যম্ (সূর্যে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র যথা লম্বরস্য (ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের) খম্ বিজিহীতে। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র যথা দুন্দুভেঃ (দামামার) খম্ বিজিহীতে। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ অশোকম্ (মানস-দুঃখ-বর্জিত) অহিমম্ (শীতরহিত, দৈহিক-দুঃখ-বর্জিত) লোকম্ (হিরণ্যগর্ভলোক) আগচ্ছতি। তস্মিন্ শাশ্বতীঃ সমাঃ (অনন্ত বৎসর, হিরণ্যগর্ভের বহু অবান্তর কল্প) বসতি (বাস করেন। ১

উক্ত (বিদ্বান্) পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহার জন্য আপনাতে রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ

করেন। সেই ছিদ্রপথে উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। আদিত্য তাঁহার জন্য আপনাতে লম্বরের ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ করেন। সেই ছিদ্রপথে উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। চন্দ্রমা তাঁহার জন্য আপনাতে দুন্দুভির ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ করেন। সেই ছিদ্রপথে উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি অশোক ও অহিম লোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানে অনন্ত বৎসর বাস করেন। ১

পঞ্চমাধ্যায়—একাদশ ব্রাহ্মণ

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্ন্যাবভ্যাদধতি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥

[ব্রহ্মোপাসনার প্রসঙ্গে অব্রহ্মোপাসনাও বলা হইতেছে]—ব্যাহিতঃ (=ব্যাধিতঃ, জ্বরাদিগ্রস্ত হইয়া) যৎ (যে) [কেহ] তপ্যতে (সন্তাপিত হয়), এতৎ বৈ (ইহাই) পরমম্ তপঃ (পরম তপস্যা)—[এইরূপ চিন্তা করিবে]। যঃ এবম্ বেদ, পরমম্ লোকম্ হ এব জয়তি (জয় করেন)। এতৎ বৈ পরমং তপঃ প্রেতম্ (মৃত) যম্ (যে ব্যক্তিকে) অরণ্যম্ হরন্তি (অরণ্যে লইয়া যায়) পরমম্···বেদ। এতৎ বৈ পরমং তপঃ যম্ প্রেতম্ অগ্নৌ (চিতাগ্নিতে) অভ্যাদধতি (স্থাপন করে)। পরমম্···বেদ। ১

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যে কেহ সন্তাপিত হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃত

ব্যক্তিকে যে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃত ব্যক্তিকে যে অগ্নিতে স্থাপন করা হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। ১

১ এখানে বলা হইল যে, রুগ্নব্যক্তির পক্ষে রোগে, মুমূর্ষুর পক্ষে শবযাত্রাতে ও শবদাহে তপস্যাদৃষ্টি আরোপ করিয়া চিন্তা করা উচিত। তপস্যার ক্লেশের সহিত রোগযন্ত্রণা, তপস্বীর বনগমনের সহিত শবকে অরণ্যে লইয়া যাওয়ার, এবং তপস্বীর অগ্নিপ্রবেশের সহিত শবদাহের সাদৃশ্য আছে। রোগাদিতে বিষণ্ন না হইয়া এইরূপ উপাসনা করিলে পাপক্ষয় হয় এবং তপস্যার অনুরূপ ফললাভ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাদেতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্যামিতি স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি তস্মা উ হৈতদুবাচ বীত্যন্নং বৈ ব্যন্নে হীমানি সর্বাণি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে সর্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর ব্রহ্মোপাসনা বলা হইতেছে]—একে (কোন কোনও আচার্য) আহুঃ (বলেন) —অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি। তৎ (উহা) তথা ন (ঐরূপ নহে); [কারণ] প্রাণাৎ ঋতে (প্রাণ না থাকিলে) অন্নম্ পূয়তি বৈ (অবশ্যই পচিয়া যায়)। একে আহুঃ—প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি। তৎ তথা ন, অন্নাৎ ঋতে (অন্নের অভাবে) প্রাণঃ শুষ্যতি (শুকাইয়া যায়) বৈ। তু (কিন্তু) এতে হ এব দেবতে (এই দুই দেবতাই) একধাভূয়ম্ (একীভূত) ভূত্বা (হইয়া) পরমতাম্ (পরমাবস্থা, ব্রহ্মত্ব) গচ্ছতঃ (প্রাপ্ত হন)। তৎ হ (এই জন্যই, এইরূপ চিন্তা করিয়াই) প্রাতৃদঃ পিতরম্ (পিতাকে) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)—এবম্ বিদুষে ([একীভূত অন্ন ও প্রাণরূপ] ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহার প্রতি) কিংস্বিদ্ এব সাধু (কোন্ শুভ কাজ, কিরূপ পূজা) কুর্যাম্ (করিব), অস্মৈ (ইঁহার প্রতি) কিম্ স্বিদ্ এব অসাধু (অশুভ কর্ম) কুর্যাম্? [কারণ ইনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন, কর্মের দ্বারা ইঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না] ইতি। সঃ হ (পিতা) পাণিনা (হস্তদ্বারা নিবারণ করিয়া) আহ স্ম—প্রাতৃদ, মা ([এইরূপ বলিও] না); এনয়োঃ (ইহাদিগতে, ইহাদের উভয়ের সহিত) কঃ তু (কে আবার) একধাভূয়ম্ ভূত্বা পরমতাম্ গচ্ছতি? ইতি। তস্মৈ (প্রাতৃদকে) এতৎ উ হ (ইহাও) উবাচ—[ইনি] বি ইতি। অন্নম্ (অন্ন, অন্নের পরিণাম দেহ) বৈ বি; হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই নিখিল প্রাণী) অন্নে (দেহে) বিষ্টানি (প্রবিষ্ট, আশ্রিত)। [ইনি] রম্ ইতি। প্রাণঃ বৈ রম্; হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি প্রাণে [সতি] রমন্তে, (প্রাণ থাকিলে রতিযুক্ত, আনন্দিত হয়)। যঃ এবম্ (অন্ন সর্বভূতের আশ্রয় ও প্রাণ সর্বভূতের আনন্দহেতু—এইরূপ) বেদ (জানেন), অস্মিন্ (তাঁহাতে) [অন্নগুণ জানার ফলে] সর্বাণি ভূতানি বিশন্তি হ বৈ (প্রবেশ করে, আশ্রয় গ্রহণ করে) [এবং প্রাণগুণ জানার ফলে] সর্বাণি ভূতানি রমন্তে (আনন্দ করে)। ১

"কেহ কেহ বলেন, 'অন্ন ব্রহ্ম।' কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ প্রাণের অভাবে অন্ন পচিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম।' কিন্তু ইহাও ঠিক নহে, কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুকাইয়া যায়। পরন্তু এই দুইজন একীভূত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন"—এইরূপ স্থির করিয়া প্রাতৃদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, "যিনি এইরূপ জানেন, আমি তাঁহার প্রতি কোন্ শুভকার্য করিতে পারি, আর কোন্ অশুভকার্যই বা করিতে পারি?" পিতা

তাঁহাকে হস্তদ্বারা বারণ করিয়া বলিলেন, "না প্রাতৃদ! ইহাদের সহিত একীভূত হইয়া কে আবার ব্রহ্মত্ব লাভ করে?" তাঁহাকে ইহাও বলিলেন, "ইনি বি, অর্থাৎ অন্নই বি; কারণ সকল প্রাণী অন্নেই প্রবিষ্ট (অর্থাৎ আশ্রিত)। ইনিই রম্, অর্থাৎ প্রাণই রম্; কারণ প্রাণ থাকিলেই সকল প্রাণী রতি (অর্থাৎ আনন্দ) লাভ করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, নিখিল প্রাণী তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং নিখিল প্রাণী তাহাতে আনন্দ লাভ করে।" ১

১ অন্ন সর্বভূতের আশ্রয়-গুণবিশিষ্ট এবং প্রাণ সর্বভূতের রতিগুণবিশিষ্ট। কৃতার্থতা দেহ ও প্রাণ সাপেক্ষ—তৈঃ ২।৮।১; দেহবান্ ও বলবান্ ব্যক্তি আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এখানে "বি" ও "রম্" এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট অন্নপ্রাণোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইল—কারণ উহা বিশিষ্টফলপ্রদ।

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদং সর্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১

উক্থম্ (উক্থরূপে প্রাণের উপাসনা করিবে)। প্রাণঃ বৈ উক্থম্; হি প্রাণঃ ইদম্ সর্বম্ (সমস্ত জগৎকে) উত্থাপয়তি (উত্থাপিত করে) যঃ এবম্ বেদ, অস্মাৎ (তাঁহা হইতে) উক্থবিদ্ বীরঃ (প্রাণবিদ্ বীরপুত্র) উৎ-তিষ্ঠতি হ (উত্থিত হয়, জন্মায়), [তিনি উপাসনার তারতম্যানুসারে] উক্থস্য (উক্থরূপী প্রাণের) সাযুজ্যম্ (একত্ব) [বা]-সলোকতাম্ (একই লোকে অবস্থিতি) জয়তি (লাভ করেন)। ১

প্রাণকে উক্থদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। প্রাণই উক্থ ; কারণ প্রাণ এই সমস্তকে উত্থাপিত করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রাণবিদ্ পুত্র জন্মে এবং তিনি উক্থরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ১

১ উক্থ একটি শস্ত্র বা দেবতার স্তুতিবাচক মন্ত্র। ইহা প্রধানতঃ মহাব্রত ক্রতুতে (=সম্বৎসর সত্রের অন্তর্গত যাগবিশেষে) প্রযুক্ত হয়। শস্ত্রসমূহের মধ্যে উক্থের এবং ইন্দ্রিয়বৃন্দের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য আছে ; অতএব প্রাণ উক্থ। উত্থাপন কার্য হইতেও প্রাণের উক্থত্ব সিদ্ধ হয় ; প্রাণ না থাকিলে দেহ উঠিতে পারে না।

যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ২

[প্রাণকে যজুঃ [বলিয়া উপাসনা করিবে]। প্রাণঃ বৈ যজুঃ ; হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি প্রাণে [সতি] (প্রাণ থাকিলেই) [পরস্পরের সহিত] যুজ্যন্তে (মিলিত হয়) ; [অতএব যোগ করে বলিয়া প্রাণ যজুঃ]। যঃ এবম্ বেদ, সর্বাণি ভূতানি অস্মৈ (তাঁহাতে) [তাঁহার] শ্রৈষ্ঠ্যায় (সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য) যুজ্যন্তে হ, যজুষঃ (যজুর) সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি। ২

প্রাণকে যজুঃ বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই যজুঃ ; কারণ প্রাণ থাকিলেই এই সমস্ত প্রাণী (পরস্পর) সংযুক্ত হইতে পারে। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনের জন্য সকল প্রাণী তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, এবং তিনি যজুরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ২

সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি

সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

সাম।···ভূতানি [পূর্ববৎ] সম্যঞ্চি (সঙ্গত হয়, সাম্যপ্রাপ্ত হয়)। যঃ এবম্ বেদ, সর্বাণি ভূতানি অস্মৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে (শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হয়), সাম্নঃ (সামের) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩

প্রাণকে সাম বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই সাম, কারণ প্রাণ থাকিলেই সমস্ত প্রাণী সাম্যপ্রাপ্ত হয়। যিনি এইরূপ জানেন, সকল প্রাণী তাঁহাতে সঙ্গত হয় ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হয় ; এবং তিনি সামরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হন। ৩

ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্র ক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৪

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্।

প্রাণঃ এনম্ হ (এই দেহপিণ্ডকে) ক্ষণিতোঃ (ক্ষত হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে, পালন করে)। যঃ এবম্ বেদ, অত্রম্ (যাঁহার অপর ত্রাণকারী নাই এইরূপ) ক্ষত্রম্ (প্রাণকে) প্র-আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

প্রাণকে ক্ষত্র বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই ক্ষত্র ; কারণ প্রাণ এই দেহকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি (নিজের) পরিত্রাতাহীন ক্ষত্রকে (অর্থাৎ প্রাণকে) প্রাপ্ত হন, এবং তিনি ক্ষত্ররূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ৪

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্দশ (গায়ত্রী) ব্রাহ্মণ

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ১

[গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে] ভূমিঃ (পৃথিবী), অন্তরিক্ষম্ (আকাশ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি (আটটি অক্ষর)। গায়ত্র্যৈ (=গায়ত্র্যাঃ, গায়ত্রীর) একম্ পদম্ (প্রথম পাদ) অষ্টাক্ষরম্ (আটটি অক্ষরযুক্ত) হ বৈ (প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক অব্যয়)। অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ পদম্ (এই প্রথম পাদ) এতৎ উ হ এব (এইরূপই বটে, ত্রিলোকাত্মক)। যঃ অস্যাঃ এতৎ পদম্ (এই পদটিকে) এবম্ বেদ, সঃ এষু ত্রিষু লোকেষু (এই তিন লোকে) যাবৎ (যত কিছু আছে) তাবৎ হ (সেই সমস্তই) জয়তি। ১

ভূমি, অন্তরীক্ষ, ও দ্যৌস্—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর প্রথম পাদেও আটটি অক্ষর আছে।[১] গায়ত্রীর এই প্রথম পাদ এই ত্রিলোকাত্মকই বটে। যিনি এই গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি এই তিন লোকে যাহা কিছু আছে সমস্তই জয় করেন। ১

১ গায়ত্রীর প্রথম পাদ—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং"। ইহাতে (ণ্য=নি+অ ধরিয়া) আটটি অক্ষর আছে, ত্রিলোকের নামেও আটটি অক্ষর। এই সাদৃশ্যবশতঃ প্রথম পাদে ত্রিলোকাত্মা বিরাটের দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করা উচিত। এই উপাসনার ফলে বিরাট্স্বরূপতা লাভ হয়।

ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ২

[দ্বিতীয়পাদে বেদত্রয়ের দৃষ্টি আরোপণীয়]—ঋচঃ যজূংষি সামানি ইতি (বেদত্রয়ের এই নামসকলে) অষ্টৌ অক্ষরাণি। গায়ত্র্যৈ একম্ পদম্ (দ্বিতীয় পাদ="ভর্গো দেবস্য ধীমহি") অষ্টাক্ষরম্···বেদ [পূর্ববৎ], ইয়ম্ ত্রয়ীবিদ্যা যাবতী (এই বেদবিদ্যা যতদূর বিস্তৃত, ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা যত ফল পাওয়া যায়) সঃ তাবৎ হ জয়তি। ২

"ঋচঃ, যজূংষি, সামানি"—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদেও আট অক্ষর। সুতরাং গায়ত্রীর এই দ্বিতীয় পাদটি ত্রিবেদাত্মক। যিনি গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপ জানেন, তিনি বেদত্রয়ের দ্বারা লভ্য সমস্ত ফলই লাভ করেন। ২

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩

[তৃতীয় পাদে প্রাণ, অপান ও ব্যানের দৃষ্টি আরোপণীয়]—প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ—ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি। গায়ত্র্যৈ একম্ পদম্ ("ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—এই তৃতীয় পাদ) অষ্টাক্ষরম্···এতৎ। যঃ অস্যাঃ এতৎ পদম্ এবম্ বেদ, সঃ ইদম্ প্রাণি যাবৎ (জগতের প্রাণিবর্গ যত আছে) তাবৎ হ জয়তি। অথ যঃ এষঃ তপতি (এই যিনি তাপ বিকিরণ করেন, সূর্য) [তিনিই] অস্যাঃ (ত্রিপদা গায়ত্রীর) তুরীয়ম্, দর্শতম্, পরোরজাঃ এতৎ এব পদম্ (এই চতুর্থ পাদ) যৎ বৈ চতুর্থম্ (যাহাকে চতুর্থ বলা হয়) তৎ (তাহাই) তুরীয়ম্। হি (যেহেতু) এষঃ (ইনি, মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ) দদৃশে ইব (=দৃশ্যতে ইব, যেন দৃষ্ট হন), [অতএব তিনি] দর্শতং পদম্ ইতি। হি এষঃ এব সর্বম্ উ রজঃ (রজঃ, অর্থাৎ ক্রিয়া, হইতে

জাত সমস্ত জগৎকেই) উপর্যুপরি (উপরে উপরে থাকিয়া, আধিপত্য অবলম্বনে) তপতি (তাপ দেন), [অতএব] এষঃ পরোরজাঃ ইতি। যঃ অস্যাঃ এতৎ (তুরীয়) পদম্ এবম্ বেদ, [তিনি] শ্রিয়া (সর্বাধিপত্যরূপ ঐশ্বর্যের সহিত) যশসা (খ্যাতির সহিত) এবম্ হ এব (ঠিক সূর্যেরই মত) তপতি (জ্যোতির্ময় হন)। ৩

প্রাণ, অপান, ও ব্যান[১]—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর তৃতীয় পাদেও আট অক্ষর। সুতরাং গায়ত্রীর এই তৃতীয় পাদটি প্রাণাপানব্যানাত্মক। যিনি গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি জগতে যত প্রাণী আছে, সমস্তকেই জয় করেন। অনন্তর এই যে তাপদাতা সূর্য, ইনিই (ত্রিপদা) গায়ত্রীর তুরীয়, দর্শত ও পরোরজা রূপ এই চতুর্থ পাদ। যাহা চতুর্থ তাহাই তুরীয়। যেহেতু এই আদিত্যপুরুষ (যোগিগণকর্তৃক) দৃষ্টপ্রায় হন, অতএব ইনিই দর্শত পাদ। যেহেতু ইনিই সমস্ত জগতের অধিপতি হইয়া তাপ দান করেন, অতএব ইনিই পরোরজা[২]। যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি ঠিক এইরূপেই ঐশ্বর্য ও যশে জ্যোতির্ময় হন। ৩

১ "ব্যান"="বি-আ-ন" এই উচ্চারণ করিলে মোট আট অক্ষর হয়।

২ রজসের উপরে=পরোরজাঃ। মূলে "সর্বম্ রজঃ" বলাতে বুঝাইতে পারে যে, সূর্য কেবল তাঁহার নিম্নবর্তী লোকসকলেরই অধিপতি। তিনি ঊর্ধ্বতন লোকসকলেরও অধিপতি (ছাঃ ১।৬।৮) ইহা বুঝাইবার জন্য উপর্যুপরি শব্দে বীপ্সা হইয়াছে।

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষ-মিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎ

সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৪

সা এষা গায়ত্রী (ত্রিলোক, ত্রিবেদ, ও প্রাণরূপিণী সেই ত্রিপাদ গায়ত্রী) এতস্মিন্ (এই) তুরীয়ে দর্শতে পরোরজসি পদে [তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পদে] প্রতিষ্ঠিতা। তৎ বৈ (সেই তুরীয় পাদ সূর্য) সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ [৩।৯।২০]। চক্ষুঃ বৈ তৎ সত্যম্ হি চক্ষুঃ বৈ সত্যম্ (চক্ষু যে সত্য, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ)। তস্মাৎ (এই জন্য) যৎ (যদি) ইদানীম্ (এখন) বিবদমানৌ দ্বৌ (বিবাদপরায়ণ দুই ব্যক্তি)—অহম্ অদর্শম্ (আমি দেখিয়াছি), অহম্ অশ্রৌষম্ (আমি শুনিয়াছি) ইতি (এই বলিতে বলিতে)—এয়াতাম্ (আসে), (তবে) যঃ এবম্ ব্রূয়াৎ (যে এইরূপ বলিবে)—অহম্ অদর্শম্ ইতি, তস্মৈ এব (তাহারই কথা) শ্রদ্দধ্যাম (বিশ্বাস করিব)। তৎ সত্যম্ বৈ বলে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণঃ বৈ তৎ বলম্ ; [সুতরাং] তৎ (সত্য) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ [৩।৭।২]। তস্মাৎ আহুঃ—বলম্ সত্যাৎ (সত্য হইতে) ওগীয়ঃ (=অজীয়ঃ, অধিকতর ওজস্বী) ইতি। এবম্ উ (এইরূপে) এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মম্ (দেহাশ্রিত প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা হ এষা গয়ান্ (গয়দিগকে, শব্দকারী বাগিন্দ্রিয়কে, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে) তত্রে (ত্রাণ করিয়াছিলেন)। প্রাণা বৈ গয়াঃ (ইন্দ্রিয়গণই গয়), তৎ (সুতরাং) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়গণকে) তত্রে। তৎ (উক্তরূপে) যৎ (যেহেতু) গয়ান্ তত্রে, তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। সঃ (আচার্য) [শিষ্যকে উপনীত করিয়া] যাম্ এব অমূম্ সাবিত্রীম্ (এই যে সাবিত্রী [সবিতৃদেবতাধিষ্ঠিত গায়ত্রী মন্ত্র]) অন্বাহ (উপদেশ দেন) সা এষা এব (উহা ইহাই বটে)। সঃ (আচার্য) যস্মৈ (যাঁহাকে অন্বাহ, [গায়ত্রী] তস্য (তাহার) প্রাণান্ ত্রায়তে (ত্রাণ করেন)। ৪

উক্ত এই গায়ত্রী এই তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদে প্রতিষ্ঠিত। সেই তুরীয় পাদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সেই সত্য ; কারণ চক্ষু সত্য

বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইজন্যই এখনও যদি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় "আমি দেখিয়াছি", "আমি শুনিয়াছি," এই বলিতে বলিতে আসে, তবে যে বলিবে, "আমি দেখিয়াছি," তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিব। সেই সত্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই সেই শক্তি; (সুতরাং) সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্যই লোকে বলে, "সত্য হইতে বল ওজস্বী।" এইরূপেই এই গায়ত্রী অধ্যাত্মরূপে প্রাণে আশ্রিত।[১] এই গায়ত্রী গয়দিগকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়বৃন্দই গয়; সুতরাং (তিনি) ইন্দ্রিয়গণকেই ত্রাণ করিয়াছিলেন। যেহেতু উক্তরূপে (তিনি) গয়দিগকে ত্রাণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী। (উপনয়নের পরে) আচার্য (শিষ্যকে) এই যে সাবিত্রী উপদেশ দেন, উহা ইহাই বটে। আচার্য যাহাকে উপদেশ দেন, গায়ত্রী তাহার ইন্দ্রিয়বৃন্দকে ত্রাণ করেন। ৪

১ একই শক্তি বাহিরে সূত্ররূপে এবং শরীরে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, গায়ত্রী সূত্রাত্মিকা; সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রূম ইতি ন তথা কুর্যাদ্ গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াদ্ যদি হ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্লাতি ন হৈব তদ্ গায়ত্র্যা একংচন পদং প্রতি ॥ ৫

বাক্ অনুষ্টুপ; এতৎ—বাচম্ অনুব্রূমঃ ([শিষ্যকে] এই বাক্যেরই, এই মন্ত্রেরই উপদেশ দিব)—ইতি (এইরূপ কথা বলিয়া) একে (কেহ কেহ) তাম্ এতাম্ (শাখান্তরে প্রসিদ্ধ এই) অনুষ্টুভম্ সাবিত্রীম্ হ (অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত ও সবিতৃদেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত মন্ত্রই ["তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ॥"—ছাঃ ৫।২।৭, ঋগ্বেদ ৫।৮২।১]) অন্বাহুঃ (উপদেশ দেন)। তথা ন কুর্যাৎ (ঐরূপ করিবে না), গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ (গায়ত্রীরূপিণী সাবিত্রীই) অনুব্রূয়াৎ (শিষ্যকে উপদেশ দিবে)।

এবংবিদ্ যদি হ বৈ অপি (যদিই বা) বহু ইব প্রতিগৃহ্লাতি (অত্যধিক প্রতিগ্রহ করিলেন বলিয়া মনে হয়), তৎ (ঐ প্রতিগ্রহ) গায়ত্র্যাঃ (গায়ত্রীর) একম্ চন পদম্ প্রতি ন হ এব (একটি পাদেরও তুল্য নহে)। ৫

"বাক্ অনুষ্টুপ্ ; আমরা (উপনয়নান্তে) এতাদৃশ বাকেরই উপদেশ দিব,"—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া অন্যত্র প্রসিদ্ধ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত সাবিত্রীমন্ত্রেরই উপদেশ দেন। ঐরূপ করিবে না ; গায়ত্রীরূপিণী সাবিত্রীরই উপদেশ দিবে।[১] ঐরূপ জ্ঞানী যদিই বা (কখনও) অত্যধিক প্রতিগ্রহ করিলেন বলিয়া মনে হয়, তথাপি উহা গায়ত্রীর একটি পাদেরও সমকক্ষ নহে।[২] ৫

১ পূর্বপক্ষের মতে বাক্ সরস্বতী ; উপনীত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে সরস্বতীরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ; অতএব অনুষ্টুপ্ছন্দের বাগ্রূপী মন্ত্রই ব্যবহার্য। উত্তরে বলা হইল—গায়ত্রী প্রাণ। প্রাণের মধ্যে বাক্ও অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং গায়ত্রীর উপদেশেই সরস্বতীর আশ্রয় সিদ্ধ হইল।

২ শাস্ত্রে প্রতিগ্রহের নিন্দা থাকিলেও বিদ্বান্ সর্বাত্মক হওয়ায় তাঁহার পক্ষে "প্রতিগ্রহ" বা "বহু" বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না ; অর্থাৎ প্রতিগ্রহই অসম্ভব। এইজন্য মূলে "ইব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তথাপি যদি ধরিয়া লই যে, বিদ্বানেরও প্রতিগ্রহজনিত পাপ হয়, তবু ঐ পাপ গায়ত্রীর পাদমাত্রজ্ঞানের কাছে অকিঞ্চিৎকর—জ্ঞানাগ্নি উহাকে ভস্মীভূত করে। সুতরাং যদিই বা ধরি যে, সমস্ত প্রতিগ্রহজনিত দোষকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া জ্ঞানীর সমস্ত জ্ঞানই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তথাপি দোষ সঞ্চিত হইবার অবকাশ কোথায়? এই কথাই পরের কণ্ডিকায় আরও পরিষ্কার হইয়াছে।

স য ইমাংস্ত্রীঁল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতীগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্ দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ

প্রতিগৃহ্লীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা স এষ তপতি নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ॥ ৬

[গায়ত্রীবিদের পক্ষে প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে—ইহা দেখানো হইতেছে]—সঃ যঃ (গায়ত্রীবিদ্ যে কেহ) পূর্ণান্ (ধনপূর্ণ) ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ (এই তিন লোককে) প্রতিগৃহ্লীয়াৎ (প্রতিগ্রহ করেন), সঃ (সেই প্রতিগ্রহ) অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ প্রথমং পদম্ (এই প্রথম পাদ, প্রথমপাদের বিজ্ঞানফল) আপ্নুয়াৎ (লাভ করিবে) [সেই প্রতিগ্রহদ্বারা প্রথমপাদবিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হইবে]। অথ যাবতী ইয়ম্ ত্রয়ী বিদ্যা যঃ তাবৎ [২য় কণ্ডিকা দ্রঃ] প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, সঃ···আপ্নুয়াৎ। অথ যাবৎ ইদম্ প্রাণি যঃ তাবৎ [৩য় কণ্ডিকা], সঃ···আপ্নুয়াৎ। অথ [যদিও পূর্বোক্ত পাদত্রয়ের বিজ্ঞানফল নিঃশেষিত হয়, তথাপি] অস্যাঃ এতৎ এব তুরীয়ম্···তপতি [৩য় কণ্ডিকা]—[এতাবৎ—ইঁহার এই বিজ্ঞানফল] কেন চন (কোনও প্রতিগ্রহের দ্বারা) ন এব আপ্যম্ (প্রাপ্য নহে, ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে, তুলনীয় নহে)। [বস্তুতঃ পূর্বোক্ত ত্রিপাদবিজ্ঞানের ফলও ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে; কারণ] এতাবৎ (এই সমস্ত [ত্রিলোকাদি]) কুতঃ উ (কোন উপায়ে) প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ? ৬

(গায়ত্রীবিদ্) কেহ যদি ধনপূর্ণ এই ত্রিলোককে প্রতিগ্রহ করেন, তবে তদ্দ্বারা ঐ গায়ত্রীর এই প্রথম পাদের বিজ্ঞানের ফল (মাত্র) ভুক্ত হইবে। আর এই ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা লভ্য যত ফল আছে, যিনি সেই সকল প্রতিগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারা এই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদের বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হইবে। আর জগতে যত প্রাণী আছে, যিনি তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারা এই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদের বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হইবে। অনন্তর এই যে তাপদাতা সূর্য, ইনিই গায়ত্রীর তুরীয়, দর্শত ও পরোরজা পাদ—ইঁহার বিজ্ঞানফল কোনও প্রতিগ্রহের দ্বারা ভুক্ত হয় না। (বস্তুতঃ ত্রিপাদবিজ্ঞানের ফলও ভুক্ত হইতে পারে না ; কারণ) এতাবৎ বস্তু কোন্ উপায়ে গৃহীত হইবে ?[১] ৬

১ বিদ্বানের পক্ষে প্রতিগ্রহই বা কি, আর এইরূপ ত্রিলোকাদির দাতাই বা কোথায় ? (পূর্বকণ্ডিকা, টীকা ২ দ্রঃ)। যদিও বা এইরূপ দান ও প্রতিগ্রহ সম্ভব হয় ও তজ্জনিত দোষস্পর্শ ঘটে, তথাপি ত্রিপাদের জ্ঞানেই সমস্ত দোষ ভস্মীভূত হইবে এবং পুরুষার্থভূত চতুর্থপাদের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭

তস্যাঃ (ঐ গায়ত্রীর) উপস্থানম্ (নমস্কার) [মন্ত্র এই]—[হে] গায়ত্রি, [আপনি] একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী অসি (হন)। [এই চারি পদের দ্বারা আপনি উপাসকগণ কর্তৃক পদ্যমানা বা ধ্যায়মানা হন ; কিন্তু আপনার নিরুপাধিক স্বরূপে আপনি] অপৎ (পদশূন্যা, ধ্যেয়রূপাতীতা) অসি ; হি (কারণ) ন পদ্যসে (পদনীয়া, প্রাপ্যা, হন না)। [তখন আপনি শুধু জ্ঞেয় ; সুতরাং ব্যাবহারিক] তুরীয়ায় দর্শতায় পরোরজসে পদায় তে (তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদরূপিণী আপনাকে) নমঃ। অসৌ (উহা, [আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে বিঘ্নকারী] পাপরূপ শত্রু) অদঃ (উহাকে, বিঘ্নকর্তৃত্বকে) মা প্রাপৎ (যেন না পায়) [কোন শত্রু যেন আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে বিঘ্ন-উৎপাদনে সমর্থ না হয়] ইতি। [গায়ত্রীবিদ্] যম্ দ্বিষ্যাৎ (যাহাকে দ্বেষ করেন) [তাহার বিরুদ্ধে অভিচারার্থ তিনি] বা (হয়) [এই মন্ত্র ব্যবহার করিবেন]—অসৌ ([শত্রুর নাম গ্রহণপূর্বক] অমুক শত্রু) অস্মৈ (উহার পক্ষে) [উহার] কামঃ (অভিপ্রেত বস্তু) মা সমৃদ্ধি (সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হউক) ইতি ; [ইহার ফলে] যস্মৈ (যাহার বিরুদ্ধে) এবম্ (এইরূপে) [গায়ত্রীকে] উপতিষ্ঠতে (নমস্কার করেন), অস্মৈ (উহার জন্য) সঃ (সেই) কাম ন হ এব সমৃধ্যতে (অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় না) ; —বা (অথবা) [তিনি বলিবেন]—অহম্ (আমি) [অমুকের অভিলষিত] অদঃ (ঐ বস্তু) প্রাপম্ (যেন প্রাপ্ত হই) ইতি।[৭]

গায়ত্রীর নমস্কার (এই)—"গায়ত্রি, আপনি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ও চতুষ্পদী।[১] (আবার) আপনি পদশূন্যা; কারণ আপনি ধ্যেয়রূপাতীতা। (সুতরাং) তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদরূপিণী আপনাকে নমস্কার। সে (অর্থাৎ পাপরূপ শত্রু) যেন উহা (অর্থাৎ বিঘ্ন) না করিতে পারে।" তিনি যাহাকে দ্বেষ করেন, (তাহার বিরুদ্ধে) হয় (বলিবেন)—"অমুক শত্রু উহার অভিপ্রেত বিষয়ে যেন সমৃদ্ধিলাভ না করে।" যাহার বিরুদ্ধে তিনি এইরূপ নমস্কার করেন, উহার অভিলষিত বিষয় অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় না। অথবা (তিনি বলিবেন)—"আমি যেন (শত্রুর অভিলষিত) ঐ বিষয় প্রাপ্ত হই।[২]" ৭

১ ত্রিলোকাত্মিকা, ত্রয়ীবিদ্যারূপিণী, প্রাণাদিস্বরূপা ও তুরীয়া।

২ "অসৌ, অদঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিনটি মন্ত্র বলা হইয়াছে, উহাদের যে কোনওটি গৃহীত হইতে পারে।

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্ গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্বমেব তৎ সংদহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্বমেব তৎ সম্প্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ॥ ৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥

এতৎ হ বৈ (এই আখ্যায়িকা আছে যে), তৎ (ঐ গায়ত্রীবিজ্ঞান-বিষয়ে) জনকঃ বৈদেহঃ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্ (অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে) উবাচ—তৎ যৎ নু অব্রূথাঃ (সেই যে তুমি বলিলে)—"[আমি] গায়ত্রীবিদ্," অথ (তাহা হইলে), হো (অহো হায়),

কথম্ (কিরূপে) হস্তীভূতঃ (গজরূপ প্রাপ্ত হইয়া) [আমাকে] বহসি (বহন করিতেছ) ইতি। উবাচ হ—সম্রাট্, হি (যেহেতু) অস্যাঃ (এই গায়ত্রীর) মুখম্ (মুখ) ন বিদাঞ্চকার (জানি নাই) ইতি। [জনক বলিলেন]—তস্যাঃ অগ্নিঃ এব মুখম্। যদি অপি হ বৈ (যদিই বা) [লোকে] বহু (প্রচুর কাষ্ঠ) ইব অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভ্যাদধতি (স্থাপন করে), তৎ সর্বম্ এব (সেই সমস্তকেই) [অগ্নি] সংদহতি (ভস্মীভূত করে); এবম্ এব হ এবংবিদ্ যদ্যপি বহু পাপম্ কুরুতে (করেন) ইব, তৎ সর্বম এব (সেই সমস্ত পাপই) সম্প্সায় (ভক্ষণ করিয়া) শুদ্ধঃ (পাপসংস্পর্শরহিত), পূতঃ (পাপফলের দ্বারা অস্পৃষ্ট), অজরঃ, অমৃতঃ সম্ভবতি (হন) ।৮

এইরূপ বিশ্রুত আছে যে, ঐ গায়ত্রীবিদ্যা-বিষয়ে বৈদেহ জনক অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তো বলিলে, 'আমি গায়ত্রীবিদ্'। তবে, হায়, তুমি কিরূপে গজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমায় বহিতেছ ?" (বুড়িল) বলিলেন, "যেহেতু, হে সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ বিদিত হই নাই।" (জনক বলিলেন)—"অগ্নিই তাঁহার মুখ। (লোকে) যদিই বা অগ্নিতে প্রচুর কাষ্ঠ দেয়, (অগ্নি) সেই সমস্তকেই দগ্ধ করে। ঠিক তেমনি এতাদৃশ জ্ঞানবান্ যদিই বা বহু পাপ করেন, (তথাপি তিনি) সেই সমস্ত ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ, পূত, অজর ও অমৃত হন।" ৮

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥
ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্॥
ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়ঃ॥

[যিনি সমুচিতরূপে কর্ম ও উপাসনা করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকালে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সূর্যই গায়ত্রীর তুরীয় পাদ, এবং পূর্ব ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই নমস্কার করা হইয়াছে]—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (স্বর্ণপাত্রের দ্বারা, জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলের দ্বারা) সত্যস্য (সত্যব্রহ্মের) মুখম্ (মুখ্য স্বরূপটি) অপিহিতম্ (তিরোহিত, আবৃত রহিয়াছে)। [হে] পূষন্ ([জগৎ] পরিপোষক [সূর্য]), সত্যধর্মায় (সত্য ধর্ম যাঁহার, সত্যাত্মভূত আমার জন্য) দৃষ্টয়ে (দর্শনের জন্য) ত্বম্ (আপনি) তৎ (ঐ আবরণ) অপাবৃণু (অপাবৃত করুন)। [হে] পূষন্, এক-ঋষে (একাকী বিচরণকারী, বা [জগতের] একমাত্র দ্রষ্টা), যম

([জগতের] নিয়ামক), সূর্য (স্রষ্টৃরূপে রস, রশ্মি, ইন্দ্রিয়বৃন্দ, বা বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের পরিচালক), প্রাজাপত্য (ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের পুত্র), রশ্মীন্ (কিরণরাজি) ব্যূহ (অপসৃত করুন); তেজঃ সমূহ (তেজ সংযত করুন); তে (আপনার) যৎ (যাহা) কল্যাণ-তমম্ (সর্বাধিক শুভকর) রূপম্, তে তৎ (তাহা) [অহম্] পশ্যামি ([=বয়ম্] পশ্যামঃ, আমরা দেখিব)। যঃ অসৌ পুরুষঃ (ঐ যে ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ [৫।৫।৩-৪]) অহম্ সঃ অসৌ অমৃতম্ অস্মি (আমি সেই অমৃত)। [সত্যধর্মা আমার দেহত্যাগ হইলে] বায়ুঃ ([আমার] প্রাণবায়ু) অনিলম্ ([বাহ্য] বায়ুতে) [গমন করুক, এবং অপর অধ্যাত্ম দেবতারাও স্ব স্ব প্রকৃতিতে গমন করুন]। অথ (অতঃপর) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহ) ভস্মান্তম্ (ভস্মাবশেষ) [হইয়া পৃথিবীতে গমন করুক]। [অতঃপর সঙ্কল্পে উপহিত ও মনের অধিষ্ঠাতা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন]—ওঁ ক্রতো (হে ওঙ্কারপ্রতীক সঙ্কল্পাত্মা অগ্নি, স্মর (স্মরণ করুন)—কৃতম্ (আমার কৃত সমস্ত) স্মর; ক্রতো স্মর কৃতম্ স্মর [আদরার্থে দ্বিরুক্তি]। [হে] অগ্নে, অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধনলাভের জন্য, কর্মফলপ্রাপ্তির জন্য) সুপথা (উত্তম মার্গে, উত্তরায়ণ মার্গে) নয় (লইয়া যান)। [হে] দেব, [আপনি] বিশ্বানি বয়ুনানি (নিখিল মানসপ্রজ্ঞা, সংস্কার) বিদ্বান্ (অবগত আছেন)। অস্মৎ (আমাদের হইতে) জুহুরাণম্ এনঃ (কুটিল পাপ) যুযোধি (বিদূরিত করুন)। [কিন্তু এখন আপনার অন্যবিধ সেবা অসম্ভব; সুতরাং] তে (আপনার প্রতি) ভূয়িষ্ঠাম্ (অনেকানেক) নম-উক্তিম্ বিধেম (নমস্কারবচন প্রয়োগ করিতেছি) [বাচনিক নমস্কারের দ্বারা সেবা করিতেছি]। [ঈঃ ১৬-১৮]। ১

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যব্রহ্মের স্বরূপটি আবৃত রহিয়াছে। হে পূষন্, সত্যধর্মা আমার দর্শনের জন্য আপনি উহা উন্মোচিত করুন। হে পূষন্, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতিপুত্র, আপনি কিরণরাজি অপসৃত করুন, তেজ সংযত করুন; আপনার যেটি কল্যাণতম রূপ, আমরা যেন তাহাই দেখিতে পাই। সেই যে (ব্যাহৃতি) পুরুষ, আমি সেই, এবং আমি অমৃত। (আমার) প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে লীন হউক। অনন্তর এই শরীর ভস্মাবশেষ হউক। হে ওঙ্কারপ্রতীক ও সঙ্কল্পাত্মা অগ্নি,

আপনি স্মরণ করুন, আমার কৃত কর্ম স্মরণ করুন ; হে সঙ্কল্পাত্মা, আপনি স্মরণ করুন, আমার কৃত কর্ম স্মরণ করুন।[১] হে অগ্নি, ফললাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যান ; আপনি নিখিল মানসপ্রজ্ঞা অবগত আছেন। আমাদের হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন। আমরা আপনার প্রতি বহুতর নমস্কারবচন প্রয়োগ করিতেছি। ১

১ দেবগণ মুমূর্ষুর কর্ম স্মরণ করিলে ফলসিদ্ধি হয়। অগ্নিই মানসিক সঙ্কল্পরূপে বিরাজিত থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ ॥ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

[পূর্বাধ্যায়ে ১৩শ ব্রাহ্মণে প্রাণকে উক্‌থাদিরূপে ও ১৪শ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর কোনও ইন্দ্রিয় ঐ শ্রেষ্ঠত্ব পায় নাই। ইহার কারণ]—যঃ (যে কেহ) জ্যেষ্ঠম্ চ শ্রেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন) [তিনি] হ বৈ (অবশ্যই) স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। প্রাণঃ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ। যঃ এবম্ বেদ, স্বানাম্ চ (ও) অপি যেষাম্ বুভূষতি (যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের মধ্যেও) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। [ছাঃ ৫।১]। ১

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞাতিগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি

আত্মীয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন, এবং অপর যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের মধ্যেও হন। ১

১ প্রাণ জ্যেষ্ঠ ; কারণ অপর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের পূর্বেও প্রাণ ভ্রূণকে পালন করে, এবং প্রাণ সক্রিয় হইলেই অপর ইন্দ্রিয় স্বকার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। এতাদৃশ জ্ঞানী যে অপরের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হন, তাহা নহে ; পরন্তু এই জ্ঞানের ফলে তিনি প্রাণের ন্যায় অপরের বৃত্তিলাভের কারণ হন। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব পরে দেখানো হইতেছে (৭-১৪ কণ্ডিকা)।

যো বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি বাগ্বৈ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ২

যিনি বসিষ্ঠাকে জানেন, তিনি অবশ্যই আত্মীয়গণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠা।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, এবং অপর যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের মধ্যেও হন। ২

১ বসিষ্ঠঃ=অতিশয়েন বাসয়তি বস্তে বা ; যিনি উত্তমরূপে বাস করান বা আচ্ছাদন করেন। যাঁহারা বাগ্মী, তাঁহারা ধনোপার্জন করিয়া উত্তমরূপে বাস করেন, অথবা বাগ্মিতা-দ্বারা অপরকে আচ্ছাদিত বা পরাজিত করেন।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ ॥ ৩

যঃ...প্রতিষ্ঠাম্ (যৎসহায়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয়, অধ্যবসায়কে) বেদ, [তিনি] দুর্গে (দুর্গম স্থানে বা দুর্ভিক্ষাদিকালে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। সমে (সমতল স্থানে, বা সুভিক্ষাদিকালে) প্রতিতিষ্ঠতি। [অপরাংশও অনুরূপ]। ৩

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি অবশ্যই সুগম দেশে বা সুকালে এবং দুর্গম দেশে বা অকালে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ; কারণ চক্ষুরই

দ্বারা লোকে সম ও বিষম দেশে বা কালে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমদেশে বা সুকালে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং বিষম দেশে বা অকালেও প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সম্পচ্ছ্রোত্রে হীমে সর্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ ॥ ৪

যঃ···বেদ, [তিনি] যম্ কামম্ (যে কাম্য বস্তু) কাময়তে (অভিলাষ করেন), [তাহা] অস্মৈ (উহার জন্য) সম্পদ্যতে হ (সম্পাদিত হয়)। শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) বৈ সম্পৎ; হি শ্রোত্রে [সতি] (শ্রোত্র থাকিলেই) ইমে সর্বে বেদাঃ (এই সমস্ত বেদ) অভিসম্পন্নাঃ (অধিগত হয়)। [অপরাংশ অনুরূপ]। ৪

যিনি সম্পদ্‌কে জানেন তিনি যাহা কিছু কামনা করেন তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ্; কারণ শ্রোত্র থাকিলেই সমস্ত বেদ অভিসম্পাদিত হয়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যাহা কিছু কামনা করেন তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। ৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫

আয়তনম্ (আশ্রয়)। স্বানাম্ জনানাম্ (স্বজনের ও পরজনের) ভবতি। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

যিনি আয়তনকে জানেন, তিনি অবশ্যই স্বজনের ও পরজনের আশ্রয়

হন। মনই আয়তন।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বজনের ও পরজনের আশ্রয় হন। ৫

১ বিষয়সমূহ মনে আশ্রিত হইয়া আত্মার ভোগ্য হয়। মনের সঙ্কল্পানুসারে ইন্দ্রিয়বৃন্দ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়। সুতরাং মন আয়তন।

যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী রেতো বৈ প্রজাতিঃ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৬

প্রজাতিম্ (জন্মপ্রদানরূপ বৃত্তি যাহার, তাহাকে)। প্রজয়া পশুভিঃ প্রজায়তে (সন্তান-সন্ততি ও পশুবৃন্দে সুসম্পন্ন হন)। রেতঃ (শুক্র, জননেন্দ্রিয়)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]।৬

যিনি প্রজাতিকে জানেন, তিনি অবশ্যই সন্তান ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন। জননেন্দ্রিয়ই প্রজাতি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সন্তান ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন। ৬

তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তদ্ধোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৭

তে হ ইমে প্রাণাঃ (উক্ত এই ইন্দ্রিয়গণ একদা) অহং-শ্রেয়সে (আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য) বিবদমানাঃ (বিবাদপরায়ণ হইয়া) ব্রহ্ম জগ্মুঃ (ব্রহ্মার নিকট গেলেন)। তৎ (ব্রহ্মাকে) উচুঃ হ (বলিলেন)—নঃ (আমাদের মধ্যে) কঃ (কে) বসিষ্ঠঃ ইতি। তৎ (ব্রহ্মা) উবাচ হ—বঃ (তোমাদের মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলে) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহ) পাপীয়ঃ (অধিকতর হীন) মন্যতে (মনে হয়), সঃ (সে) বঃ বসিষ্ঠঃ ইতি। ৭

উক্ত এই ইন্দ্রিয়সকল একদা আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য কলহপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন ও ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কে

বসিষ্ঠ ?" তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে শরীরটি আরও জঘন্য হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ।" ৭

বাগ্ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথাঽকলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮

বাক্ হ উচ্চক্রাম (উৎক্রমণ করিলেন)। সা (তিনি) সংবৎসরম্ প্রোষ্য (এক বৎসর প্রবাস করিয়া) আগত্য (আসিয়া) উবাচ—মদৃতে (আমাকে ছাড়িয়া) [তোমরা] কথম্ (কিরূপে) জীবিতুম্ অশকত (বাঁচিতে পারিলে) ইতি। তে (তাঁহারা) উচুঃ হ—অকলাঃ (মূকগণ) যথা বাচা (বাকের দ্বারা) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকিয়া), চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুদ্বারা দেখিয়া), শ্রোত্রেণ শৃন্বন্তঃ (কানের দ্বারা শুনিয়া), মনসা বিদ্বাংসঃ (মনের দ্বারা জানিয়া), রেতসা প্রজায়মানঃ (জননেন্দ্রিয়দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে], এবম্ (এইরূপে) অজীবিষ্ম (বাঁচিয়া ছিলাম) ইতি। [তখন] বাক্ [দেহে] প্রবিবেশ হ (প্রবেশ করিলেন)। ৮

বাক্ উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমা ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে বাঁচিলে ?" তাঁহারা বলিলেন, "মূকগণ যেমন বাকের দ্বারা কথা না বলিয়াও প্রাণের দ্বারা জীবনধারণ করে, চক্ষের দ্বারা দেখে, কানের দ্বারা শোনে, মনের দ্বারা জানে ও জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া (বাঁচিয়া থাকে) তেমনি আমরা বাঁচিয়া ছিলাম।" বাক্ (দেহে) প্রবেশ করিলেন। ৮

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথাঽন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা প্রাণন্তঃ

প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

চক্ষু উৎক্রমণ করিলেন। তিনি বৎসরকাল প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমা ব্যতিরেকে কিরূপে বাঁচিলে ?" তাঁহারা বলিলেন, "অন্ধগণ যেমন চক্ষুদ্বারা না দেখিয়াও প্রাণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, কানের দ্বারা শুনিয়া (ইত্যাদি)।" চক্ষু প্রবেশ করিলেন। ৯

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "বধিরেরা যেমন কানে না শুনিয়াও (ইত্যাদি)।" শ্রোত্র প্রবেশ করিলেন। ১০

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

মন উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "মুগ্ধ অর্থাৎ মূঢ়েরা যেমন মনের দ্বারা না বুঝিয়াও (ইত্যাদি)।" মন প্রবেশ করিলেন। ১১

রেতো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথম-শকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥ ১২

জননেন্দ্রিয় উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "ক্লীবেরা যেমন জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা পুত্রোৎপাদন না করিয়াও (ইত্যাদি)।" জননেন্দ্রিয় প্রবেশ করিলেন। ১২

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ সংববর্হ তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি তস্যো মে বলিং কুরু-তেতি তথেতি ॥ ১৩

অথ হ প্রাণঃ উৎক্রমিষ্যন্ (উৎক্রমণ করিবেন, এমন সময়ে) সৈন্ধবঃ মহাসুহয়ঃ (সিন্ধুদেশজাত বৃহৎ ও সুলক্ষণ অশ্ব) যথা পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের গোঁজসকল) সংবৃহেৎ (উৎপাটিত করে) এবম্ এব হ ইমান্ (এই) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়গণকে) সংববর্হ (স্বস্থানভ্রষ্ট করিলেন)। তে উচুঃ হ—ভগবঃ, মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণ করিবেন না); ত্বৎ-ঋতে (আপনাকে ছাড়িয়া) জীবিতুম্ (বাঁচিতে) ন বৈ শক্ষ্যামঃ (মোটেই পারিব না) ইতি। [প্রাণ বলিলেন—যদি আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, তবে] তস্য উ মে (তাদৃশ আমার) বলিম্ কুরুত (করবিধান কর) ইতি। [ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন]—তথা ইতি (তথাস্তু)। ১৩

তারপর প্রাণ যখন উৎক্রমণে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সিন্ধুদেশীয় বৃহৎ সুলক্ষণ অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শঙ্কুসকল উৎপাটিত করে, তেমনি ইন্দ্রিয়গণকে স্থানভ্রষ্ট করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভগবন্, আপনি উৎ-

ক্রমণ করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা মোটেই বাঁচিতে পারিব না।" (প্রাণ বলিলেন)—"তবে আমার জন্য বলিবিধান কর।" (ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন)—"তাহাই হইবে।"[১] ১৩

১ ইন্দ্রিয়গণ সত্যই উৎক্রমণ করিয়াছিলেন—ইহা হইতে পারে না। এই আখ্যায়িকাতে শুধু দেখানো হইতেছে যে, প্রাণোপাসক এইরূপ বিচার অবলম্বনে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অবগত হইবেন।

সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতস্তস্যো মে কিং অন্নং কিং বাস ইতি যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আ কৃমিভ্য আ কীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমাপো বাস ইতি ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে ॥ ১৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[করপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া] সা বাক্ উবাচ হ—অহম্ যৎ বসিষ্ঠা বৈ অস্মি (আমি যে বসিষ্ঠা হইয়াছি, যে বসিষ্ঠত্বগুণে আমি বসিষ্ঠা হইয়াছি) ত্বম্ তৎ-বসিষ্ঠঃ অসি (সেই বসিষ্ঠত্বগুণে আপনি বসিষ্ঠ, সেই বসিষ্ঠত্বগুণ আপনারই) ইতি। [অপরাংশ অনুরূপ]। [এই সকল কর স্বীকার করিয়া প্রাণ বলিলেন]—তস্য উ মে (এবংগুণবিশিষ্ট আমার) কিম্ অন্নম্ কিম্ বাসঃ (অন্ন ও পরিধান কি [হইবে]) ইতি। আ শ্বভ্যঃ (কুক্কুরগণ পর্যন্ত) আ কৃমিভ্যঃ (কৃমিগণ পর্যন্ত), আ কীটপতঙ্গেভ্যঃ (কীট ও পতঙ্গসকল পর্যন্ত)

যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) [অন্ন আছে ; অর্থাৎ কুক্কুর, কৃমি, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকল প্রাণীর যাহা কিছু ভক্ষ্য আছে] তৎ (তাহা) তে (আপনার) অন্নম্ (ভক্ষ্য) ; আপঃ (পীত জল) [আপনার] বাসঃ ইতি। যঃ এবম্ (সমস্তই প্রাণের অন্ন—এইরূপে) অনস্য (প্রাণের) এতৎ অন্নম্ বেদ, অস্য (ইঁহার) অনন্নম্ (যাহা অন্ন নহে এইরূপ কিছু) জগ্ধম্ (ভক্ষিত) ন হ বৈ ভবতি (মোটেই হয় না), অনন্নম্ প্রতিগৃহীতম্ (প্রতিগৃহীত) ন ভবতি [যেহেতু জল প্রাণের পরিধান] তৎ (সেই হেতু) শ্রোত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ (অধীতবেদ জ্ঞানীরা) অশিষ্যন্তঃ (ভোজনকালে) আচামন্তি (আচমন করেন), অশিত্বা (ভোজন করিয়া) আচামন্তি। [তাঁহারা] তৎ (উক্ত স্থলে) মন্যন্তে (মনে করেন) [যে], এতম্ এব অনম্ (এই প্রাণকেই) অনগ্নম্ কুর্বন্তঃ (নগ্নতাহীন করিতেছেন)। [ছাঃ ৫।২।১-২] । ১৪

বাক্ বলিলেন, "আমি যে গুণে বসিষ্ঠা হইয়াছি, আপনারই সেই বসিষ্ঠত্বগুণ।" চক্ষু বলিলেন, "আমি যে গুণে প্রতিষ্ঠা হইয়াছি, আপনারই সেই প্রতিষ্ঠাত্বগুণ।" শোত্র বলিলেন, "আমি যে গুণে সম্পদ্ হইয়াছি, আপনারই সেই সম্পত্তিগুণ।" মন বলিলেন, "আমি যে গুণে আয়তন হইয়াছি, আপনারই সেই আয়তনত্বগুণ।" জননেন্দ্রিয় বলিলেন, "আমি যে গুণে প্রজাতি হইয়াছি, আপনারই সেই প্রজাতিত্বগুণ।" (প্রাণ বলিলেন)—"তাদৃশ আমার অন্ন ও পরিধান কি হইবে ?" (তাঁহারা বলিলেন)—"কুক্কুরগণ, কৃমিগণ, কীট ও পতঙ্গগণ পর্যন্ত (সকল) প্রাণীর যাহা কিছু অন্ন আছে, সমস্তই (আপনার) অন্ন হইবে এবং জল পরিধেয় হইবে[১]।" যিনি এইরূপে প্রাণের এই অন্ন বিদিত আছেন, তিনি এমন কিছু ভক্ষণ করেন না যাহা অন্ন নহে, এবং এমন কোনও দান গ্রহণ করেন না যাহা অন্ন নহে।[২] (জল প্রাণের পরিধেয়), এই জন্যই বেদপারগ জ্ঞানিগণ ভোজনারম্ভে ও ভোজনান্তে আচমন করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা এই প্রাণেরই নগ্নতা দূর করিতেছেন।[৩] ১৪

১ অর্থাৎ প্রাণোপাসক সর্বান্নে প্রাণান্নদৃষ্টি ও জলপানে পরিধেয়দৃষ্টি আরোপ করিবেন।

২ সর্বাত্মক প্রাণের সহিত এক হওয়ায় তাঁহার নিকট কিছুই অভক্ষ্য বা অপ্রতিগ্রহণীয় নহে। যদি কখনও তিনি অভক্ষ্য খাইয়া ফেলেন বা অপ্রতিগ্রহণীয় কিছু গ্রহণ করিয়া ফেলেন, তথাপি এই জ্ঞানের ফলে তাঁহার পাপ হয় না। মনে রাখিতে হইবে, ইহা অভক্ষ্য ভক্ষণের বা অপ্রতিগ্রাহ্য গ্রহণের বিধি নহে। পরন্তু এখানে দেখানো হইতেছে যে, সমস্তই প্রাণের অন্ন। এখানে ফলকীর্তন হইয়াছে—আপাততঃ এইরূপ মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এখানে শুধু সর্বান্নত্বেরই স্তুতি করা হইল। উপাসনার প্রকৃত ফল ইহা নহে —পরন্তু প্রাণাত্মভাব লাভ।

৩ শুদ্ধির জন্য বিহিত আচমনে ঐরূপ দৃষ্টি আরোপ করিবে।

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমারা৩ ইতি স ভো৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টো ন্বসি পিত্রে-ত্যোমিতি হোবাচ ॥ ১

আরুণেয়ঃ ([অরুণের পুত্র আরুণি], আরুণির পুত্র আরুণেয়) শ্বেতকেতুঃ হ (একদা) বৈ পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালদিগের) পরিষদম্ আজগাম (পরিষদে উপস্থিত হইলেন)। সঃ পরিচারয়মাণম্ (ভৃত্যদের সেবাগ্রহণে রত) জৈবলিম্ (জীবলপুত্র) [রাজা] প্রবাহণম্ আজগাম। তম্ (শ্বেতকেতুকে) উদীক্ষ্য (দেখিয়া) [রাজা] অভ্যুবাদ (সম্বোধন করিলেন)—[হে] কুমার (বৎস) ৩ (ভৎর্সনাসূচক প্লুতি) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতু)

ভোঃ ইতি (এই বলিয়া) প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর দিলেন)। [রাজা]—পিত্রা (পিতার দ্বারা) নু অনুশিষ্টঃ অসি (উপদিষ্ট হইয়াছ তো) ইতি। উবাচ হ—ওম্ (হাঁ) ইতি। [ছাঃ, ৫।৩—১০]। ১

অরুণপৌত্র শ্বেতকেতু একদা পঞ্চালদিগের সভায় উপস্থিত হইলেন। পরিচারকগণ জীবলপুত্র (রাজা) প্রবাহণকে পরিচর্যা করিতেছে, এমন সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র (রাজা) তাঁহাকে এই বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "বৎস!"। "ভো!"[১] এই বলিয়া শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তর দিলেন। (রাজা)—"পিতার নিকট তুমি উপদিষ্ট হইয়াছ তো? (শ্বেতকেতু)—"হাঁ।"

১ রাজা জানিতেন শ্বেতকেতু অবিনীত। এই জন্য তাঁহাকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে "কুমার" বলিয়া ডাকিলেন। শ্বেতকেতু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "ভো!" বস্তুতঃ আচার্যকেই এইরূপ সম্বোধন করা চলে, ক্ষত্রিয়কে নহে।

বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রয়ত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হোবাচ বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যথাঽসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রয়দ্ভির্ন সম্পূর্যতা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাঽপি হি ন ঋষের্বচঃ শ্রুতং—

দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণা-
মহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।

তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি
যদন্তরা পিতরং মাতরং চ। ইতি
নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ ॥ ২

[রাজা]—বেথ (জান কি) যথা (যেরূপে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই মানুষেরা) প্রয়ত্যঃ (দেহত্যাগ করিয়া) বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ (=বিপ্রতিপদ্যন্তে [বিচারার্থক প্লুতি], বিভিন্ন-পথগামী হয়) ইতি। [শ্বেতকেতু] উবাচ হ—ন ইতি। বেথ উ যথা [তাহারা] পুনঃ (পুনর্বার) ইমম্ লোকম্ (ইহলোক) আপদ্যন্তা ৩ (=আপদ্যন্তে, প্রাপ্ত হয়) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। বেথ উ যথা অসৌ লোকঃ (পরলোক) এবম্ (এইরূপে) পুনঃ পুনঃ প্রয়দ্ভিঃ বহুভিঃ (গমনকারী বহু জীবের দ্বারা) ন সম্পূর্যতা৩ (=ন সম্পূর্যতে, সম্পূর্ণ হয় না) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। বেথ উ যতিথ্যাম্ আহুত্যাম্ হুতায়াম্ (যতসংখ্যক আহুতি হুত হইলে) আপঃ (জল, তরল আহুতি) পুরুষবাচঃ ভূত্বা (পুরুষশব্দবাচ্য হইয়া, অথবা পুরুষের ন্যায় বাক্‌শক্তিযুক্ত হইয়া) সমুত্থায় (সম্যক্ উদ্ভূত হইয়া) বদন্তী৩ (বদন্তি, কথা বলে) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। দেবযানস্য পথঃ বা (দেবযানমার্গের) যা পিতৃযাণস্য (কিংবা পিতৃযানমার্গের) [সেই] প্রতিপদম্ (প্রতিপৎকে, প্রতিপত্তির উপায়কে)—যৎ কৃত্বা (যে কর্ম করিয়া) দেবযানম্ পন্থানম্ (পথকে) বা, পিতৃযাণম্ বা প্রতিপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন) [সেই উপায়]—বেথ উ? অপি হি (অধিকন্তু) [এই বিষয়ে] ঋষেঃ বচঃ (ঋষির বাক্য) নঃ শ্রুতম্ (আমাদের দ্বারা শ্রুত হইয়াছে)—অহম্ মর্ত্যানাম্ (মানুষদের পক্ষে) পিতৃণাম্ উত দেবানাম্ (পিতৃগণের ও দেবগণের [লোকদ্বয়ের প্রাপক]) দ্বে সৃতী (দুইটি পথ) অশৃণবম্ (শুনিয়াছি); তাভ্যাম্ এজৎ (এই দুই পথে যাইয়া) ইদম্ বিশ্বম্ (এই সমস্ত) [গন্তা ও গন্তব্য স্থান, সাধ্য ও সাধন] সমেতি (একীভূত হয়)। [ঐ মার্গদ্বয়] যদন্তরা মাতরম্ পিতরম্ চ (যাঁহাদের মধ্যবর্তী, তাঁহারা মাতা ও পিতা, অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্যুলোক [শঃ ১৩।২।৯।৭; তৈঃ ব্রাঃ ৩।৮।৯।১]) ইতি [ঋগ্বেদ ১০।৮৮।১৫]। উবাচ হ—অহম্ অতঃ (এই প্রশ্নগুলির মধ্যে) একম্ চন (একটিও) ন বেদ (জানি না) ইতি। ২

(রাজা)—"এই মানুষেরা মরণের পরে যেরূপে বিভিন্নপথগামী হয়,

তাহা জান কি ?" (শ্বেতকেতু) বলিলেন, "না।" "তাঁহারা পুনর্বার কিরূপে ইহলোকে ফিরিয়া আসে, তাহা জান কি ?" "না।" "বারংবার এইরূপে গমনকারী বহু জীবের দ্বারা পরলোক কেন পূর্ণ হয় না, তাহা জান কি ?" "না।" "যতসংখ্যক আহুতি প্রদত্ত হইলে জল (অর্থাৎ তরল আহুতি) মানুষসুলভ বাক্‌শক্তিযুক্ত হইয়া কথা বলে, তাহা জান কি ?" "না।" "দেবযানমার্গের ও পিতৃযানমার্গের সেই প্রতিপত্তির উপায়টি—অর্থাৎ যে কর্ম করিলে দেবযানমার্গ ও পিতৃযানমার্গ পাওয়া যায় তাহা—জান কি ? অপিচ এই বিষয়ে আমরা এই ঋষিবাক্য শুনিয়াছি—"দেবলোক ও পিতৃলোকের প্রাপক মনুষ্যসম্বন্ধীয় দুইটি পথের কথা আমি শুনিয়াছি। ঐ দুই পথে যাইয়া এই সমস্ত একীভূত হয়।[১] ঐ মার্গদ্বয় যাহাদের মধ্যবর্তী, তাহারা দ্যুলোক ও ভূলোক[২]।" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমি প্রশ্নগুলির মধ্যে একটিও জানি না।" ২

১ মার্গদ্বয় মানুষদিগকে স্ব স্ব কর্মফলের সহিত যুক্ত করে।

২ এই মার্গদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ সংসারের অন্তর্ভুক্ত ; উহারা অমৃতত্বে লইয়া যায় না।

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রেঽনাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব স৹আজগাম পিতরং তং হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরাঽনুশিষ্টানোবাচ ইতি কথং সুমেধ ইতি পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীৎ ততো নৈকঞ্চন বেদেতি কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩

অথ [রাজা] এনম্ (ইঁহাকে, শ্বেতকেতুকে) বসত্যা উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন)। কুমারঃ বসতিম্ অনাদৃত্য (বাসের আমন্ত্রণে অনাদর প্রদর্শন

করিয়া) প্রদুদ্রাব (শীঘ্র চলিয়া গেলেন)। সঃ পিতরম্ আজগাম (পিতার নিকট আসিলেন)। তম্ (তাঁহাকে) উবাচ হ—পুরা (পূর্বে) ভবান্ (আপনি) [উপযুক্ত উপদেশ না দিয়াই] ইতি বাব কিল (এইরূপেই বুঝি) নঃ (আমাদিগকে, আমাকে) অনুশিষ্টান্ (উপদিষ্ট [হইয়াছি]) অবোচঃ (=অবোচৎ, বলিয়াছিলেন) ইতি। [হে] সুমেধ (উত্তম মেধাবান্), কথম্ (কিরূপে) [তুমি ব্যথিত হইলে] ইতি। রাজন্যবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয় না হইয়াও যিনি আপনাকে ক্ষত্রিয়গণের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন) মা (আমাকে) পঞ্চ প্রশ্নান্ (পাঁচটি প্রশ্ন) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)। ততঃ (তাহাদের মধ্যে) একম্ চন ন বেদ ইতি। তে (ঐ প্রশ্নগুলি] কতমে (কোন কোন্‌টি) ইতি। ইমে (এইগুলি)—ইতি (এই বলিয়া) প্রতীকানি [প্রশ্নসকলের] প্রারম্ভগুলি) উদাজহার হ [উদ্ধৃত করিলেন) [আভাসে বলিলেন]। ৩

অনন্তর (রাজা) ইঁহাকে বাসের জন্য অনুরোধ করিলেন। বাসের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া কুমার দ্রুত চলিয়া গেলেন; তিনি পিতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এইরূপেই বুঝি আপনি আমাকে পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন?" "হে সুমেধ, কিরূপে (তুমি ক্ষুণ্ণ হইলে)?" "রাজন্যবন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাদের একটিও জানি না।" "ঐ প্রশ্নগুলি কি কি?" "এইগুলি"—এই বলিয়া শ্বেতকেতু তাহাদের উপক্রমগুলি উদ্ধৃত করিলেন। ৩

স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্বমহং তং তুভ্যমবোচং প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যং বৎস্যাব ইতি ভবানেব গচ্ছত্বিতি স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস তস্মা আসনমাহৃত্যোদকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি॥ ৪

সঃ (পিতা) উবাচ হ—তাত (বৎস), নঃ (আমাদিগকে) ত্বম্ (তুমি) তথা (সেইরূপ) জানীথাঃ (জানিবে); [অর্থাৎ তুমি আমায় বিশ্বাস কর] যথা (যে), অহম্ যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু) বেদ (জানি) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) অহম্ তুভ্যম্ (তোমায়) অবোচম্ (বলিয়াছি)। তু (কিন্তু) প্রেহি (চল), তত্র (সেখানে) প্রতীত্য (যাইয়া) [রাজার নিকট] ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্যাবঃ ([উভয়ে] ব্রহ্মচর্যবাস করিব) ইতি। ভবান্ এব (আপনিই) গচ্ছতু (যান) ইতি। সঃ গৌতমঃ (গৌতম-গোত্রীয় আরুণি) যত্র (যেখানে) প্রবাহণস্য জৈবলেঃ (=প্রবাহণঃ জৈবলিঃ) আস (ছিলেন) [অথবা—প্রবাহণস্য জৈবলেঃ আস (প্রবাহণ জৈবলির আসর বা দরবার হইতেছিল)] [সেখানে] আজগাম (উপস্থিত হইলেন)। তস্মৈ (তাঁহার জন্য) আসনম্ আহৃত্য (আসন আনিয়া) উদকম্ (জল, পাদ্য) আহারয়াঞ্চকার (আনয়ন করাইলেন)। অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যম্ চকার (অর্ঘ্য [ও মধুপর্ক] প্রদান করাইলেন)। তম্ উবাচ হ—ভগবতে গৌতমায় (ভগবান্ গৌতমকে, আপনাকে) বরম্ ([গো প্রভৃতি] প্রার্থিত বস্তু) দদ্মঃ (আমরা দিব) ইতি। ৪

পিতা বলিলেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস কর যে, আমি যাহা কিছু জানি সেই সমস্তই তোমায় বলিয়াছি। পরন্তু চল, সেখানে যাইয়া আমরা ব্রহ্মচর্যবাস করি।" (শ্বেতকেতু)—"আপনিই যান।" যেখানে প্রবাহণ জৈবলির দরবার হইতেছিল, গৌতম সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার জন্য আসন প্রদান করিয়া জল আনয়ন করাইলেন। অতঃপর তাঁহার জন্য অর্ঘ্যবিধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ভগবান্ গৌতমকে বর প্রদান করিতে চাই।" ৪

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি ॥ ৫

সঃ (গৌতম) উবাচ হ—মে (আমার প্রতি) [আপনার দ্বারা] এষঃ বরঃ (এই বর) প্রতিজ্ঞাতঃ। তু কুমারস্য অন্তে (কুমারের নিকট) যাম্ বাচম্ (যে বাক্য) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) মে তাম্ (উহা) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৫

গৌতম বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমায় বর দিবেন। কুমারের নিকট আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমায় তাহাই বলুন।"৫

স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৬

সঃ (রাজা) উবাচ হ—গৌতম, [আপনি যে বর চাহিতেছেন] তৎ (উহা) দৈবেষু বৈ বরেষু (দৈববরেরই অন্তর্ভুক্ত) মানুষাণাম্ (মানবীয় বরসকলের মধ্যে) ব্রূহি (বলুন, প্রার্থনা করুন) ইতি। ৬

রাজা বলিলেন, "উহা দৈববর সকলের অন্তর্ভুক্ত। মানবীয় বর প্রার্থনা করুন।" ৬

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যা-পর্যন্তস্যাভ্যবদান্যো ভূদিতি স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যু-পৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ স্মৈব পূর্ব উপযন্তি স হোপায়ন-কীর্ত্যোবাস ॥৭

সঃ উবাচ হ—[আমার] হিরণ্যস্য অপাত্তম্ অস্তি (সুবর্ণের প্রাপ্তি আছে) [আমার সুবর্ণ আছে], গো-অশ্বানাম্ (গরু ও ঘোড়ার), দাসীনাম্ (দাসীদিগের) প্রবারাণাম্ (পরিবারবর্গের), পরিধানস্য (পরিধেয় বস্ত্রাদির) [অপাত্তম্ অস্তি]—[ইহা] [ভবতা] বিজ্ঞায়তে হ ([আপনার] জানাই আছে)। ভবান্ (আপনি) [সকলের প্রতি বদান্য হইয়া] বহোঃ (প্রভূত) অনন্তস্য (অনন্তফলপ্রদ) অপর্যন্তস্য (অসীম; পুত্র-পৌত্রাদিতে সঞ্চারী) [বিত্ত বিষয়ে] নঃ অভি ([কেবল] আমার প্রতি) অবদান্যঃ মা অভূৎ (হইবেন না) ইতি। গৌতম, সঃ বৈ (এতাদৃশ অভিপ্রায়বান্ আপনি) তীর্থেন (যথান্যায়ে) ইচ্ছাসৈ (পাইতে ইচ্ছা করুন) ইতি। অহম্ ভবন্তম্ উপৈমি (আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি) ইতি। পূর্বে (প্রাচীনেরা) [আপতকালে হীনবর্ণ গুরুর নিকট]

বাচা হ এব (কেবল বাক্যের দ্বারা [সেবাদিদ্বারা নহে]) উপযন্তি স্ম (শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন)। সঃ হ উপায়নকীর্ত্যা ("শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম"—ইহা মুখে বলিয়াই) উবাস (বাস করিলেন)। ৭

গৌতম বলিলেন, "আপনি জানেন যে, আমার প্রচুর স্বর্ণ, গরু, অশ্ব, দাসী, পরিবার, ও বস্ত্রাদি আছে। যাহা প্রভূত, অনন্তফলপ্রদ, ও পর্যাপ্তিবিহীন সেই বস্তুটির প্রদান বিষয়ে আপনি (কেবল) আমারই প্রতি অবদান্য হইবেন না।" "হে গৌতম, তাহা হইলে যথান্যায়ে উহা পাইতে যত্ন করুন।" "আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।" প্রাচীনেরা কেবল বাচনিক শিষ্যত্বই গ্রহণ করিতেন। গৌতম বাচনিক শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭

স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাঽপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি ॥ ৮

সঃ উবাচ হ—গৌতম, যথা তব (আপনার) পিতামহাঃ (পিতামহগণ) [আমাদের পিতামহগণের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই] তথা চ (তেমনি) ত্বং (তুমি) নঃ (আমাদের) মা অপরাধাঃ (অপরাধ গ্রহণ করিবেন না)। ইয়ম্ বিদ্যা (এই বিদ্যা) ইতঃ পূর্বম্ (ইহার পূর্বে) কস্মিন্ চন ব্রাহ্মণে (কোনও ব্রাহ্মণে) ন উবাস (অবস্থান করে নাই)। তু তাম্ (সেই বিদ্যা) অহম্ তুভ্যম্ (আপনাকে) বক্ষ্যামি (বলিব); হি এবম্ ব্রুবন্তম্ ত্বা (এইরূপ উক্তিকারী আপনাকে) কঃ (কে) প্রত্যাখ্যাতুম্ অর্হতি (প্রত্যাখ্যান করিতে পারে) ইতি। ৮

রাজা বলিলেন, "হে গৌতম, আপনার পিতামহেরা (আমাদের পিতামহের অপরাধ) যেমন (গ্রহণ করিতেন না), তেমনি আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই বিদ্যা ইহার পূর্বে কোনও

ব্রাহ্মণের আয়ত্ত হয় নাই। তথাপি আমি উহা আপনাকে বলিব; কারণ এইরূপ বলিলে আপনাকে কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে?" ৮

অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ৯

[প্রথমে চতুর্থ প্রশ্নের সমাধান হইতেছে; কারণ ইহার উপর অপর উত্তরগুলি নির্ভর করে]—গৌতম, অসৌ লোকঃ বৈ (ঐ দ্যুলোকই) অগ্নিঃ। আদিত্যঃ এব (সূর্যই) তস্য (তাহার) সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (কিরণসমূহ) ধূম; অহঃ (দিন) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা); দিশঃ (দিক্‌সকল) অঙ্গারাঃ; অবান্তরদিশঃ (দিক্‌কোণসকল) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (উক্ত এই অগ্নিতে) দেবাঃ (দেবগণ) শ্রদ্ধাম্ জুহ্বতি (শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন)। তস্যাঃ আহুত্যৈ [=আহুতেঃ] (সেই আহুতি হইতে) রাজা ([পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের] রাজা) সোমঃ (চন্দ্র) সম্ভবতি (সম্ভূত হন)। ৯

"হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি। সূর্যই সেই অগ্নির ইন্ধন; রশ্মিসকল তাহার ধূম, দিন তাহার শিখা; দিক্‌সকল অঙ্গার; ও দিক্‌কোণসকল বিস্ফুলিঙ্গ।[১] সেই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রাজা সোম সমুদ্ভূত হন।[২] ৯

১ দ্যুলোকাদিতে ঐরূপ অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যাদি এই—সূর্য ইন্ধন, সূর্যের দ্বারা দ্যুলোকাগ্নি সমুজ্জ্বল হয়; সমিধ হইতে ধূম নির্গমনের ন্যায় সূর্য হইতে রশ্মি নির্গত হয়; অগ্নিশিখা উজ্জ্বল, দিনও উজ্জ্বল; দিক্ ও অঙ্গার উভয়েই শান্ত—উভয়েই তেজ ও উত্তাপহীন; দিক্‌কোণসকল বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

২ লৌকিক অগ্নিহোত্রে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গই প্রকৃত হোতা। কারণ আত্মা স্বতই

কর্তা বা ভোক্তা নহেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি উপাধির সম্বন্ধবশতঃ জীবাত্মাতে ঐ কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। ইন্দ্রিয়গণই ফলভোগের জন্য কর্ম করেন এবং তাঁহারাই পরলোকের বিভিন্ন স্তরে ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতা হইয়া যথাযোগ্য আহুতি প্রদান করেন। অগ্নিহোত্রাদিতে যে তরল দুগ্ধাদি আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাই অতি সূক্ষ্মাকার হইয়া যজমানের সহিত ধূমাদিক্রমে অন্তরীক্ষে ও অন্তরীক্ষ হইতে দ্যুলোকে যায়। এই সূক্ষ্ম তরল পদার্থই "শ্রদ্ধা" (তৈঃ সং ১।৬।৮।১)। অপর কঠিন পদার্থও আহুত হয় বটে ; তথাপি জলীয় পদার্থের প্রাধান্য থাকায় আহুতিসকল জল শব্দের বাচ্য। "শ্রদ্ধা" দ্যুলোকে হুত হইয়া যজমানের জন্য চন্দ্রলোকোচিত জলীয় শরীর উৎপন্ন করে—ইহাই সোমের জন্ম। ঐ শরীরে অন্য ভূত থাকিলেও জলের প্রাধান্যবশতঃ উহাকে জলীয় বলা হয়। আরও দ্রষ্টব্য এই—কর্মের ফলে পরলোকে শরীরলাভ হয় ; ঐ কর্মে জলের প্রাধান্য আছে ; সুতরাং ঐ শরীরকে জলবহুল বলা চলে।

পর্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ১০

পর্জন্যঃ (বৃষ্টিদেবতা) ; অভ্রাণি (মেঘসকল) ; অশনিঃ (বজ্র) ; হ্রাদুনয়ঃ (মেঘগর্জন-সকল) ; সোমম্ রাজানম্ (রাজা সোমকে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]।

"হে গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি। সম্বৎসর তাহার সমিধ্ ; মেঘসকল ধূম ; বিদ্যুৎ শিখা ; বজ্র অঙ্গার ; ও মেঘগর্জন বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ রাজা সোমকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সম্ভূত হয়।"[১] ১০

১ সাদৃশ্য—শরৎ হইতে গ্রীষ্ম পর্যন্ত ঋতুসকলের সহিত সম্বৎসর আবর্তিত হইলে পর্জন্যাগ্নি প্রদীপ্ত হয় (বৃষ্টির সূচনা হয়) ; অভ্র দেখিতে ধূমের ন্যায়, এবং উহা ধূম হইতে জাত হয় ; বিদ্যুৎ অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ; বজ্র অঙ্গারের ন্যায় কঠিন ও শান্ত ; মেঘগর্জন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহু ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি ॥ ১১

"হে গৌতম, ইহলোকই অগ্নি। পৃথিবী তাহার ইন্ধন ; অগ্নি ধূম ; রাত্রি শিখা ; চন্দ্রমা অঙ্গার ; নক্ষত্ররাজি বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।'[১] ১১

১ সাদৃশ্য—বহু ভোগসম্পন্না পৃথিবী প্রাণীদিগের উৎসাহ বর্ধন করে ; ইন্ধন হইতে ধূমের উত্থানের ন্যায় পার্থিব দ্রব্য হইতে অগ্নি উত্থিত হয় ; কাষ্ঠের সহিত সম্বদ্ধ অগ্নি হইতে শিখা উঠে, ইহলোকাগ্নির সমিধ্ পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি আসে—পৃথিবীর ছায়াই রাত্রির অন্ধকার ; চন্দ্র রাত্রিসম্ভূত ও শান্ত, অঙ্গারও শিখাসম্ভূত ও শান্ত ; নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ।

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ১২

"হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি ; ব্যাত্ত, অর্থাৎ বিবৃত আনন, তাহার ইন্ধন ; প্রাণ ধূম ; বাক্ শিখা ; চক্ষু অঙ্গার ; শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়।'[১] ১২

১ সাদৃশ্য—বিবৃত মুখের, অর্থাৎ বাগ্মিতার, দ্বারা মানুষ সভাদিতে দেদীপ্যমান হয় ; মুখরূপ সমিধ্ হইতে প্রাণরূপ ধূম নির্গত হয় ; বাক্ অভিধেয় বিষয়কে প্রকাশ করে, শিখাও বস্তু প্রকাশ করে ; চক্ষু ও অঙ্গার উভয়েই শান্ত ও আলোকের আধার ; শ্রোত্র শব্দশ্রবণের জন্য স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়।

যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারাঃ অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্ত-স্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে ॥ ১৩

গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বৈ অগ্নিঃ, তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ, লোমানি ধূমঃ, যোনিঃ অর্চিঃ, যৎ অন্তঃ করোতি (মৈথুনব্যাপারম্ আচরতি) তে অঙ্গারাঃ, অভিনন্দাঃ (সুখলেশাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ (ইত্যাদি)। সঃ (সেই পুরুষ) [এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া] জীবতি (বাঁচিয়া থাকে)—[কর্মসঞ্চিত পরমায়ু] যাবৎ (যতদিন) [ততদিন] জীবতি। অথ যদা ম্রিয়তে (মরে)—। ১৩

হে গৌতম, যোষিৎই অগ্নি,……এই অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষ জাত হয়।[১] সে বাঁচিয়া থাকে—যতদিন পরমায়ু আছে ততদিন বাঁচিয়া থাকে। অতঃপর সে যখন মরে—। ১৩

১ এইখানে দ্বিতীয় কণ্ডিকার ৪র্থ প্রশ্নের (জল কিরূপে পুরুষশব্দ বাচ্য হইয়া কথা বলে?) উত্তর দেওয়া হইল।

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চিরঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি ॥ ১৪

অথ (তখন) এনম্ (এই মৃত যজমানকে) [ঋত্বিক্‌গণ] অগ্নয়ে হরন্তি (অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য লইয়া যান)। তস্য (সেই আহুতিস্থানীয় মৃতের) [পক্ষে] অগ্নিঃ (চিতাগ্নি) এব অগ্নিঃ ভবতি (হোমাগ্নি হয়) [ইত্যাদি]। পুরুষঃ ভাস্বরবর্ণঃ (অতিশয় দীপ্তিমান্, [জন্ম হইতে শ্মশান পর্যন্ত বিহিত কর্ম আচরণের ফলে] বিশুদ্ধ) [হইয়া] সম্ভবতি (নির্গত হন)। ১৪

"তখন তাঁহাকে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য লইয়া যান। তাঁহার পক্ষে ঐ (শ্মশান) অগ্নিই (হোম) অগ্নি ; ঐ (চিতা) কাষ্ঠই (হোমের) সমিধ্ ; ঐ (শ্মশান) শিখাই (যজ্ঞ) শিখা ; ঐ (চিতার) অঙ্গার সকলই (হোমাগ্নির) অঙ্গার ; ঐ বিস্ফুলিঙ্গ সকলই বিস্ফুলিঙ্গ হইয়া থাকে। ঐ অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষ ভাস্বরবর্ণ হইয়া নির্গত হন। ১৪

তে য এবমেতদ্ বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তে অর্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ॥ ১৫

[এখন প্রথম প্রশ্নের সমাধান]—যে (যাঁহারা, যে গৃহস্থেরা) এতৎ (এই [পঞ্চাগ্নি-দর্শন]) এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বিদুঃ (জানেন) [আমি অগ্নি হইতে এইরূপ ক্রমে জাত, আমি অগ্নিপুত্র, ও আমি অগ্নি—ইহা জানেন], তে (তাঁহারা) চ (এবং) যে অমী (এই যাঁহারা [যে বানপ্রস্থগণ ও অমূখ্য সন্ন্যাসীরা]) অরণ্যে (অরণ্যবাসী হইয়া) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) সত্যম্ (সত্যব্রহ্মকে [৫।৪।১, ৫।৫।১-২], হিরণ্যগর্ভকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অর্চিঃ অভিসম্ভবন্তি (অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন) ; [অর্চিঃ, অহঃ, পক্ষ—ইত্যাদি শব্দে সর্বত্র এইরূপ তত্তদভিমানী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে]। অর্চিষঃ (অর্চিদেবতা হইতে) অহঃ (দিবসাভিমানী দেবতাকে), অহ্নঃ (দিবস হইতে) আপূর্যমাণ-পক্ষম্ (যে পক্ষে চন্দ্র বর্ধিত হন, শুক্লপক্ষকে), আপূর্যমাণপক্ষাৎ আদিত্যঃ যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ এতি (সূর্য যে ছয় মাস কাল উত্তরে যান, তাহাকে অর্থাৎ উত্তরায়ণকে), মাসেভ্যঃ (উত্তরায়ণ ষণ্মাস হইতে) দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্ (বিদ্যুদ-

ভিমানী দেবতাকে) [প্রাপ্ত হন]। মানসঃ পুরুষঃ (ব্রহ্মার মনের দ্বারা সৃষ্ট পুরুষ) [ব্রহ্মলোক হইতে] এত্য (আসিয়া) বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুদ্দেবতার নিকট আগত তাঁহাদিগকে) ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (ব্রহ্মলোকসকলে লইয়া যান)। তে পরাঃ (প্রকৃষ্টাবস্থা লাভ করিয়া) তেষু ব্রহ্মলোকেষু (ঐ ব্রহ্মলোকসকলে) পরাবতঃ (প্রকৃষ্ট বৎসরসকল [ব্রহ্মার বহু অবান্তর কল্প] ব্যাপিয়া) বসন্তি (বাস করেন)। তেষাম্ (তাঁহাদের) পুনরাবৃত্তিঃ ন ([এই সংসারে] পুনরাগমন হয় না)।১৫

"যাঁহারা এইরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা বনে বাস করিয়া সশ্রদ্ধভাবে সত্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা[১] অর্চিদেবতাকে প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে অহর্দেবতাকে, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষদেবতাকে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণদেবতাকে, উত্তরায়ণ হইতে দেবলোকদেবতাকে, দেবলোক হইতে আদিত্যদেবতাকে, আদিত্য হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হন।[২] বিদ্যুতে সমাগত তাঁহাদের নিকট এক মানস পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক সকলে[৩] লইয়া যান। তাঁহারা উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেইসকল ব্রহ্মলোকে বহু কল্প বাস করেন। তাঁহাদের (এই সংসারে)[৪] পুনরাবৃত্তি হয় না। ১৫

১ পঞ্চাগ্নিবিদ্ গৃহস্থ ও হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরও এই গতি (বিষ্ণুপুরাণ, ২।৮।৯২-৯৪)।

২ নিম্নবর্তী দেবগণ ক্রমে উর্ধ্বতন দেবগণের হস্তে উপাসককে অর্পণ করেন। ইঁহারা আতিবাহিক দেবতা। পরের কণ্ডিকাও এইরূপ।

৩ ব্রহ্মলোক এক হইলেও উহাতে উচ্চাবচ বিভাগ আছে। উপাসনার তারতম্যানুসারে ঐসকল বিভিন্ন অংশে গমন হয়।

৪ মাধ্যন্দিন শাখায় "ইহ" (=এখানে) শব্দ আছে। অর্থাৎ তাঁহারা বর্তমান সৃষ্টিতে ফিরেন না, অপর সৃষ্টিতে ফিরেন।

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎ পর্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥ ১৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ (পক্ষান্তরে) যে (যাঁহারা) যজ্ঞেন (যজ্ঞের দ্বারা), দানেন (দানের দ্বারা), তপসা (কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি কায়ক্লেশের দ্বারা) [সাধনার তারতম্যানুসারে] লোকান্ জয়ন্তি (লোকসকল জয় করেন)। তে (তাঁহারা) ধূমম্ (ধূমদেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি। ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপক্ষীয়মাণপক্ষম্ (যে পক্ষে চন্দ্র ক্ষীণ হন, কৃষ্ণপক্ষকে) অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ আদিত্যঃ দক্ষিণা এতি (যে ছয় মাস সূর্য দক্ষিণে যান তাহাকে, দক্ষিণায়নকে), মাসেভ্যঃ (দক্ষিণায়ন ষণ্মাস হইতে) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্ [প্রাপ্ত হন]। তে চন্দ্রম্ প্রাপ্য (চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া) অন্নম্ ভবন্তি (অন্ন হন)। [ঋত্বিকেরা যজ্ঞে] আপ্যায়স্ব (বর্ধিত হও) অপক্ষীয়স্ব (হ্রাসপ্রাপ্ত হও) ইতি (এই বলিয়া) রাজানম্ সোমম্ (উজ্জ্বল সোমকে) যথা [ভক্ষয়ন্তি—ভক্ষণ করেন] এবম্ (এইরূপে) তত্র (চন্দ্রলোকে) এনান্ তান্ (এই [আগত] তাঁহাদিগকে) দেবাঃ (দেবগণ) তত্র ভক্ষয়ন্তি। তেষাম্ (ঐ কর্মীদের) তৎ ([চন্দ্রলোকপ্রাপক] সেই কর্ম) যদা পর্যবৈতি (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) অথ ইমম্ এব আকাশম্ (এই আকাশকেই) অভিনিষ্পদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন), আকাশাৎ

বায়ুম্, বায়োঃ (বায়ু হইতে) বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ (বৃষ্টি হইতে) পৃথিবীম্। তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য (পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া) অন্নম্ ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ (পুরুষরূপ অগ্নিতে) হূয়ন্তে (আহুত হন), ততঃ (তাহার পর) যোষাগ্নৌ (যোষিদগ্নিতে) [গর্ভরূপে) জায়ন্তে (জাত হন)। লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ তে (লোকসমূহ লাভের জন্য [অগ্নিহোত্রাদি] অনুষ্ঠানকারী তাঁহারা) এবম্ এব (এইরূপেই) অনুপরিবর্তন্তে (চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন)। অথ (পক্ষান্তরে) যে এতৌ পন্থানৌ (এই দুই মার্গ, দেবযান ও পিতৃযান) ন বিদুঃ (জানেন না) [কর্ম বা উপাসনার অনুষ্ঠান করেন না] তে কীটাঃ, পতঙ্গাঃ যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (যাহা কিছু পুনঃপুনঃ দংশনকারী [ডাশ, মশা প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণী], তাহা [হয়])। ১৬

"প্রত্যুত যাঁহারা যজ্ঞ, দান, ও তপস্যার দ্বারা লোকসমূহ জয় করেন, তাঁহারা ধূমদেবতাকে প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে রাত্রিদেবতাকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষদেবতাকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নদেবতাকে, দক্ষিণায়ন হইতে পিতৃলোকদেবতাকে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হন। (ঋত্বিগ্‌গণ) যেমন 'বর্ধিত হও, হ্রাসপ্রাপ্ত হও' এই বলিয়া[১] উজ্জ্বল সোমকে পান করেন, এইরূপে তত্রস্থ তাঁহাদিগকে দেবগণ ভক্ষণ করেন।[২] তাঁহাদের ঐ কর্ম যখন ক্ষীণ হয়, তখন তাঁহারা এই আকাশকেই প্রাপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে বৃষ্টিকে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন। পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহারা অন্ন হন। তাঁহারা পুনর্বার পুরুষাগ্নিতে হুত হন, তাহার পর যোষাগ্নিতে জাত হন। লোকসমূহ লাভের জন্য কর্মানুষ্ঠাতা ইঁহারা এইরূপেই চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন।[৩] প্রত্যুত যাহারা এই উভয় পথ জানে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ, বা দংশমশকাদি যত কিছু আছে, তাহা হইয়া থাকে।"[৪] ১৬

১ অর্থাৎ চমসপাত্রকে বারবার পূর্ণ করিয়া পান করেন—তাঁহারা সত্য সত্যই ঐরূপ কথা উচ্চারণ করেন না।

২ দেবগণ মুখে আহার করেন না ; দর্শনে তৃপ্তিই তাঁহাদের আহার (ছাঃ ৩।৬।১)। কর্মীদিগকে দেখিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হন, এবং তাহাদিগকে কর্মফলানুযায়ী বিভিন্ন লোকে বিশ্রাম দান করেন—ইহাই দেবগণের ভোগ।

৩ কর্ম ক্ষয় হইলে চন্দ্রলোকস্থ জলময় শরীর সূক্ষ্ম আকাশে পরিণত হয়। ঐরূপ সূক্ষ্মাকার দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট জীব বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হন—ইহাই বায়ুপ্রাপ্তি। বায়ু হইতে পর্জন্যাগ্নিতে হুত হন। এইরূপে পুরুষাগ্নি ও যোষাগ্নিতে হুত হইয়া পুরুষরূপে জাত হন। উপাসনার দ্বারা উত্তরমার্গে গতি বা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কর্মীরা এইরূপেই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন। মনে রাখিতে হইবে, এই বিভিন্নাবস্থায় জীবের কোনও বাস্তবিক বিকার হয় না; কর্মফলানুযায়ী উপাধিভূত দেহেরই মাত্র পরিবর্তন হয়—উপহিত জীব তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকায় ইতস্ততঃ নীত হন বলিয়া মনে হয়।

৪ এইরূপ অবস্থা হইতে নির্গমন কঠিন (ছাঃ ৫।১০।৬-৮) ; সুতরাং এই হীনাবস্থা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য উপাসনা বা কর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য। উত্তর ও দক্ষিণমার্গের মধ্যে আবার উত্তরমার্গই শ্রেষ্ঠ। এখানে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল। প্রথমে (১) বিভিন্ন পথ, (২) ইহলোকে পুনরাগমন, (৩) দেবযান ও পিতৃযানের প্রতিপত্তির উপায়—বলা হইল। অতঃপর (৪) জীবগণ ইহলোকে ফেরে এবং কেহ কেহ পরলোকে না যাইয়া কীটপতঙ্গাদি হয় ; অতএব পরলোক পূর্ণ হয় না—ইহাও দর্শিত হইল।

ষষ্ঠাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্বৌষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সংনীয় জুহোতি।

যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদ-
স্তির্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্‌।
তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে
মা তৃপ্তাঃ সর্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু—স্বাহা।
যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি।
তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং—স্বাহা॥ ১

[উপাসনা ও কর্মের দ্বারা লভ্য গতি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে উপাসনা স্বতন্ত্র; কিন্তু কর্ম দৈববিত্ত ও মানুষবিত্তসাপেক্ষ। অতএব কর্মের জন্য যথাশাস্ত্র বিত্তোপার্জন আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ মন্থকর্মের দ্বারা মহত্ত্বলাভ ও মহত্ত্বের দ্বারা অর্থ সিদ্ধ হয়]—যঃ কাময়েত (যিনি [যে কর্মাধিকারী] কামনা করেন) মহৎ প্রাপ্নুয়াম্‌ ([আমি] মহত্ত্ব পাইব, মহান্‌ হইব) ইতি, সঃ উদক্‌-অয়নে (উত্তরায়ণকালে) আপূর্যমাণপক্ষস্য (শুক্লপক্ষের) পুংসা নক্ষত্রেণ (পুংনামধারী নক্ষত্র সংযুক্ত) পুণ্যাহে (শুভতিথিতে, কর্মসিদ্ধিকর দিনে) দ্বাদশাহম্‌ (বার দিনের জন্য) উপসদ্‌ব্রতী ভূত্বা (হইয়া) কংসে চমসে বা (কংসাকার বা চমসাকার) ঔদুম্বরে (উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর, কাষ্ঠের পাত্রে) সর্বৌষধম্‌ ([কৃষিলব্ধ ব্রীহিযবাদি দশ প্রকার ও অন্যান্য] ওষধিসকল), ফলানি ([ও তাহাদের] বীজসকল), ইতি (ইত্যাদি সম্ভার [যথাশক্তি ও যথাসম্ভব]) সংভৃত্য (সংগ্রহ করিয়া) [ভূমিকে] পরিসমুহ্য (ঝাঁট দিয়া) পরিলিপ্য

(লেপিয়া) [আবসথ্যে] অগ্নিম্ উপসমাধায় (কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি সমুজ্জ্বল করিয়া), পরিস্তীর্য (কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া), আজ্যম্ (হবনীয় দ্রব্যকে) [স্থালীপাকের] আবৃতা (নিয়মানুসারে) সংস্কৃত্য (সংস্কার করিয়া) মন্থম্ (মন্থকে, [সমস্ত ওষধি ও বীজকে এক সঙ্গে পিষিয়া তাহাকে ঔডুম্বর পাত্রে দধি মধু ও ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করিয়া একটি দণ্ডের দ্বারা মথিত করিলে যে মণ্ড হয়, সেই] মণ্ডকে) সংনীয় (আপনার ও অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিয়া) [ঔডুম্বর স্রুবের দ্বারা অগ্নির আবাসস্থানে এইসকল মন্ত্র সহায়ে] জুহোতি (হোম করেন] —[হে] জাতবেদঃ (অগ্নি), ত্বয়ি (আপনাতে, আপনার অধীনস্থ) যাবন্তঃ দেবাঃ (যত দেবতা) তির্যঞ্চঃ (বক্রমতি, কুটিলমতি) [হইয়া] পুরুষস্য (পুরুষের, আমার) কামান্ ঘ্নন্তি (অভিলাষসকলে বিঘ্নোৎপাদন করেন), অহম্ তেভ্যঃ (তাঁহাদের উদ্দেশে) ভাগধেয়ম্ (আজ্যভাগ) [আপনাতে] জুহোমি (হোম করিতেছি)—তে (তাঁহারা) তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত হইয়া) মা (আমাকে) সর্বৈঃ কামৈঃ তর্পয়ন্তু (সমস্ত পুরুষার্থের দ্বারা তৃপ্ত করুন)—স্বাহা। যা (যে দেবতা) তিরশ্চী (কুটিলমতি) [হইয়া] অহম্ বিধরণী (আমি [সকলের] ধারণ-কারিণী) ইতি (এই মনে করিয়া) ত্বা (আপনাকে) [আশ্রয়পূর্বক] নিপদ্যতে (বর্তমান থাকেন), অহম্ সংরাধনীম্ তাম্ (সর্বসাধক সেই দেবতাকে) ঘৃতস্য ধারয়া (ঘৃতধারার দ্বারা) যজে (হোম করি)—স্বাহা। [ছাঃ ৫।২।৪-৮) । ১

যিনি কামনা করেন, "আমি মহান্ হইব," তিনি উত্তরায়ণকালে শুক্লপক্ষের পুংনামধারী নক্ষত্রসংযুক্ত শুভতিথিতে দ্বাদশ দিনের জন্য উপসদ্‌ব্রতী হইয়া[১], কংসাকার বা চমসাকার ঔডুম্বর পাত্রে সর্বৌষধি ও ফলসকল সংগ্রহ করিয়া, ভূমিকে পরিমার্জিত ও পরিলিপ্ত করিয়া, অগ্নি সমুজ্জ্বল করিয়া, কুশ আস্তীর্ণ করিয়া, আজ্যকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া, মন্থকে অগ্নি ও আপনার মধ্যে স্থাপনপূর্বক (এইসকল মন্ত্রে) হোম করিবেন—"হে অগ্নি, আপনার অধীনস্থ যে সকল দেবতা বক্রমতি হইয়া পুরুষের কামনাসকলকে প্রতিহত করেন, আমি তাঁহাদের উদ্দেশে আজ্যভাগ হোম করিতেছি। তাঁহারা সকলে তৃপ্ত হইয়া আমায় সকল প্রকার পুরুষার্থের দ্বারা তৃপ্ত করুন—স্বাহা।" "যে দেবতা কুটিলমতি

হইয়া 'আমিই সকলের ধারণকারী' এই মনে করিয়া আপনাকে আশ্রয়পূর্বক বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই সর্বসাধক দেবতার উদ্দেশে ঘৃতধারার দ্বারা হোম করিতেছি—স্বাহা।" ১

১ উপসদ্‌ব্রত—জ্যোতিষ্টোম যাগে ইহার প্রসিদ্ধি আছে। উহাতে যজমান ক্রমে গাভীর স্তনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া তাহা হইতে লব্ধ দুগ্ধমাত্র পান করেন। এখানে আনুষঙ্গিক অপর কর্ম ত্যাগ করিয়া শুধু এই পয়োব্রতই (দুগ্ধপানই) গ্রাহ্য।

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি শ্রোত্রায় স্বাহায়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ২

জ্যেষ্ঠায় (জ্যেষ্ঠকে) স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় (শ্রেষ্ঠকে) স্বাহা ইতি [এই দুই মন্ত্রে দুইটি আহুতি] অগ্নৌ (অগ্নিতে) হুত্বা (হবন করিয়া) সংস্রবম্‌ (স্রুবসংলগ্ন অবশিষ্ট অংশ) মন্থে অবনয়তি (মন্থপাত্রে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষেপ করিবেন) [ইত্যাদি অনুরূপ]। [জ্যেষ্ঠাদি শব্দের অর্থ—৬।১ দ্রঃ]। ২

"জ্যেষ্ঠকে স্বাহা, শ্রেষ্ঠকে স্বাহা," এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে (দুইটি) আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "প্রাণকে স্বাহা, বসিষ্ঠাকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি (দ্বয়) দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "বাক্‌কে স্বাহা, প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "চক্ষুকে স্বাহা,

সম্পদকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "শ্রোত্রকে স্বাহা, আয়তনকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "মনকে স্বাহা, প্রজাতিকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "রেতসকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া[১] স্রুবসংলগ্নাংশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ২

১ এখান হইতে আরম্ভ করিয়া ৩য় কণ্ডিকার শেষ পর্যন্ত প্রতি মন্ত্রে একটি করিয়া আহুতি প্রদেয়। "জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি প্রাণের পরিচায়ক শব্দ হইতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, যিনি এই অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণোক্ত প্রকারে প্রাণের উপাসনা করেন, কেবল তিনিই এই কার্যের অধিকারী।

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সর্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩

"অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহুতি দিয়া

স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভুবঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "স্বঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ব্রহ্মণে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ক্ষত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূতকে, অর্থাৎ অতীতকে, স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভবিষ্যৎকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "বিশ্বকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সকলকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "প্রজাপতিকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৩

অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেক-সভমসি হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমস্যুদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সংদীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥ ৪

অথ এনম্ (মন্থকে) [এই মন্ত্রে] অভিমৃশতি (স্পর্শ করেন)—[তুমি] ভ্রমৎ ([স্বীয় দেবতা প্রাণের ন্যায় সর্বাত্মক হইয়া সর্বদেহে] ভ্রমণকারী) অসি (হও), জ্বলৎ ([অগ্নির সহিত এক হইয়া] সমুজ্জ্বল) অসি, পূর্ণম্ (ব্রহ্মরূপে পূর্ণ) অসি, প্রস্তব্ধম্ ([নভোরূপে] নিষ্কম্প) অসি ; একসভম্ ([সমস্ত জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া] সকলের অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন

মিলনভূমি) অসি, হিংকৃতম্ ([যজ্ঞারম্ভে প্রস্তোতার দ্বারা উচ্চারিত] হিংকার) অসি, হিংক্রিয়মাণম্ ([যজ্ঞমধ্যে] হিংকাররূপে উচার্যমাণ) অসি, উদ্‌গীথম্ ([যজ্ঞারম্ভে উদ্‌গাতার দ্বারা উচ্চারিত] উদ্‌গীথ) অসি, উদ্‌গীয়মানম্ (যজ্ঞমধ্যে উচ্চার্যমাণ উদ্‌গীত) অসি, শ্রাবিতম্ (অধ্বর্যু হোতার প্রতি "ওঁ শ্রাবয়" বলিয়া যে "আশ্রাবণ" করেন, তাহা তুমি) অসি, প্রত্যাশ্রাবিতম্ (তদুত্তরে আগ্নীধ্র "অস্তু শ্রৌষট্" বলিয়া যে "প্রত্যাশ্রাবণ" করেন, তাহা তুমি) অসি, আর্দ্রে (মেঘ মধ্যে) সন্দীপ্তম্ (সম্যক্ প্রজ্বলিত) অসি, বিভূঃ (বিবিধরূপে বর্তমান, সর্বব্যাপী) অসি, প্রভুঃ (স্বামী) অসি, অন্নম্ ([সোমরূপে ভোগ্য] অন্ন) অসি, জ্যোতিঃ (অগ্নি [রূপে ভোক্তা]) অসি, নিধনম্ ([সকল জ্যোতির কারণরূপে] মৃত্যু) অসি, সম্বর্গঃ ([সকলের সংহর্তা রূপে] সম্বর্গ [ছাঃ ৪।৩।১]) অসি ইতি। ৪

অনন্তর এই মন্ত্রে এই মন্থকে স্পর্শ করিবেন, "তুমি (সর্বদেহে) ভ্রমণকারী, তুমি সমুজ্জ্বল, তুমি পূর্ণ, তুমি অবিচল, তুমি সকলের মিলনক্ষেত্র, তুমি (যজ্ঞারম্ভে) হিংকার এবং (যজ্ঞমধ্যে) হিংকৃত হও, তুমি (যজ্ঞারম্ভে) উদ্‌গীথ ও (যজ্ঞমধ্যে) উদ্‌গীয়মান হও, তুমি আশ্রাবণ ও প্রত্যাশ্রাবণ, তুমি মেঘমধ্যে সম্যক্ প্রজ্বলিত, তুমি বিভু, তুমি প্রভু, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি মৃত্যু, তুমি সম্বর্গ।" ৪

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫

অথ (পাত্রের সহিত) এনম্ (এই মন্থকে) [এই মন্ত্রে] উদ্‌যচ্ছতি (উঠাইবেন)—আমংসি ([সমস্তকে প্রাণাত্মক বলিয়া] জান), [আমরাও] তে (তোমার) মহি (মহত্তর রূপটি, [প্রাণস্বরূপতা]) আমংহি (জানি)। সঃ (সেই প্রাণ) হি (অবশ্যই) রাজা, ঈশানঃ (বিধাতা), অধিপতিঃ (শাসক)। সঃ মাম্ (আমাকে) রাজা, ঈশানঃ, অধিপতিম্ করোতু (করুন) ইতি। ৫

অতঃপর এই মন্ত্রে মন্থকে উত্তোলন করিয়া বলিবেন "হে মন্থ, তুমি সমস্ত অবগত আছ, আমরাও তোমার (প্রাণস্বরূপ) মহত্তর রূপটি জানি।

সেই প্রাণ অবশ্যই রাজা, ঈশান ও অধিপতি। তিনি আমাকে রাজা, ঈশান ও অধিপতি করুন। ৫

অথৈনমাচামতি—তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ভূবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

স্বঃ স্বাহেতি। সর্বাং চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্শিরাঃ সংবিশতি প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি॥ ৬

অথ [গায়ত্রীর "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি প্রথম পাদ, মধুমতীর "মধু বাতা" ইত্যাদি প্রথমাংশ ও প্রথম ব্যাহৃতি "ভূঃ" উচ্চারণ করিয়া] এনম্ আচামতি (মন্থকে, মন্থের এক গ্রাস, ভক্ষণ করেন)। [এইরূপে গায়ত্রীর "ভর্গো দেবস্য" ইত্যাদি দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর "মধু নক্তম্" ইত্যাদি মধ্যমাংশ, ও দ্বিতীয় ব্যাহৃতি "ভুবঃ" উচ্চারণপূর্বক দ্বিতীয় গ্রাস ; এবং "ধিয়ো" ইত্যাদি গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ, মধুমতীর "মধুমান্নো" ইত্যাদি শেষাংশ, ও তৃতীয় "স্বঃ" উচ্চারণপূর্বক তৃতীয় গ্রাস আহার করেন]। সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ এই]—যঃ (যে

সূর্য) নঃ (আমাদের) ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ (বুদ্ধি পরিচালিত করেন, বুদ্ধির প্রেরণা দেন) [সেই] দেবস্য সবিতুঃ (জাজ্বল্যমান সূর্যের) তৎ (সেই) বরেণ্যম্ ভর্গঃ (বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, জ্যোতি, অন্ন বা পদকে) ধীমহি (ধ্যান করি)। [সম্পূর্ণ মধুমতীর অর্থ এই]—বাতাঃ (বিভিন্ন বায়ু) মধু (সুখকর রূপে) ঋতায়তে (প্রবাহিত হয়, হউক) ; সিন্ধবঃ (নদী সকল) মধু ক্ষরন্তি (মধুর রস ক্ষরণ করে, করুক) ; নঃ (আমাদের জন্য) ওষধীঃ (ওষধি সকল) মাধ্বীঃ সন্তু (রসাল হউক) ; নক্তম্ (রাত্রি) উত (ও) উষসঃ (দিনসকল) মধু (প্রীতিকর) [হউক]; পার্থিবং রজঃ (পৃথিবীর ধূলি) মধুমৎ (মধুময়, অনুদ্বেগকর) [হউক] ; নঃ পিতা (আমাদের পিতা) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) মধু (সুখপ্রদ) অস্তু (হউন) ; বনঃ-পতিঃ (সোম) নঃ (আমাদের জন্য) মধুমান্ (সুস্বাদ) [হউক]; সূর্যঃ মধুমান্ (সুখপ্রদ) অস্তু ; গাবঃ (কিরণপুঞ্জ বা দিক্সমূহ) নঃ মাধ্বীঃ (সুখকর) ভবন্তু (হউক)। [ব্যাহৃতিত্রয় এই]—ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরিক্ষ), স্বঃ (স্বর্গ)। সর্বাম্ সাবিত্রীম্ চ (সম্পূর্ণ গায়ত্রীমন্ত্র), সর্বাঃ চ মধুমতীঃ (সকল মধুমতী) অন্বাহ (পুনরুচ্চারণ করেন) [এবং] অন্ততঃ (সর্বশেষে) অহম্ এব (আমিই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) ভূয়াসম্ (যেন হই), ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইতি (এই বলিয়া) আচম্য ([নিঃশেষে] ভক্ষণ করিয়া) পাণী (হস্তদ্বয়) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন করিয়া) অগ্নিম্ জঘনেন (অগ্নির পশ্চাতে) প্রাক্‌শিরাঃ (পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া) সংবিশতি (শয়ন করেন)। প্রাতঃ (প্রত্যুষে) [সন্ধ্যাবন্দনাপূর্বক] আদিত্যম্ (সূর্যকে) [এই মন্ত্রে] উপতিষ্ঠতে (প্রণাম করেন)—[আপনি] দিশাম্ (দিক সকলের) একপুণ্ডরীকম্ (অদ্বিতীয় পদ্ম, অখণ্ড ও শ্রেষ্ঠ) অসি ; অহম্ মনুষ্যাণাম্ (মানুষদিগের মধ্যে) একপুণ্ডরীকম্ ভূয়াসম্ ইতি। [অতঃপর] যথা ইতম্ (যে পথে গমন হইয়াছিল) [সেই পথে] এত্য (আসিয়া) অগ্নিম জঘনেন আসীনঃ (উপবিষ্ট হইয়া) বংশম্ (আচার্য-পরম্পরা) জপতি (জপ করেন)—। ৬

অতঃপর এই মন্ত্রে মন্থকে ভক্ষণ করেন, "সবিতার সেই বরণীয়— ; বায়ুসমূহ মধুররূপে প্রবাহিত হউক, নদীসকল মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধিসকল আমাদের নিকট মধুর হউক ; ভূঃ ; স্বাহা। আমরা দেবের ঐশ্বর্যকে ধ্যান করি ; রাত্রি ও দিনসকল মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলা মধুময় হউক, আমাদের পিতা দ্যৌ সুখপ্রদ হউন ; ভুবঃ ; স্বাহা। যিনি

আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা দান করেন— ; সোম আমাদের নিকট সুস্বাদু হউক, সূর্য সুখপ্রদ হউন, কিরণপুঞ্জ (বা দিকসমূহ) আমাদের নিকট সুখকর হউক ; স্বঃ ; স্বাহা।" অতঃপর তিনি সমস্ত গায়ত্রী ও সমস্ত মধুমতীর পুনরাবৃত্তি করেন, এবং সর্বশেষে এই বলিয়া (অবশিষ্ট) মন্থ ভক্ষণ করেন—"আমিই যেন এই সমস্ত হই ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ; স্বাহা।" হস্তদ্বয় পরে ধৌত করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্বশিরা হইয়া শয়ন করেন। প্রত্যুষে এই মন্ত্রে সূর্যকে প্রণাম করেন—"আপনি দিক্‌সকলের অদ্বিতীয় পদ্ম ; আমি যেন মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় পদ্ম হই।" অতঃপর যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া অগ্নির পশ্চাতে উপবেশনপূর্বক বংশাবলী জপ করেন—। ৬

তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৭

উদ্দালকঃ আরুণিঃ তম্ এতম্ হ (এই মন্থকর্মটি) অন্তেবাসিনে (শিষ্য) বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায় (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে) উক্ত্বা (বলিয়া, উপদেশ দিয়া) উবাচ—যঃ (কেহ) [যদি] এনম্ (এই মন্থকে) শুষ্কে স্থাণৌ অপি (মরা গাছের গুঁড়িতেও) নিষিঞ্চেৎ (সিঞ্চন করেন), [তবে] শাখাঃ (ডালসকল) জায়েরন্ (গজাইবে), পলাশানি (পাতাসকল) প্ররোহেয়ুঃ (বাহির হইবে) ইতি। ৭

উদ্দালক আরুণি স্বশিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি মৃত বৃক্ষকাণ্ডেও ইহা নিষিঞ্চন করে, তবে শাখাসমূহ উদ্গত হইবে এবং পত্রসমূহ নির্গত হইবে।" ৭

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তে-

বাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৮

পৈঙ্গ্যায় মধুকায় (পৈঙ্গিপুত্র মধুককে) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৮

বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য স্বশিষ্য পৈঙ্গিপুত্র মধুককে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি (ইত্যাদি)"। ৮

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি চ এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৯

পৈঙ্গিপুত্র মধুক স্বশিষ্য ভগবিত্তপুত্র চুলককে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি (ইত্যাদি)।" ৯

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জানকায় আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০

ভগবিত্তপুত্র চুল স্বশিষ্য অয়স্থূণপুত্র জানকিকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ (ইত্যাদি)।" ১০

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১১

অয়স্থূণপুত্র জানকি স্বশিষ্য জবালপুত্র সত্যকামকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ (ইত্যাদি)।" ১১

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি তমেতং নাপুত্রায় বাঽনন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ ॥ ১২

এতম্···ইতি [পূর্ববৎ]। তম্ এতম্ (উক্ত এই মন্থকর্ম) অপুত্রায় বা (যে পুত্র নহে তাহাকে) অনন্তেবাসিনে বা (যে শিষ্য নহে তাহাকে) ন ব্রূয়াৎ (বলিবেন না)। ১২

জবালাপুত্র সত্যকাম স্বশিষ্যগণকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি মৃত বৃক্ষকাণ্ডেও ইহা নিক্ষেপ করে, তবে শাখাসমূহ উদ্গত হইবে এবং পত্রসমূহ নির্গত হইবে।" পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন[১] অপর কাহাকেও কেহ ইহা বলিবেন না। ১২

১ বিদ্যালাভে এই ছয়জনের অধিকার আছে—
ব্রহ্মচারী, ধনদায়ী, মেধাবী, শ্রোত্রিয়ঃ, প্রিয়ঃ।
বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ—তানি তীর্থানি ষণ্মম ॥
তন্মধ্যে এই বিদ্যায় শুধু প্রিয় (পুত্র) ও শিষ্যের অধিকার।

চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বর স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিল-মাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি ॥ ১৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

চতুঃ (চারিটি বস্তু) ঔদুম্বরঃ ভবতি (ডুমুর কাঠের হয়)—ঔদুম্বরঃ স্রুবঃ (আজ্যগ্রহণের ও আহুতিদানের জন্য ব্যবহৃত হাতা), ঔদুম্বরঃ চমসঃ (হাতলযুক্ত ক্ষুদ্র, চ্যাপ্টা ও চতুষ্কোণ পাত্রবিশেষ, যাহাতে আজ্যাদি রাখা হয়), ঔদুম্বরঃ ইধ্মঃ (যজ্ঞকাষ্ঠ), ঔদুম্বর্যৌ উপমন্থন্যৌ (ঘুটিবার জন্য ব্যবহৃত উপমন্থনীদ্বয় বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ডুমুরের)। গ্রাম্যাণি ধান্যানি (কৃষিলভ্য

শস্য) দশ ভবন্তি (দশটি [অবশ্য গ্রহণীয়] হয়) [৬।৩।১]—ব্রীহি যবাঃ (ধান্য ও যব), তিলমাষাঃ (তিল ও মাষকলাই), অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ (অণু ও কঙ্গু), গোধূমাঃ চ (গম), মসূরাঃ চ (মসূর), খল্বাঃ চ (নিষ্পাব বা বল্ল), খলকুলাঃ চ (কুলথ) [এবং যজ্ঞে অব্যবহার্য বীজগুলি ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য অপরাপর ওষধি ও বীজসকল গ্রহণীয়]। পিষ্টান্ তান্ (তাহাদিগকে পিষিয়া) দধনি (দধিতে), মধুনি (মধুতে), ঘৃতে উপসিঞ্চতি (সিক্ত করেন) [এবং] আজ্যস্য জুহোতি (আজ্যরূপে আহুতি দেন)। ১৩

চারিটি বস্তু উদুম্বর কাষ্ঠের হইবে—উদুম্বরের স্রুব, উদুম্বরের চমস, উদুম্বরের কাষ্ঠ, উদুম্বরের উপমন্থনীদ্বয়। গ্রাম্য শস্য দশ প্রকার—ধান্য, যব, তিল, মাষ, অণু, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসূর, খল্ব, ও খলকুল। এইগুলিকে পিষিয়া দধি, মধু ও ঘৃতে সিক্ত করিতে হয় এবং আজ্যরূপে হবন করিতে হয়।১৩

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ॥ ১

[উত্তম পুত্র নিজের ও পিতার সদ্গতির কারণ হয় ; সুতরাং বর্তমানে সুপুত্রের জন্মের উপায়াদি বলা হইয়াছে। যিনি প্রাণবিদ্ ও শ্রীমন্থকর্ম করিয়াছেন, কেবল তাঁহারই বক্ষ্যমান পুত্রমন্থকর্মে অধিকার আছে]—এষাম্ ভূতানাম্ বৈ (এই চরাচর প্রাণিবর্গের) রসঃ (সার) পৃথিবী [২।৫।১]। আপঃ (জল) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) [রস], [পৃথিবী জলে ওতপ্রোত]। ওষধয়ঃ (ওষধিসকল) অপাম্ (জলের) [রস], [জল হইতে তাহারা উৎপন্ন হয়]। পুষ্পাণি (পুষ্পসকল) ওষধিনাম্ [রস]। ফলানি (ফলসকল) পুষ্পাণাম্ [রস]। পুরু। ফলানাম্ [রস]। রেতঃ (শুক্র) পুরুষস্য [রস]। [পুরুষের রেতঃই সর্বভূতের সার]।

এই ভূতবর্গের সার পৃথিবী ; পৃথিবীর সার জল ; জলের সার ওষধি ; ওষধির সার ফুল ; ফুলের সার ফল ; ফলের সার পুরুষ ; পুরুষের সার শুক্র। ১

স হ প্রজাপতিরীক্ষাং চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বাঽধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজৎ ॥ ২

সঃ হ (স্রষ্টা) প্রজাপতিঃ ঈক্ষাংচক্রে (চিন্তা করিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), অস্মৈ (ঐ রেতসের জন্য) প্রতিষ্ঠাম্ (আধার) কল্পয়ানি (কল্পনা করি, সৃজন করি) ইতি। সঃ স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীকে) সসৃজে (সৃজন করিলেন)। তাম্ সৃষ্ট্বা অধঃ উপাস্ত'তস্মাৎ (সুতরাং) স্ত্রিয়ম্ অধঃ উপাসীত। [উক্ত কর্মে বাজপেয়ের দৃষ্টি আরোপণীয় ; যথা]—সঃ (প্রজাপতিঃ) [কাঠিন্যসামান্যাৎ সোমাভিষব-উপলস্থানীয়ং] আত্মনঃ এতম্ প্রাঞ্চম্ (প্রকৃষ্টগতিযুক্তং) গ্রাবাণম্ (প্রজননেন্দ্রিয়ং) সমুদপারয়ৎ ([স্ত্রীব্যঞ্জনং প্রতি] উৎপূরিতবান্)। তেন এনাম্ অভ্যসৃজৎ (অভিসংসর্গং কৃতবান্)। ২

প্রজাপতি আলোচনা করিলেন, "ইহার জন্য আধার সৃজন করি।" (এই মনে করিয়া) তিনি স্ত্রীকে সৃজন করিলেন। ২

তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহাসং চরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসং চরত্যাঽস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥ ৩

তস্যাঃ উপস্থঃ বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, চর্ম অধিষবণে [যদানুডুহং চর্ম সোমকণ্ডনার্থং তদ্দৃষ্টিঃ রহস্যদেশস্য চর্মণি কর্তব্যা], [স্ত্রীব্যঞ্জনস্য] মধ্যতঃ সমিদ্ধঃ (অগ্নিঃ), মুষ্কৌ (বৃষণৌ,

যোনিপার্শ্বয়োঃ কঠিনৌ মাংসখণ্ডৌ) তৌ (সোমফলকৌ)। বাজপেয়েন যজমানস্য যাবান্ হ বৈ সঃ লোকঃ ভবতি, অস্য (বিদুষঃ) তাবান্ লোকঃ ভবতি ; যঃ এবম্ বিদ্বান্ অধোপহাসম্ (মৈথুনম্) চরতি, সঃ আসাম্ স্ত্রীণাম্ সুকৃতম্ বৃঙ্‌ক্তে (আবর্জয়তি) ; অথ যঃ ইদম্ অবিদ্বান্ অধোপহাসম্ চরতি, স্ত্রিয়ঃ অস্য সুকৃতম্ আ-বৃঞ্জতে। ৩

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্‌গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ বহবো মর্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তীতি বহু বঃ ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥

এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ (জানিয়া) উদ্দালকঃ আরুণিঃ আহ, এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ নাকঃ মৌদ্‌গল্যঃ আহ, এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ কুমারহারিতঃ আহ (বলিয়াছিলেন) —[এমন] বহবঃ (বহু) ব্রাহ্মণায়নাঃ (ব্রাহ্মন নামধারী হইয়াও সমুচিত আচারহীন ব্রহ্মবন্ধু) মর্যাঃ (মরণধর্মী মানব) [আছে], যে (যাহারা) ইদম্ (এই তথ্য) অবিদ্বাংসঃ (না জানিয়া) অধোপহাসম্ চরন্তি (আচরণ করে) [এবং] নিরিন্দ্রিয়াঃ (বিশ্লিষ্টেন্দ্রিয়) বিসুকৃতঃ (সুকর্মহীন) [হইয়া] অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রয়ন্তি (যায়) [অর্থাৎ পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়] ইতি। [যদি] সুপ্তস্য (নিদ্রিত) বা জাগ্রতঃ [তাঁহার] ইদম্ রেতঃ বহু বা স্কন্দতি [তবে উহার প্রায়শ্চিত্ত এই]—। ৪

এই বিষয়টি জানিয়াই উদ্দালক আরুণি বলিয়াছিলেন, এই বিষয়টি জানিয়াই নাক মৌদ্‌গল্য বলিয়াছিলেন, এই বিষয়টি জানিয়াই কুমারহারিত বলিয়াছিলেন, “এইরূপ অনেক ব্রহ্মবন্ধু মানুষ আছে, যাহারা এই তথ্য না জানিয়া গ্রাম্যধর্ম আচরণ করে এবং নিরিন্দ্রিয় ও সুকর্মহীন হইয়া ইহলোক হইতে গমন করে।” ৪

তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত—

যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্‌ৎসীদ্
যদোষধীরপ্যসরদ্ যদপঃ।
ইদমহং তদ্রেত আদদে পুন-
র্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ।
পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তাম্

ইত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ ॥৫

তৎ (উহাকে) অভিমৃশেৎ (স্পর্শ, গ্রহণ করিবেন) বা অনুমন্ত্রয়েত (জপ করিবেন)। [গ্রহণমন্ত্র এই]—মে যৎ রেতঃ অদ্য পৃথিবীম্ অস্কান্‌ৎসীৎ (পৃথিবীর দিকে স্খলিত হইল), যৎ ওষধীঃ অপি অসরৎ (ঔষধীসমূহের প্রতি গমন করিল), যৎ অপঃ (জলের দিকে) [অসরৎ] ইদম্ রেতঃ অহম্ পুনঃ আদদে (গ্রহণ করিতেছি)। [অতঃপর মার্জনমন্ত্র]—তৎ পুনঃ মাম্ [প্রতি] ইন্দ্রিয়ম্ [প্রতি] ঐতু (ফিরিয়া আসুক); তেজঃ (ত্বকের যে লাবণ্য গিয়াছে তাহা) পুনঃ [প্রতি ঐতু], ভগঃ (সৌভাগ্য বা জ্ঞান) পুনঃ [প্রতি ঐতু]; অগ্নিধিষ্ণ্যাঃ (অগ্নিতে অবস্থানকারী দেবগণ) পুনঃ যথাস্থানম্ কল্পন্তাম্ (যথাস্থানে স্থাপন করুন) ইতি (এই বলিয়া) অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ আদায় স্তনৌ ভ্রুবৌ বা অন্তরেণ নিমৃজ্যাৎ। ৫

অথ যদ্যুদক আত্মানং পশ্যেৎ তদভিমন্ত্রয়েত—ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥ ৬

অথ যদি উদকে (জলে) আত্মানম্ (নিজের ছায়া) পশ্যেৎ (দেখেন) [তবে] তৎ (উক্তস্থলে) [এই মন্ত্র] অভিমন্ত্রয়েত (জপ করিবেন) [এই মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন]—[দেবগণ] ময়ি (আমাতে) তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়শক্তি), যশঃ, দ্রবিণম্ (ধন), সুকৃতম্ (সুকর্ম) [বিধান করুন] ইতি। [উক্ত ব্যক্তি যে স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিবেন, সেই স্ত্রীর

প্রশংসা এই]—যৎ (যেহেতু) মলোদ্বাসাঃ এষা স্ত্রীণাম্ শ্রীঃ হ বৈ (স্ত্রীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা), তস্মাৎ (সুতরাং) মলোদ্বাসসম্ যশস্বিনীম্ [স্ত্রীকে] অভিক্রম্য উপমন্ত্রয়েত । ৬

সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥ ৭

সা চেৎ অস্মৈ কামম্ (স্বেচ্ছাক্রমে) ন দদ্যাৎ, এনাম্ (এই স্ত্রীকে) অবক্রীণীয়াৎ (আভরণাদি দিয়া প্রেম জানাইবেন ও স্ববশে আনিবেন)। [ইহাতেও] সা চেৎ অস্মৈ কামম্ ন এব দদ্যাৎ, যষ্ট্যা বা পাণিনা বা (যষ্টিদ্বারা বা হস্তদ্বারা) উপহত্য (প্রহারপূর্বক)— [আমার] ইন্দ্রিয়েণ যশসা (ইন্দ্রিয়রূপ যশের দ্বারা) তে (তোমার) যশঃ আদদে (হরণ করিতেছি) ইতি (এইরূপ অভিশাপ দিয়া)—এনাম্ (ইঁহাকে) অতিক্রামেৎ (বশীকৃত করিবেন)। [ইহার ফলে স্ত্রী] অযশাঃ এব (যশোহীনাই) ভবতি [বন্ধ্যা বলিয়া খ্যাতা হন]। ৭

সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥ ৮

সা চেৎ অস্মৈ দদ্যাৎ, [তবে এই মন্ত্র বলিবেন] ইন্দ্রিয়েণ যশসা তে যশঃ আদধামি (আধান করিতেছি) ইতি। [ইহার ফলে উভয়ে] যশস্বিনৌ (যশস্বী, সপুত্র) এব ভবতঃ। ৮

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেদঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি-জায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥ ৯

সঃ যাম্ (স্বভার্যাং) ইচ্ছেৎ [ইয়ং] মা (মাম্) কাময়েত ইতি—তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায়, অস্যাঃ উপস্থম্ অভিমৃশ্য [ইদং মন্ত্রং] জপেৎ—অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ (সর্বস্মাৎ অঙ্গাৎ) সম্ভবসি (সমুৎপদ্যসে), [বিশেষতঃ অন্নরসদ্বারেণ] হৃদয়াৎ অধিজায়সে ; সঃ ত্বম্ অঙ্গকষায়ঃ (অঙ্গানাম্ রসঃ) অসি ; [সঃ ত্বম্] দিগ্ধবিদ্ধাম্ (বিষলিপ্তশরবিদ্ধাং মৃগীং) ইব ইমাম্ অমূম্ ময়ি মাদয় ইতি। ৯

অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি ॥ ১০

অথ যাম্ ইচ্ছেৎ, "ন গর্ভম্ দধীত (গর্ভং ন ধারয়েৎ, গর্ভিণী মা ভূৎ)" ইতি তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায়, "ইন্দ্রিয়েণ রেতসা তে রেতঃ আদদে" ইতি [মন্ত্রেণ] অভিপ্রাণ্য অপান্যাৎ। অরেতাঃ এব ভবতি (ন গর্ভিণী ভবতি)। ১০

অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১

অথ যাম্ ইচ্ছেৎ, "[গর্ভম্] দধীত" ইতি তস্যাম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। "ইন্দ্রিয়েণ রেতসা তে রেতঃ আদধামি" ইতি অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ, গর্ভিণী এব ভবতি। ১১

অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাত্তং চেদ্ দ্বিষ্যাদামপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাঽক্তা জুহুয়ান্মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধে-

হ্হৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবংবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শপতি তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥ ১২

অথ (আবার) যস্য (যাঁহার) জায়ায়ৈ (স্ত্রীর প্রতি) জারঃ (উপপতি) স্যাৎ (থাকে), তম্ (সেই উপপতিকে) চেৎ দ্বিষ্যাৎ (দ্বেষ করেন, অভিচার করিতে চান) [তবে] আমপাত্রে (অপক্ব মৃত্তিকাপাত্রে) [আবসথ্য] অগ্নিম্ (অগ্নিকে) উপসমাধায় (সমুজ্জ্বল করিয়া) প্রতিলোমম্ ([প্রচলিত রীতির] বিপরীতক্রমে) শরবর্হিঃ (শর ও কুশ) তীর্ত্বা (আস্তীর্ণ করিয়া) তস্মিন্ (ঐ অগ্নিতে) এতাঃ (এইসকল) প্রতিলোমাঃ (বিপরীতভাবে স্থাপিত) শরভৃষ্টীঃ (কুশাগ্রভাগসকলকে) সর্পিষা (ঘৃতদ্বারা) অক্তাঃ (মাখাইয়া) [এই মন্ত্রে] জুহুয়াৎ (আহুতি দিবেন)—"মম (আমার) [যৌবনাদিদ্বারা] সমিদ্ধে (প্রজ্বলিত [স্ত্রীরূপ অগ্নিতে]) অহৌষীঃ (আহুতি দিয়াছ); তে (তোমার) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপানকে) আদদে (গ্রহণ করিতেছি) [ফট্]"—[এই বলিয়া হোম শেষ করিয়া] "অসৌ (অমুক)" ইতি (এই বলিয়া) [নিজের বা শত্রুর নাম উল্লেখ করিবেন]। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ; তে পুত্রপশূন্ (সন্তান ও পশুবর্গ) আদদে [ফট্]", "অসৌ" ইতি। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ; তে ইষ্টাসুকৃতে (শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম) আদদে [ফট্]", ইতি। "অসৌ" ইতি। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ; তে আশাপরাকাশৌ (আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা) আদদে [ফট্]", "অসৌ" ইতি। হি (যেহেতু) এবংবিৎ (এতাদৃশ [মন্ত্রকর্মকারী ও প্রাণবিদ্] ব্রাহ্মণঃ যম্ (যাহাকে) শপতি (শাপ দেন) সঃ বৈ এষঃ (উক্ত সেই ব্যক্তি) নিরিন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়হীন), বিসুকৃতঃ (সুকৃতহীন) [হইয়া] অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ইহলোক ত্যাগ করে) [এবং] এবংবিৎ পরঃ (শত্রু) ভবতি (হন) তস্মাৎ (অতএব) এবংবিৎ-শ্রোত্রিয়স্য (এতাদৃশ জ্ঞানী শ্রোত্রিয়ের) দারেণ (স্ত্রীর সহিত) উত (এমন কি) উপহাসম্ ন ইচ্ছেৎ। ১২

অথ যস্য জায়ামার্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসা

নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥ ১৩

[অতঃপর যে আচরণগুলি বলা হইতেছে, উহারা ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত আচারের পূর্বে অনুষ্ঠেয়]—অথ যস্ত—(যাঁহার) জায়াম্ আর্তবম্ বিন্দেৎ (পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত হইবে), [সেই পত্নী] ত্র্যহম্ (তিন দিন) কংসেন পিবেৎ (কাংসপাত্রে পান করিবেন); এনাম্ (ইঁহাকে) বৃষলঃ (শূদ্র) বৃষলী (শূদ্রা) ন উপহন্যাৎ (স্পর্শ করিবে না); ত্রিরাত্রান্তে (তিন রাত্রির পরে) আপ্লুত্য (স্নান করিয়া) [তিনি] অহতবাসাঃ (নববস্ত্র, পরিষ্কার বস্ত্র, পরিহিতা) [হইবেন], [এবং স্বামী তাঁহার দ্বারা] ব্রীহীন্ (ধান্য) অবঘাতয়েৎ (ভাঙ্গাইবেন)। ১৩

অতঃপর কাহারও স্ত্রীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, (সেই পত্নী) তিন দিন কাংসপাত্রে পান করিবেন ; বৃষল বা বৃষলী তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তিন রাত্রির পরে ইনি স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং ইঁহার দ্বারা (স্বামী) ধান্য ভাঙ্গাইবেন। ১৩

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৪

সঃ যঃ (যে কেহ) ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করেন)—মে (আমার) শুক্লঃ (গৌরবর্ণ) পুত্রঃ জায়েত (জাত হউক), বেদম্ অনুব্রুবীত (গুরুমুখে একটি বেদ শুনিয়া অভ্যাস ও উচ্চারণ করুক), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু, শতবৎসর আয়ু) ইয়াৎ (প্রাপ্ত হউক) ইতি, [তিনি উক্ত চাউলের দ্বারা] ক্ষীর-ওদনম্ (পায়সান্ন) পাচয়িত্বা (রন্ধন করাইয়া [স্বামী ও স্ত্রী] সর্পিষ্মন্তম্ (ঘৃতাক্ত ঐ অন্ন) অশ্নীয়াতাম্ (আহার করিবেন)। [তাঁহারা দুই জন] জনয়িতবৈ (=জনয়িতুম্, পুত্রোৎপাদনে) ঈশ্বরৌ (সমর্থ হন)। ১৪

যে কেহ ইচ্ছা করেন, "আমার গৌরবর্ণ পুত্র জাত হউক, সে একটি

বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী) দুগ্ধে (ঐ) অন্ন রন্ধনপূর্বক ঘৃতসংযোগে (উহা) আহার করিবেন। (তাঁহারা) দুইজন (ঐরূপ) পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৪

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়তে দ্বৌ বেদাবনুব্রবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ॥ ১৫

অথ যঃ ইচ্ছেৎ—মে পুত্রঃ কপিলঃ [বা] পিঙ্গলঃ জায়েত, দ্বৌ বেদৌ (দুইটি বেদ) অনুব্রুবীত, সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি, দধ্যোদনম্ (দধিমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১৫

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার কপিলবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ পুত্র জাত হউক, সে দুইটি বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", তিনি দধ্যোদন (অর্থাৎ দধিমিশ্রিত অন্ন) রন্ধন করাইবেন এবং (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহা) ঘৃতসংযোগে ভোজন করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ) পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৫

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রবীত সর্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ॥ ১৬

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার শ্যামবর্ণ লোহিতচক্ষু পুত্র জাত হউক, সে তিনটি বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", তিনি উদৌদন (অর্থাৎ জলে অন্ন) পাক করাইবেন এবং (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহা) ঘৃতসংযোগে ভোজন করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ) সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৬

অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৭

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার পণ্ডিতা কন্যা জাত হউক এবং সে পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", তিনি তিলৌদন (অর্থাৎ তিলমিশ্রিত অন্ন) পাক করাইবেন এবং (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহা) ঘৃতসংযোগে আহার করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ) সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৭

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে গুতো বিগীতঃ সমিতিঙ্গমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্ বেদাননুব্রবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সপিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥ ১৮

অথ যঃ ইচ্ছেৎ—মে পুত্রঃ পণ্ডিতঃ, বিগীতঃ (বিখ্যাত), সমিতিং-গমঃ (বিদ্বৎসমাজে গমনে সমর্থ, প্রগল্ভ) শুশ্রূষিতাম্ বাচম্ ভাষিতা (রমণীয় বাক্যের বক্তা) [হইয়া] জায়েত, সর্বান্ বেদান্ (সমস্ত বেদ) অনুব্রবীত, সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি, [তিনি] ঔক্ষেণ বা (হয় তরুণ বৃষের মাংসের সহিত) আর্ষভেণ বা (অথবা অধিকবয়স্ক ঋষভের মাংসের সহিত) মাংসৌদনম্ (মাংসমিশ্রিত অন্ন, পলান্ন) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্। জনয়িতবৈ ঈশ্বরৌ। ১৮

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার পণ্ডিত, বিখ্যাত, সমিতিঙ্গম ও রমণীয় বাক্যের বক্তা পুত্র জাত হউক ; সে সর্ববেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক", তিনি তরুণ বা অধিক বয়স্ক বৃষভের মাংসের দ্বারা পলান্ন রন্ধন করাইয়া (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজনে আহার করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ) সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৮

অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহাঽনুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহেতি ॥ ১৯

[ঐ অন্নপাক ও চরুভক্ষণাদির সময় নির্দিষ্ট হইতেছে]—অথ অভিপ্রাতঃ এব (প্রাতঃকালের অভিমুখেই) স্থালীপাক-আবৃতা (স্থালীপাকের [বিধি অনুসারে) আজ্যম্ চেষ্টিত্বা (আজ্যসংস্কার করিয়া), [পূর্বোক্ত চরুতে উহা লিপ্ত করিয়া] উপঘাতম্ (বারংবার অল্প অল্প গ্রহণ করিয়া) [এই মন্ত্রে] স্থালীপাকস্য জুহোতি (স্থালীপাক হইতে হব্য গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন)—অগ্নয়ে (অগ্নির উদ্দেশে) স্বাহা, অনুমতয়ে (অনুমতির উদ্দেশে) স্বাহা, সত্যপ্রসবায় (সত্যপ্রসবিতা) সবিত্রে দেবায় (সবিতৃদেবের উদ্দেশে) স্বাহা ; ইতি। হুত্বা (আহুতি দিয়া) উদ্ধৃত্য (উঠাইয়া) [চরুশেষ] প্রাশ্নাতি (আহার করেন)। প্রাশ্য (আহার করিয়া) ইতরস্যাঃ (অপরকে, স্ত্রীকে) প্রযচ্ছতি (দেন)। পাণী (হস্তদ্বয়) প্রক্ষাল্য (ধৌত করিয়া) উদপাত্রম্ (জলপাত্র) পূরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) তেন (সেই জলের দ্বারা) এনাম্ (স্ত্রীকে) [এই মন্ত্রে] ত্রিঃ (তিন বার) অভ্যুক্ষতি (সিক্ত করেন)—বিশ্বাবসো (হে বিশ্বাবসু নামক কামদেবতা), [ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২২] অতঃ (এই স্ত্রী হইতে) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ; পত্যা সহ (পতিসহ) [ক্রীড়মাণা] অন্যাম্ (অপর) প্রপূর্ব্যাম্ (তরুণীকে) ইচ্ছ (কামনা কর)। [আমি এই] জায়াম্ সম্ [উপৈমি] (পত্নীর সহিত মিলিত হইব) ইতি। ১৯

প্রত্যূষের দিকে স্থালীপাকের বিধি অনুসারে আজ্যসংস্কার করিয়া স্থালীপাকের অল্প অল্প অংশ গ্রহণপূর্বক (এই মন্ত্রে) আহুতি দিবেন, "অগ্নিকে স্বাহা", "অনুমতিকে স্বাহা", "সত্যপ্রসবিতা সবিতৃদেবকে স্বাহা।" আহুতি দিয়া (চরুশেষ) উঠাইয়া আহার করিবেন।

আহারান্তে স্ত্রীকে (অবশিষ্টাংশ) দিবেন। হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া এবং জলপাত্র পূর্ণ করিয়া সেই জলে স্ত্রীকে এই মন্ত্রে তিনবার সিক্ত করিবেন[১], হে বিশ্বাবসু, তুমি এখান হইতে উঠ। পতির সহিত বিদ্যমানা অপর তরুণীকে কামনা কর। আমি এই পত্নীর সহিত যুক্ত হই।" ১৯

১ মন্ত্রটি কিন্তু একবার মাত্র উচ্চার্য।

অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥ ২০

অথ (অতঃপর) [এই মন্ত্রে] এনাম্ অভিপদ্যতে (আলিঙ্গন করেন)—অহম্ অমঃ (প্রাণ) অস্মি, ত্বম্ (তুমি) সা (বাক্) [অসি]; ত্বম্ সা অসি, অহম্ অমঃ ; অহম্ সাম অস্মি, ত্বম্ ঋক্ ; অহম্ দ্যৌঃ ত্বম্ পৃথিবী। এহি (এস) তৌ (এতাদৃশ উভয়ে) সংরভাবহৈ (উদ্যম করি), পুংসে পুত্রায় বিত্তয়ে (পুরুষ সন্তান লাভের জন্য) সহ (একত্র) রেতঃ দধাবহৈ (আধান করি)। ২০

অথাস্যা ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি—

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২১

অথ [অনেন মন্ত্রেণ] অস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) ঊরূ বিহাপয়তি—"[হে] দ্যাবাপৃথিবী, [যুবাং] বিজিহীথাম্ (বিশ্লিষ্টে ভবেতাং)" ইতি। তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায় [অনেন

মন্ত্রেণ] ত্রিঃ এনাম্ অনুলোমাম্ অনুমাষ্টি—"বিষ্ণুঃ [তে] যোনিম্ কল্পয়তু (পুত্রোৎপত্তি-সমর্থাং করোতু); ত্বষ্টা (সবিতা) [তব] রূপাণি পিংশতু (বিভাগেন দর্শনযোগ্যানি করোতু); প্রজাপতিঃ (বিরাড়াত্মা) [মদাত্মনা স্থিত্বা ত্বয়ি রেতঃ] আসিঞ্চতু (প্রক্ষিপতু); ধাতা (সূত্রাত্মা) [মদাত্মনা স্থিত্বা] তে গর্ভম্ (ত্বদীয়ং গর্ভং) দধাতু (ধারয়তু, পুষ্ণাতু)। [ভোঃ] সিনীবালি গর্ভম্ ধেহি, [ভোঃ] পৃথুষ্টুকে (বিস্তীর্ণস্তুতি) গর্ভম্ ধেহি। পুষ্করস্রজৌ (পদ্মমালিনৌ) অশ্বিনৌ দেবৌ (সূর্যাচন্দ্রমসৌ) তে গর্ভম্ আধত্তাম্। ২১

হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্মন্থতামশ্বিনৌ।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে।
যথাঽগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী।
বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥ ২২

হিরণ্ময়ী (জ্যোতির্ময়ী) অরণী (প্রাক্ আসতুঃ), যাভ্যাম্ অশ্বিনৌ [গর্ভম্] নির্মন্থতাম্ (নির্মথিতবন্তৌ)। দশমে মাসি সূতয়ে (প্রসবার্থম্) তম্ (তথাভূতম্) গর্ভম্ তে [জঠরে] হবামহে। [আধীয়মানং গর্ভং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি]—পৃথিবী যথা অগ্নিগর্ভা, দ্যৌঃ যথা ইন্দ্রেণ (সূর্যেণ) গর্ভিণী, বায়ুঃ যথা দিশাম্ গর্ভঃ, এবম্ অসৌ (অহম্) তে গর্ভম্ দধামি ইতি। ২২

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি—
যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ।
এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা।
ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ।
তমিন্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥ ২৩

সোষ্যন্তীম্ (আসন্নপ্রসবাং) [সুখপ্রসবনার্থম্ অনেন মন্ত্রেণ] অদ্ভিঃ অভ্যুক্ষতি—বায়ুঃ যথা পুষ্করিণীম্ সর্বতঃ সমিঙ্গয়তি (স্বরূপোপঘাতম্ অকুর্বৈব] চালয়তি) এবা (এবম্ এব) তে (তব) গর্ভঃ এজতু ([স্বরূপোপঘাতম্ অকুর্বৈব] চলতু), জরায়ুণা সহ অবৈতু

(নির্গচ্ছতু)। [সর্গকালে গর্ভাধানকালে বা] অয়ম্ ইন্দ্রস্য (প্রাণস্য) ব্রজঃ (মার্গঃ) কৃতঃ। [হে] ইন্দ্র (প্রাণ), ত্বম্ তম্ (মার্গম্) [প্রাপ্য] গর্ভেণ সহ সার্গলঃ [অর্থাৎ] সপরিশ্রয়ঃ (পরিবেষ্টনেন জরায়ুণা সহ) নির্জহি (নির্গচ্ছ)। সাবরাম্ (গর্ভনিঃসরণান্তরং যা মাংসপেশী নির্গচ্ছতি তাম্ চ) [নির্গময়]। ইতি। ২৩

জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সংনীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোতি—

অস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে।
অস্যোপসন্দ্যাং মা চ্ছৈৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ—স্বাহা।
ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি—স্বাহা।
যৎ কর্মণা অত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্।
অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু নঃ—
স্বাহেতি ॥ ২৪

জাতে ([পুত্র] জাত হইলে) অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি সমুজ্জ্বল করিয়া) [পুত্রকে] অঙ্কে আধায় (ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া) কংসে (কাঁসার পাত্রে) পৃষদাজ্যম্ (দধিমিশ্রিত ঘৃত) সংনীয় (রাখিয়া) [উহা] উপঘাতম্ (বারংবার অল্প অল্প করিয়া) [এই মন্ত্রসকলের দ্বারা] পৃষদাজ্যস্য জুহোতি (দধিমিশ্রিত ঘৃতের আহুতি দেন, দিবেন)—অস্মিন্ স্বে গৃহে (এই নিজ গৃহে) এধমানঃ ([পুত্ররূপে] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া) [আমি] সহস্রম্ (সহস্র মানুষকে) পুষ্যাসম্ (যেন পোষণ করিতে পারি)। অস্য (এই পুত্রের উপসন্দ্যাম্ (বংশে) প্রজয়া পশুভিঃ চ (সন্তানসন্ততি ও পশুবৃন্দসহ) [শ্রী] মা চ্ছৈৎসীৎ (যেন বিচ্ছিন্ন না হয়); স্বাহা। ময়ি প্রাণান্ (আমাতে যে প্রাণ আছে, উহাকে) মনসা (মনে মনে) ত্বয়ি (তোমাতে, পুত্রে) জুহোমি (আহুতি দিতেছি, অর্পণ করিতেছি); স্বাহা। ইহ (এই কর্মসাধনকালে) কর্মণা (কর্মদ্বারা) যৎ (যাহা) অত্যরীরিচম্ (অতিরিক্তরূপে করিয়াছি) [অর্থাৎ যে যে কর্ম অধিক করিয়া ফেলিয়াছি] বা যৎ ন্যূনম্ (অতাল্প) অকরম্ (=অকরবম্, করিয়াছি),

বিদ্বান্ (সর্বজ্ঞ) [ও] স্বিষ্টকৃৎ (উত্তম ইষ্ট-সম্পাদক), অগ্নিঃ নঃ (আমাদের) তৎ (ঐ কর্ম) স্বিষ্টম্ (অনধিক) সুহুতম্ (অনল্প) করোতু (করুন) ; স্বাহা ইতি। ২৪

পুত্র জাত হইলে অগ্নি সমুজ্জ্বল করিয়া ও পুত্রকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া কাংসপাত্রে দধিমিশ্রিত ঘৃত স্থাপনপূর্বক উহা (এইসকল মন্ত্রে) অল্প অল্প করিয়া আহুতি দিবেন, "এই আমার স্বগৃহে (আমি পুত্ররূপে) বর্ধমান হইয়া যেন সহস্র মানবের পরিপোষক হইতে পারি। ইহার বংশে সন্তান ও পশুসহ (শ্রী) যেন বিচ্ছিন্না না হন ; স্বাহা।" "আমাতে যে প্রাণ আছে, উহা আমি (পুত্র) তোমাতে আহুতি দিতেছি ; স্বাহা।" "এই কর্মসাধনকালে আমি যাহা কিছু অত্যধিক বা অত্যল্প করিয়া ফেলিয়াছি, সর্বজ্ঞ ও ইষ্টসম্পাদক অগ্নি আমার সেই কর্ম অনধিক ও অনল্প করুন ; স্বাহা।"২৪

অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্ বাগিতি ত্রিরথ দধি মধু ঘৃতং সংনীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি। ভূস্তে দধামি ভুবস্তে দধামি স্বস্তে দধামি ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্বং ত্বয়ি দধামীতি ॥২৫

অথ অস্য (ঐ শিশুর) দক্ষিণম্ কর্ণম্ (ডান কান) অভিনিধায় ([নিজের] মুখসংলগ্ন করিয়া) ত্রিঃ (তিন বার) "বাক্ বাক্" ইতি (এই মন্ত্র) জপেৎ (জপ করিবেন)। অথ দধি, মধু, ঘৃতম সংনীয় ([অগ্নি ও নিজের মধ্যে] রাখিয়া) অনন্তর্হিতেন (অব্যবহিত, বা মুখে অপ্রবিষ্ট) জাতরূপেণ (সুবর্ণের [কাঠির] দ্বারা) [এই মন্ত্রসকলের দ্বারা] প্রাশয়তি (আহার করান)—তে (তোমাতে) ভূঃ (ভূর্লোক) দধামি (স্থাপন করিতেছি), তে ভুবঃ দধামি, তে স্বঃ দধামি, ত্বয়ি (তোমাতে) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ সর্বম্ দধামি ইতি। ২৫

অতঃপর ঐ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া তিন বার জপ করিবেন, "বাক্, বাক্।[১]" অতঃপর দধি, মধু, ও ঘৃতকে অগ্নি ও

নিজের মধ্যে স্থাপন পূর্বক (মুখে) অপ্রবিষ্ট সুবর্ণের দ্বারা (এইসকল মন্ত্রে) তাহাকে আহার করাইবেন, "তোমাতে ভূর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে ভুবর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে স্বর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—সমস্তই স্থাপন করিতেছি।" ২৫

১ তিনবার জপের উদ্দেশ্য এই, "পুত্রে ত্রয়ীবিদ্যা প্রবেশ করুক।"

অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি তদস্য তদ্ গুহ্যমেব নাম ভবতি ॥ ২৬

অথ "বেদঃ অসি (তুমি বেদ)" ইতি (এই বলিয়া) অস্য নাম করোতি (নামকরণ করেন)। তৎ (উহা) এব অস্য তৎ (সেই) গুহ্যম্ নাম ভবতি। ২৬

অতঃপর "তুমি বেদ" এই বলিয়া তাহার নামকরণ করেন। উহাই তাহার সেই গুহ্য নাম হয়।[১] ২৬

১ এই নাম প্রসিদ্ধ নহে। তথাপি বেদ=বেদন=অনুভব; অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের স্বরূপ—এই হিসাবে ইহা সকলেরই গুহ্য নাম।

অথৈনং মাত্রে প্রদাহ স্তনং প্রযচ্ছতি—
যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূ-
র্যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ।
যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি
সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭

অথ এনম্ (ইহাকে) মাত্রে (মাতার নিকট) প্রদায় (দিয়া) [এই মন্ত্রে] স্তনম্ প্রযচ্ছতি (স্তন্যপান করান)—[হে] সরস্বতি, তে (তোমার) যঃ স্তনঃ শশয়ঃ (ফলাধার-

স্বরূপ), যঃ ময়োভূঃ (সর্বস্থিতির কারণ), যঃ রত্নধা (রত্ন বা দুগ্ধে পরিপূর্ণ), [যঃ] বসুবিৎ (কর্মফলবিধাতা), যঃ সুদত্রঃ (অতি দানশীল, ভূরিদ), যেন (যদ্দ্বারা) বার্যাণি (বরণীয়, উপযুক্ত) বিশ্বা ([দেবাদি] সকলকে) পুষ্যসি (পোষণ কর), তম্ (সেই স্তনটি) ইহ (এই ভার্যাস্তনে) ধাতবে ([পুত্রের] পানের জন্য) কর্ (=কুরু, [প্রবিষ্ট] কর) ইতি। ২৭

অনন্তর ইহাকে মাতার নিকট দিয়া (এই মন্ত্রে) স্তন্যপান করান, "হে সরস্বতি, তোমার যে স্তনটি সর্বফলাধার, যাহা সর্বপরিপোষক, যাহা দুগ্ধ-পরিপূর্ণ, যাহা কর্মফলবিধাতা, যাহা ভূরিদ এবং যদ্দ্বারা তুমি যোগ্যব্যক্তি-সকলকে পোষণ কর, সেই স্তনটি (আমার পুত্রের) পানের জন্য এই (ভার্যার) স্তনে প্রবেশ করাও।" ২৭

অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে—

ইলাঽসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ।
সা ত্বং বীরবতি ভব যাঽস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি।

তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছি য়া যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥ ২৮

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ অস্য (ইহার) মাতরম্ (মাতাকে) অভিমন্ত্রয়তে (সম্বোধন করিয়া বলেন)—[তুমি] ইলা (প্রশংসার্হা) মৈত্রাবরুণী অসি (মিত্রাবরুণ বা বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীস্বরূপিণী)। বীরে [সতি] (নিমিত্তভূত আমি আছি বলিয়া) [তুমি] বীরম্ (বীর, পুত্র) অজীজনৎ (প্রসব করিয়াছ)। যা (যে তুমি) অস্মান্ বীরবতঃ (আমাদিগকে পুত্রবান্) অকরৎ (=অকরোৎ, করিলে), সা ত্বম্ (তাদৃশ তুমি) বীরবতী (বহুপুত্রবতী) ভব (হও) ইতি। যঃ (যে) এবংবিদঃ ব্রাহ্মণস্য (এই প্রকার জ্ঞানী ব্রাহ্মণের) পুত্রঃ জায়তে (পুত্ররূপে জাত হয়) তম্ বৈ এতম্ (তাদৃশ এই পুত্রকে) [লোকে] আহুঃ (বলে)—অতিপিতা বতঃ অভূঃ

(অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ, পিতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ), অতিপিতামহঃ হত অভূঃ ; শ্রিয়া (সৌভাগ্যে), যশসা (খ্যাতিতে) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) পরমাম্ হত কাষ্ঠাম্ (অহো, সাফল্যের চরমোৎকর্ষ) প্রাপৎ (পাইয়াছ) ইতি। ২৮

অনন্তর (পিতা) শিশুর মাতাকে (এইরূপ) সম্বোধন করেন, "তুমি সৌভাগ্যবতী অরুন্ধতী। আমার সাহায্যে তুমি পুত্র প্রসব করিয়াছ। তুমি আমাকে পুত্রবান্ করিলে, অতএব তুমি বহুপুত্রবতী হও।" যে এবংবিদ্ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হয়, লোকে তাদৃশ পুত্রকে বলে, "অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ ; অহো, তুমি পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ ; অহো, তুমি সৌভাগ্য, যশ ও ব্রহ্মতেজে সাফল্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছ !" ২৮

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চম (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ। পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্ গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ ॥ ১

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্ গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো

বাৎসীপুত্রাদ্ বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্ বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্ বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্রাদার্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাঙ্কৃতীপুত্রাৎ সাঙ্কৃতীপুত্রঃ আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রাদালম্বী-পুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূকায়নী-পুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলী-পুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্ বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীন-যোগীপুত্রঃ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ ॥ ২

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবে-শেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্ বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ কশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাদাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥ ৩

[সম্প্রতি সমস্ত উপনিষদের বংশ, অর্থাৎ বিদ্যাসম্প্রদায় বা গুরুশিষ্যপরম্পরা বলা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, "গুণবান্ পুত্র জাত হয়;" সুতরাং পৌতিমাষী, কাত্যায়নী প্রভৃতি মাতৃনামের সহিত পুত্র শব্দ যোগ করিয়া আচার্যদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কারণ শেষোক্ত পুত্রমন্থকর্মে মাতার প্রাধান্য আছে। এখানে প্রথমান্ত নামগুলি শিষ্যের ও পঞ্চম্যন্ত

নামগুলি শুক্ল]—ইমানি আদিত্যানি শুক্লানি যজূংসি (আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এইসকল শুক্লযজুর্মন্ত্র) বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা) আখ্যায়ন্তে (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ১—৩

অতঃপর বংশ। পৌতিমাষীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন); কাত্যায়নীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে; গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্র হইতে, ঔপস্বস্তীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে, কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে, কৌশিকপুত্র আলম্বীপুত্র ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে, বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে, কাপীপুত্র আত্রেয়ীপুত্র হইতে, আত্রেয়ীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজী পুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র বাৎসীপুত্র হইতে, বাৎসীপুত্র (অপর) পারাশরীপুত্র হইতে, (ঐ) পারাশরীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণীপুত্র (অপর) বার্কারুণীপুত্র হইতে, (ঐ) বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্র হইতে, আর্তভাগীপুত্র শৌঙ্গীপুত্র হইতে, শৌঙ্গীপুত্র সাঙ্কৃতীপুত্র হইতে, সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্র হইতে, আলম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে, আলম্বীপুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে, জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডুকায়নীপুত্র হইতে, মাণ্ডুকায়নীপুত্র মাণ্ডুকীপুত্র হইতে, মাণ্ডুকীপুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে, শাণ্ডিলীপুত্র রাথীতরীপুত্র হইতে, রাথীতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে, ভালুকীপুত্র কৌঞ্চিকীর পুত্র হইতে, ক্রৌঞ্চিকীপুত্রদ্বয় বৈদভৃতীপুত্র হইতে, বৈদভৃতীপুত্র কার্শকেয়ীপুত্র হইতে, কার্শকেয়ীপুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে, প্রাচীনযোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে, সাঞ্জীবীপুত্র আসুরিবাসী প্রাশ্নীপুত্র হইতে, প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ আসুরি হইতে, আসুরি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে, উদ্দালক অরুণ হইতে,

অরুণ উপবেশি হইতে, উপবেশি কুশ্রি হইতে, কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে, বাজশ্রবা জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ অসিত বার্ষগণ হইতে, অসিত বার্ষগণ হরিত কশ্যপ হইতে, হরিত কশ্যপ শিল্প কশ্যপ হইতে, শিল্পকশ্যপ নিধ্রুবপুত্র কশ্যপ হইতে, নিধ্রুবপুত্র কশ্যপ বাক্ হইতে, বাক্ অম্ভিণী হইতে, অম্ভিণী আদিত্য হইতে, (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন)। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুক্লযজুঃ[১] সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১—৩

১ শুক্ল=পৌরুষেয়ত্ব-দোষে দুষ্ট নহে; অথবা শুদ্ধ অর্থাৎ চিরনূতন ও প্রমাণভূত।

সমানমা সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসো মাহিত্থের্মাহিত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্ বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্ যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥

[প্রজাপতি হইতে সকল বিদ্যাসম্প্রদায় আসিয়াছে। তন্মধ্যে সমস্ত বাজসনেয়ি শাখাতেই প্রজাপতি হইতে সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত একই গুরুপরম্পরা। সাঞ্জীবীর পরে শাখাভেদ হইয়াছে]—সমানম্ আ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ (সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত একই প্রকার গুরুপরম্পরা)। প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মণঃ (বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে)। ৪

সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত (বংশপরম্পরা সকল) সমান। সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডূকায়নি হইতে, মাণ্ডূকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, কৌৎস

মাহিত্থি হইতে, মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য বাৎস্য হইতে, বাৎস্য কুশ্রি হইতে কুশ্রি যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে, যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুর কাবষেয় হইতে, তুর কাবষেয় প্রজাপতি হইতে, প্রজাপতি ব্রহ্মের, অর্থাৎ বেদের, সহিত সম্বন্ধ বশতঃ (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন)। ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদ) স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ৪

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

নির্ঘণ্ট

অনুক্রমণিকা

(বিশেষ বাক্য ও শ্লোকসকল)

উপনিষদ্ ব্যতীত সারা পৃথিবীতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবৎকালে উহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুকালেও উহাই আমাকে শান্তি দিবে।

— জার্মান দার্শনিক,
শোপেনহাওয়ার

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত

স্বামী গম্ভীরানন্দের পুস্তকাবলী

শ্রীমা সারদা দেবী

৭৫.০০

যুগনায়ক বিবেকানন্দ

১ম খণ্ড ৫৫.০০

২য় খণ্ড ৫৫.০০

৩য় খণ্ড ৫৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা

১ম খণ্ড ৬০.০০

২য় খণ্ড ৬০.০০

স্তবকুসুমাঞ্জলি

৫০.০০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ ২৫.০০

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ মুদ্রণ—মুদ্রণশ্রী, কলিকাতা-৪